আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

(আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত)

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক

মুহাম্মদ রুহুল আমীন

রেজি নং: ১৫১/২০০৮-২০০৯ (পুনঃ)

সহকারী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

[illegible], ২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

(আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত)

অভিসন্দর্ভ

DIGITIZED

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

465930

গবেষক
মুহাম্মদ রুহুল আমীন
রেজি নং: ১৫১/২০০৮-২০০৯ (পুন:)
সহকারী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Library
465930

নভেম্বর, ২০১২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

465331

আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ আরব কবিসম্রাট আহমদ শাওকী
(১৮৬৮-১৯০২)

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য"** শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করি নি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

২০/১১/১২

(মুহাম্মদ রুহুল আমীন)
পিএইচ. ডি. গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ১৫১/২০০৮-২০০৯ (পুন:)

465930

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Muhammad Abdul Mabud
Professor & Ex. Chairman
Dept. of Arabic, University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.

الدكتور محمد عبد المعبود
أستاذ ورئيس سابق
قسم العربية، جامعة داكا
داكا-١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No. ....   Date ....

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমীন কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত **'আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

(অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Tel: 9661920-73 Ext: 6109   Fax: 880-2-9615277   Mob: 01715111935   Email: department.arabic@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর করুণা ও মেহেরবানীতে **"আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা সম্পন্ন হয়েছে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি রাহমাতুল্লিল 'আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে গোলাম তার মনিবের সন্ধান পেয়েছে। এই মূহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মা-জননী মরহুমা রৌশন আরা বেগমকে, যাঁর অশ্রু ও দোয়া আমার সকল সফলতার নিয়ামক। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ স্যারের প্রতি, যিনি একজন প্রকৃত গবেষক, গবেষণা যার নেশা। তিনি শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহসহ সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করেছেন। ফলে আমার এ গবেষণা কর্মটি যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি, যিনি এ বিষয়ে গবেষণার জন্য সর্বপ্রথম উৎসাহ প্রদান করেন। অতঃপর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হতাম তখন স্যারের যথাযথ পরামর্শে সব সহজ হয়ে যেত। তিনি এ গবেষণা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত তাকিদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভাগীয় শিক্ষক ড. যুবাইর মো. এহসানুল হক, ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ নূরে আলম সহ সকল সম্মানিত শিক্ষক ও সহকর্মীদের প্রতি যাঁরা বইসহ বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অধ্যাপক ড. এ টি এম ফখরুদ্দীন স্যারের। যিনি দেখা হলেই বলতেন কবে শেষ করবে? কবে জমা দিবে? এ সকল প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করে ফেলতেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সকল কর্মকর্তার প্রতি যারা আমাকে ইউজিসির ফেলোশীপ প্রদান করে গবেষণা কর্মে সহায়তা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় উসতায ও শায়খ ছারছীনা শরীফের পীর সাহেব হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ সাহেব (দা.বা. আ.) এর প্রতি, যাঁর নেক নযর ও দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে এ কর্মটি সম্পাদন করার তৌফিক প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের প্রতি, যিনি আমাকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। ছেলেবেলায় বুঝ-জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় অভিমান করেছিলাম। কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা আমাকে সব ধরণের বিপদ থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাঁর উছিলায় আমি ছারছীনা মাদরাসায় ভর্তি হয়েছিলাম। পরবর্তীতে পীর সাহেব হুজুরের হাতে বায়াতও গ্রহণ করি এবং এক পর্যায়ে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছি। আব্বাজান বৃদ্ধকালে ২০০৪ সালের রমজানের ওমরার সফর হতে আমার জন্য শিশুসাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন, যা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে বেশ উপকারী ছিল। দীর্ঘ দিন যাবত তিনি অসুস্থ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দ্রুত আরোগ্য দান করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার জীবনসঙ্গিনী উমামার প্রতি। পরিবারের অধিকাংশ দায়-দায়িত্ব সে গ্রহণ করে আমাকে গবেষণায় আত্মনিয়োগে সহায়তা করেছে এবং তাড়াতাড়ি সমাপ্তির তাকিদ প্রতিনিয়তই দিয়েছে। তাছাড়া স্নেহের

সন্তান তাসকীন, মুদ্দাসসির, মারওয়া ও মারজান এর প্রতি রইল আন্তরিক দোয়া ও স্নেহাশীষ। কেননা গবেষণা কাজের দরুন তারা আমার আদর স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আব্দুল আউয়াল ভূঁইয়া ছলিম, মেঝ ভাই আব্দুল কাদের ভূঁইয়া সোহেল এর প্রতি এবং স্নেহের ছোট ভাই সুজাত ও আরিফ বিল্লাহ এবং শ্রদ্ধেয় বড়বোন শামীম আরা বেগম, পলি ও শিরীন ভাবী, হিদি এবং স্নেহের ছোটবোন, তাকলিমা, আসমা, ছালমা, তাসলিমা ও তাহমিনাসহ সকল ভগ্নিপতি এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি রইল আন্তরিক মোবারকবাদ। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা আমার গবেষণা কাজটি ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার ছোট চাচা আমেরিকা প্রবাসী আবুল কালাম শাহ আলম যিনি প্রায়ই গর্ব করে বলতেন আমাদের বংশে রুহুল আমীন সর্বপ্রথম পিএইচ ডি. ডিগ্রী লাভ করবে। তাঁর উক্তি বাস্তবে প্রতিফলিত হউক। আমীন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী আম্মাজান মুহতারামা আয়েশা সিদ্দীকা শবনমের প্রতি, যিনি আমার সকল অনুপ্রেরণার উৎস। সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শাহ আবু নসর মুহাম্মদ নেছার উদ্দীন আহমদ হুসাইন, মির্জা মাওলানা নূরুর রহমান বেক, মাওলানা মাহমুদুর রহমান, হাফেজ নেছারুল্লাহ এবং মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা এর প্রতি, যাদের দোয়া ও উৎসাহে আমার এ গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বাংলা একাডেমী, রিয়াদস্থ কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রতি যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শরাফত আলী, মুফতীয়ে আজম মাওলানা মুস্তফা হামিদী, বাংলাদেশ দ্বীনিয়া মাদরাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এ.এম.এম. আহসানুল্লাহসহ সকল আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি ও সকল শুভাকাঙ্খীর প্রতি যাঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমার কর্মোদ্দমকে গতিশীল করেছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধুবর মুহাম্মদ আল আমীনকে যিনি এ অভিসন্দর্ভটির প্রুফ দেখে সহায়তা করেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আব্দুল মান্নান মিয়াজী, হাফেজ হাবীবুল্লাহ, মামুনুর রশীদ, হাফেজ জুনায়েদসহ অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ যারা তথ্য সরবরাহসহ বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছে। আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কামরুল ইসলামকে, যে অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে এ অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে আমাকে বেশ সহায়তা করেছে। মাগফিরাত কামনা করছি মরহুম হাফেজ মাওলানা মুহসিন সাহেব, মরহুম মাওলানা ইসমাঈল সাহেব, মরহুম মাওলানা আব্দুর রব খান সাহেব, মরহুম মাওলানা মুফতী আমজাদ হোসাইন (জামালপুরী হুজুর), মরহুম মাওলানা জামাল হোসেন সাহেব, মরহুম ফরিদ স্যার প্রমুখ প্রয়াত আসাতেযায়ে কেরামের, যাঁদের আন্তরিক দোয়া ও তত্ত্বাবধানে আমাকে আল্লাহ তায়ালা এ পর্যায়ে উপনীত করেছেন। আরো যারা আমাকে সহায়তা করেছে তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

নভেম্বর ২০১২ খ্রি.

বিনীত

মুহাম্মদ রুহুল আমীন
পিএইচ. ডি. গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণ ও হরকতসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণায়ণ
ا	অ	غ	গ	وَا	ওয়া
ب	ব	ف	ফ	وَ	ওয়া
ت	ত	ق	ক	وِي	ভী
ث	ছ	ك	ক	وُ	উ
ج	জ	ل	ল	وُوْ	ঊ
ح	হ	م	ম	يَ	ইয়া
خ	খ	ن	ন	يَا	ইয়া
د	দ	و	ও /ওয়া / ভ	يِ	য়ি
ذ	য	ه	হ	يِيْ	য়ী
ر	র	ء	আ	يُ	ইয়ু
ز	য	ى	য়	يُوْ	ইউ
س	স	ـَ ـَ	া	عَ	'আ
ش	শ	ـِ	ি	عَا	'আ
ص	স	ـُ	ু	عِ	'ই
ض	দ	ـُو	ূ	عِيْ	'ঈ
ط	ত	ـِي	ী	عُ	'উ
ظ	য	ا	উ	عُوْ	'ঊ
ع	'আ / '/ আ	أو	ঊ		

উল্লেখ্য যে, বহুল প্রচলিত বাংলা বানানগুলো হুবহু রাখা হয়েছে। যেমন : আরবী, মিশর, কুয়েত, কোরআন মজিদ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আ.	:	আলাইহিস সালাম
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা. বি.	:	তারিখ বিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
রা.	:	রাযিআল্লাহু আনহু
সম্পা.	:	সম্পাদিত, সম্পাদনা
সং	:	সংস্করণ
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম
হি.	:	হিজরী সন
দা. বা. আ.	:	দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়াহ
ed. /eds.	:	edited by, edition, editor, editions
p.	:	page
pp.	:	pages
Pub.	:	published, publication
vol.	:	volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ

১. প্রারম্ভিকা ৮

২. আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর প্রেক্ষাপট ১৪

২.১ লেবাননের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন ১৫

২.২ মিশরের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন ১৭

৩. আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর কার্যকারণ ২৪

৩.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৪

৩.২ মুদ্রণালয় বা ছাপাখানা ৩৩

৩.৩ সংবাদপত্রের বিকাশ ৩৫

৩.৪ শিক্ষা ও সাহিত্য সংঘ ৪০

৩.৫ লাইব্রেরী ৪৫

৩.৬ প্রাচ্যবিদগণ ৫০

৩.৭ বিদেশে প্রেরিত শিক্ষা মিশন ৫২

৩.৮ অনুবাদ সাহিত্য ৫৪

৩.৯ নাটক ও অভিনয় ৫৭

৪. পরিসমাপ্তি ৬১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী শিশু সাহিত্যের বিকাশধারা

১. প্রারম্ভিকা ৬৩

২. শিশুসাহিত্যের পরিচিতি ৬৪

২.১ শিশুর পরিচয় ৬৪

২.১.১. শৈশবকালের বিভিন্ন স্তর ৬৬

২.১.২. বিভিন্ন স্তরের শিশুদের আচার-আচরণ ও চাহিদা ৬৭

২.১.৩. বিশ্বশিশু দিবস ৭৩

২.১.৪. শিশু অধিকার সনদ ৭৪

২.২ সাহিত্যের পরিচয় ৭৪

২.৩ শিশুসাহিত্যের পরিচয় ৭৭

২.৪ শিশুসাহিত্য ও বড়দের সাহিত্য ৭৮

২.৫ শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব ৮১

২.৬ শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যম ৮৪

৩. শিশু সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৮৬

৩.১ প্রাচীন পর্ব ৮৬

৩.২ আধুনিক শিশু সাহিত্যের বিকাশ ধারা ৮৭

৩.৩ বাংলা শিশু সাহিত্য ৯২

৪. আরবী শিশু সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ৯৪

৪.১ প্রাচীন আরবী শিশু সাহিত্য ৯৪

৪.২ আধুনিক আরবী শিশু সাহিত্যের উৎস ও বিকাশ ৯৯

৪.৩ আরব বিশ্বে শিশু সাহিত্যের বিকাশ ১১৩

৪.৪ আরবী শিশুসাহিত্য বিকাশের কার্যকারণ ১১৮

৪.৫ খ্যাতিমান আরব সাহিত্যিকদের শিশুতোষ কর্ম ১২১

৫. পরিসমাপ্তি ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আহমদ শাওকী ঃ জীবন ও সাহিত্য কর্ম

১. প্রারম্ভিকা ১৩০

২. আহমদ শাওকীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ১৩০

২.১ জন্ম ও বংশ পরিচয় ১৩০

২.২ শৈশব কাল ১৩২

২.৩ শিক্ষাজীবন ১৩৩

২.৪ কর্ম জীবন ১৩৭

২.৫ শাওকীর নির্বাসিত জীবন ১৩৮

২.৬ আমীরুশ শু'আরা (কবি সম্রাট) উপাধি লাভ ১৪১

২.৭ মৃত্যুবরণ ১৪৩

৩. আহমদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম ১৪৫

৩.১ পদ্য সাহিত্যে আহমদ শাওকীর অবদান ১৪৬

৩.২ অনুবাদ সাহিত্য ও কাব্য নাটক ১৫১

৩.৩ গদ্য সাহিত্যে আহমদ শাওকীর অবদান ১৫৪

৪. আহমদ শাওকীর কবিতা ও কাব্য প্রতিভা ১৫৬

৪.১ গতানুগতিক বিষয়বস্তু ১৫৭

৪.২ সমন্বিত বিষয়বস্তু ১৫৯

৪.৩ আধুনিক বিষয়বস্তু ১৬০

৪.৪ আহমদ শাওকীর কবিতার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ ১৬৪

৪.৫ আহমদ শাওকীর কাব্য প্রতিভা ১৬৬

৪.৬ আহমদ শাওকীর মূল্যায়নে আরব কবি-সাহিত্যিকদের মন্তব্য ১৬৭

৫. এক নজরে আহমদ শাওকীর জীবন পরিক্রমা ১৬৯

৬. সাল অনুসারে আহমদ শাওকীর রচনাসমগ্র ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতা ও কবিতার প্রকৃতি

১. ভূমিকা ১৭৪

১.১ শিশুসাহিত্য রচনায় আহমদ শাওকীর উদাত্ত আহবান ১৭৫

১.২ শিশুদের প্রতি ভালোবাসার আহ্বান ১৭৭

১.৩ আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্য ১৭৮

২. আহমদ শাওকীর শিশুসংক্রান্ত কবিতা ১৮১

২.১ নিজের সন্তানদের উদ্দেশে লিখিত কবিতা ও তার প্রকৃতি ১৮২

২.২ বন্ধু-বান্ধবদের সন্তানদের উদ্দেশে লিখিত কবিতা ও তার প্রকৃতি ১৮৬

২.৩ সাধারণ সকল শিশুর উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা ও তার প্রকৃতি ১৮৭

৩. শিশুদের উদ্দেশে রচিত গান ও সঙ্গীত ১৯২

৩.১ শিশুতোষ গান ও তার প্রকৃতি ১৯২

৩.২ শিশুতোষ সঙ্গীত ও তার প্রকৃতি ১৯৮

৪. পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী ২০৮

৪.১. শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলোর প্রকারভেদ ২১২

৪.১.১ রাজনৈতিক কাব্যকাহিনী ২১৩

৪.১.২ নৈতিক ও শিক্ষামূলক কাব্যকাহিনী ২১৮

৪.১.৩ সমগোষ্ঠীয় ও জাতীয় মূল্যবোধমূলক কাব্যকাহিনী ২২৫

৪.১.৪ সামাজিক ও রসিকতামূলক কাব্যকাহিনী ২২৯

৪.২ আহমদ শাওকীর কবিতার আকার-আকৃতি ২৩১

৪.৩ আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতায় ছন্দের ব্যবহারশৈলী ২৩২

৪.৪ ধর্মীয় মূল্যবোধে রচিত কাব্যকাহিনী ২৩২

৪.৫ আহমদ শাওকীর কাব্যকাহিনীগুলোর চরিত্র ২৩৩

৪.৬ বয়স অনুযায়ী আহমদ শাওকীর কবিতাসমূহ ২৩৪

৪.৭ পশু পাখির ভাষায় রচিত দুইটি শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্যের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য

১. ভূমিকা ২৫০

২. শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর বৈশিষ্ট্য ২৫১

- ২.১ কাহিনীমালার উৎসের বিচিত্রতা ২৫১
- ২.২ কাহিনীমালার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা ২৬৫
- ২.৩ সহজ-সরল ও ছোট ছন্দের ব্যবহার ২৭১
- ২.৪ সুর ও ছন্দের ঐক্য ২৮০
- ২.৫ প্রজ্ঞাময় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার ২৮৪
- ২.৬ প্রাণী ও পাখি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ২৮৫
- ২.৭ অনেক গল্প শিশুদের বোঝার অনুপযোগিতা ২৮৭
- ২.৮ জটিল দুর্বোধ্য ও আঞ্চলিক শব্দ পরিহার ২৮৮

৩. শিশুতোষ কবিতা ও সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ২৮৯

- ৩.১ অপ্রতুল গান ও সঙ্গীত ২৮৯
- ৩.২ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিচিত্রতার অনুপস্থিতি ২৯০
- ৩.৩ কতিপয় গান ও সঙ্গীত শিশুদের অনুপযোগী ২৯১
- ৩.৪ কঠিন ভাষা, ইঙ্গিতবাহী শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার ২৯৩
- ৩.৫ উন্নত গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে ভাষাশৈলীর দৃঢ়তা ২৯৪
- ৩.৬ উচ্চমানের সুরের উপাদানের উপস্থিতি ২৯৫
- ৩.৭ আঞ্চলিক শব্দ পরিহার ২৯৬

৪. পরিসমাপ্তি ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আহমদ শাওকীর সমসাময়িক কতিপয় শিশু সাহিত্যিক

১. প্রারম্ভিকা ২৯৯
২. রিফাআহ আত তাহতাবী ৩০০
৩. মুহাম্মদ উসমান জালাল ৩০৭
৪. মোহাম্মদ আল-হারাবী ৩১৪
৫. কামিল কীলানী ৩২৬
৬. মুহাম্মদ সায়ীদ আল উরয়ান ৩৩৬
৭. আলী ফিকরী ৩৪৩
৮. ইবরাহীম আল আরব ৩৪৫
৯. মারুফ আর রুসাফী ৩৫৪
১০. সমসাময়িক শিশুসাহিত্যিকদের মাঝে আহমদ শাওকীর অবস্থান ৩৬১
১১. পরিসমাপ্তি ৩৬৯

উপসংহার ৩৭০

পরিশিষ্ট

ক. আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতার নমুনা (বঙ্গানুবাদসহ) ৩৭৫
খ. শিশুসাহিত্য পরিভাষা ৪০১
গ. গ্রন্থপঞ্জি ৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

الحمد لله و الصلوة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه أجمعين

আহমদ শাওকী মিশরের একজন প্রথিতযশা খ্যাতিমান কবি ছিলেন। আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ বা পূনর্জাগরণকে সফলভাবে ত্বরান্বিত করার পশ্চাতে তাঁর অবদান অপরিসীম। আরবী সাহিত্যকে আরবগন্ডি পেরিয়ে বিশ্বসাহিত্য দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব প্রণিধানযোগ্য। তাঁর অবদান স্বদেশ মিশরের গন্ডি পেরিয়ে সমগ্র আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সমগ্র আরব বিশ্বের কবি সাহিত্যিকগণ ১৯২৭ সালে কায়রোর শাহী অপেরা হাউজে সম্মিলিত কণ্ঠে তাঁকে আরব কবি সম্রাট (أمير الشعراء العرب) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর জন্ম আরবী সাহিত্যের পুনর্জন্মের পথকে তরান্বিত করেছে। তিনি একদিকে আরবী সাহিত্যের পুরাতন দেহে নতুন লেবাস পরিধান করিয়েছেন অপরদিকে নতুন নতুন শাখা আমদানী করেছেন। যেমন তিনি আরবী কাব্যনাটকের প্রবর্তক। গদ্য ও পদ্য উভয় ময়দানে তার বিচরণ ছিল সমান্তরাল। তবে তিনি কবিতাঙ্গনে বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কবিতা, ছন্দোবদ্ধ গদ্য, উপন্যাস, নাটক, কাব্যানুবাদ, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি অঙ্গনে অমর কীর্তি রেখে যান যা পরবর্তী কবি ও সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণার উৎস ও পথ চলার সঠিক নির্দেশনা দেয়। কিন্তু তিনি আরবী শিশুসাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন এবং মৌলিক আরবী শিশুসাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় তাঁর মাধ্যমে। তাই তাঁকে আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত (رائد أدب الأطفال العربي) বলে অভিহিত করেন। এ তথ্যটি আমার নিকট প্রায় অজানা ছিল। একদা মিশরীয় লেখক মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াবের আরবী শিশুসাহিত্য বিষয়ক مقدمة في أدب الأطفال (শিশুসাহিত্যের ভূমিকা) নামক গ্রন্থটি পেলাম। আরবী শিশুসাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে লেখা বইটি পড়ে বেশ আনন্দ পেলাম। কারণ এ অঙ্গনে এই প্রথম আমার বিচরণ। তাছাড়া আরবী শিশুসাহিত্য বিষয়ক এ গ্রন্থটি আমার প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে লেখক সংক্ষিপ্তাকারে আরবী সাহিত্যের সূচনা ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকীর অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে তাকে আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত (رائد أدب الأطفال العربي) বলে অভিহিত করেন। এ তথ্যটি পেয়ে আমি বিস্মিত হলাম। কেননা আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকী আমাদের সকলের নিকট বেশ পরিচিত নাম। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক সকলের নিকট এ নামটি পরিচিত। যেমন রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের

Dhaka University Institutional Repository

নাম বাংলার সকল ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকসহ বাংলার আপামর সাধারণ জনতার নিকট পরিচিত। আহমদ শাওকীকে আমরা অনেকেই চিনি যে, তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তরে অগ্রদূত এবং প্রাচীন আরবী কবিতায় আধুনিকতার লেবাস পরিধান করিয়েছেন। তিনি হলেন আরবী কাব্যনাটকের জনক। এতসব পরিচয় জানা আছে কিন্তু শিশুসাহিত্যাঙ্গনে তিনি লেখালেখি করেছেন এবং তাঁর এ অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত বলা হয়। এ তথ্যটি আমার মত আরো অনেক ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকের নিকট প্রায় অজানা। আমরা আহমদ শাওকীকে অনেকভাবে চিনি। কিন্তু শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি আমাদের অজানা। আর এ অজানা তথ্যটি উদঘাটন করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

শিশুদের উপযোগী সাহিত্যই শিশুসাহিত্য। সাধারণত ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের মনস্তত্ত্ব বিবেচনায় রেখে এ সাহিত্য রচনা করা হয়। এই বয়সসীমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক অথচ মনোরঞ্জক গল্প, ছড়া, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদিকেই সাধারণভাবে শিশুসাহিত্য বলে। শিশুসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বিশেষ বক্তব্য, ভাষাগত সারল্য, চিত্র ও বর্ণের সমাবেশ, হরফের হেরফের প্রভৃতি কলাকৌশলগত আঙ্গিক। শিশুসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র অফুরন্ত। এতে থাকে কল্পনা ও রোম্যান্স, জ্ঞান-বুদ্ধির উপস্থাপনা, রূপকথা এ্যাডভেঞ্চার আর ভূত-প্রেতের গল্প।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। এ সুন্দর উক্তিটি আধুনিক কালের শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার ফসল। প্রাচীন কালে শিশুদেরকে এরূপ গুরুত্ব সহকারে দেখা হত না। সবাই বড়দেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বড়দের প্রশংসা বা সাহায্য-সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রাচীন সাহিত্যিক ও কবিগণ বড়দের জন্য সাহিত্য ও কবিতা রচনায় মশগুল থাকতেন। এমনকি ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনা অপমানের কাজ মনে করা হত। কেউ কেউ এটাকে সময় অপচয় বলে মনে করতেন। আবার কেউ কেউ এ ধরণের সাহিত্য রচনাকে অযোগ্যতা বলে ভাবতেন। কেউ যদি সাহস করে শিশুদের উদ্দেশে কিছু লিখতেন সেখানে নিজের নাম লুকিয়ে রেখে ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন সমালোচনার তীক্ষ্ণ লক্ষ্যবস্তু হতে নিজেকে হেফাজত করার মানসে।

প্রাচীন কালে শিশুদের অধিকার বলতে তেমন কিছু আছে বলে মানা হত না। শিশুদের স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, আগ্রহ বা অনীহা এর কোন কিছুই আমলে নেয়া হত না। তৎকালীন সময়ের বক্তব্য ছিল, শিশুদের আবার স্বাধীনতা কী? বড়রা যা চায় এবং যেভাবে চায় ছোটদেরকে তা সেভাবে করা উচিত। এর ব্যত্যয় ঘটা আদবের খেলাফ মনে করা হত। ফলে শিশুরা

Dhaka University Institutional Repository

ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বড়দের পক্ষ হতে চাপানো বোঝা নিয়ে ভবিষ্যত পানে এগিয়ে চলতে শুরু করে কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছা তো দূরের কথা পথিমধ্যে হাত পা গুটিয়ে পলায়নপরা হয়। ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে অগণিত শিশু পড়াশুনা থেকে ঝরে পড়ে এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে।

এহেন পরিস্থিতিতে শুরু হয় শিশুদের আচার-আচরণ, গতিবিধি ও শিশুমন নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণা। শিশুমনোবিজ্ঞানীগণ শিশুদের মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় মানসিক বিকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে শিশুসাহিত্যের কদর বেড়ে যায়। অনেক কবি-সাহিত্যিক এ অঙ্গনে প্রবেশ করে দ্রুত সময়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করে। এ শিশুসাহিত্যের শৈল্পিক বিকাশ সর্বপ্রথম শুরু হয় ইউরোপে।

আরবী সাহিত্য বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মত প্রধানত: দুইটি ধারায় বিভক্ত । গদ্য ও পদ্য ধারা। পৃথিবীর অনেক সাহিত্যের মত আরবী সাহিত্যেও পদ্যধারার বিকাশ ও বিস্তার অগ্রগামী। আরবী প্রাচীন কবিতার ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং দু'হাজার বছর পর আজও সমানভাবে সমাদৃত। কিন্তু জাহিলীযুগে আরবী গদ্য সাহিত্যের বিকাশ তেমন ছিল না। নামমাত্র কিছু প্রবাদ প্রবচন, ওসিয়ত ও সংক্ষিপ্ত খুতবা পাওয়া যায়। তবে কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার পর আরবী গদ্য ধারায় নব দিগন্তের সূচনা হয়। উমাইয়্যা আমলে (৬৬১-৭৫০ খৃ.) সীরাত, মাঘাজী, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, নসবনামা ইত্যাদি বিষয়ে আরবী গদ্য সাহিত্য বিকশিত হয়। অতঃপর আব্বাসী আমলে (৭৫০-১২৫৮ খৃ.) ইবনুল মুকাফফা' (৭২৪-৭৫৯ খৃ.), আল-জাহিজ (৭৭৫-৮৬৮ খৃ.), ইবনুল 'আমীদ (মৃ. ৯৭০ খৃ.), বদীউজ্জামান হামাদানী (মৃ. ৯৯৬-১০০৮ খৃ.), ইবনু কুতায়বাহ (মৃ. ৮২৮-৮৮৯ খৃ.), আবু হায়্যান আত-তাওহীদী (৯২৩-১০২৩ খৃ.), সা'আলাবি (মৃ.১০৩৭) প্রমূখ বিশিষ্ট গদ্য লেখকদের মাধ্যমে আরবী শৈল্পিক গদ্যের বিকাশ ঘটে। গল্প, নীতিকথা, আধুনিক ছোটগল্প ও নাটকের আদলে মাকামাহ ইত্যাদি সাহিত্যধারার উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হয়। তবে ১২৫৮ সালে আব্বাসী খেলাফতের পতনের পর হতে আরবী সাহিত্যেরও পতন শুরু হয়। অতঃপর ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের মিশর দখলের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে নবজাগরণ আসে। ফলে বিশ্ব সাহিত্যধারার সাথে তাল মিলিয়ে ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, সংবাদপত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধিত হয় এবং আধুনিক শিশুসাহিত্যের আগমন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্য যদিও অনেক প্রাচীন সাহিত্য, তবুও ছোট গল্প, উপন্যাস ও নাটকের ন্যায় শিশু সাহিত্যের বিকাশও অনেক দেরীতে সাধিত হয়। আক্ষরিক অর্থে আরবী শিশুসাহিত্যের প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে বলা হলেও সাহিত্য ও শৈল্পিক বিবেচনায় আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের শুরুর দিকে।

অন্যান্য শাখার ন্যায় এ শাখাটিও অনুবাদের মাধ্যমে আরবী সাহিত্য পরিবারে প্রবেশ করে। যিনি সর্বপ্রথম এ শাখার পয়গান নিয়ে আসেন, তিনি হলেন রিফা'আহ আত তাহতাভী (১৮০১-১৮৭৩)। তিনি ইংরেজি শিশুসাহিত্যকে আরবীতে রূপান্তরের মাধ্যমে এ শাখার উন্নতির কল্পে এগিয়ে আসেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিত শিশুতোষ গ্রন্থ হল - "উকলাতুস সাবা" (عقلة الصباع)। তাঁর ওফাতের পর এ নব উদিত শাখাটি প্রায় নিস্তেজ হতে যাচ্ছিল। এমনি মূহুর্তে এর উন্নতির জন্য এগিয়ে আসেন আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২)। তিনি শিশুদের জন্য পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী ও কতিপয় শিশুতোষ গান ও সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি ৫৫টির বেশি কাব্যকাহিনী এবং ১০টি গান ও সঙ্গীত রচনা করেন। যেগুলো মুহাম্মদ সাঈদ আল উরইয়ান দীওয়ান আশ শাওকিয়্যাত এর চতুর্থ খন্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে দীওয়ানুল আতফাল (ديوان الأطفال) নামে সংকলিত করেন। তাই তাকে আরবী শিশুসাহিত্যের জনক (رائد أدب الأطفال العربي) বলা হয়। তার পর এগিয়ে আসেন আলী ফিকরী। তিনি ১৯০৩ সালে মুসামিরাতুল বানাত (مسامرات البنات) এবং ১৯১৬ সালে আন নাসহুল মুবীন ফী মাহফুজাতিল বানীন (النصح المبين في محفوظات البنين) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ দুইটি রচনা করেন। অতঃপর এগিয়ে আসেন মুহাম্মদ আল হারাভী (১৮৮৫-১৯৩৯)। তাঁর সামীরুল আতফাল লিল বানীন (سمير الأطفال للبنين) ও সামীরুল আতফাল লিল বানাত (سمير الأطفال للبنات) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুইটি যথাক্রমে ১৯২২ ও ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শৈল্পিক বিবেচনায় কামিল আল কীলানীকে (১৮৯৭-১৯৫৯) আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্যের বিধিসম্মত জনক (الأب الشرعي لأدب الأطفال) বলা হয়। তিনি শিশুদের জন্য দুই শ'য়ের বেশি গল্প ও নাটক রচনা করেন। তাঁর প্রথম গল্প হল আস সিন্দাবাদ আল বাহরী (১৯২৭)। তিনি এ শিশুতোষ গল্পের জন্য ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার পান।

বর্তমান আরব বিশ্বে শিশুসাহিত্য বেশ আলোচিত বিষয়। এ সাহিত্যকে পরিপূর্ণ শৈল্পিক রূপ দেয়া ও প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আরব বিশ্বে বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলন

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে ১৪ মার্চ মিশরে সর্বপ্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীবর্গ ও আন্তর্জাতিক শিশু সংগঠনের কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। শিশুদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ সম্মেলন শেষ হয়। শিশুদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে উচ্চ কমিটি গঠন, বিভিন্ন দেশে সম্মেলন, শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক, সাময়িকী প্রকাশ, রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমায় শিশুদের উপযোগী বিশেষ প্রোগ্রাম প্রচার, শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র নাটক ও ছোটগল্প রচনা করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আরব দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এ সকল সেমিনারের মূল লক্ষ্য হলো : শিশুসাহিত্যের শৈল্পিক উন্নতি, বিকাশ এবং প্রচার প্রসার। এর ফলে সমগ্র আরব বিশ্বে সাহিত্যের এ শাখাটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

তাছাড়া সমগ্র বিশ্বের মত বর্তমানে বাংলাদেশেও শিশুসাহিত্যের প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। শিশুদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি সূচনালগ্ন থেকে শিশুসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশুসাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য প্রতি বছর একজন বাংলাদেশি শিশুসাহিত্যসেবীকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার বাংলা ১৩৯৬ সাল থেকে প্রদান করা শুরু করে। অদ্যাবধি তা অব্যাহত রয়েছে। দেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিয়মিত শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছে। উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানসহ ঐতিহ্য, মুক্তধারা ইত্যাদি খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থাও শিশুতোষ প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনও শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ও আনন্দদানের লক্ষ্যে হরেক রকম শিশুতোষ প্রোগ্রাম পরিবেশন করছে, যা শিশুদের দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

অত্র অভিসন্দর্ভটিকে একটি ভূমিকা ও উপসংহার সহ ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো **'আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ'**। এখানে আধুনিক আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তথা ইউরোপের সাথে আরব বিশ্বের যোগাযোগ ও ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টী এবং মিশর অভিযান এ রেনেসাঁর প্রেক্ষাপট রচনা করে। আর এই রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের কার্যকারণগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **'আরবী শিশুসাহিত্যের বিকাশধারা'**। এখানে শিশুসাহিত্যের পরিচিতি ও গুরুত্ব এবং শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমসহ আরবী

Dhaka University Institutional Repository

শিশুসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো **'আহমদ শাওকী : জীবন ও সাহিত্য কর্ম'**। এখানে আহমদ শাওকীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ও তাঁর সাহিত্যকর্ম, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, বৈশিষ্ট্য ও কাব্যিক প্রতিভা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো **'আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতা ও কবিতার প্রকৃতি'**। এখানে আহমদ শাওকীর রচিত শিশুসংক্রান্ত কবিতা, শিশুতোষ গান ও সঙ্গীত, পশুপাখির কণ্ঠে শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলোর বিবরণ ও তাদের প্রকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো **'আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্যের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য'**। এখানে প্রথমত শাওকীর শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলোর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে শিশুতোষ কবিতা ও সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো **'শাওকীর সমসাময়িক কতিপয় শিশুসাহিত্যিক'**। এখানে রিফাআহ আত তাহতাভী (১৮০১-১৮৭৩), মুহাম্মদ উসমান জালাল (১৮২৮-১৮৯৮), মোহাম্মদ আল-হারাভী (১৮৮৫-১৯৩৯), কামিল কীলানী (১৮৯৭-১৯৫৯), মুহাম্মদ সাঈদ আল 'উরয়ান (১৯০৫-১৯৬৪), আলী ফিকরী (১৮৭৯-১৯৫৩), ইবরাহীম আল 'আরব (১৮৬৩-১৯২৭), মা'রুফ আর রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫) প্রমুখ শিশুসাহিত্যিকদের পরিচিতি ও তাদের শিশুতোষ কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে একটি পরিশিষ্ট রয়েছে যেখানে আহমদ শাওকীর কবিতাগুলোর নমুনা, শিশুতোষ পরিভাষা ও গ্রন্থপঞ্জির তালিকা রয়েছে।

আমার প্রত্যাশা আমার এ গবেষণাকর্মটি আরবী বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের নিকট আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকীর কৃতিত্বের অপর একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেবে যা এতদিন আমাদের নিকট প্রায় অজানা ছিল। তাছাড়া এই গবেষণাকর্মটি আরববিশ্বের শিশুসাহিত্যের সাথে বাংলা ভাষা-ভাষীদের যোগাযোগ ও সেতুবন্ধন তৈরী করবে। বর্তমানে ২৪ টি দেশে রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী। যদ্বারা আমাদের শিশুসাহিত্যের লেখক, পাঠক, গবেষক নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হবে। অধিকন্তু এদেশের শিশুসাহিত্য বিকাশের গতিধারাকে এ গবেষণা কর্মটি আরো ত্বরান্বিত করবে। বাংলা শিশুসাহিত্যের সাথে আরবী শিশুসাহিত্যের সংমিশ্রণ ও আন্তঃযোগাযোগ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শিশুদের মনমন্দিরে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করবে। এবং এ প্রক্রিয়া বাংলা শিশুসাহিত্যের অগ্রগতিতে প্রভূত অবদান রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ

১. প্রারম্ভিকা

২. আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর প্রেক্ষাপট (مقدمات النهضة)

২.১ লেবাননের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন

২.২ মিশরের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন

৩. আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর কার্যকারণ (عوامل النهضة)

৩.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (المدارس)

৩.২ মুদ্রণালয় বা ছাপাখানা (الطباعة)

৩.৩ সংবাদপত্রের বিকাশ (الصحافة)

৩.৪ শিক্ষা ও সাহিত্য সংঘ (الجمعيات العلمية و الأدبية)

৩.৫ লাইব্রেরী (المكتبات)

৩.৬ প্রাচ্যবিদগণ (المستشرقون)

৩.৭ বিদেশে প্রেরিত শিক্ষা মিশন (البعثات)

৩.৮ অনুবাদ সাহিত্য (الترجمة)

৩.৯ নাটক (المسرحية) ও অভিনয় (التمثيل)

৪. পরিসমাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ

১. প্রারম্ভিকা

আরবী ভাষা সেমেটিক বা সামী ভাষা[১] পরিবারের অর্ন্তগত। ঐতিহাসিকগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে মৌলিকভাবে তিনটি[২] ভাষা পরিবারে বিভক্ত করেছেন। ১. আর্য বা ইন্দো ইউরোপীয়ঃ ইংরেজি, ফরাসি, ফার্সি, ল্যাটিন, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা এ পরিবারের অর্ন্তগত। ২. তুরানী বা মঙ্গোলীয়: জাপানি, চৈনিক, তাতারী, তুর্কি ইত্যাদি ভাষা এ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। ৩. সামী বা সেমেটিক: ব্যাবিলনিয়ন বা অ্যাসিরিয়ান, হিব্রু, হাবশী, নবতী, আরামী, ফীনীকী, আরবী ইত্যাদি এ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। আর সামী ভাষাগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর অন্তর্ভূক্ত। আরবী ভাষা সামী ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ভাষা[৩]।

---

[১] তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) এর মহাপ্লাবনের পর তাঁর তিন সন্তান জীবিত ছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে ১. সাম, ২. হাম, ৩. ইয়াফিস। সামের বংশধরকে বনু সাম বা সেমাইট বলা হয়। আর তাদের ভাষাকে সামী ভাষা বলে অভিহিত করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষ এ তিন জনের বংশধর। ড. আব্দুল হামীদ মুহাম্মদ আবু সিক্কীন বলেন,

نسبة إلى أولاد نوح عليه السلام الثلاثة : سام ، حام ، يافث . فلقد جرت عادة القدماء من المؤرخين أن يقسموا الأجناس البشرية إلى هذه الأقسام .

(*ফিকহুল লুগাহ*, মদীনাঃ মাতবাউল জামি'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০২-৩ হি., ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫৬)

[২] পৃথিবীর ভাষা পরিবারের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে জার্মানীর ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাক্স মুলার এর মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। ড. আব্দুল হামীদ মুহাম্মদ আবু সিক্কীন বলেন,

فإنهم اختلفوا في نتائج البحث و لم يتفقوا على عدد الفصائل اللغوية و علاقة بعضها ببعض . و لهم في ذلك آراء مختلفة أشهرها و أقربها إلى القبول رأى العالم الألماني (ماكس مولر) الذي يقول بأن لغات العالم ترجع إلى ثلاث فصائل لغوية أساسية .

(*ফিকহুল লুগাহ*, পৃ. ৪৬।) আধুনিক ভাষাবিদদের মতে মূল ভাষা পরিবারগুলির সংখ্যা সতেরর কম নয় (মো. নূরুল হক, *ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাস*, ১৯৭৩, পৃ. ৩৬)।

[৩] কনিষ্ঠ এই হিসেবে যে, এ ভাষায় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্বের কোন সাহিত্যের নিদর্শন মেলেনি। আরবী আরবদেশের ভাষা। এদেশের নাম আরব কেন হয়েছে? ভৌগলিকদের মতে 'আরবহ' (عربة) শব্দের সংক্ষেপ হলো আরব। প্রাচীন কবিদের কবিতায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আসদ ইবন জাহিল বলেছেন ঃ

عربة أرض جد في الشراهلها   كما جد في شرب النقاخ ظماء

"আরবহ ঐ দেশ যে দেশের অধিবাসী মন্দ কাজে খুব চেষ্টা করে; যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি শীতল পানি পান করতে চেষ্টা করে।" সব সামী ভাষায় আরবহ অর্থ মরুভূমি বা অনাবাদী ভূমি। কুরআনে হযরত ইসমা'ঈল (আ.) এর বাসস্থানের বর্ণনায় মক্কাকে واد غير ذي زرع ... (১৪ঃ৩৭) অর্থাৎ ফসলবিহীন অনুর্বর একটি উপত্যকা বলা হয়েছে। বলা যায়, এ বর্ণনা আরবহ শব্দের ব্যাখ্যা। আরবী ভাষায়ও আরব শব্দ যাযাবর বা বেদুঈন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মরুময় অঞ্চল বলে এ দেশকে আরব বলে অভিহিত করা হয়। ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত এ বিস্তৃত অঞ্চল আরবদেশ। দেশের নামানুসারে অধিবাসীরা 'আরব এবং তাদের ভাষা 'আরবী বলে অভিহিত হয়ে আসছে। (আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: ১৯৯৫, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৫২)।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষার উৎপত্তি ও সূচনা ঘটে আরব উপদ্বীপে[৪]। ঐতিহাসিকগণ আরব জাতিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেন[৫]। ১. العرب البائدة: (আল আরাবুল বাইদা: ধ্বংসপ্রাপ্ত আরব) যাদের নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস রচিত হয় নি। তারা হলো আদ, সামূদ, জদীস, তসম, আমালিক, জুরহুম[৬] ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকজন এ প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। কুরআন মাজীদে আদ ও সামূদ জাতির ধ্বংসলীলার কথা বর্ণিত হয়েছে[৭]। ২. العرب الباقية :(আল আরাবুল বাক্বিয়া: অবশিষ্ট আরব) তারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এক. القحطانيون (আল কাহতানিয়্যুন) যাদেরকে العرب العاربة (আল আরাবুল আরিবা: খাঁটি আরব) বলে অবহিত করা হয়। তাদের পূর্ব পুরুষ ছিল يعرب بن قحطان । যাঁর দিকে সম্পর্কিত করে তাদেরকে কাহতানিয়্যুন[৮] বলা হয়। তাঁদের আধিপত্য ও সভ্যতা আরবের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। সবা গোত্রীয় রাজন্যবর্গ এবং হিম্‌য়র্ ও কহলান্ বংশদ্বয় এই 'আরিবহ্ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। মদীনার আওস এবং খাযরাজরাও, যাঁরা আনসার নামে ইতিহাসে খ্যাত, কাহতানী আরব।[৯] তাদেরকে দক্ষিণ আরবের অধিবাসী (عرب الجنوب) বলা হয়। দুই. আল আদনানিয়্যুন (العدنانيون): তাদেরকে

---

[৪] আরব উপদ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি, পূর্বে পারস্য সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে লোহিত সাগর। এ প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় ভয়াবহ। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নেই কোন নদ-নদী, মাথার উপর মেঘশূণ্য নীল আকাশ, বৃষ্টিপাত কদাচিৎ হয়ে থাকে। বৃক্ষলতাহীন নগ্ন পর্বতমালা এবং বালুকা কঙ্করাবৃত মরুভূমির এ দেশ। (হান্না আল ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী, বৈরূতঃ আল মাতবা'আতুল বুলিসিয়্যায়, তা.বি., পৃ. ৮) ; কালের পরিক্রমায় এ আরব উপদ্বীপ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে এখানে ছয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে : সৌদী আরব, ইয়ামান, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও কুয়েত।

[৫] আহমাদ হাসান আয যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরূতঃ দারুশ শারকিল আরাবী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১০-১১।

[৬] আল আরাবুল বাইদা অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত আরবরা সাতটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে জাদীস, তাসম ও আমালিক অন্যতম। ইরাম (إرم) এর পুত্র লাউয (لاوذ) এর দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম ছিল তাসম (طسم)। তার নামানুসারে তার গোত্রের নাম তাসম বলা হয়। অপর ছেলের নাম ছিল জাদীস (جديس)। তার নামানুসারে তার গোত্রের নাম জাদীস বলা হয়। আর জুরহুম হলো কাহতানের পুত্র। তারা নামানুসারে তার গোত্রের নাম জুরহুম বলা হতো। এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপরাধের কারণে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। (জালাল উদ্দীন আস সুয়ুতী, আল মুযহির, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০৫, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৬)।

[৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ((فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ و أَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ)).
অনুবাদঃ সামূদ জাতিকে তো বজ্রপাত দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া দ্বারা। (সূরা আল্ হাক্কাহঃ ৫ ও ৬)। তাসম ও জাদীস গোত্রের ধ্বংসের বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক আহমাদ হাসান আয যায়্যাত বলেন, و أما طسم و جديس فتفانوا كما يزعمون في حادثة نسائية خرافية (আহমাদ হাসান আয যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরূতঃ দারুশ শারকিল আরাবী, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১০)।

[৮] কাহতান হলেন আবির অর্থাৎ হুদ (আ.) এর পুত্র, আর ইয়া'রাবের নাম মুহযযম বা মুদাদ। কারো মতে আরব দেশের নাম 'আরব' তারই নামানুসারে হয়েছে। (মুযহির, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১)।

[৯] একদা হাস্‌সান বিন সাবিত আল আনসারী (মৃ. ৫৪ হি.) তাদের পূর্ব পুরুষ يعرب بن قحطان কে নিয়ে গর্ব করে বলেন,

تعلمتم من منطق الشيخ يعرب　　　أبينا فصرتم تعربين ذوي نفر
و كنتم قديما ما لكم غير عجمة　　　كلام و كنتم كالبهائم في القفر

(আহমাদ হাসান আয যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরূতঃ দারুশ শারকিল আরাবী, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১১।)

Dhaka University Institutional Repository

মুস্তা'রিবাহ[১০] (مستعربة :বহিরাগত আরব) বলা হয়। তারা পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আরবে এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং আরবী ভাষা গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে রাবী'আ, মুদার, আনমার ও ইয়াদ গোত্র অন্যতম। তাদেরকে উত্তর[১১] আরবের অধিবাসী (عرب الشمال) বলা হয়।

প্রত্যেক জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সে জাতির সাহিত্যের ইতিহাস ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তি জীবনে যেমন উত্থান পতন রয়েছে, সমাজ জীবনে যেমন উন্নতি-অবনতি রয়েছে, তেমনি সাহিত্য নামক সত্তার জীবনেও রয়েছে উন্নতি-অবনতি, উত্থান আর পতন। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস। এ সুদীর্ঘ ইতিহাসে ঘটেছে হরেক রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। অনেক উন্নতি আর অবনতি। ঐতিহাসিকগণ আরবী সাহিত্যের এ দীর্ঘ চলার পথকে ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যার বিবরণ[১২] নিম্নরূপঃ

ক. **জাহিলী যুগ** (খ্রি. ৪৭৫-৬২২) : খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষাংশ হতে হযরত মুহাম্মদ (স.) মদীনায় হিজরত পর্যন্ত।

খ. **ইসলামী, রাশিদী ও 'উমাইয়া যুগ** (খ্রি. ৬২২-৭৫০/হি. ০১-১৩২) : হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক কবি ও কবিতাকে স্বীকৃতি দান-কাল থেকে উমাইয়াদের পতন পর্যন্ত।

গ. **'আব্বাসী যুগ** (খ্রি. ৭৫০-১২৫৮/হি. ১৩২-৬৫৬) : 'আব্বাসীদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে মঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত। প্রাচ্যে আব্বাসী খেলাফত, পারস্য, খুরাসান, মিশর, সিরিয়া ও পাশ্চাত্যে স্পেন এ যুগের অধীন।

ঘ. **তুর্কী যুগ** (খ্রি. ১২৫৮-১৭৯৮/হি. ১৩২-১২১৩) : বাগদাদের পতন থেকে আরবদের "নাহদাহ" (নব জাগরণ) পর্যন্ত। মোগল, মামলূক এবং উসমানীয় শাসনামল এ যুগের অন্তর্ভুক্ত।

---

[১০] মুস্তা'রিবাহ নামে পরিচিত আরবরা হযরত ইসমা'ঈল (আ.) এর বংশধর। হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের প্রায় ১৯ শত বছর পূর্বে তিনি হিজাযে বসবাস স্থাপন করেছিলেন এবং জুরহুম বংশীয় জনৈকা মহিলার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। কালের আবর্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বংশধরদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এ বংশেরই একজন 'আদনান, যার পূর্বের বংশ তালিকা বা ইতিহাস সঠিক করে বলা মুশকিল। (আহমাদ হাসান আয যায়্যাত, পৃ. ১১)।

[১১] উত্তর আরবের মধ্যে রয়েছে হিজায ও নজদ। হিজাযে মক্কা, মদীনা ও তাইফ এই তিনটি শহর অবস্থিত। মক্কার কুরাইশদের উপভাষাকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা (أفصح العرب) বলা হয়। আর কুরআন মাজীদের বর্ণিত আয়াতে بلسان عربي مبين আরাবিয়্যিম মুবীন বলতে কুরাইশদের উপভাষাকে বুঝানো হয়েছে। আর নজদ উত্তর মধ্য আরবের মরু এলাকা। আরব বেদুঈন গোত্রসমূহ এখানেই ভ্রমণ করে বেড়াতো। এসব গোত্র বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতো না। তাই তাদের ভাষা ছিল নিষ্কলুষ, অর্থাৎ মিশ্রণ দোষে দুষ্ট নয়। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এ অঞ্চলের ভাষাকে খাঁটি আরবী বলে গণ্য করেন। এখানেই বনূ তামীম গোত্রের বাস। (আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, পৃ. ২৫৪)।

[১২] হান্না আল ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. **রেনেসাঁ যুগ** : খ্রি. ১৭৯৮/হি. ১২১৩- থেকে তৎপরবর্তীকালকে রেনেসাঁ যুগ বলা হয়।

পৃথিবীর অনেক সাহিত্যের মত আরবী সাহিত্যও প্রধানত দুইটি ধারায় বিভক্ত। এক. গদ্য ধারা, দুই. পদ্য ধারা। পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্যেও পদ্য ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়েছে গদ্য ধারার অনেক আগে[১৩]। জাহেলী যুগকে আরবী পদ্যের সোনালী যুগ বলে অবহিত করা হয়। কিন্তু তখনও আরবী গদ্য সাহিত্যের তেমন কোন উন্নতি ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। সামান্য কিছু প্রবাদ-প্রবচন, খুৎবা (বাগ্মিতা) ও ওসীয়ত (অন্তিম উপদেশ) পাওয়া যায়। তবে কাহিনদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং কিছু লোক কাহিনীও এ গদ্যের অন্তর্ভূক্ত।[১৪]। তবে ইসলামী যুগে আরবী গদ্য সাহিত্যে বড় ধরণের এক বিপ্লব সাধিত হয়। আর এ বিপ্লবের মহানায়ক হলেন হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর উপর নাযিলকৃত আল্ কুরআনুল কারীম ও তাঁর মুখ নিঃসৃত হাদীস শরীফ। কুরআন নাযিল আরবী গদ্য সাহিত্যের নব দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়। তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবিগণ কুরআন মজিদ দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে পড়ে যে, এত সহজ করে এত সুন্দর সাহিত্য রচনা করা যায়। মুয়া'ল্লাকা[১৫] (ঝুলন্ত গীতিকাব্য) রচয়িতাগণ যাদেরকে তৎকালীন আরব সমাজের শ্রেষ্ঠ কবি বলে বিবেচনা করা হত, তারাও কুরআন মাজিদ দেখে আশ্চর্যবোধ করেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মুখে কালিমা লেগে যায় এবং অনেকের বাক রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেমন লাবীদ বিন রাবী'আহ (মৃ. ৬৬১ খৃ.), যিনি জাহেলী যুগের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। একশত পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমীর মু'আবিয়ার রাজত্বকালের প্রথম দিকে ৪১ হিজরীতে (৬৬১ খৃ.) ইন্তিকাল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন

---

[১৩] আহমদ হাসান আয যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরূতঃ দারুশ শারকিল আরাবী, ২০০৬), পৃ. ২৩।

[১৪] আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪। তবে ড. ত্বহা হুসাইন (খ্রি.১৮৮৯-১৯৭৩) জাহিলী যুগে আরবী গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছেন। পক্ষান্তরে ড. যকী মুবারক তাঁর *আল নসর আলা ফান্নী* (শৈল্পিক গদ্য) গ্রন্থে প্রাক ইসলামী যুগে আরবী গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন এবং স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। বিস্তারিত দেখুন. ড. আবদুল হাকীম বলব', *আন নসরুল ফান্নী ওয়া আসার আল জাহিয ফীহি* (কায়রোঃ মাতবা'আতুল ইসতিক্বলাল আল কুবরা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৫), পৃ. ১১-৩০।

[১৫] মুআল্লাকাত (এক বচনে মুআল্লাকাহ) নামে পরিচিত গীতি কবিতাগুলো কসীদা। আরবী সাহিত্য জগতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এ কবিতাগুলো। মুআল্লাকাহ শব্দটি 'ইলক' (علق) ধাতু থেকে নির্গত। ইলক অর্থ মূল্যবান বস্তু, প্রতিটি বস্তুতে যা সুন্দর তা; ক্রিয়াপদে এর অর্থ টাঙ্গানো, ঝুলানো; রূপক অর্থে সেই দামী বস্তু যা পাওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্খা হয়, যেহেতু সেটি বিশিষ্ট স্থানে টাঙ্গানো আছে। এ কবিতাগুলো সকলের নিকট সমাদৃত বলে এবং পবিত্র কা'বা গৃহে টাঙ্গানো হয়েছিল বলে এগুলোর নাম মু'আল্লাকাহ। কথিত আছে এগুলোকে দামী মিশরীয় বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিখে কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

মজিদ হিফজ করেন এবং কবিতা লেখা পরিত্যাগ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি শুধু একটি পংক্তি রচনা করেছেন[১৬]। তা হল

الحمد لله إذ لم يأتيني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا

"আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে মৃত্যু দেন নি।"

একদা হযরত উমর (রা.) কবি লবীদকে কিছু কবিতা লিখে পাঠাতে অনুরোধ করলে তিনি সূরায়ে বাকারাহ লিখে পাঠান[১৭]। এভাবে আরো অনেক কবি কুরআন মাজীদ দেখে অবাক হন। এত সহজ ও সুন্দর করে গদ্য রচনা করা যায় তা তাদের প্রায় অজানা ছিল। কুরআন নাযিলের পর হতে আরবী গদ্য সাহিত্যের যে নব দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং রাসূল (স.) এর মুখনিঃসৃত বাণী তথা হাদীসও আরবী গদ্য সাহিত্যের অগ্রযাত্রার ধারাকে তরান্বিত করে। পরবর্তীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে খুতবা (বাগ্মিতা) সাহিত্য, আর রাসাইল (পত্রাবলী), ওয়াসিয়্যাত (অন্তিম উপদেশ) ইত্যাদি ধারার উন্মেষ ঘটে এবং উমাইয়্যাহ শাসন আমলে (খ্রি. ৬৬১-৭৫০) আরবী গদ্য সাহিত্যে বেশ কিছু শাখার সূচনা ও বিকাশ ঘটে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - সীরাত (জীবন-চরিত), তারীখ (ইতিহাস), ফালসাফাহ (দর্শন), উলুম (বিজ্ঞান), ইলমুত তীব (চিকিৎসা শাস্ত্র), আল কালাম (ধর্ম-বিশ্বাস), তাফসীর (কুরআনের ব্যাখ্যা) ইত্যাদি[১৮]।

আব্বাসী আমলকে আরবী গদ্য সাহিত্যের সোনালী যুগ বলে মনে করা হয়। আরবী কথা সাহিত্য ও রম্য সাহিত্যের সূচনা হয় এ সময়ে। ইবনুল মুকাফ্ফা (মৃ. ৭৬০ খ্রি.) কর্তৃক অনূদিত কালীলাহ ওয়া দিমনাহ[১৯] আরবী কথা সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপর ইবনু কুতায়বা (মৃ. ৮৮৯

---

[১৬] আহমদ হাসান আয যিয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

[১৭] জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর,২০০৫) ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১।

[১৮] দ্র. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, " *আরবী গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ধারায় ইবনুল মুকাফ্ফার অবদান*" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, (ঢাকা, ১৯৯৬), যুক্ত সংখ্যা ৫৩, ৫৪, ৫৫, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

[১৯] এটি হিতোপদেশমূলক গল্পগ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এ গ্রন্থটি হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সংকলন রয়েছে। বেদপয় ব্রাহ্মণের মুখে কথিত এ সকল কাহিনী চীন দেশ হয়ে পারস্যে পৌঁছায়। নওশিরওয়ার (মৃ.৫৭৯ খ্রি.) সময় তাঁর এক চিকিৎসক বরযওয়াইহ্ এগুলি প্রাচীন ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। সে অনুবাদটিকেই আরবীতে ভাষান্তরিত করেছেন ইবনুল মুকাফ্ফা। কালীলা ওয়া দিমনার কাহিনীটি রূপকথা ও নীতিকথার এক অদ্ভুত সংকলন। 'কালিলা ওয়া দিমনাহ' দুইটি ছাগলের নাম। পশু-পাখির মুখে এ সকল কাহিনী বর্ণিত হওয়ায় পাঠকদের নিকট এ গল্প সংকলনটি বেশ আনন্দদায়ক। এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়া। এটি আরবী গদ্য সাহিত্যের একটি প্রাচীন গল্পসম্ভার। কোন কোন কবি এটিকে পদ্যেও অনুবাদ করেছেন তবে ইবনুল মুকাফ্ফার অনুবাদটি সর্বজন সমাদৃত। (আহমদ হাসান আয যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২; আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহউদ্দীন, *আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ*, ঢাকাঃ প্রোব পাবলিকেশন, ১৯৯৮, পৃ. ১৬)।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রি.), আল জাহিয (মৃ. ৮৬৮ খ্রি.) ও ইবনু আবদি রাব্বিহি প্রমূখ ব্যক্তি নবসৃচিত কথা সাহিত্যের ধারাকে আরো বিকশিত করেন।

দশম শতাব্দিতে আরবী কথা সাহিত্যের এক নতুন সংস্করণ তথা 'মাকামা'[২০] সাহিত্যের সূচনা ঘটে। বাদীউয যামান আল হামাদানী (মৃ. ১০০৭) সর্ব প্রথম এ ধারার শুভ সূচনা করেন। অতঃপর আবুল কাসিম আল হারীরী (মৃ. ১১২২ খ্রি.) ও আল্লামা যামাখশারীর মাধ্যমে এ শাখাটি বিকশিত ও প্রসারিত হয়। একই শতাব্দিতে আরবী কথা সাহিত্যে অপর একটি নতুন ধারা সংযোজন হয়, তা হলো আরবী উপন্যাস। আলফ লাইলা ওয়া লাইলা[২১] (এক হাজার এক রজনী) আরবী উপন্যাসের প্রথম পদক্ষেপ। ইহা আরব্য রজনী নামেও খ্যাত। এভাবে আব্বাসী আমলে আরবী গদ্য সাহিত্য ধারা বিকশিত হতে থাকে।

---

[২০] মাকামা শব্দের মূল অর্থ দাঁড়ানোর স্থান। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, স্থান > জলসা > জলসায় উপস্থিত শ্রোতা > জলসায় উপস্থাপিত গল্প। এগুলি এক ধরণের গল্প বা গল্পের সমষ্টি। এতে প্রধানত অন্ত্যমিলপূর্ণ বাক্য ব্যবহারে লেখকের নৈপূণ্য প্রদর্শিত হয়। নানান কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে নায়কের জীবিকা উপার্জনের প্রয়াস প্রতিটি গল্পের মূল উপজীব্য। উক্ত গল্পের নায়ক হঠাৎ বিশিষ্ট লোকদের একটি আসরে উপস্থিত হন। তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যে হাসি-কান্নার নানা উপাদান এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে। স্বীয় বাকচাতুর্যে তিনি সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। যে দেশ, শহর, গ্রাম কিংবা মহল্লায় ঐ আসরটি বসে, তার নামানুসারেই সাধারণত সংশ্লিষ্ট মাকামার নামকরণ করা হয়। যেমন আল-মাক্বামাতুল কূফিয়্যা (কূফা শহরের নামানুসারে), আল-মাক্বামাতুস সিনজারিয়্যা (সিনজার শহরের নামানুসারে) ইত্যাদি। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৩১-৩২।

[২১] মূলতঃ এ গ্রন্থের নাম 'আলফু লায়লাতিন ওয়া লাইলাতুন' (এক হাজার এক রজনী)। বাংলায় 'আরব্য রজনী' এবং ইংরেজীতে 'Arabian Nights' নামে পরিচিত। এটি একটি জনপ্রিয় রূপকথার গল্প গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি প্রথম কে কোথায় লিখেছেন তার সঠিক ইতিহাস বলা কঠিন। তবে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'মাসউদী' (মৃ.৯৬৬ খ্রি.) বলেন, ইহা একটি প্রাচীন ফারসি গল্প গ্রন্থ যা ফারসি ভাষায় 'হাজার আফসানাহ' (এক হাজার গল্প) নামে পরিচিত। ইবনু নাদীম তাঁর আল ফিহরিস্ত গ্রন্থে এ গল্পের কাহিনীর বিবরণ দিয়ে বলেন, "এক রাজা নারীর চরিত্রে সন্দিহান ছিলেন বলে বিবাহের রাত্রেই রাণীকে হত্যা করতেন। কিন্তু এক বুদ্ধিমতী মহিলা রাণী হয়ে এসে রাজাকে প্রতি রাতে এমন গল্প শুনালেন যা ভোরে শেষ হল না এবং গল্পের শেষ শোনার আগ্রহে রাজা রাণীকে হত্যাও করতে পারলেন না। এদিকে রাণী তাঁর গল্প দীর্ঘ করে যেতে লাগলেন। এভাবে এক হাজার এক রাত অতিবাহিত হয়ে গেলে রাণী একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। ফলে রাণী মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেলেন।" এটুকুই এ গ্রন্থের মূলসূত্র। এ সূত্রকে অবলম্বন করে পরবর্তীতে জনপ্রিয় কাহিনী আর জনজীবনের আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা মিলে মিশে এক বিচিত্র জগত গড়ে উঠেছে। সে জগতে সম্ভব অসম্ভবের অবাধ গতি। মনে হয় আরবী, হিব্রু, গ্রীক, ভারতীয় ভাষায় প্রচলিত নানা কাহিনীর একত্র সমাবেশ করা হয়েছে এতে। এর সঙ্গে এসে মিলেছে সমসাময়িক খলীফা, তাঁদের উযীর ও বয়স্যদের রহস্য কাহিনী। খলীফা হারূনুর রশীদ (মৃ. ১৭০/৭৮৬) ও তৎকালীন বাগদাদ এবং মামলূক খলীফারা (খ্রি. ১২৫০-১৫১৭) ও তাঁদের সময়ের কায়রোর কিছু কথা ও চিত্রাবলী এতে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলির বিষয়বস্তুতে বৈচিত্রের সমাগম হয়েছে, কিন্তু চরিত্র রূপায়নে সেমেটিক প্রভাব সুস্পষ্ট । হিজরী তৃতীয় / খ্রি. দশম থেকে হিজরী দশম / খ্রি. ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অনবরত এ গ্রন্থটিতে আরো সংযোজিত হয়েছে। (আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহউদ্দীন, *আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ*, ঢাকাঃ প্রোব পাবলিকেশন, ১৯৯৮, পৃ. ১৬-১৭)।

Dhaka University Institutional Repository

২. আরবী সাহিত্যে পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপট (مقدمات النهضة)

১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আরবী সাহিত্য জগতে নেমে আসে এক কালো অধ্যায়। আর এর মূল নায়ক হালাকু খান (খ্রি. ১২১৭-১২৬৫)। তার নেতৃত্বে দূর্ধর্ষ মঙ্গলদের আক্রমণে তৎকালীন আরবী সাহিত্যের লালন ভূমি বাগদাদ নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো। আরবী শিল্প ও সাহিত্যের অনেক মূল্যবান নিদর্শন চিরতরের জন্য বিলীন হয়ে গেল। বাগদাদ পতন আরবী সাহিত্যের অগ্রযাত্রাকে স্তিমিত করে দেয়। এবং বাগদাদের পতনের পর হতে আরবী সাহিত্যে নেমে আসে এক স্থবিরতা। আর এ স্থবিরতা ১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের পর হতে ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের মিশর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৪০ বছর যাবৎ চলতে থাকে। এ সময়কালকে আরবী সাহিত্যের পতনের যুগ (عصر الانحطاط) বলে অভিহিত করা হয়। অতঃপর ১৭৯৮ খ্রি. সালে ফরাসী নৃপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টি[২২] (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) কর্তৃক মিশর অভিযানের মাধ্যমে এ স্থবিরতার অবসান ঘটতে থাকে এবং পুনর্জাগরণের পরিবেশ তৈরি হয়। আর বলা যায় যে আরবী সাহিত্যের স্থবিরতা কেটে যায় নেপোলিয়নের কামানের গর্জনে। শুরু হয় পুনর্জাগরণ (النهضة)[২৩]।

---

[২২] নেপোলিয়ন বোনাপার্টি (১৭৬৯-১৮২১)ঃ দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক বোনাপার্টি "করসিকার" এ্যাজাকসিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ফান্সে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ১৭৮৫ সালে সেনাবাহিনীর অফিসার পদে যোগদান করেন। তাঁকে ১৭৯৩ সালে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়। তিনি ১২১০/১৭৯৫ সালে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন এবং ইটালীর বিভিন্ন সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ফরাসী বিপ্লব ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক গগণে নেপোলিয়নের বিরাট ভূমিকা ছিল। তার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৭৯৮ সালে মিশর জয়। তাঁর মিশর বিজয়ের ফলে মিশরের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হয়। তার হাতে মামলুক শক্তির বিলুপ্তি হয়। তার আগমনে নব চেতনার উন্মেষ, জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, রাজনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন, জনহিতকর কার্যাবলীর সূচনা ও জনমনে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তার প্রচেষ্টায় কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, মুদ্রণ যন্ত্রের প্রবর্তন ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধিত হয়। অষ্ট্রীয় ও রুশদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ১৮০৫ সালে অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিজয়। আর ১২২৭/১৮১২ সালে বোনাপার্টের রুশ অভিযান ছিল তার জীবনের সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এই যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেন। ফলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এমনিভাবে তিনি ইউরোপের সাথে ওয়াটার লু এর যুদ্ধে ১২৩১/১৮১৫ সালে পরাজিত হন। উল্লেখ্য যে, তাকে ইলব্যা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। পুনরায় তাকে আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত 'হেলেনা' দ্বীপেও নির্বাসিত করা হয়। এবং তিনি এখানেই মারা যান। (The New Encyclopaedia Britannica, William Benton, Volume vii, 1974, পৃ. ১৮৯; David Thomson, Book Since Nepoleon, England: Penguin Group, 1990 পৃ. ৫৫, ৮৬-৮৭)।

[২৩] নাহদা আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ জাগরণ, পুনর্জাগরণ, রেনেসাঁ, আন্দোলন, উত্থান, বিপ্লব ও উন্নতি। এর পারিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন বলেন,

تطرأ على حياة الأمم تغيرات تنقلها من حال إلى حال ، فإذا كان هذا التغير من سيئ إلى حسن و من ضعف إلى قوة سمي ذلك نهضة ، و عكسه الانحطاط . و النهضة الأدبية هي إرتقاء فنون الأدب أو بعضها فنا و مضمونا .

(*আল আদাবুল আরাবী ওয়া তারীখুহু* আল আসরুল হাদীস; রিয়াদঃ ওয়াকালাতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়া লি শুউনিল মা'আহিদিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১২ হি. সং ৫, পৃ. ৭)।

Dhaka University Institutional Repository

এক কথায় বলা যায়, আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ রচনার অন্যতম ক্ষেত্র হলো প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও মেলামেশা। কারণ প্রাচ্যে যখন অন্ধকার তখন পাশ্চাত্য বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত। যদিও এক সময় উল্টো ছিল অর্থাৎ প্রাচ্য আলোকিত ছিল আর পাশ্চাত্য অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যা হোক প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও মেলামেশা আরবী সাহিত্যের পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপট তৈরিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। প্রাচ্য তথা আরব দেশগুলোর মধ্যে লেবানন ও মিশরের সাথে সর্বপ্রথম যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

২.১ লেবাননের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন (احتكاك لبنان بالغرب)

পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের যোগাযোগ, মেলামেশা ও আদান-প্রদান আরবী সাহিত্যে নবজাগরণের অন্যতম কারণ। পাশ্চাত্যের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা না হলে প্রাচ্যে পুনর্জাগরণ হয়তো আরো অনেক বিলম্বে হত। আর এ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমগ্র আরব বিশ্বের মধ্যে লেবানন আর মিশর অগ্রগামী। হান্না আল ফাখূরী বলেন[২৪],

كان احتكاك الشرق بالغرب أهم مقدمات النهضة و أشدها تأثيرا . و قد جرى هذا الاحتكاك بنوع خاص في لبنان و مصر دون سائر البلاد العربية .

(আরবী সাহিত্যে পুনর্জাগরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষাপট হল পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের যোগাযোগ। আর আরবদেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম লেবানন ও মিশরের সাথে এ বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।)

মিশরের পূর্বে লেবাননে আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর প্রেক্ষাপট সূচনা হয়। কারণ নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণের পূর্বে লেবাননের সাথে পাশ্চাত্যের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আরব দেশগুলোর মধ্যে লেবাননের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকে ছিল। তবে ১৬০০ সালে লেবাননের প্রাণপুরুষ ফখর আদ্ দীন (১৫৭২-১৬৩৫ খ্রি.) এর আমলে এ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়।[২৫] তিনি জাতীয় উন্নয়নে ইউরোপের সাথে বাণিজ্য ও মৈত্রী চুক্তি করেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ করে দেন। ফলে উভয় রাষ্ট্রের সাথে একটি আঞ্চলিক সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পর শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও ইউরোপকে বেশ সুযোগ প্রদান করা হয়। উভয়

---

[২৪] হান্না আল ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬।

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের পথ সুগম হয়। বিশেষ করে তৃতীয় জুলিয়াসের (১৫০০-১৫৫৫ খ্রি.) লেবাননে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা এ ধারাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অতঃপর ১৫৮৪ খ্রি. পোপ ত্রয়োদশ গ্রীগোরিয়োস রোমে مدرسة المارونية প্রতিষ্ঠা করেন যা লেবাননে রেনেসাঁর পটভূমি তৈরীর পথকে সুগম করে দেয়।[২৬] মূলত ইউরোপের সাথে লেবাননের সুসম্পর্ক আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ঘুমন্ত লেবাননবাসীকে জাগ্রত করে দেয়, সাহিত্যরস আস্বাদনের পথকে সুপ্রশস্ত করে দেয়। আর উভয় দেশের মধ্যে এ সুসম্পর্ক স্থাপনের এবং লেবাননের সাহিত্যে পুণর্জাগরণের ক্ষেত্রে কিছু বিশিষ্ট গুণীজন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

জিব্রাঈল আস সাহইউনী আল আহদানী[২৭] (جبرائيل الصهيوني الأهدني) ১৫৭৭-১৬৪৮ খ্রি.;

ইব্রাহীম আল হাকিলানী[২৮] (إبراهيم الحاقلاني) মৃ. ১৬৬৪ খ্রি.;

আল মুতরান জারমানুস ফারহাত[২৯] (المطران جرمانوس فرحات) ১৬৭০-১৭৩২ খ্রি.;

বুতরুস মুবারক[৩০] (بطرس مبارك) ১৬৬০-১৭৪৭ খ্রি.;

---

[২৬] প্রাগুক্ত পৃ. ৮৮৮।

[২৭] জিবরাইল আল সাহইউনী আল আহদানী 'مدرسة رومة' বা রোমের বিদ্যালয় হতে সনদপ্রাপ্ত এবং একই শহরের বিখ্যাত "আল হিকমাহ" বিদ্যালয়ের আরবী ও সুরয়ানী ভাষার শিক্ষক। এছাড়াও প্যারিসে জাতীয় বিদ্যালয়ে আরবী ও সুরয়ানীকে অপ্রধান ভাষা হিসেবে পাঠদানরত ছিলেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং আশ শরীফ আল ইদ্রীসী (খ্রি. ১১০০-৬৫) এর "নুযহাত আল মুশতাক ফী যিকরিল আমসার ওয়া আল আফাক" গ্রন্থের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। (হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৮৮)

[২৮] ইবরাহীম আল হাকিলানী রোমের বিদ্যালয় হতে সনদপ্রাপ্ত, একই শহরের আরবী ও সুরয়ানী ভাষার এবং College de France এর শিক্ষক। আরবের ইতিহাস ও প্রাচ্য দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ছাড়াও অনেক আরবী গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। তার প্রণীত আরবী-ল্যাটিন অভিধানের পান্ডুলিপি প্যারিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। (হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৮৮)

[২৯] আল মুতরান জারমানুস ফারহাত প্রাচ্যে রেনেসাঁর ভিত্তি রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এ শিক্ষাবিদ আরবী, ইতালী, ল্যাটিন ও সুরয়ানী ভাষায় দক্ষতার পাশাপাশি তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সমান পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানেও তিনি দক্ষ ছিলেন বলে জানা যায়। আলেপ্পো নগরীর বিশপ থাকা কালে সেখানে তিনি প্রচুর মূল্যবান আরবী পান্ডুলিপি সমৃদ্ধ "আল মারুনিয়্যাহ" লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও উক্ত লাইব্রেরীতে তিনি দর্শন, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, ছন্দবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব এবং আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে শতাধিক আরবী পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। মোট কথা এ মহান জ্ঞান-সাধক মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ, শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করণ, প্রচুর গ্রন্থের টীকা সংযোজন, ভাষান্তর ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে জ্ঞানের রাজ্যে এক অনুপম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। (হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৮৯-৮৯০)

[৩০] বুতরুস মুবারক রোমের বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি ফরাসী, ইতালিয়ান, ইবরানী, গ্রীক, ল্যাটিন, সুরয়ানী এবং আরবী ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। ল্যাটিন ভাষায় অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। তিনিই "عينطوره" (আইন তূরহ) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব খৃষ্টান পাদ্রীদের নিকট অর্পণ করেন। (হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৯০)

Dhaka University Institutional Repository

আল খূরী বুতরুস আত্ তূলুভিয়্যা[৩১] (الخوري بطرس التولوي) ১৬৫৭-১৭৪৫ খ্রি.;

ইউসুফ সাম'আন আস সিম'আনী[৩২] (يوسف سمعان السمعاني) ১৬৮৭-১৭৬৮ খ্রি.;

আল খূরী মীখাঈল আল গাযিরী[৩৩] (الخوري ميخائيل الغزيري) মৃ. ১৭৯৪ খ্রি.।

লেবাননের সাথে ইউরোপের সুসম্পর্ক ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যোগাযোগ লেবাননের শিক্ষিত সমাজে বেশ প্রভাব ফেলে। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি লেবাননের শিক্ষার্থীদের বেশ আগ্রহ জন্মে। ফলে তারা ইউরোপের রোমসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভর্তি হয়ে পড়াশুনার প্রয়াস চালায়। পড়াশুনা শেষ করে স্বদেশে ফিরে এসে ইউরোপের আদলে লেবাননে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো 'আইনুল ওয়ারাকাহ' (عين الورقة) যা লেবাননের পাহাড়ের তলদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন বুতরুস আল বুস্তানী (بطرس البستاني : ১৮১৯-১৮৮৩), সুলায়মান আল বুস্তানী (سليمان البستاني : ১৮৫৬-১৯২৫) এবং আহমদ ফারিস আশ্ শিদইয়াক (أحمد فارس الشدياق : ১৮০৫-১৮৮৭)।

২.২ মিশরের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন (احتكاك مصر بالغرب)

মিশরের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ ও মেলামেশার সুযোগ ঘটে ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর ১৭৯৮ সালে মিশর অভিযানের মাধ্যমে। হান্না আল ফাখূরী বলেন,

---

[৩১] আল খূরী বুতরুস আল তূলুভিয়্যা প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শন ও ফিকহশাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন। আলেপ্পো নগরীতে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং একই শহরে অবস্থিত "আল মারূনীয়্যাহ" বিদ্যালয়ের ল্যাটিন ও ইতালিয়ান ভাষার শিক্ষক ছিলেন।

[৩২] প্রাচ্যে রেনেসাঁ রচনায় ইউরোপে বসবাসকারী বিখ্যাত السماعنة (আস সিমাইনাহ্) পরিবারের কার্যকর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এ পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রোমের "আল মু'আরনাহ" বিদ্যালয়ের স্নাতক ইফসুফ সামআন আস সিমআনী (খ্রি. ১৬৮৭-১৭৬৮) ইসলামী আইন, ইতিহাস ছাড়াও অংকশাস্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি ইতালিয়ান, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, সুরয়ানী ও আরবী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে রক্ষিত প্রাচ্য গ্রন্থাবলীর পান্ডুলিপি সমূহের সূচী প্রস্তুত করেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা তিনিই সংযোজন করেছিলেন বলে জানা যায়। তৎকালীন পোপ তাঁকে ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সুরয়ানী ও আরবী পুস্তক অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। ডঃ. ১৭১৫ সালে ইফসুফ সামআন পান্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য প্রাচ্যে ব্যাপক সফর করেন এবং বৃহৎ আকারের একটি সংকলন প্রস্তুত করে ইউরোপে ও প্রাচ্যে বিপুল মর্যাদা লাভে সমর্থ হন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা শতাধিক। (হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৯০-৮৯১।)

[৩৩] আল খূরী মীখাঈল আল গযীরী (মৃ. ১৭৯৪) এর নামও প্রাচ্যে রেনেসাঁর পটভূমি রচনার ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তিনি "আল ইসকোরিয়াল" লাইব্রেরীর প্রধান সম্পাদক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তাঁর Biblio Theca arabico-hispana শীর্ষক পুস্তকটির দু খণ্ড ডঃ. ১৭৬০ ও ১৭৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

احتكت مصر بالغرب بواسطة حملة نابوليون بونابرت .[৩৪]

এ বিষয়ে আলোচনার আগে নেপোলিয়নের আগমনের প্রাক্কালে মিশরের অবস্থা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে তুলে ধরা হল।

বাগদাদের খলিফাগণের দুর্বলতার সুযোগে তুর্কী শাসকগণ মিশরে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করে। আহমদ ইবন তুলূন ৮৬৮ সনে মিশরে অর্ধ স্বাধীন তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয় তুলূনী বংশ। এ বংশের শাসন খ্রি. ৯০৪ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৯০৫ খ্রি. হতে ৯৩৫ খ্রি. পর্যন্ত মিশরে দ্বিতীয় আব্বাসীয় খেলাফত কায়েম ছিল। আব্বাসীয় খলিফা রাদীবিল্লাহ ৯৩৪ সালে আমীর ইবনু তুগজকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি খলিফার সীমাহীন দূর্বলতা ও শক্তিহীনতার সুযোগে ৯৩৫ সালে নিজেকে মিশরের স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। খলিফা তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করে তাঁকে ইখশীদ (শাহানশাহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয় ইখশিদীয়াহ বংশ। এ বংশের শাসনকাল ৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। অতঃপর ১১৭১ সালে সালাহউদ্দীন আইয়্যুবী মিশরে আইয়্যুবী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২৫০ সাল পর্যন্ত আইয়্যুবী শাসন চলে। ১২৫০ সাল হতে শুরু হয় মামলূকী[৩৫] শাসন এবং তা ১৫১৭ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতঃপর ১৫১৭ সালে তুর্কী সুলতান সেলিম (১৫১২-১৫২২) এর মাধ্যমে মিশরে ১৫১৭ সালে উসমানী শাসন কায়েম হয় এবং তা ১৮৮২ সাল পর্যন্ত বহাল থাকে। উসমানী শাসনামলে সুলতান সুলায়মান কর্তৃক জারীকৃত 'কানুন নামায়' ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রী করে শাসন ক্ষমতা ৩টি স্তরে ভাগ করেন।

এক. 'ওয়ালী' বা 'পাশা' : উসমানী সুলতানের প্রতিনিধি, যিনি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, এক বছরের জন্য 'পাশা' নিয়োগ করা হতো।[৩৬]

---

[৩৪] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৮৪।

[৩৫] মামলূক (مملوك) অর্থ হল ক্রীতদাস বা গোলাম। এর বহুবচন । এটি বিশেষ করে সামরিক ক্রীতদাস অর্থেই ব্যবহৃত হতো। আইয়্যুবী সুলতান মালিকুস সালিহ তার বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এশিয়ার বাজার হতে কয়েক হাজার তুর্কী দাস ক্রয় করে মিশরে নিয়ে আসেন। এদের মামলূক নামে অভিহিত করা হয়। মামলূকগণ এক সময় বিপুল ক্ষমতা অর্জন করে দাস থেকে শাসকের আসনে সমাসীন হয় এবং ১২৫০ সাল হতে ১৫১৭ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে মিশরে রাজত্ব করে। মামলূকগণ প্রধানতঃ দুটো শাখায় বিভক্ত ছিল ঃ এক. বাহরী মামলূক: ১২৫০ সাল হতে ১৩৯০ সাল পর্যন্ত তাদের শাসনকাল ছিল। তাদের অধিকাংশ সুলতান ছিলেন তুর্কী ও মঙ্গল ক্রীতদাস। দুই. বূর্জী মামলূক: তাদের শাসনকাল ১৩৮২-১৫১৭। তারা ছিলেন সারকাসিয়ান ক্রীতদাস।

[৩৬] 'পাশা গণ' এক বছরের জন্য মনোনীত হলেও এর কার্যকাল প্রায়ই বর্ধিত হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন 'পাশা' কয়েক মাসের বেশী সময় ক্ষমতাশীন থাকতে পারতেন না। ১৫১৭-১৭৯৮ ডখ্র. পর্যন্ত ২৮১ বছরে ১১০ জন 'পাশা' মিশর শাসন

Dhaka University Institutional Repository

দুই. 'ওজাক' বা সেনাবাহিনী : উসমানীয় শাসনামলে মিশরীয় সেনাবাহিনী মূলতঃ সাতটি উপ-বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো - মুতাফাররিকান, সাভুশান, জামুলিয়ান, তুফানচিয়ান, সিরাকশী, ইনকিশারিয়া ও আযেবান। মিশরের সীমান্ত দূর্গ রক্ষা করা মুতাফাররিকান বাহিনীর দায়িত্ব, আর কর আদায় করে রাজকোষে জমা দেওয়ার দায়িত্ব সাভুশান বা সাভুশ বাহিনীর। জামুলিয়ান, তুফানচিয়ান ও সিরাকাশী সম্মিলিতভাবে অশ্বারোহী বাহিনী হিসেবে পরিচিত। এ বাহিনী প্রাদেশিক প্রশাসনকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করত। ইনকিশারিয়া বা জেনিসারী বাহিনী সৈন্য সংখ্যাও অস্ত্র-শস্ত্রের দিক দিয়ে অন্যান্য বাহিনী অপেক্ষা শক্তিশালী। এ বাহিনী প্রধান (আগা) মিশরের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হন। আর আযেবান বাহিনী শক্তি ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে জেনিসারীর সমকক্ষ।

তিন. সামন্ত বে' ও তাদের মামলূক বাহিনী : তৃতীয় পর্যায়ের ক্ষমতার ব্যক্তি হল বে'। আর প্রত্যেক 'বে' এ অধীনে একটি শক্তিশালী বাহিনী থাকত, যার সার্বিক তদারকে থাকতেন 'বে' এর প্রধান সহকারী কাশিফ। এ বাহিনী সরকারী কোষাগার হতে বেতন গ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে আমীররা বে এর প্রতি অধিক অনুগত থাকত। পাশাগণ এ আমীরের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাঁদের সাহায্য ছাড়া কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী আমীরকে 'শায়খুল বালাদ' উপাধিতে আখ্যায়িত করা হত।

নেপোলিয়নের মিশর বিজয় অভিযানের প্রাক্কালে মিশরের অধিবাসীরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ক. শাসক গোষ্ঠী, খ. শাসিত জনতা। শাসক শ্রেণী অভিজাত মামলূক ও তাদের অধিনস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে গঠিত। আর শাসিত জনগোষ্ঠী প্রধানত চারটি সামাজিক শ্রেণীভূক্ত[৩৭] ছিলেন।

এক. আলিম, সূফী, বিচারক ও শিক্ষকমণ্ডলী: সমগ্র মিশরবাসীর উপর এ শ্রেণীর একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রভাব ছিল।

দুই. শহরের অভিজাত ও বিত্তশালী: উসমানী , সরকারী কর্মকর্তা ও তুর্কী বংশোদ্ভূত অভিজাত শ্রেণী এদের অন্যতম। বাগ বাগিচা ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ছিল এদের নিয়ন্ত্রণে।

তিন. বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কারিগরি শ্রেণী।

চার. দারিদ্রের প্রান্তসীমায় অবস্থানকারী কৃষক শ্রেণী।

করেন। পাশার মেয়ার কমবেশী করা সুলতানের সম্পূর্ণ এখতিয়ারাধীন ছিল। ড. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, ২য় খন্ড, পৃ. ৩০৭।

[৩৭] মুসা আনসারী, *আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা*, পৃ. ১১-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

এহেন পরিস্থিতিতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টী মিশর অভিযানের প্রস্তুতি নেন। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল :

মিশরে ফরাসি অভিযান ও আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর সূত্রপাত

হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ পতনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আরবী সাহিত্যের পতনের ঘণ্টা। আর এ পতন তরান্বিত হয় তুর্কি শাসনামলে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একদিকে চলতে থাকে তুর্কি ভাষার প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা অপর দিকে আরবী সাহিত্যকে নিঃশেষ করার নীলনকশা।

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তুর্কি শাসনের প্রভাবে মিসর, সিরিয়া, সুদান, ইরাক, লেবানন ও আলজেরিয়াসহ এতদ অঞ্চলে আরবী সাহিত্যের শেষ নিঃশ্বাসটুকু বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এমনি এক ক্রান্তি লগ্নে অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্তে খ্রি. ১৭৯৮ সালে ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়নের মিশর বিজয়ের সামরিক অভিযান আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, আরবী সাহিত্যের আকুতি চলছিল এ ধরণের একটি অভিযান, যার বদৌলতে আরবী সাহিত্যে আঁধার কেটে আলোর সন্ধান পাবে, বন্ধ্যাত্বতা কেটে গতিশীলতা পাবে। স্থবির প্রাণে পুনর্জাগরণের ছোঁয়া লাগবে। বাস্তবিক এ অভিযান মিশর বিজয়ের সাথে সাথে আরবী সাহিত্যেরও বিজয়ের পয়গাম নিয়ে আসে। নতুন করে আরবী সাহিত্য গগনকে সুসজ্জিত করার প্রয়াস শুরু হয়। কারণ নেপোলিয়ন তাঁর সুসজ্জিত নৌবহরে শুধু অস্ত্র, গোলাবারুদ আর শুধু সৈনিকই আনেন নি। বরং এদের সাথে আরো এনেছিলেন ফ্রান্সের উদীয়মান শিল্পী-সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। যাদের সংখ্যা হবে প্রায় ১৪৬ জন।

নেপোলিয়নের বিজয় অভিযানের প্রস্তুতি দেখে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধু দেশ বিজয়ের উদ্দেশ্যে আসেন নি বরং মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত মিশরের লোকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

তাই নেপোলিয়নের এ অভিযানকে মিশরের ইতিহাসে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে এম.এম. বাদাভী বলেন:

"Historians generally regard the expedition as a turning point in the History of Egypt. The mere fact that Napoleans troops were able to conquer the Muslim Mamluks ….. From now on the Arab world was denied the dubious luxary of living in isolation. This bloody and rude contact between the modern world and the Arabs had far-reaching consequences."

Dhaka University Institutional Repository

নেপোলিয়ন মিশরকে মামলূকদের সন্ত্রাস থেকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করেন এবং নিজেকে ইসলাম ও মুসলমানদের একান্ত বন্ধু হিসেবে ঘোষণা করেন।[৩৮] তিনি ধর্মীয় সহনশীলতা দ্বারা মিশরবাসীর হৃদয় জয় করে সেখানে ফরাসী প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস চালান। তিনি তাঁর সৈন্যদের প্রতি এক ঘোষণায় বলেন, "আমরা যাহাদের মধ্যে যাইতেছি তাহারা মুসলমান। তাহাদের বিশ্বাসের প্রথম কথা হইল 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ (স.) তাহার প্রেরিত পুরুষ' ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিও না; ইহুদী ও ইতালীয়দের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, মিশরীয়দের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করিবে। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে যেভাবে সম্মান কর, মুফতী ও ইমামদেরও সেইভাবে সম্মান করিবে। খ্রিস্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মূসা ও যীশুর ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন কর, কুরআন নির্দেশিত পর্বসমূহ ও মসজিদগুলির প্রতি সেইভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এখানকার আচার-আচরণ ইউরোপীয় আচার-আচরণ হতে পৃথক হলেও এগুলোর সাথে সমন্বয় করে চলিবে। নারীদের প্রতি এখানকার লোকের ব্যবহার আমাদের ব্যবহার হতে অনেক পৃথক। তবুও একথা মনে রাখিতে হবে যে, একজন নারীর অসম্মানকারী নিকৃষ্ট ধরণের পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। লুণ্ঠণ কয়েকজনকে ধনী করলেও আমাদের জন্য ইহা অসম্মানজনক। ইহা আমাদের আয়ের উৎস নষ্ট করে এবং যাহাদের আমাদের বন্ধু হওয়া উচিত তাহাদেরও শত্রুতে পরিণত করে।"[৩৯]

নেপোলিয়ন মিশর জয়ের পর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি চলতে থাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা উন্নয়নের পরিকল্পনা। খ্রি. ১৭৯৮ সালের ২২ আগস্ট এক বিশেষ সরকারী আদেশ জারি করে ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীর অনুরূপ "আল মাজমা'উল ইলমী" বিজ্ঞান একাডেমী মিশরে গঠন করেন।[৪০] উক্ত আদেশে বিজ্ঞান একাডেমীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালী উল্লেখ থাকে। এ একাডেমী অল্প সময়ের ব্যবধানে মিশরের বৈষয়িক, আত্মিক সম্পদের আবিষ্কার ও উন্নয়নের গবেষণাগাররূপে পরিচিতি লাভ করে। প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হয়।[৪১] তা নিম্নরূপ:

১. মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ সাধন এবং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ করা;

২. মিশরের ইতিহাস, শিক্ষা-সাহিত্য ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা করা;

---

[৩৮] M.M. Badawi, *Acritical Introduction*, p. 9.

[৩৯] ড. শফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৭।

[৪০] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৯৫।

[৪১] ড. উমর আদ দাসূকী, *ফিল আদাবিল হাদীছ* (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৭৩), ৮ সং, ১ম খন্ড, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ফরাসী সরকারের কর্মসূচী ও নির্দেশনাসমূহ প্রকাশ করা।

এ প্রতিষ্ঠানের অপর একটি গুরু দায়িত্ব ছিল প্রতি তিন মাস অন্তর গবেষণালব্ধ সার-সংকলন প্রকাশ করা। রাসায়নিক গবেষণাগার, বিজ্ঞান মানমন্দির, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণা, বনজ, খনিজ ও জল সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, নদীসহ দেশের মানচিত্র প্রণয়ন, কৃষি ও সেচ প্রকল্প প্রণয়ন ইত্যাদি ছিল এ প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণীর অংশবিশেষ।

উক্ত একাডেমীটি নেপোলিয়নের নির্দেশে এবং ওস্তাদ মনাহ এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। দুঃখজনক হলেও সত্য উক্ত একাডেমীটি খ্রি. ১৮০১ সালে বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর অর্ধশতাব্দী পরে খ্রি. ১৮৫৯ সালে জমরের প্রচেষ্টায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

নেপোলিয়নের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসি পন্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ মিশরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রত্ন সম্পদ বিষয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করেন। তাঁরা ১৮০৯ সাল থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে '*ওয়াসফ মিসর*' (وصف مصر : Description D Egypte) শীর্ষক ৯ খন্ড বিশিষ্ট একটি উচ্চ গবেষণামূলক গ্রন্থ ফ্রান্সে প্রকাশ করেন। মিশরের যাবতীয় তথ্য সম্বলিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মিশরবাসীর জন্য বিরাট সম্পদ। বোনাপার্টির রাসায়নিক গবেষণা একাডেমীতে পদার্থবিজ্ঞানে এমন উঁচু পর্যায়ের গবেষণা করা হতো, যা মিশরবাসীকে হতচকিত করে। এ প্রতিষ্ঠানের বিস্ময়কর কার্যাবলী মিশরীদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪২]

নেপোলিয়ন মিশরে আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রবর্তন করেছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :
ক. আরবী মুদ্রণালয় বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা : তিনি ভ্যাটিকান হতে গ্রীক, ল্যাটিন ও আরবী টাইপ সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রাচ্যবিদ ম্যারিলকে এ ছাপাখানার পরিচালক পদে নিয়োগ দেন। এ ছাপাখানা হতে সরকারী সকল ফরমান আরবী ভাষায় প্রকাশ করা হত। এবং দুটি প্রত্রিকা প্রকাশ করা হত। একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা- "Courrier de l' Egypte" (بريد مصر) এবং অন্যটি রাজনৈতিক পত্রিকা "Le Decade Egyptienne" (العشارة المصرية)[৪৩]। এগুলো সরকারী প্রকাশনা সংস্থা হতে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হতো বলে জনমনে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। তবে তারা

[৪২] মূসা আনসারী, *আধুনিক মিশর*, পৃ. ২০।
[৪৩] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

"আত তানবীহ" নামে একটি আরবী পত্রিকাও বের করেছিল। যার সম্পাদক ছিলেন সাইয়্যিদ ইসমাঈল আল খাসসাব। এ পত্রিকায় সাধারণত সরকারী ফরমানগুলো প্রকাশ করা হত। এবং সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝে তা বিতরণ করা হত।[৪৪] **খ.** নেপোলিয়ন তাঁর রণতরীতে ইউরোপ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ নিয়ে আসেন। সেগুলো এবং মিশরের রাজ দরবার ও মসজিদে প্রাপ্ত পুস্তকাদি দিয়ে একটি লাইব্রেরী চালু করেছিলেন। জ্ঞান-পিপাসু সর্বসাধারণের জন্য লাইব্রেরীটি প্রতিদিন খোলা থাকত। গ. তারা কায়রোতে জন্ম গ্রহণকারী ফরাসী ছেলে-মেয়েদের জন্য দু'টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে জানা যায়।

নেপোলিয়নের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ মিশরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রত্নসম্পদ বিষয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করেন। তাঁরা ১৮০৯ খ্রি. হতে ১৮২৫ খ্রি. পর্যন্ত গবেষণা করে 'ওয়াসফ মিশর (মিশর তত্ত্ব) শীর্ষক ৯ খণ্ড বিশিষ্ট একটি উচ্চ গবেষণামূলক গ্রন্থ ফ্রান্সে প্রকাশ করেন। মিশরের যাবতীয় তথ্য সম্বলিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মিশরবাসীর জন্য বিরাট সম্পদ।

নেপোলিয়নের মিশর অভিযান আরববিশ্ব বিশেষত মিশরবাসীর অলস নিদ্রা ভেঙে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এবং মিশরবাসীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়। এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে স্বাধীন মিশর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয়। এ প্রসঙ্গে হান্না আল ফাখূরী বলেন,

فكان من الحملة الفرنسية إنها هزّت مصر هزّة عنيفة بنقلها قوّة الغرب و مدنيته إليها، فهب المصريون من غفلتهم و فتحوا أعينهم على ما لم يكن لهم عهد بمثله ، و على موارد الحضارة الأوربية ، و تنبهوا إلى حقولهم التي هضمها المماليك ، و نشأت فيهم القومية المصرية [৪৫]

(ফরাসি অভিযান মিশরকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করেছে। কারণ এ অভিযানের সুবাদে পাশ্চাত্য শক্তি ও সভ্যতা মিশরে আসে। মিশরবাসীরা তাদের অলস নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে ইউরোপীয় সভ্যতার আঁধারসমূহ যার সাথে তাদের কোন পরিচিতি ছিল না। সতর্ক হল তাদের স্বদেশ সম্পর্কে যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে মামালিকগণ। তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে জাতীয়তাবোধ।)

---

[৪৪] জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ (বৈরূত: দারুল ফিকর,২০০৫), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৩।

[৪৫] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর কার্যকারণ (عوامل النهضة)

ইউরোপের সাথে আরববিশ্ব বিশেষতঃ লেবাননের সুসম্পর্ক এবং ফরাসী সমরবিদ নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণের মধ্য দিয়ে আরব বিশ্বে আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর পটভূমি তৈরি হয়। এই রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ পরিপূর্ণতা লাভ করে কয়েকটি বিষয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে। আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর এ বাহ্যিক উপকরণ ও উপাদানগুলোকে 'আওয়ামিলুন নাহদা'[৪৬] বা রেনেসাঁর কার্যকারণ বলে অভিহিত করা হয়। এ কার্যকারণগুলো নিম্নরূপ:

৩.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (المدارس)

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। কোন জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের পর থেকে আরব বিশ্বের বিশেষত লেবানন, সিরিয়া ও মিশরের সর্বত্র যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমী গড়ে ওঠে যা পরবর্তীতে আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের পথকে সুগম করে। নিম্নে মিশর ও সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হল।

মিশরের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রেনেসাঁ পূর্ব যুগে খ্রি. ১৮০৫ সালে মুহাম্মাদ আলী পাশা মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আরব বিশ্ব তথা মিশরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে যা ছিলো তা হচ্ছে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় যা কাতাতীব (كتاتيب)। এসব বিদ্যালয়ে শিশুদেরকে পবিত্র কুরআন মুখস্তসহ গণিত ও সাধারণ কিছু প্রাথমিক পাঠদান করা হতো। এ সকল বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে ছাত্ররা সাধারণত জীবিকা অর্জনে আত্মনিয়োগ করতো অথবা দেশের অসংখ্য মসজিদের কোন একটিতে গিয়ে তথাকার শেখদের নিকট উচ্চতর জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করত।

---

[৪৬] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হান্না আল ফাখূরী ৭টি পুনর্জাগরণের উপকরণ বা عوامل النهضة উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো: ১. المدارس, ২. الطباعة, ৩. الصحافة, ৪. الجمعيات العلمية و الأدبية, ৫. المكتبات, ৬. التمثيل এবং ৭. الاستشراق। আহমদ হাসান আয যায়্যাত এ সকল উপকরণগুলোকে رسائل النهضة বলে অভিহিত করেছেন। তিনিও ৭টির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো ১. المدارس, ২. الجامعة الأزهرية, ৩. الجامعة المصرية, ৪. الطباعة, ৫. الصحافة, ৬. التمثيل এবং ৭. المجامع الأدبية। (আহমদ হাসান আয যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ৩৯৭-৪০৫); ড. মুহাম্মদ বিন সা'আদ বিন হুসাইনও হান্না আল ফাখূরীর মত এ সকল উপকরণকে عوامل المهضة বলে অভিহিত করেছেন। তবে তিনি ৬টির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো: ১. الصحافة, ২. المدارس و الجامعات, ৩. المطابع, ৪. دور الكتب, ৫. الترجمة এবং ৬. المعاجم و المجامع اللغوية।

Dhaka University Institutional Repository

আল-আযহার

মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হল আল আযহার। মিশরের ফাতিমী খিলাফতকালে ৩৬১/৯৭১ সালে আল-আযহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রথমে একটি মসজিদ ছিল। শী'আদের ধর্মীয় বিষয় এখানে শিক্ষা দেয়া হত। সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী ফাতিমীদের উপর ৫৬৭/৯৭১ সালে বিজয় লাভ করে সেখানে সুন্নী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমগ্র মুসলিম জাতির মন জয় করার উদ্দেশ্যে চারটি মাযহাবের উপর উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।[৪৭] আল-আযহার পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ। কুরআন, হাদীস, তাফসীর, তাওহীদ, ফিকহ, আল কালাম, উসূলে ফিকহ, বালাগাত, মানতিক, হিকমাহ, ইতিহাস, সরফ, নাহু, জ্যামিতি, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হত। মুহাম্মাদ আলী পাশা ১৩৪৭/১৯২৮ সালে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিকীকরণের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা সফল হয় নি। তবে ১৯৫২ সালের ২৫ জুলাই আল আযহারের ইতিহাসে এক বিপ্লব ঘটে যায়।[৪৮] সর্ব প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কোরআন, হাদীস ও আরবীর পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক অনুষদ চালু করা হয়। ফলে তা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানরূপে প্রকাশ পায়। এবং মিশরে আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

মুহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর পরাজয়ের পর ১৮০৫ খ্রি. মুহাম্মাদ আলী পাশা[৪৯] মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং ১৮৪৮ খ্রি. পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে একটি আধুনিক মিশরের গোড়াপত্তন করেন।

---

[৪৭] আহমদ হাসান আয যায়্যাত, পৃ. ৩৯৮।

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯।

[৪৯] মুহাম্মাদ আলী পাশা (১১৮৩-১২৬৩/১৭৬৯-১৮৪৭) ঃ একজন উচ্চাভিলাষী ও প্রতিভাবান শাসনকর্তা। তিনি মেসিডোনিয়ার কাভালা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। আলবেনীয় বংশোদ্ভূত সাধারণ সৈনিক মুহাম্মদ আলী সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বলে স্থির গতিতে উন্নতি লাভ করেন। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১২১৪/১৭৯৯ সালে একটি বৃহৎ বাহিনী পরিচালনা করে জনসাধারণের নজরে পড়েন। তিনি ১২২০/১৮০৫ সালে মিশরের গভর্নর (পাশা) নিযুক্ত হন। গভর্নর হয়ে তিনি নামে মাত্র উছমানীয় খলিফার কর্তৃত্ব হতে কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। আধুনিক সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের অবসান করেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও পূর্ত কার্য, বিশেষত কৃষির জন্য সেচ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করেন। মিশরে ৬৮৮/১২৫০ সাল হতে এক রকম অব্যাহত ভাবে রাজত্বকারী মামলুকরা ১২২৬/১৮১১ সালে তার হাতে পরাজিত হয়। তিনি সুদান জয় (১২৩৬-১২৩৮/১৮২১-১৮২৩) করেন। বৃটিশ, ফরাসী ও রুশ বাহিনীর একত্র সমাবেশে উছমানীয় খলিফার পক্ষ হতে গ্রীসের যুদ্ধে ১২৪২/১৮২৭ সালে বিরাট সাফল্য লাভ করেন। সিরিয়া বিজয় তার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আপস ব্যবস্থার দ্বারা তিনি উছমানী খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে ১২৫৬/১৮৪১ সালে মিশর ও সুদান শাসনের স্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হন। নিজ পুত্র ও উত্তারিকারী ইবরাহীম পাশার দ্বারা আরব ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার অভিযান সফল হয়। উল্লেখ্য যে, মিশরের শেষ

Dhaka University Institutional Repository

নেপোলিয়ন পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের ঘুমন্ত জাতিকে সজাগ করার যে প্রেরণা দান করেন[৫০], তারই সূত্র ধরে মুহাম্মাদ আলী পাশা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে মিশরে এক ব্যাপক রেনেসাঁর জন্ম দেন।

১. "আল মাদরাসাতুত তাজহীযিয়্যাহ"

শাসন ক্ষমতাকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করার জন্য তাঁর একটি অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মিশরে সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং ১৮১৫ সালে তিনি ইবনু আইনি ভবনে একটি সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ স্কুলের সব ছাত্র ছিল প্রবাসী এবং অধিকাংশ শিক্ষক ফ্রান্সের অধিবাসী। সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সাজে সজ্জিত করার মানসে মুহাম্মাদ আলী ১৮১৩ সালে মামলূক যুবকদের একটি দল সামরিক বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের উদ্দেশ্যে ইতালী পাঠান।[৫১]

২. "মাদরাসাতু আরকানি হারব"

মুহাম্মদ আলী পাশা ফরাসী সামরিক বিদ্যালয়ের আদলে মিশরে একটি সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে কায়রোর নিকটে আবু যা'বালে "মাদরাসাতু আরকানি হারব" নামক সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. "মাদরাসাতুত তিব্বিয়্যাতিল মিসরিয়্যাহ"

১৮২৬ সালে তিনি আবু যা'বালে (أبو زعبل) একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন এবং তৎসংলগ্ন ১৬০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সামরিক অফিসার সহ সর্বসাধারণের উন্নত চিকিৎসা বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া সদ্য উত্তীর্ণ ডাক্তারদের প্র্যাকটিসের জন্য এ ধরণের একটি হাসপাতালের প্রয়োজন ছিল। ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ড. কুলূত বে-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সহযোগিতায় উক্ত কলেজ পরিচালিত

বাদশাহ ফারুক (১৩৫৬-১৩৭২/১৯৩৬-১৯৫২)ও মুহাম্মদ আলীর বংশধর ছিলেন। তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ইনতিকাল করেন।

Encyclopaedia Britannica (vii), পৃ. ৮৫; পৃ. ৭২২-৭২৪; *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা; নওরোজ কিতাবিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭৬), পৃ. ৯৫-৯৬।

[৫০] উমর আদ দাসূকী বলেন,

و قد وجد محمد علي أن خير وسيلة ينهض بالشعب المصري و ترفعه إلى مستوي الأمم الناهضة الاهتمام بالتعليم و قد سلك في سبيل تعليم الشعب كل الطرق الناجحة .

ফিল আদাব, পৃ. ২৫।

[৫১] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। দেশী ও বিদেশী উভয় প্রকারের ছাত্র নিয়ে এ কলেজ চলছিল। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা উক্ত কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ লাভ করত।[৫২]

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে উক্ত মেডিকেল কলেজের একটি বিরাট প্রভাব পড়েছিল।[৫৩] চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন পরিভাষার আরবী অনুবাদ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করার ফলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধশালী হয়। এ্যানাটমী, ফিজিওলজী, সার্জিক্যাল প্যাথলজি, ফিজিক্স, ক্যামিস্ট্রী, টক্সিকলজী, হাইজাইন, মেটিরিয়া মেডিকাসহ অনেক গ্রন্থের অনুবাদ কর্ম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রবাসী শিক্ষকমণ্ডলীর ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে দেশী ছাত্রদের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাই বিদেশী শিক্ষকদের বক্তৃতা ছাত্রদের বুঝানোর জন্য সিরিয়া, মরোক্কো ও আরমেনিয়ার বিশেষজ্ঞদের দোভাষী নিয়োগ করা হয়। আইন, চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিদ্যা সকলের জন্য সহজ ও বোধগম্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আরবী অভিধান ও সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

মুহাম্মাদ আলী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে আরো কিছু অত্যাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রতিষ্ঠার কাল সহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১. সামরিক কুচকাওয়াজ স্কুল (مدرسة الموسيقي العسكرية) - ১৮২৪ খ্রি. ;

২. মেডিকেল ও ফার্মেসী স্কুল (مدرسة الطب و الصيدلة) - ১৮২৯ খ্রি. ;

৩. পদার্থ বিজ্ঞান স্কুল (مدرسة الكيمياء العملية) - ১৮২৯ খ্রি. ;

৪. পদাতিক বাহিনী স্কুল (مدرسة المشاة) - ১৮৩১ খ্রি. ;

৫. ঘোড় সওয়ার বাহিনী স্কুল (مدرسة الفرسان) - ১৮৩১ খ্রি. ;

৬. নৌবাহিনী স্কুল (مدرسة البحرية) - ১৮৩১ খ্রি. ;

৭. পশু চিকিৎসা স্কুল (مدرسة طب الحيوان) - ১৮৩১ খ্রি. ;

---

[৫২] আহমদ হাসান আয যাইয়াত, *তারীখুল আদাব আল আরাবী*, ২৪ সংস্করণ, (মিশর ১৯৩৫), পৃ. ৪২১-৪২৩। জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ভূমিকা, ড. শাওকী দায়ফ (কায়রো: দার আল হিলাল, তা.নে.) পৃ. ১৬-১৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় খণ্ড, (১৩৯৪/১৯৮৬), পৃ. ২৮১-২৮২।

[৫৩] জুরজী যায়দান বলেন,

لهذه المدرسة أهمية كبرى في هذه النهضة ، لأن عليها المعول في تخريج الأطباء و أكثر نقلة العلوم الدخيلة و الطبيعية من تلاميذها .

তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

৮. খনিজ বিদ্যা স্কুল (مدرسة التعدين) - ১৮৩১ খ্রি. ;

৯. প্রকৌশল স্কুল (مدرسة الهندسة) - ১৮৩৪ খ্রি. ;

১০. এগ্রিকালচার স্কুল (مدرسة الزراعة) - ১৮৩৭ খ্রি.

১১. মাতৃসদন স্কুল (مدرسة الولادة) - ১৮৩৭ খ্রি. ;

১২. লোক প্রশাসন ও গণিত স্কুল (مدرسة الإدارة المدنية و الحسابات) - ১৮৩৭ খ্রি. ;

১৩. ভাষা ও অনুবাদ স্কুল (مدرسة الألسن و الترجمة) - ১৮৩৭ খ্রি. ;

১৪. শিল্পকলা স্কুল (مدرسة الصنائع و الفنون) - ১৮৩৯ খ্রি. ।

এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা ছিল নয় হাজার। তাদের পড়াশুনা, জামাকাপড়, খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হত। কারণ তাদের অধিকাংশই মামলূকদের সন্তান ছিল।[৫৪]

খুদাইভী ইসমাইল পাশার সময়কালে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমীসমূহ

খুদাইভী[৫৫] ইসমাইল পাশা[৫৬] ১৮৬৩ সালে মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রথম আব্বাস (১৮৪৬-১৮৫৪) ও খুদাইভী সাঈদ (১৮৫৪-১৮৬৩) কর্তৃক দীর্ঘ

---

[৫৪] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড পৃ. ২৪, ।

[৫৫] তুর্কি সুলতান আব্দুল আযীয ১৮৬৭ সালে মিশরের শাসক ইসমাঈল পাশাকে খুদাইভী উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে মিশরের অন্যান্য খলীফাগণও খুদাইভী উপাধি ধারণ করেন। এ সম্পর্কে 'আল মুনজিদ ফিল আ'লাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الخديوي : لقب منحه السلطان عبد العزيز لإسماعيل باشا و إلى مصر ١٨٦٧م — حمله خلفاؤه من بعده (পৃ. ২৩০)

[৫৬] ইসমাঈল পাশা ঃ তিনি ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩০ সালে মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষা শিক্ষা করে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ভিয়েনায় যান। ১৮৪৬ সালে তাকে ভিয়েনা হতে উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিসে প্রেরণ করা হয়। সেখান হতে তিনি ফরাসী ভাষা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের কতিপয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন এবং ১৮৪৮ সালে মিশর ফিরে আসেন। ১৮ জানুয়ারী ১৮৬৩ তিনি মিশরের ক্ষমতায় আসেন। ৮ জুন ১৮৬৭ সালে তাকে সর্ব প্রথম 'খেদীভ' উপাধি দেয়া হয়। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট সংস্কার সাধন করেন। তাঁর রাজত্বকালে মিশরের বৈষয়িক অগ্রগতি, আর্থিক সচ্ছলতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতি হয়। তিনি সেনাবাহিনীর অধিকার বৃদ্ধি, স্বনামে মুদ্রা প্রবর্তন ও উপাধি প্রদানে অধিকার অর্জন করেন। তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রণালী পুনর্গঠন করেন। তিনি অনেক নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বুলাক সরকারী মুদ্রণালয়ের প্রসার ও উন্নতি বিধান করেন। একটি জাতীয় গ্রন্থাগার, একটি জাতীয় জাদুঘর ও ভূগোলবিদদের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৬ মার্চ ১৮৯৫ সালে ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন।

ই. বি. ই.ফা.বা. ৫/২৬০-২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

স্থবিরতার পর তিনি পুনরায় মুহাম্মাদ আলীর লাগানো বীজের পূর্ণ পরিচর্যা শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এর চারাগুলো বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়।[৫৭] জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর রুচি মুহাম্মাদ আলীর চেয়ে অনেক উন্নতমানের ছিল এবং তিনি মিশরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ও আধুনিকতায় ইউরোপের অনুরূপ রাষ্ট্রে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প করেন। তিনি আফ্রিকার ভূখন্ডে ইউরোপ গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। একদা তিনি বলেন,

إنها قطعة من أوربة رغم كونها في أفريقية[৫৮].

"মিশর ইউরোপের একটি ভূখন্ডে পরিণত হবে যদিও তা আফ্রিকায় অবস্থিত।"

তাঁর শাসনামলে ১৮৮৩ সালে ৫৯টি বেসরকারী স্কুল স্থাপিত হয়। এ ছাড়াও কৃষি বিদ্যালয়, হিসাববিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি স্কুল, অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুল এবং মুহাম্মাদ আলীর ন্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও সামরিক বিষয়ক স্কুলসমূহ তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে ঢেলে সাজান - প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা। এগুলোকে সূক্ষ্মরূপে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি 'نظارات المعارف' (শিক্ষা পরিদর্শন পরিদপ্তর) প্রতিষ্ঠা করেন। এমনিভাবে সামরিক পরিদর্শন অধিদপ্তরও প্রতিষ্ঠা করেন।

খুদাইভী ইসমাইল শিল্প ও কারিগরি স্কুল, হিসাববিজ্ঞান স্কুল, কৃষি স্কুল এবং অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মাদ আলী পাশার পদাংক অনুসরণ করে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ও সামরিক বিষয়ক স্কুলসমূহ পুনঃস্থাপন করেন। তিনি আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞ আইনজ্ঞদের মূল্যবান বক্তব্য, প্রবন্ধমালা ও বিভিন্ন আইন পরিভাষা আরবী ভাষায় ভাষান্তরীত করার কারণে আরবী ভাষা সমৃদ্ধশালী হয়। ১৮৭১ সালে আলী মুবারকের পরামর্শে মিশরে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরবী ভাষা ও সাহিত্য পুনর্জাগরণে বড় ভূমিকা পালন করে। তাঁর প্রচেষ্টায় শিক্ষা শুধুমাত্র চাকুরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে আত্মার উন্নতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের মাধ্যম হিসেবে জাতির কাছে মূল্যায়িত হয়।[৫৯] তাঁর

---

[৫৭] জুরজী যায়দান বলেন,

توقفت هذه الحركة الفكرية المباركة في زمن عباس الأول و سعيد (١٨٤٩-١٨٦٣) لأنها كانا راغبين في الحربية عن سواها ، فأقفلت أكثر المدارس المصرية و غيرها من عوامل النهضة ... فلما أفضى الحكم إلى إسماعيل (باشا) سنة ١٨٦٣ : أخذت مصر في إحياء هذه المدارس . (৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৫-২৬)

[৫৮] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৮৯৭।

[৫৯] জুরজী যায়দান বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের পাশাপাশি আরবী সাহিত্যের উন্নয়নও সাধিত হয়। তাঁর শাসনকালে মিশর কবি ও সাহিত্যিকদের জন্য নিরাপদ ও আরামদায়ক আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিণত হয়। কারণ তিনি তাদের কদর করতেন। ফলে আশে পাশের অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকগণ মিশরে সমবেত হতে থাকেন। এভাবে খুদাইভী ইসমাইল পাশার শাসনামলে দশ বছরের মধ্যে মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নেয়া হয় এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই এর সংখ্যা দাঁড়ায় কয়েক হাজারে আর ছাত্র সংখ্যা লক্ষাধিকে পৌঁছায়। খুদাইভী ইসমাইলের সময়ে প্রতিষ্ঠিত একাডেমীসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. **জাম্‘ইয়্যাতুল মা‘আরিফ (جمعية المعارف) বা শিক্ষা একাডেমী :** এটি ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মিশরের শিক্ষা একাডেমী। অনুবাদ, প্রকাশনা ও গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। ৭৬০ জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাহিত্যিক এ একাডেমীর সদস্য। তাদের মধ্যে ইব্রাহীম আল মুওয়াইলী, আহমদ ফারিস আশ শিদইয়াক, শায়খ হাসূনাহ আল নবাবী, ড. মুহাম্মাদ শাফি‘ঈ, শায়খ বাদরাভী ‘আশূর প্রমূখ অন্যতম।[৬০] এখানে যে সব পান্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ইবনুল আছীরের ‘উসদুল গাবাহ ফী মা‘রিফাতিস সাহাবা’ (أسد الغابة في معرفة الصحابة) (৫ খণ্ডে সমাপ্ত), ‘তাজুল আরূস’ (تاج العروس) (জাওয়াহিরুল কামূস এর ভাষ্য), ইবনুল ওয়ার্দীর ‘তারীখ’ (تاريخ), ইবনু খাফাজাহ’র ‘দীওয়ান’ (ديوان), ইবনুল মু‘তায্য এর ‘দীওয়ান’ (ديوان), আল জাহিযের ‘আল বায়ান ওয়াত তাবঈন’ (البيان و التبيين), শায়খ খালিদের ‘শারহুল বুরদাহ’ (شرح البردة), বাদীউজ্জামান আল হামাদানীর ‘আর-রাসাইল’ (الرسائل) ইত্যাদি।

২. **আল জাম‘ইয়্যাতুল খায়রিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ (الجمعية الخيرية الإسلامية) :** এটি ১৮৭৮ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত একাডেমীর অধীনে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। খুদাইভী ইসমাইলের সময়ে মিশরে আরো কয়েকটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলো তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিল। এগুলোর অন্যতম হলো :

و أصبح غرض التعليم غير محصور في تخريج الموظفين بل يراد به أيضا ترقية نفوس الأمة و إحياء آداب العرب . و حدثت في أيامه نهضة أدبية بمن وفد على مصر من رجال الأدب من كل الطوائف . (জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৬)

[৬০] ড. উমর আদ দাসূকী, *ফিল আদাবিল হাদীস*, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

ক. জাম'ইয়্যাতুল আদাব (جمعية الأدب) বা সাহিত্য একাডেমী : শায়খ মুহাম্মাদ আল খুশশাব ১৮৭১ এটি সালে প্রতিষ্ঠা করেন।

খ. আল জাম'ইয়্যাতুশ শারকিয়্যাহ (الجمعية الشرقية) বা প্রাচ্য একাডেমী : ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর সদস্যমণ্ডলীর অন্যতম হলেন আরতীন পাশা, ফাখরী পাশা, সুলায়মান আবাযাহ, ড. মাহদী খান প্রমুখ। এটি 'উরাবী আন্দোলনের সময় বন্ধ হয়ে যায়।

গ. জাম'ইয়্যাতু মিশর আল ফাতাত (جمعية مصر الفتاة) : এর সদস্যগণ হলেন জামালুদ্দীন আল আফগানী, আদীব ইসহাক, সালিম নাক্কাশ, আব্দুল্লাহ নাদীম, নুকূলা তুওমা প্রমুখ। এখান থেকে 'মিসরুল ফাতাত' (مصر الفتاة) পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো[৬১]।

ঘ. জাম'ইয়্যাতুশ শাবাব (جمعية الشباب) : উরাবী আন্দোলনের কিছু পূর্বে এ একাডেমী আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. **জাম'ইয়্যাতুজ জুগরাফিয়্যাহ (جمعية الجغرافية) বা ভূগোল একাডেমী** : ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। এখানে ভৌগলিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাকর্ম, গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশ করা হয়। এছাড়া উক্ত একাডেমী থেকে জার্নাল প্রকাশিত হয়।

সিরিয়া ও লেবাননে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

সিরিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্য আর মিশরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। পুনর্জাগরণের বা রেনেসাঁর প্রভাবে জাতির উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে মিশরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে। কিন্তু সিরিয়ায় খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাবে খৃস্টীয় ধর্ম প্রচারের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে[৬২]। সিরিয়ায় প্রাচীন কাল হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেগুলো সু-বিন্যস্ত ছিল না। প্রাচীন বিদ্যালয়ের মধ্যে সুবিখ্যাত হলো "আইন ওয়ারকহ" (عين ورقة) । এটি মূলত মঠ ছিল। ডখ্র. ১৭৮৯ সালে ইউসুফ আষ্টিফ্যান এটিকে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। রোমের বিদ্যালয়ের ন্যায় এখানে সুরয়ানী, ইটালিয়ান, ল্যাটিন, 'আরবী এবং আরবী ব্যাকরণ, ছন্দ বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, আইন,

---

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

[৬২] জুরজী যায়দান, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

পৌরনীতি ইত্যাদি ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠদান করা হতো।[৬৩] অতঃপর আমেরিকান খ্রিস্টান যাজকগণ ১৮৩৪ সালে লেবাননে "মাদরাসা আইনতুরাহ" (عينطورا) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "মাদরাসাতু আবীহ" (مدرسة عبيه) উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সালে খ্রিস্টান যাজকগণ "মাদরাসাতু গযীর" (مدرسة غزير) নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর মেয়েদেরকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ১৮৬০ সালে আমেরিকান খ্রিস্টানদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় "আল মাদরাসাতুল ইনজিলীযিয়্যাহ" (المدرسة الإنجليزية)। অতঃপর ১৮৬১ সালে আমেরিকান ইংরেজি কলেজ নামে অপর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দুই প্রতিষ্ঠানের সুবাদে তৎকালীন লেবাননের মেয়েদের শিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত হয়।[৬৪]

পুনর্জাগরণের হাওয়া সিরীয়বাসীদের গায়েও লাগে, ফলে তারা নিজেরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। খ্রি. ১৮৬৩ সালে বুতরুস আল-বুস্তানী 'আল মাদরাসাহ আল ওয়াতানিয়্যাহ' (জাতীয় বিদ্যালয়) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এটি সিরিয়ানদের প্রথম প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে খ্রি. ১৮৬৫ সালে মুতরান ইউসুফ আদ্ দাব্বাস (مطران يوسف الدبس) রোমান ক্যাথলিকদের জন্য "আল মাদ্রাসাতুল বিতরীরকিয়্যাহ" (المدرسة البطريركية) এবং খ্রি. ১৮৬৬ সালে "মাদরাসাতুছ ছালাছাহ আল আকমার" (مدرسة الثلاثة الأقمار) প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রি. ১৮৬৫ সালে মুতরান ইউসুফ "মাদরাসাতুল হিকমাহ" (مدرسة الحكمة) প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রি. ১৮৭৪ সালে "আল মাদরাসাতুল ওয়াতানিয়্যাতুল ইসরাঈলিয়্যাহ" (المدرسة الوطنية الإسرائيلية) প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো "المدرسة الرشيدية"। অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হয় "مدارس دار المعلمين"[৬৫] খ্রি. ১৯০৮ সালে "আল কুল্লিয়াতুল উসমানিয়্যাহ আল ইসলামীয়্যাহ" (الكلية العثمانية الإسلامية) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লেবাননে ব্যাপকহারে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়

---

[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।
[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯।
[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

এবং একটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ফলে লেবানন আরব বিশ্বের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে খুব দ্রুত উন্নতির পানে এগিয়ে যায় এবং আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ রচনায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভূমিকা অপরিসীম।

৩.২ মুদ্রণালয় বা ছাপাখানা (الطِباعة)

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুদ্রণালয় বা ছাপাখানার অবদান সর্বজন স্বীকৃত। জ্ঞানের আলো সর্বস্তরের জনগণের নিকট ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ছাপাখানার কোন বিকল্প নেই। সর্বপ্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় চীনে। শুরুর দিকে পাথর অথবা কাঠে ছাপানোর কাজ চলতো। বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক ছাপাখানার আবিস্কার ঘটে ১৪৫০ সালে চীনে। এবং তা আবিষ্কার করেন জার্মানির গুটেনবার্গ[৬৬]। সর্বপ্রথম সেখান থেকে তাওরাত গ্রন্থ ছাপানো হয়।

ইউরোপে আরবী ছাপাখানা

অতঃপর ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সর্বপ্রথম ইতালীর ফানু শহরে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের নির্দেশে ১৫১৪ সালে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আস সাওয়া'ইয়্যাহ' (السواعية) নামক ধর্মীয় পুস্তকটি ছাপানোর মধ্য দিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর সে ছাপাখানা হতে ১৫১৬ সালে যাবূর গ্রন্থ আরবীতে প্রকাশিত হয়[৬৭]। কুরআন মাজীদও উক্ত ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল খ্রিস্টানদের ভয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই এ ছাপাখানাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও শহরে আরবী ছাপাখানার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৫৯৩ সালে ইবনে সীনার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানূন ফিত তীব' ইউরোপ থেকে সর্বপ্রথম ছাপা হয়[৬৮]।

সিরিয়ায় ছাপাখানা

আরব বিশ্বে সর্বপ্রথম লেবাননে ১৬১০ সালে মাকতাবাতুল কাযহিয়্যাহ নামক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে আরবী গ্রন্থাবলী সুরয়ানী হরফে মুদ্রিত হত। আর আরব দেশগুলোর মধ্যে আরবী হরফে সর্বপ্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয় ১৭০২ সালে সিরিয়ার আলেপ্পো নগরীতে। এই ছাপাখানার অধিকাংশ আরবী হরফ আবিষ্কার করেন আশ শামাস আব্দুল্লাহ যাখির (الشماس عبد الله زاخر)[৬৯]। উক্ত ছাপাখানা

---

[৬৬] জুরজী যায়দান, পৃ. ৪৫; হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯০৭।

[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৮; জুরজী যায়দান, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ হল দাউদ (আ.) এর 'আল মাযামীর' (المزامير)। অতঃপর ধীরে ধীরে লেবাননে আরো অনেক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৩ সালে বৈরূতে চালু হয় 'মাকতাবাতুল কাদ্দীস' (مكتبة القديس) নামক ছাপাখানা।[৭০] খ্রি. ১৮৩৪ সালে বৈরূতে আমেরিকান মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেখানে আরবী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে লেবাননে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ খ্রি. ১৮৪৮ সালে "ক্যাথলিক মুদ্রণালয়", খ্রি. ১৮৬৩ সালে দাউদ পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "লেবানন মুদ্রণালয়", খ্রি. ১৮৬৮ সালে বুতরুস আল বুস্তানী ও খলীল সারকিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আল মা'আরিফ মুদ্রণালয়"।

মিশরে ছাপাখানা

মিশরীয়গণ ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর অভিযানের মধ্য দিয়ে মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানার সাথে পরিচিতি লাভ করে। তিনি আরবী ও ফরাসি ভাষার মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে আসেন। সেখান থেকে আরবী ও ফরাসি ভাষায় সরকারী আদেশ নিষেধ ও জরুরী ফরমান প্রকাশ করা হত। ইহা 'আল মাতবা'আতুল আহলিয়্যাহ' (المطبعة الأهلية) নামে পরিচিত ছিল। এর সম্পাদক ছিল ফরাসি প্রাচ্যবিদ মার্শাল। ফরাসিদের মিশর থেকে চলে যাওয়ার পর এ ছাপাখানার কর্মতৎপরতাও কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। দীর্ঘ বিশ বছর পর খেদীভ মুহাম্মদ আলী ছাপাখানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৮২১ সালে "আল মাতবা'আতুল আহলিয়্যাহ" নামক এক বিশাল ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ ছাপাখানাটি "মাতবা'আতু বুলাক" (مطبعة بولاق) নামে পরিচিতি লাভ করে। এ ছাপাখানা হতে সর্বপ্রথম ১৮২২ সালে 'سيرة الإسكندر الأكبر' নামক গ্রন্থটি ছাপানো হয়।[৭১] মুহাম্মদ আলী তাঁর শিক্ষা আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সমরবিদ্যা, চিকিৎসা, গণিতশাস্ত্র ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান এর যে সকল গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করতেন তার এক বিরাট অংশ এ প্রেস থেকেই ছাপা হতো। পরবর্তীতে এর গন্ডি আরো সম্প্রসারিত করে সাহিত্য, কবিতা, তাফসীর, হাদীস তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অসংখ্য গ্রন্থ এখান থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত ছাপাখানা থেকে "আল ওয়াকাইউল মিসরিয়্যাহ" (الوقائع المصرية) নামক সরকারী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রকাশনার কাজ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেবার দায়িত্ব এ ছাপাখানাটি যথাযথভাবে পালন করে।

[৭০] জুরজী যায়দান, পৃ. ৪৭।
[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ইসমাঈল পাশার আমলে উন্নতমানের মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। সংবাদপত্র প্রকাশের স্বার্থে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অনেক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশেষকরে ১৮৭১ সালে মিশরে উন্নতমানের কাগজ তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠার পর মুদ্রণ শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময়ে মিশরে উৎপাদিত কাগজের মান ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত কাগজ থেকে উন্নত ছিল। এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা হলো "আল মাতবা'আতুল কিবতিয়্যাহ" (المطبعة القبطية) খ্রি. ১৮৬০ সালে, "মাতবা'আতু ওয়াদী আন নীল" (مطبعة وادي النيل) ডখ্র. ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীতে বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (খ্রি. ১৯১৪-১৯১৮) পর সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশের স্বার্থে সমগ্র আরববিশ্বে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুদ্রণালয়ের কল্যানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আরবী ভাষা-সাহিত্যের বহু প্রাচীন ও মূলগ্রন্থ ছেপে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার বহু কাব্য-সংকলন এবং কবিদের জীবনী মুদ্রিত হয়। ফলে এ যুগের কবিরা খুব সহজেই বিভিন্ন যুগের কবিদের কবিতা পাঠ করতে সক্ষম হয় এবং তাদের অনুকরণ ও ক্ষেত্র বিশেষে নতুনত্ব সৃষ্টি তাদের পক্ষে সহজ হয়। এভাবে আরবী সাহিত্যের উন্নতি ও রেনেসাঁ সৃষ্টিতে মুদ্রণযন্ত্র বিশেষ অবদান রেখেছে।

৩.৩ সংবাদপত্র (الصحافة)

সংবাদপত্র একটি চলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। আহমদ হাসান আয যায়্যাত বলেন[৭২],

الصحف مدارس متجولة في البلدان ، ليست محصورة بين جدران .

অর্থাৎ "সংবাদপত্র দেশে দেশে ভ্রাম্যমাণ একটি প্রতিষ্ঠান যা কেবল প্রাচীর বা কোন গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।"

মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা বিকাশের পথ সুগম হয়। আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের অবদান উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে চীনে সর্বপ্রথম খ্রিস্ট পূর্ব ৯১১ সালে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় বলে মনে করা হয়। তবে আধুনিক সংবাদপত্রের বিকাশ ঘটে সর্বপ্রথম ১৫৩৬ সালে জার্মানিতে। উক্ত পত্রিকাটিকে বিক্রেতার নামানুসারে

[৭২] আহমদ হাসান আয যায়্যাত, পৃ. ৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

'গাযতা' (Gazetta) নামে অভিহিত করা হত[৭৩]। অতঃপর ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৬২২ সালে এবং ফরাসি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৬৩১ সালে।

মিশরে প্রকাশিত সংবাদপত্র

আরববিশ্ব সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতার সাথে পরিচিতি লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর মিশর অভিযানের মাধ্যমে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর শাসনামলে (১৭৯৮-১৮০১) সর্বপ্রথম মিশরে 'আল উশারুল মিসরী'[৭৪] "العشار المصري" (Decade Egyptinenne) ও বারীদ মিসর 'بريد مصر' (Courier de Egypte)[৭৫] নামে দুটি পত্রিকা ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইতোপূর্বে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ব্যাপারে আরবদের কোন ধারণা ছিল না। তবে উক্ত পত্রিকাদ্বয় ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার কারণে আরব জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর খেদীভ মুহাম্মদ আলী ক্ষমতাসীন হয়ে ১৮২৮ সালে আল 'ওয়াকাইউল মিসরিয়্যাহ' (الوقائع المصرية) নামে সরকারী পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম দিকে পত্রিকাটি তুর্কী ও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হত। পরবর্তীতে রিফা'আহ আত তাহতাভী যখন সম্পাদক হন তখন শুধু আরবী ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে[৭৬]। এতে সরকারী বিধি-নিষেধ, সরকারী সংবাদ ও ঘটনাবলী প্রকাশের প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সমাজ, শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা স্থান পেত। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আরব বিশ্বে এছাড়া আর কোন পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল না। খ্রি. ১৮৪৭ সালে ফরাসী সরকার আলজেরিয়ায় 'আল মুবাশশির' (المبشر) নামে তুর্কী ভাষায় একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

খেদীভ ইসমাঈল পাশার সময়ে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তন্মধ্যে "আল ইয়া'সূব" (اليعسوب) প্রথম পত্রিকা যা মুহাম্মাদ আলী পাশা আল বাকলী মুহাম্মদ আদ দাসূকীর সহযোগিতায় ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল আরব জগতের প্রথম আরবী সাময়িকী।[৭৭] মেডিকেল ও আধুনিক

---

[৭৩] জুরজী যায়দান বলেন,

أما الصحافة الحديثة فنشأت في ألمانيا بأواسط القرن الخامس عشر على أثر اختراع الطباعة . و لم تتكيف بشكلها المعروف إلا في البندقية ، فصدرت أول صحيفة فيها عام ١٥٣٦ دعوها عازتة Gazetta باسم النقد الذي كانت تباع به .

[৭৪] العشار মূলতঃ সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। 'আশুরা শব্দের অর্থ দশ দশ করে। ফরাসী বর্ষপঞ্জিতে দশ দিনে সপ্তাহ হত। তাই এ নামকরণ করণ করা হয়। যায়্যাত, তারীখ, পৃ. ৪১৬।

[৭৫] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩।

[৭৬] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯১০।

[৭৭] আহমদ হাসান আয যাইয়াত, পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানের অনেক পরিভাষা আরবী করণে উক্ত পত্রিকার অবদান স্মরণীয়। তবে অল্প দিনের ব্যবধানে উক্ত পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আবু সাউদ আফিনদী ১৮৬৬ সালে "ওয়াদিয়ুন নীল" (وادي النيل) নামক মিশরের প্রথম বেসরকারী রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি কায়রো থেকে সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হত। ১৮৭৮ সালে আফিনদীর মৃত্যুর পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।[৭৮] ১৮৬৯ সালে ইবরাহীম আল মুওয়াইলিহী ও মুহাম্মদ উসমান জালাল সম্পাদিত "নুযহাতুল আফকার" (نزهة الأفكار) কায়রোতে সাপ্তাহিকী হিসেবে প্রকাশিত হয়। মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশের পর খুদাইভী ইসমাঈল তা বন্ধ করে দেন। ১৮৭০ সালে ড. আলী বুরাবক মিশরের শিক্ষমন্ত্রী থাকাকালীন "রওদাতুল মাদারিস" (روضة المدارس) নামক একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি মূলত ভাষা-সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক। বিখ্যাত সাহিত্যিক রিফা'আহ বেক আত তাহতাভী এর সম্পাদক ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অর্থানুকূল্যে এটি প্রকাশিত হতো। সম্পাদনা পরিষদের সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে আব্দুল্লাহ ফিকরী পাশা 'আরবী 'উলুম ও সাহিত্য বিষয়ে, ক্রুকেশ ইতিহাস বিষয়ে, ইসমাঈল আল ফালাকী নভোমণ্ডল বিষয়ে, মুহাম্মদ কাদরী ভূগোল ও 'আকা্ইদ বিষয়ে, আহমদ নিদা উদ্ভিদ বিষয়ে ও উসমান মুদাওয়াখ হাস্য-রসাত্মক ও কৌতুক বিষয়ে সম্পাদনার কাজ আঞ্জাম দেন[৭৯]।

সিরিয়ায় প্রকাশিত সংবাদপত্র

সিরিয়ার সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণ রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। খ্রি. ১৮৫৫ সালে রিযকুল্লাহ হাসূন আল হালভী (খ্রি. ১৮২৫-৮০) "মিরআত আল আহওয়াল" (مرآة الأحوال) নামে অর্ধ সাপ্তাহিক একটি বেসরকারী রাজনৈতিক পত্রিকা বের করেন[৮০]। এ পত্রিকাটিতে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের খবরাখবর প্রকাশ করা হত। ডখ্র. ১৮৫৮ সালে খলীল আল খুরী (খ্রি. ১৮৩৬-১৯০৭) এর সম্পাদনায় বৈরূতে "হাদীকাতুল আখবার" (حديقة الأخبار) প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। উল্লেখ্য যে, এই পত্রিকাটি দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারের মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আহমদ ফারিস আশ শিদইয়াকের প্রচেষ্টায় এটি জনগণের মুখপাত্রে পরিণত হয়।

---

[৭৮] জুরজী যায়দান, পৃ. ৫৭।

[৭৯] আদ দাসূকী, *ফিল আদাবিল হাদীস*, ১ম খন্ড, পৃ. ১১২-১১৩।

[৮০] জুরজী যায়দান, পৃ. ৫৫।

১৮৬০ সালে আহমদ ফারিস আশ শিদইয়াক সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে কনস্ট্যান্টিনোপলে "আল জাওয়াইব" (الجوائب) নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৮১] তিনি এই পত্রিকার বিষয়বস্তুতে এমন বৈচিত্র আনতে সক্ষম হন, যা সমকালীন কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকসহ সকল পর্যায়ের জনগণের কাছে নন্দিত হয়। তিনি এতে রাজনীতি ও সাহিত্যকে একত্রে সফলতার সঙ্গে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমকালীন প্রসিদ্ধ কবিদের কাসীদাহও এতে প্রকাশিত হত। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হিসেবে সমগ্র আরব বিশ্বে তা সমাদৃত হয়।[৮২] সমগ্র আরব বিশ্বে বিশেষত কায়রো, বৈরূত, দামেস্ক, ইরাক ও আফ্রিকায় এ পত্রিকার বেশ কদর ছিল। ১৮৮৪ সালে শিদইয়াকের ইন্তিকালের পর তার পুত্র সালিম উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু তিনি পত্রিকাটির মান ধরে রাখতে পারেন নি। তিনি উক্ত পত্রিকার ১৮৭১ সাল থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত বিষয়ের উপর সাত খণ্ডে একটি মূল্যবান সংকলন প্রস্তুত করেন।

১৮৫৮ সালে উসমানী রাষ্ট্রের বাইরে দু'টি আরবী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একটি হল 'আতারিদ' (عطارد) যা মুরসিলিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর উক্ত পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অপরটি হল 'বারজিসু বারীস' (برجيس باريس) যা আল কুনত রশীদ আদ দাহদাহ (الكونت رشيد الدحداح) এর তত্ত্বাবধানে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি তার এ পত্রিকাটি ধরে রাখার জন্য শত চেষ্টা করেও পঞ্চম বছরে তা বন্ধ হয়ে যায়।[৮৩]

১৮৭০ সালে সিরিয়ার রাজনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের পত্রিকা ও সাময়িকী সমৃদ্ধশালী ছিল। এ সময়ে ইউসুফ শালফূন "আয যাহরাহ" (الزهرة) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কিন্তু কিছুদিন পর এটিও বন্ধ হয়ে যায়। খ্রিস্টান পাদ্রীগণ প্রকাশ করেন "আল বাশীর" (البشير)। এ পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়। বুতরুস আল বুসতানী প্রকাশ করেন "আল জান্নাহ" (الجنة) ও "আল জিনান" (الجنان)। দীর্ঘদিন যাবৎ এগুলো প্রকাশিত হয় এবং রেনেসাঁর উন্মেষে ব্যাপক অবদান রাখে। একই বৎসর লাকিস লুইস সাবুনজী প্রকাশ করেন "আন নিহলাহ" (النحلة) পত্রিকা। উপরোক্ত পত্রিকাসমূহ বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলোর কোনটিই বর্তমানে চালু নেই। ১৮৭১ সালে আমেরিকানদের মাধ্যমে

---

[৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৮২] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯১০।

[৮৩] জুরজী যায়দান, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয় "কাওকাবুস সুবহিল মুনীর" (كوكب الصبح المنير) । তাছাড়াও আল বুসতানী বের করেন "আল জানীনাহ" (الجنينة) এবং সাবুনজী ও শালফূন বের করেন "আন জানাহ" (الجناح) পত্রিকা। ১৮৭৪ সালে আত তাকাদ্দুম (التقدم) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ সালে সিরিয়ায় "লিসানুল হাল" (لسان الحال) নামক পত্রিকা খলীল সারকীসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সিরিয়ায় তুর্কী নিপীড়ন শুরু হলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকগণ মিশরে চলে যান। এ সময় খুদাইভী ইসমাঈল শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এবং সাংবাদিকদের একটি সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করেন। ফলে অনেক খ্যাতিমান সাংবাদিক মিশরে চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে তাকলা পরিবার, আবু ইসহাক, সালীম নাক্কাশ প্রমূখ অন্যতম। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন এবং সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁদের প্রথম পত্রিকা "আল কাওকাব আশ শারকী" (الكوكب الشرقي) আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ১৮৭৩ সালে সালীম পাশা হামূভীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়[৮৪]। অল্পদিন পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সালীম তাকলা ও বাশশারাহ তাকলা (ভাতৃদ্বয়) ১৮৭৫ সালে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে "আল আহরাম" (الأهرام) পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকী হিসেবে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার সংবাদের মান খুবই উন্নত এবং রাজনৈতিক পত্রিকাসমূহের মধ্যে ইহা সর্বপ্রাচীন। এটিই প্রথম পত্রিকা যেখানে ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হতো। সার্বিক গুণবিচারে এটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত। সালীম 'আনহুরী "মিরআতুশ শারক" (مرآة الشرق) শীর্ষক একটি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শায়খ ইয়াকুব সান্নু' (জ. ১৮৩৮) দু'টো রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ সালে "মিরআতুল আহওয়াল" (مرآة الأحوال) লন্ডন থেকে এবং ১৮৭৭ সালে "আবু নায্যারাহ" (أبو نظارة) কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। "আবু নায্যারাহ মূলত খুদাইভী ইসমাঈলের সমালোচনায় প্রকাশিত। সম্পাদক আল আফগানী থেকে সাংবাদিকতার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এটি মূলত রাজনৈতিক সমালোচনামূলক পত্রিকা হিসেবে খ্যাত। এর সম্পাদককে খুদাইভী প্যারিসে নির্বাসন দেন। তিনি সেখানেও বিভিন্ন শিরোনামে রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। আফগানীর জিহাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত আদীব ইসহাক ও সালিম নাক্কাশ ১৮৭৭ সালে মিশর শীর্ষক

[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতঃপর উক্ত সম্পাদকদ্বয় "আত তিজারাহ" (التجارة) নামক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে জামালুদ্দীন আফগানীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আদীব ইসহাক ও সালিম নাক্কাশ আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৮৭৯ সালে 'আল মাহরুসাহ' (المحروسة) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি রিয়াদ পাশা বন্ধ করে দেন। পরে এ পত্রিকাটি কায়রোতে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। কায়রোতে ১৮৭৮ সালে "আল ওয়াতান" (الوطن) নামক আরেকটি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এক কথায় খুদাইভী ইসমাঈলের সময় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িক সংবাদপত্র এবং গবেষণা জার্নাল প্রকাশের ক্ষেত্রে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত পত্রিকা ও সাময়িকীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে الرسالة, الثقافة , الأزهر ও الهلال ইত্যাদি।[৮৫]

৩.৪ শিক্ষা ও সাহিত্য সংঘ (الجمعيات العلمية و الأدبية)

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ রচনায় শিক্ষা ও সাহিত্যসংঘগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ফলে বিদেশী অনেক নতুন নতুন পরিভাষাকে আরবীতে রূপান্তর করার জন্য এ সংগঠনগুলোর আবির্ভাব ঘটে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, সামরিক প্রশিক্ষণ, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও যান্ত্রিক প্রকৌশল বিদ্যার নতুন নতুন পরিভাষাগুলো আরবীতে রূপান্তরে এ সংগঠনগুলো নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। ফলে আরবী ভাষার শব্দভান্ডার অনেক প্রসারিত হয়। আরব দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম সিরিয়ায় "আল জামইয়্যাতুস সূরীয়া" (الجمعية السورية) নামক সাহিত্য সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। কারণ ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীরা আরবদেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম সিরিয়ায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ফলে ১৮৪৭ সালে কতিপয় আমেরিকান মিশনারীর প্রচেষ্টায় উক্ত সংগঠন গড়ে ওঠে[৮৬]। তখনও সিরিয়ায় বড় ধরণের কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত বা কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি।[৮৭] কয়েক বছর যেতে না যেতেই তৎকালীন সিরিয়ার বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী কবি-সাহিত্যিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। শায়খ নাসীফ আল ইয়াযিযী, বুতরুস আল বুস্তানী উক্ত সংগঠনের সদস্য ছিলেন। অতঃপর ১৮৬৮ সালে "আল

[৮৫] ড. মুহাম্মদ বিন সা'আদ, পৃ. ১০।
[৮৬] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯১৪।
[৮৭] জুরজী যায়দান, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

জাম'ইয়াতুল ইলমিয়্যাতুস সূরীয়াহ" (الجمعية العلمية السورية) নামক অপর একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে[৮৮]। উসমানী শাসকগণ তাকে ২০ রমজান ১২৮৪ হি. (১৮৬৮) সালে সরকারী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।[৮৯] আমীর মুহাম্মদ আমীন আরসালান উক্ত সংগঠনটির প্রধান ছিলেন। বৃটেনের 'খৃষ্টান যুব ঐক্য' সংগঠনের শাখা হিসেবে ১৮৬৯ সালে বৈরূতে "শামসুল বির্" (شمس البر) নামক সংগঠনের প্রকাশ ঘটে। এটি সমাজের উচ্চ শিক্ষিত লোকদের সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আমেরিকার মেডিকেল কলেজ থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত ডাক্তারগণ এর সদস্য ছিলেন[৯০]। এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্তাবলী ছিল। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে মিশর ও সিরিয়ায় এ সংগঠনের অনেকগুলো শাখা গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি শাখার আলাদা আলাদা নাম ছিল। যেমন দামেস্কে ১৮৭৪ সালে "জাম'ইয়্যাতু রিবাতিল মাহাব্বাহ" (جمعية رباط المحبة) নামে উক্ত সংগঠনের অপর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৯১] অতঃপর ১৮৭৩ সালে "জাম'ইয়্যাতু যাহরাতিল আদাব" (جمعية زهرة الآداب) নামে অপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয় যার দায়িত্বে ছিলেন সা'দ পাশা । এটি খ্যাতিমান জাতীয় সাহিত্যিকদের সংগঠন। সুলাইমান আল বুস্তানী, রূফাঈল খূরী (روفائيل خوري) প্রমূখ উক্ত সংগঠনের সদস্য ছিলেন[৯২]। ১৮৮১ সালে "আল কুল্লিয়্যাতুল আমরিকীয়্যাহ" (الكلية الأمريكية) নামক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা "আল জাম'ইয়্যাতুল ইলমিয়্যাহ ফিল মাদরাসাতিল কুল্লিয়্যাহ" (جمعية العلمية في مدرسة الكلية) প্রতিষ্ঠা করে। যুবকদেরকে সমাজের দায়িত্বশীলরূপে গঠন করার লক্ষ্যে এ সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ সংগঠনের উদ্যোগে প্রতি বছর একটি মহাসম্মেলন আয়োজন করা হয় যেখানে দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[৯৩]

ইতোমধ্যে বৈরূতে নারী জাগরণ শুরু হয়। শিক্ষিত নারীগণ ১৮৮১ সালে "জামইয়্যাতু বাকূরাহ সূরীয়্যা" (جمعية باكورة سوريا) নামক অপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।[৯৪] ১৮৮২ সালে বৈরূতে "আল

---

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৪।
[৮৯] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৭১।
[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

মাজমাউল ইলমী আশ শারকী" (المجمع العلمي الشرقي) নামক অপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার সদস্য ছিলেন ইয়া'কুব সারুফ এবং শায়খ ইবরাহীম আল ইয়াযিজী কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে উক্ত সংগঠনটি বন্ধ হয়ে যায়।

অতঃপর সিরিয়াতে অনেক জনকল্যাণ ও সেবামূলক সংগঠন গড়ে ওঠে। সেগুলোর অধিকাংশই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হতো। এদের মধ্যে গুরুত্ব কয়েকটি সংগঠনের নাম[৯৫] নিম্নরূপ:

১. জাম'ইয়্যাতুল মাকাসিদ আল খাইরিয়্যাহ, (جمعية المقاصد الخيرية), ১৮৮০;

২. জাম'ইয়্যাতু যাহরাতিল ইহসান, (جمعية زهرة الإحسان), ১৮৮০;

৩. জাম'ইয়্যাতু তাহযীবিশ শাবীবাতিস সূরীয়্যাহ, (جمعية تهذيب الشبيبة السورية), ১৯০২;

৪. জাম'ইয়্যাতুল মা'আরিফ আদ দারযিয়্যাহ, (جمعية المعارف الدرزية), ১৯১১;

৫. জাম'ইয়্যাতু ইয়াকযাতিল ফাতাতিল আরাবিয়্যাহ, (جمعية يقظة الفتاة العربية), ১৯১৪; ইত্যাদি।

মিশরের সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ক সংগঠন

সিরিয়ার অনুরূপ মিশরে প্রথমে বিদেশীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসিদের আক্রমণের পরে মিশরে সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। ফরাসি সমরবিদ নেপোলিয়ন মিশর বিজয়ের পর একটি বিজ্ঞান একাডেমী তৈরী করেন। যার ভাষা ছিল ফরাসি। মিশরে আরো অনেক বিদেশী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল[৯৬] :

১. "আল মা'হাদুল 'ইলমী আল মিসরী" (المعهد العلمي المصري) যা নেপোলিয়ন তার প্রথম অধিবেশন ২২ আগস্ট ১৭৯৮ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন।

২. "মাজলিসু মা'আরিফিল মিসরী" (مجلس المعارف المصري), ১৮৫৯;

৩. "আল জাম'ইয়্যাতুল জুগরাফিয়্যাহ" (الجمعية الجعرافية), ১৮৭৫;

৪. "আল জাম'ইয়্যাতুল ইনজিলীযিয়্যাহ, (الجمعية الإنجليزية), ১৮৯৮, কায়রো।

---

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫।

[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

মিশরে আরবদের শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সংগঠন

মিশরে আরবদের সংগঠন বিলম্বে আত্মপ্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ক সংগঠনের প্রকাশ ঘটে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. "জাম'ইয়্যাতুল মা'আরিফ" (جمعية المعارف), ১৮৬৮ সালে যা মুহাম্মদ আরিফ পাশা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আরবী গ্রন্থ প্রকাশ করা[৯৭]।

২. "শারিকাতু তাবইল কুতুবুল 'আরাবিয়্যাহ" (شركة طبع الكتب العربية), এটিও গুরুত্বপূর্ণ আরবী গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর অন্যতম সদস্য হল হাসান পাশা 'আসিম ও আহমদ বেক তাইমুর।

৩. "জাম'ইয়্যাতুত তা'রীব ওয়া তালীফ" (جمعية التعريب و التأليف), সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতিবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক বই আরবীতে অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার অন্যতম সদস্য হল 'আলী পাশা আল ফাতূহ, মাহমূদ বেক কামিল, সালিহ বেক নূরুদ্দীন এবং মুহাম্মদ মাসউদ প্রমূখ[৯৮]।

৪. "জাম'ইয়্যাতুত তালীফিল কুতুব" (جمعية التأليف الكتب), পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে আব্দুর রহীম বেক আহমদের নেতৃত্বে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার সদস্য ছিল সমসাময়িক খ্যাতিমান ৩০ জন সাহিত্যিক।

৫. "জাম'ইয়্যাতু রিওয়াকিশ শাম" (جمعية رواق الشام), এটি মিশরে প্রকাশিত প্রথম সাহিত্যিক সংগঠন। আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিরীয় ছাত্রদের সংগঠন। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. "আল জাম'ইয়্যাতুল খাইরিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ" (الجمعية الخيرية الإسلامية), ১৮৭৮; এ সংগঠনটি মিশরের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. "জাম'ইয়্যাতুল ই'তিদাল" (جمعية الاعتدال), ১৮৮৬; এটিও মিশরের শিক্ষার্থীদের মাঝে চারিত্রিক উন্নয়ন ও নৈতিকতার বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে

---

[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্যের অনুশীলন এর অন্যতম লক্ষ্য। ড. শিবলী শামীল, ড. আখনূখ ফানূস, আহমদ যাকী পাশা প্রমূখ এ সংগঠনের অন্যতম সদস্য[৯৯]।

৮. "জাম'ইয়্যাতুত তাকাদ্দুমিল মিসরী" (جمعية التقدم المصري), ফ্রান্সের মুলবুনিয়ায় মিশরের আইন কলেজের ছাত্ররা ১৮৯১ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল ফাতূহ পাশা এবং শাওকী বেক এ সংগঠনের অন্যতম সদস্য। বইপত্র প্রকাশ করা ও আরবী ভাষায় বক্তব্য দেয়ার অনুশীলন এ সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য।

৯. "জাম'ইয়্যাতুল ইলম আল মিসরী" (جمعية العلم المصري), সাইয়্যেদ বেগ রাফা'আতের নেতৃত্বে ১৮৯৩ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খ মাহদী, ইসমাঈল বেগ আসেম এ সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বক্তৃতা অনুশীলন ও সামাজিক বিষয়ক গবেষণা এ সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে আরও কিছু সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

ক. "আল জাম'ইয়্যাতুল আদাবিয়্যাতুস সূরীয়্যাহ" (الجمعية الأدبية السورية) ১৮৯৫, মিশর;

খ. "আল জাম'ইয়্যাতুল আদাবিয়্যাহ আশ শারকীয়্যাহ" (الجمعية الأدبية الشرقية), ১৮৯৬,

গ. "জাম'ইয়্যাতুল ইকতিসাদিল আহলী" (جمعية الاقتصاد الأهلي), ১৮৯৬, আলেকজান্দ্রিয়া;[১০০]

বিজ্ঞান ও শিল্পকলা বিষয়ক সংগঠন

বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. "আল জাম'ইয়্যাতুল জুগরাফিয়্যাহ" (الجمعية الجغرافية) ;

২. "আল জাম'ইয়্যাতুয যিরাইয়্যাহ" (الجمعية الزراعية), ১৮৮০;

৩. "আল জাম'ইয়্যাতুত তিব্বিয়্যাহ আল মিসরিয়্যাহ" (الجمعية الطبية المصرية), ১৮৮৮;

৪. "আল মাজমাউল লুগাভী" (المجمع اللغوي), ১৮৯২।[১০১]

---

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

[১০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

[১০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য বিষয়ক ক্লাবসমূহ

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি সাহিত্য ক্লাবগুলোর গুরুত্বও কম নয়। নিম্নে কয়েকটি ক্লাবের তালিকা দেয়া হলো।

১. "আন নাদীউশ শারকী" (النادي الشرقي), ১৮৯৮;

২. "নাদী রা'মাসীস" (نادي رعمسيس), ১৯০৫;

৩. "নাদীউল মাদারিসিল উলইয়া" (نادي المدارس العليا), ১৯০৬;

৪. "নাদীউ দারিল উলূম" (نادي دار العلوم), ১৯০৭;

৫. "নাদীউ মুয়ায্যাফিল হুকুমাহ বিল ইসকানদারিয়্যাহ" (نادي موظفي الحكومة بالاسكندرية), ১৯০৯;

৬. "জামইয়্যাতুল ইত্তিহাদ আস সূরী" (جمعية الاتحاد السوري), ১৯১৪।[১০২]

মিশর, সিরিয়া ও লেবাননে এ ধরণের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, সংস্থা ও ক্লাবগুলো আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ অবদান রাখে। সর্বত্র এ ধরণের সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সংগঠন ও ক্লাব নতুন প্রজন্মকে সাহিত্যামোদী ও সাহিত্যপ্রেমিক করে গড়ে তোলে।

৩.৫ লাইব্রেরী (المكتبات)

আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ রচনার ক্ষেত্রে পাঠাগারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় আরব জাতি ইউরোপীয়দের তুলনায় অগ্রগামী। আব্বাসী খেলাফতের (৭৫০-১২৫৮) শুরু হতে সকল খলিফারাই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও পাঠাগারের বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রতি আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। ফলে প্রাচীন নগরী বাগদাদ ও বসরায় বড় বড় লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। যা আরব ও মুসলিম জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয় ছিল[১০৩]। কিন্তু আব্বাসীয়দের পতনকালে হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতাররা হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নদীতে নিক্ষেপ করে হাজার হাজার মূল্যবান গ্রন্থগুলো ধ্বংস সাধন করে। যা পৃথিবীর ইতিহাসে নেক্কারজনক ঘটনা। এছাড়া মিশরের প্রায়সকল মসজিদের সাথে ছোট বা বড় অনেক লাইব্রেরী ছিল। সেগুলোতে কোরআন, হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ইতিহাস বিষয়ক অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ছিল। তাছাড়া অনেক মূল্যবান পান্ডুলিপিও সংরক্ষিত ছিল। ছাপাখানা

[১০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

আবিষ্কার হওয়ার পর মসজিদ কর্তৃপক্ষ এগুলো ছাপানো উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরূপভাবে গ্রন্থ সংগ্রহের আগ্রহ আরব জাতির মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে পরিলক্ষিত হয়। তবে এ সকল প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোর সাথে আধুনিক পাঠাগারের তুলনা করলে সেগুলোকে সর্বোচ্চ গ্রন্থ সংরক্ষণাগার বলা যেতে পারে। কারণ আধুনিক অর্থে লাইব্রেরী বলতে শুধু বইপত্র সংরক্ষণকে বুঝায় না। নিম্নে কয়েকটি আধুনিক পাঠাগারের তালিকা উপস্থাপন করা হল:

ইউরোপে আরবী লাইব্রেরী

আরবী ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণে ইউরোপে অনেক বড় বড় লাইব্রেরী গড়ে ওঠে যেগুলো প্রাচীন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পান্ডুলিপি যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে চলেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরী নিম্নরূপ:

১. "বার্লিন লাইব্রেরী" (مكتبة برلين), জার্মানি; যেখানে চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। ত্রিশ হাজার মূল্যবান পান্ডুলিপি রয়েছে। যার অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত।

২. "বন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী" (مكتبة جامعة البن), তিন লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শত তেনশটি গ্রন্থ রয়েছে এবং এক হাজার নয়শত একান্নটি পান্ডুলিপি রয়েছে।

৩. "এস্কোরিয়াল লাইব্রেরী" (مكتبة الاسكوريال), স্পেন; এ পাঠাগারে পঁয়ত্রিশ হাজার পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে চার হাজার ছয়শত আঠাশটি পান্ডুলিপি।

৪. "লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী" (مكتبة جامعة ليدن), লাইডেন; এ পাঠাগারে দুই লক্ষ পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে তিন হাজার ছয়শত গ্রন্থ প্রাচ্য ভাষাসমূহে লিখিত এবং এর অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত[১০৪]।

৫. "লন্ডন লাইব্রেরী" (مكتبة لندن), এটি মূলত বৃটিশ যাদুঘরের লাইব্রেরী। এখানে আশি হাজার গ্রন্থ রয়েছে যার একটি বড় অংশ আরবী ভাষায় রচিত পান্ডুলিপি।

৬. "অক্সফোর্ড লাইব্রেরী" (مكتبة أكسفورد), অক্সফোর্ড, এই লাইব্রেরীটি ১৫৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে গ্রন্থের সংখ্যা মোট সাত লক্ষ। এছাড়া ৩৩ হাজার আরবী পান্ডুলিপিও এখানে সংরক্ষিত আছে।[১০৫]

[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যে আরবী লাইব্রেরী

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আরববিশ্ব পুনরায় আরবী ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে মিশর ও সিরিয়া অগ্রগামী। ইস্তাম্বুলে অনেক প্রাচীন লাইব্রেরী রয়েছে। কারণ ইস্তাম্বুলকে ইসলামী বিশ্বের রাজধানী মনে করা হয়। ইস্তাম্বুলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পাঠাগারের নাম এবং প্রতিষ্ঠাকালসহ উপস্থাপন করা হলো[১০৬]:

	লাইব্রেরীর নাম	প্রতিষ্ঠাতার নাম	প্রতিষ্ঠাকাল (হি.)	গ্রন্থসংখ্যা
১.	সালীম আগা লাইব্রেরী	আলহাজ্জ সালীম আমিন	৯৫৫ হি.	১৩৮২
২.	রুস্তম পাশা "	শায়খ পাশা সদরুল আসবাক	৯৫৮	৫৬০
৩.	আতিফ আফিনদী "	মুস্তাফা আতিফ	১১০৪	২৮৫৭
৪.	আয়া সুফিয়া "	সুলতান মাহমুদ আউয়াল	১১৫২	৫৩০০
৫.	আল ফাতিহ "	"	১১৫৫	৬৬১৪
৬.	ওলী উদ্দীন "	শায়খ ওলী উদ্দীন	১১৮২	৩৪৮৪
৭.	আল উমুমিয়্যাহ "	ওসমানী শাসকগণ	১২৯৯	৩৪,৫০০
৮.	ইয়ালদায "	সুলতান আব্দুল হামীদ	১২৯৯	২৬,৭৬৬
৯.	মাতহাফ "	ওসমানী শাসকগণ	১৩০৬	১৫,২৬০

মিশরের লাইব্রেরীসমূহ

মিশরে অনেক লাইব্রেরী রয়েছে। প্রসিদ্ধ এবং বড় বড় লাইব্রেরীগুলো কায়রোতে অবস্থিত। কোন কোন লাইব্রেরী সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আর কোন কোন লাইব্রেরী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত। উল্লেখযোগ্য কতিপয় পাঠাগারের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

১. "দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা" (دار الكتب المصرية), মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী। আরবী সাহিত্যের পুনর্জাগরণের সময় সরকারীভাবে এ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুহাম্মদ আলীর সময়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় এবং ইসমাঈল পাশার আমলে ১৮৭০ সালে এর কাজ সমাপ্তি ঘটে। সেখানে আশি হাজার গ্রন্থ রয়েছে[১০৭]।

---

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২।

[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. "মাকতাবাতুল আযহারিয়্যা" (المكتبة الأزهرية), অন্যান্য মসজিদের মত মিশরের আযহারেও প্রাচীনকালে লাইব্রেরী ছিল। প্রাচীনকালে শুরুর দিকে বইয়ের সংখ্যা ছিল একশত নিরানব্বইটি এবং এগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীতে ১৮৭৯ সালে সরকারী নির্দেশে এ লাইব্রেরীটি আধুনিক পাঠাগারে রূপান্তরিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা হয়। সেখানে ছত্রিশ হাজার ছয়শত তেতাল্লিশটি গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে পান্ডুলিপির সংখ্যা হল দশ হাজার নয়শত বত্রিশটি।[১০৮]

৩. "মাকতাবাতুল আরুকাহ ফিল আযহার" (مكتبات الأروقة في الأزهر), এটি আযহারের অপর একটি লাইব্রেরী, যা ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে ত্রিশ হাজার গ্রন্থ রয়েছে।

৪. "মাকতাবাতুল মাসাজিদ ওয়া দারুল আছার" (مكتبات المساجد و دار الآثار), ১৯১৪ সালে এ লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে ত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতষট্টিটি গ্রন্থ রয়েছে।

৫. "আল মাকতাবাতুল খেদীভিয়্যাহ" (المكتبة الخديوية), এটি মিশরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত লাইব্রেরী যা মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়[১০৯]।

তাছাড়া মিশরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। যেমন :

১. "মাকতাবাতু কুল্লিয়াতিল হুকূক" (مكتبة كلية الحقوق), ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে ঊনিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশটি গ্রন্থ রয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র হল রুম রয়েছে।

২. "মাকতাবাতু কুল্লিয়াতিত তিব" (مكتبة كلية الطب), সেখানে চিকিৎসা ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক ফরাসি, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় প্রায় দশ হাজার কিতাব রয়েছে। এই লাইব্রেরীটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত।

৩. "মাকতাবাতুল জামি'আতিল মিসরিয়্যা" (مكتبة الجامعة المصرية), ১৯১৪ সালে এ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এগার হাজার নয়শত ত্রিশটি গ্রন্থ রয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থগুলো লেখক ও সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত।

---

[১০৮] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১০৫।
[১০৯] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়া ও লেবাননের লাইব্রেরীসমূহ

মিশর ও ইউরোপের ন্যায় সিরিয়া ও লেবাননেও অনেকগুলো প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। আরবী সাহিত্যের পুনর্জাগরণে এসব পাঠাগারের ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। নিম্নে সিরিয়া ও লেবাননের কয়েকটি পাঠাগারের উল্লেখ করা হল।

১. "আল মাকতাবাতুয যাহিরীয়্যাহ" (المكتبة الظاهرية), দামেস্ক; ১৮৭৮[১১০]।

২. "আল মাকতাবাতুশ শারকিয়্যাহ" (المكتبة الشرقية), বৈরূত; ১৮৮০।

৩. "মাকতাবাতু জামি'আতি বৈরূত আল আমরীকিয়্যাহ" (مكتبة جامعة بيروت الأمريكية);[১১১]

৪. "মাকতাবাতুল মাদরাসাহ আল আহমাদিয়্যাহ" (مكتبة المدرسة الأحمدية), আলেপ্পো, সিরিয়া;

৫. "মাকতাবাতুল মাদরাসাহ আর রিদাইয়্যাহ" (مكتبة المدرسة الرضائية), আলেপ্পো, সিরিয়া;[১১২]

৬. "আল মাকতাবাতুল মারূনিয়্যাহ" (المكتبة المارونية), আলেপ্পো, সিরিয়া; ১৭২৫ সালে এ লাইব্রেরীটি খ্রিস্টান মিশনারীরা প্রতিষ্ঠা করে।[১১৩]

এসব লাইব্রেরীতে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে। তাছাড়া আধুনিক আরবী সাহিত্যের নতুন নতুন শাখা ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনীমূলক কাহিনী এরূপ অনেক গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো নতুন প্রজন্মের সাহিত্যামোদীদের চাহিদার খোরাক। সর্বত্র এ ধরণের লাইব্রেরী গড়ে ওঠার বদৌলতে আরবী সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার জাতির দ্বারপ্রান্তে ও ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। এ ধরণের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা না হলে জনসাধারণ প্রাচীন আরব কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীর স্বাদ থেকে বঞ্চিত হত এবং আরবী সাহিত্যে পুনর্জাগরণেরও সৃষ্টি হত না। তাই আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ রচনায় এ সকল অসংখ্য গ্রন্থসমৃদ্ধ আধুনিক পাঠাগারের ভূমিকা অপরিসীম।

---

[১১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৫; জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১২৩।

[১১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৬।

[১১২] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১২৬।

[১১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ প্রাচ্যবিদগণ (المستشرقون)

প্রাচ্যবিদগণের আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা, পাঠদান এবং আরবী গ্রন্থাদি প্রচার-প্রসারে অংশগ্রহণ আরবী সাহিত্যের পুনর্জাগরণের অন্যতম একটি কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের পশ্চাতে মুসতাশরিকুন[১১৪] (প্রাচ্যবিদদের) অবদান অনস্বীকার্য। দশম শতাব্দী থেকে পশ্চিমারা আরবী ভাষা ও সাহিত্য পঠন ও পাঠনে মনোনিবেশ করেন। বিশেষ করে মধ্যযুগে এ প্রবণতা অনেকাংশে বেড়ে যায়। তাদের অনেকেই তাওরাত গ্রন্থে পান্ডিত্য লাভ করা এবং ধর্মীয় মিশনগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য সামী ভাষা শেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়।[১১৫] বিশেষ করে পোপ রোমাসহ ইউরোপীয় শাসকগণ প্রাচ্য ভাষাসমূহ বিশেষ করে আরব, সুরিয়ানী এবং হিব্রু ভাষা শেখার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে স্পেনের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ইউরোপীয়রা দলে দলে হাজির হত। এ যুগকে আরবদের থেকে ইউরোপীয়দের জ্ঞান অর্জনের যুগ বলে অভিহিত করা হত। প্রাচ্যবিদগণ পাশ্চাত্যের শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাতে ব্যস্ত ছিলেন না বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি আরবী ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখে। উনবিশং শতাব্দীতে মুসতাশরিকুনদের তৎপরতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তাদের রাজত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রাচ্য ভাষা পাঠদানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। এবং তারা প্রাচ্যভাষা বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এশীয় বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেন এবং বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিম্নে কয়েকজন প্রখ্যাত মুসতাশরিকুন (প্রাচ্যবিদগণের) এর তালিকা প্রদান করা হল[১১৬] :

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ মুসতাশরিকুন

১. পোস্টাল (Postel: ১৫১০-১৫৮১), ২. সালভেস্টর ডি সাসী (Sulvestre de Sacy: ১৭৫৮-১৮৩৮) ৩. কাটার মেয়ার (Quatremere: ১৭৮২-১৮৫৮) ৪. ডি স্লেইন (De Slane: মৃ.

---

[১১৪] মুসতাশরিকুন – ইশতিরাক শব্দমূল হতে নির্গত, ইশতিরাকের পরিচয় দিতে গিয়ে আহমদ হাসান যাইয়াত উল্লেখ করেন,

يراد بالاستشراق اليوم دراسة الغربيين لتاريخ الشرق و أممه و لغاته و آدابه و علومه و عاداته و معتقداته و أساطيره ، لكنه في العصور الوسيطة كان يقصد به دراسة العبرية لصلتها بالدين ، و دراسة العربية لعلاقتها بالعلم ، إذ بينما كان الشرق من أدناه إلى أقصاه مغمورا بما تشعه منائر بغداد و القاهرة من أضواء المدينة و العلم ، و كان الغرب من بحره إلى محيطه يعمه في غياهب من الجهل الكثيف و البربرية الجموح

আহমদ হাসান যাইয়াত, পৃ. ৪৭১।

[১১৫] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯২০।

[১১৬] ড. মুহাম্মদ ইবন সাদ ইবন হুসাইন, *আল আদাবুল হাদীস: তারীখ ওয়া দিরাসাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৯) ৫. গায়ার্ড (Guayard: ১৮২৪-১৮৮৪) ৬. রিনান (Renan: ১৮২৩-১৮৯২) ৭. ড্যারেনবার্গ (Derenbourg: ১৮৪৪-১৯০৮) ৮. হার্ট (Huart: ১৮৫৪-১৯২৭ ৯. ক্যারেড ভক্স (Carrade Vaux) ১০. লেভী প্রোভিনস্যাল (E. Levi-Provecal: ১৮৯৪-১৯৫৬) ১১.রেমন্ড (Raymond: জ. ১৯২৫)।

ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদগণ

১. কারলাইল (Carlile: ১৭৬৩-১৮০৫) ২. এডওয়ার্ড লেইন (Edward Lane) ৩. পলমার (Palmer: ১৮৪০-১৮৮২) ৪. স্যার টমাস আরনল্ড (T. Arnold) ৫. মারজিলিউস (১৮৫৮-১৯৪০) ৬. নিকলসন (১৮৬৮-১৯৪৫) ৭. গিব (Gib) ৮. আলফ্রেড গ্যালিউম (Alfred Guillaume)।

জার্মানির প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদগণ

১. রাসকী (Reiske: ১৭১৬-১৭৯৪) তিনি অনেক আরবী গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ ও টীকাসহ প্রকাশ করেন। যেমন, হারীরীর "মাকামাত" এবং তরফাহ (মৃ. ৫৬৪) এর "মু'আল্লাকাহ" ইত্যাদি।[১১৭] ২. ফ্রেইট্যাগ (Fretag: ১৭৮৮-১৮৬১) ৩. এলওয়ার্ডথ (Alwardt: ১৮২৮-১৯০৯) ৪. হার্টম্যান (১৮৫১-১৯১৯) ৫. নলডিক (Noeldecke: মৃ. ১৯৩১) ৬. ব্রুকালম্যান (১৮৬৮-১৯৫৬)।

রাশিয়ার প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ : ক্রাটিসকো ভিসকী ;

নেদারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ : ১ ডোজী (মৃ. ১৮৮৩) ২. ডি জজ (De Goeje: মৃ. ১৯০৯) ;

হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ : গোল্ড যিহার (মৃ. ১৯২১) ;

অস্ট্রীয়ার প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ : ব্যারন ক্রেমার (১৮২৮-১৮৮৯) ;

পোল্যান্ডের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ : কাযমির যাকী ;

আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদগণ : ১. বেনেডিক ২. ম্যাকডোনাল্ড ৩. চার্লস এডামস।

ইতালির প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদগণ :

১. জীরার আল ক্রীমূনী (১১১৪-১১৮৭) তিনি ইবনে সীনা, আল রাযী এবং আল ফারাবী প্রমূখ দার্শনিকের প্রায় ৬০টি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

২. গুইডি (Guidi: ১৮৪৪-১৯৩৪) ৩. নালিনো (১৮৭২-১৯৩৮)

---

[১১৭] সালীম আল বুস্তানী, *উদাবাউল আরব*, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ বিদেশে প্রেরিত শিক্ষা মিশন (البعثات)

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ সৃষ্টিতে বিদেশে প্রেরিত মিশনসমূহের ভূমিকা সুদূর প্রসারী ফল বয়ে আনে। খুদাইভী মুহাম্মদ আলী মিশরের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রত্যয় গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম তিনি ইউরোপের অনুরূপ মিশরের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি ফ্রান্সের সহযোগিতা কামনা করেন। এবং সামরিক বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য মামলূক যুবকদের একটি দল ১৮১৩ সালে ইতালিতে প্রেরণ করেন। অতঃপর ১৮১৮ সালে যান্ত্রিক প্রকৌশল বিদ্যায় উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য অপর একটি শিক্ষা মিশন ইংল্যান্ডে প্রেরণ করেন।[১১৮] দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে পন্ডিতদের আনা হয়। অতঃপর মুহাম্মদ আলী তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করলেন যে স্বদেশী বিশেষজ্ঞ ছাড়া শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই তিনি ১৮২৬ সালে রিফা'আহ বেগ আত তাহতাভী[১১৯] (মৃ. ১২১৯/১৮৭৩) এর নেতৃত্বে ৪৪ জন মিশরীয় ছাত্রের এক প্রতিনিধি দল আইনশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, সামরিক প্রশিক্ষণ, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, প্রকাশনা শিল্প ও যান্ত্রিক প্রকৌশল বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য ফ্রান্সে পাঠান।[১২০] তারা উপরিউক্ত বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। এবং তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মিশরে ইউরোপের অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। যার বদৌলতে মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইউরোপের হাওয়া লাগে। অতঃপর ১৮৩২ সালে মুহাম্মদ আলী আল বাকলীর (মৃ. ১৮৭৬) নেতৃত্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য

---

[১১৮] জুরজী যায়দান, পৃ. ১৭; উমার আদ দাসূকী, পৃ. ২৬।

[১১৯] রিফা'আহ বেক আত তাহতাভী ১৮০১ সালে মিশরের সাঈদ নগরে তাহতা পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত হুসাইন রা. এর বংশধর। তিনি আল আযহার থেকে হাদীস, ফিকহ ও ভাষাজ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ১৮২৬ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে গমণ করেন। সেখানে ইতিহাস ও ভূগোল শাস্ত্রসহ অনুবাদ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে এসে মুহাম্মদ আলীর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রকৌশল ও সমর রিদ্যার বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অতঃপর ১৮৩৭ সালে মুহাম্মদ আলীর ভাষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি আযহারে তর্কশাস্ত্র (منطق), বর্ণনা বিদ্যা (علم البيان), অলংকার শাস্ত্র (علم البديع) ও ছন্দ বিদ্যা (علم العروض) বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। মিশরের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনে তার অনেক অবদান রয়েছে। তিনি ১৮৭৩ সালে ইনতিকাল করেন।

[১২০] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৯-২১।

Dhaka University Institutional Repository

একটি শিক্ষা মিশন প্রেরণ করা হয়। ১৮৪৪ সালে সর্ববৃহৎ একটি মিশন বিদেশে প্রেরণ করা হয় যাদের মধ্যে খুদাইভী পরিবারের পাঁচ জন সদস্য ছিল। খুদাইভী ইসমাঈলও সে দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।[১২১]

মুহাম্মদ আলীর শাসনামলে ১৮১৩ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত তিনশত উনিশ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয় এবং এ বাবদ দুই লক্ষ তেইশ হাজার দুইশত তেত্রিশ মিশরীয় পাউন্ড ব্যয় করা হয়।[১২২] মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্মুক্ত করা এবং আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ রচনায় বিদেশে প্রেরিত এ সকল মিশনের অবদান অপরিসীম। কেননা তারা দেশে ফিরে ইউরোপীয় আদলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও পাঠদানে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে অল্পসময়ের ব্যবধানে শিক্ষা জগতে বড় ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে উমার আদ দাসূকী বলেন,

و كان لهذا البعثات كلها أثر بالغ في تقدم مصر و نثضتها ، و إرسال نور العلم دافقا قويا في ربوعها ، كما كان لها أعظم الفضل في إحياء اللغة ، و جعلها مسايرة للعلم الحديث ، بما ترجم أعضاءها من كتب و ما أدخلوه من مصطلحات ، و ما ألفوه في شتى نواحي العلم .[১২৩]

অর্থাৎ "মিশরের উন্নতি ও পুনর্জাগরণে এ সকল মিশনের অনেক বড় অবদান রয়েছে। এদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত বেগে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত আরবী ভাষা পুনর্জাগরণে এ মিশনের বড় ধরণের কৃতিত্ব রয়েছে। কারণ তারা আরবী ভাষাকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষায় রূপদান করেছে। তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে কেহ কেহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, কেহ কেহ নতুন নতুন পরিভাষা রচনা করেছে আবার কেহ কেহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনে গ্রন্থ রচনা করেছে।"

অতঃপর খুদাইভী ইসমাঈলের শাসনামলেও বিদেশে শিক্ষা মিশন প্রেরণের ধারা অব্যাহত থাকে। তিনি এ মিশনে বিজ্ঞানের সাথে সাথে শিল্প-সাহিত্যকেও একীভূত করেন। বিশেষ করে আরব বিশ্ব যখন প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শাসনের করতলগত হয় তখন আরব সন্তানদের ইউরোপে গমনের পথ আরো সুগম হয়। ফলে অনেক শিক্ষার্থী ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। কিন্তু ১৮৮২ সালে মিশরে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার লাভ হলে আরবী সাহিত্যে অগ্রযাত্রা থেমে যায়। ইংরেজরা বুঝেছিল যে, ইসমাঈল পাশা কর্তৃক প্রবর্তিত অত্যাধুনিক শিক্ষার ধারা অব্যাহত থাকলে এ জাতিকে কখনোই পদানত করা যাবে না। তাই তারা মিশরে দ্রুত আমলাতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। কৃতী ছাত্রদের বিদেশ প্রেরণ বন্ধ করে দেয়া হয়

[১২১] উমার আদ দাসূকী, পৃ. ২৯।
[১২২] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৩
[১২৩] উমার আদ দাসূকী, পৃ. ২৯।

এবং ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা রহিত করা হয়। এমনকি বৈদেশিক ভাষা ইনস্টিটিউট বন্ধ করে দেয়া হয়। সর্বোপরি আরবী শিক্ষার পথ ব্যাপক হারে বন্ধ করে সেখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। এর ফলে তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কতিপয় আজ্ঞাবহ কর্মকর্তা ও কর্মচারী সৃষ্টি হয় মাত্র।

৩.৮ অনুবাদ সাহিত্য (الترجمة)

আরবী রেনেসাঁ রচনার ক্ষেত্রে অনুবাদ একটি বড় সহায়ক উপকরণ হিসেবে কাজ করে। অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান অন্য ভাষা থেকে আরবীকরণ। অনুবাদের ফলে খুব সহজেই আরব সন্তানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্যের সাথে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়। ফলে অল্প দিনের ব্যবধানে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বড় ধরণের উন্নতি সাধিত হয়। অনুবাদ না হলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রাচ্যের লোকজনের পক্ষে আহরণ করা অত্যন্ত দুরূহ ও দুঃসাধ্য হত।

ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্তৃক মিশর আক্রমণের পর আরব বিশ্ব অনুবাদ কর্মের সাথে পরিচিতি লাভ করে। মিশর বিজয়ের পর ফরাসিরা প্রশাসনিক প্রয়োজনে যে সকল বুলেটিন প্রকাশ করত তা 'আত তাম্বীহ' (التنبيه) নামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হত[১২৪]। আর এ অনুবাদের উদ্দেশ্য ছিল মিশরবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে আনুগত্য ও সহনশীলতা লাভ করা। আর এসব বুলেটিনই আধুনিক অনুবাদ কর্মের প্রথম পদক্ষেপ।

আরব বিশ্বের মধ্যে ভৌগলিক কারণে সিরিয়ার সাথে ইউরোপের যোগাযোগ সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমা খ্রিস্টান মিশনারীরা নিজেদের মতাদর্শ আরবী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে প্রচার করত। এর মাধ্যমে সিরিয়ার অধিবাসীগণ অনুবাদ কর্মের সাথে পরিচিতি লাভ করেন। অনুবাদ কর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে। মুহাম্মদ আলী পাশার স্বপ্ন ছিল ইউরোপের অনুরূপ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মিশর গড়া। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি গড়ে তোলেন আধুনিক সমর বিজ্ঞানসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য আনা হয় খ্যাতনামা বিদেশী শিক্ষাবিদ। তাদের অনেকেরই আরবী সম্পর্কে ধারণা ছিল না। ফলে শ্রেণীকক্ষে তাদের বক্তৃতা বুঝানোর জন্য আরমেনিয়া ও সিরিয়া হতে দোভাষী আনা হয়। তারা নিজেদের পেশার প্রয়োজনে বিদেশী ভাষায় রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ করতেন। ফলে আরব শিক্ষার্থীরা

---

[১২৪] উমার আদ দাসূকী, *ফিল আদাবিল হাদীস*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

সহজেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। খুদাইভী মুহাম্মদ আলী পাশার আমলে অনুবাদ কর্ম শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর খুদাইভী ইসমাঈল পাশার আমলে অনুবাদ কর্ম বিজ্ঞানের গন্ডি অতিক্রম করে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পর্যায়ে উপনীত হয়। খুদাইভী মুহাম্মদ আলী পাশা ইউরোপে এক দল সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাঁরা দেশে ফিরে এসে সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখে। খ্রি. ১৮৩১ সালে রিফা'আহ আত তাহতাভীর মিশরে প্রত্যাবর্তনের পর রিফা'আহ এর পরামর্শে মুহাম্মদ আলী প্যারিসের প্রাচ্য ভাষা স্কুলের অনুরূপ মিশরে "মাদরাসাতুল আলসূন" (مدرسة الألسن) নামক একটি ভাষা বিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১২৫] তাহতাভীর নেতৃত্বে এক হাজারেরও বেশি গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষা হতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফ্রান্সের সংবিধান আরবীতে অনূদিত হয়। এছাড়াও অনেক ফরাসি কবি-সাহিত্যিকের লেখাও আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এক্ষেত্রে আল মানফালূতীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তার সঙ্গীদের সহযোগিতা নিয়ে বিদেশী ভাষার গল্পের ভাব অনুধাবন করে প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় পাঠকদের নিকট উপস্থাপন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : "মাজুদূলীন" (ماجودولين), "আল ফাদীলাহ" (الفضيلة), "আশ শাইর" (الشاعر), "ফী সাবিলিত তাজ" (في سبيل التاج) ইত্যাদি।

এ অনুবাদ কর্মে উসমান জালালের (১৮২৮-১৮৯৮) অবদানও উল্লেখযোগ্য। তিনি ফরাসি সাহিত্যিকদের উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করেন। ফরাসি বিখ্যাত কথাশিল্পী লা ফুনতিন[১২৬] (La Fontine) (১৬২১-১৬৯৫) পশু-পাখির ভাষায় রচিত কাব্য কাহিনীকে সহজ ও সরল ভাষায় আরবীতে অনুবাদ করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের নাম দেন "আল উয়ূনিল ইওয়াকীযু ফিল আমছাল ওয়াল মাওআইয" (العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ) । উসমান জালাল ফরাসি কবি Moliere[১২৭] এবং Racine[১২৮] এর কতিপয় উপন্যাস অনুবাদ করেন। উসমান জালাল আধুনিক নাট্য সাহিত্যের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি ফরাসি সাহিত্যিক Bernardin de Soiut Pierr এর "বাওল ওয়া ফারজীনী" উপন্যাসের অনুবাদ

---

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮; আহমদ হাসান আয যাইয়াত, পৃ. ৩৯৭।

[১২৬] ফরাসী কবি লাফনতীন ১৬২১ সালে জন্ম এবং প্যারিসে ১৬৯৫ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটো গ্রন্থ হলো : আল কাসাস ও আল আমছাল। ড. উমার আদ দাসূকী, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

[১২৭] Moliere ফরাসি কবি। তিনি ১৬২২ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম হলো ঃ তারতূফ, মাদরাসাতুন নিসা, আত্ তাবীব, রাগমা আনফুহু, আন নিসা আল মুতাহাযলিকাত ইত্যাদি।

[১২৮] Racine ফরাসি কবি। জন্ম ১৬৩৯ খ্রি. এবং মৃত্যু ১৬৬৯ খ্রি.। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ঃ আন্দ্রমার্ক বায়াজীদ, আতীল ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। নিম্নে আরো কতিপয় প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল[১২৯] :

১. খলীফা মাহমুদ : তার অনূদিত গ্রন্থ হল *ইত্তিহাদুল মুলূকিল আলিব্বা বি তাকাদ্দুমিল জামইয়্যাতি ফি বিলাদি উরুব্বা* (اتحاد الملوك الألبّا بتقدم الجمعيات في بلاد أوربا), *ইত্তিহাফু মুলূকিয যামান বিতারীখিল ইমবায়াতূর শারলকান* (اتحاف ملوك الزمان بتاريخ الإمبراطور شرلكان)।

২. মুহাম্মদ আহমদ আব্দুর রাজ্জাক : *গায়াতুল আদব ফী খুলাসাতি তারীখিল আরব* (غاية الأدب في خلاصة تاريخ العرب) মূল ফরাসি গ্রন্থকার সীদিল্লু।

৩. বাশ্শারাহ শাদীদ : *আল কাওনাত দী মুনত কারিস্তু* (الكونت دي مونت كريستو) মূল আলেকজান্ডার টমাস।

৪. হাসান আসীম : *আদ দীনুল ইসলামী ওয়াল উম্মাতুল আরাবিয়্যাহ* (الدين الإسلامي و الأمة العربية) মূল রীনান।

৫. মুরাদ মুখতার : *কিসসাতু আবী আলী ইবনি সীনা ওয়া শাকীকুহু আবীল হারিছ ওয়ামা হাসালা মিনহুমা মিন নাওয়াদিরিল 'আযাইব ওয়া শাওয়ারিদিল গারাইব* (قصة أبي علي بن سينا و شقيقه أبي الحارث ، و ما حصل منهما من نوادر العجائب ، و شوارد الغرائب) মূল তুর্কী ভাষা থেকে অনূদিত।[১৩০]

এ ধরণের অনেক মূল্যবান সাহিত্য গ্রন্থ ইসমাঈল পাশার আমলে অনূদিত হয় যা আরবী ভাষা ও সাহিত্যভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

---

[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

[১৩০] উমর আদ দাসূকী, *ফীল আদাবিল হাদীছ*, (দারুল ফিকর, ১৯৭৩), ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ নাটক (المسرحية) ও অভিনয় (التمثيل)

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগিরণ সৃষ্টিতে আরবী নাটক[১৩১] ও অভিনয়ের (التمثيل) অবদান অপরিসীম। আরববিশ্ব নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের মাধ্যমে নাটকের সাথে পরিচিতি লাভ করে। কারণ নেপোলিয়ন তার নৌবহরে শুধু গোলাবারুদই নিয়ে আসেন নি বরং সাথে নিয়ে এসেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সামগ্রী এবং সঙ্গীত বিষয়ে অভিজ্ঞ দুজন খ্যাতনামা ফরাসি শিল্পী যারা ফরাসি সৈনিকদের বিনোদনের জন্য নাটক মঞ্চস্থ করত। কিন্তু এগুলো ফরাসি ভাষায় রচিত বিধায় মিশরীয় জনগণের মধ্যে তেমন সাড়া পড়ে নাই। ইতোপূর্বে আরব জাতির এ ধরণের নাটক সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। কারণ নাটক মানেই অভিনয় বা মঞ্চস্থ করা। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক মঞ্চায়ন অপছন্দ ছিল বিধায় এ বিষয়ে কোন সাহিত্যিক এগিয়ে আসেন নি।

আরবী নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন

আরব বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম লেবাননে নাটক শিল্পের আগমন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।[১৩২] আরবী ভাষায় সর্বপ্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন মারুন নাক্কাশ[১৩৩] (১৮১৭-১৮৫৫) । তিনি মূলত ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসায়িক কাজে ইতালিতে যান এবং সেখানে ফরাসি কবি "মূলীয়র"[১৩৪] এর একটি নাট্যাভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। এবং তিনি এ নাটকটি আরববাসীদের আনন্দ দেয়ার জন্য অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর বৈরূতে ফিরে এসে উক্ত নাটকটি "আল বাখীল" নামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তৎকালীন সময়ে মাঠে ময়দানে নাটক মঞ্চস্থ করা অপছন্দনীয় ছিল বিধায় ১৮৪৮ সালে[১৩৫] তিনি তাঁর বাসভবনে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে তার বন্ধুদের অংশ

---

১৩১ নাটকের আরবী প্রতিশব্দ 'মাছরাহিয়্যাহ' (مسرحية)। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে চারণভূমি, বিচরণস্থল, রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যশালা। 'মাছরাহিয়্যাহ'র পরিচয় দিতে গিয়ে মাজদী ওয়াহবা বলেন, "যে সাহিত্যকর্মে পদ্য কিংবা গদ্যের ভাষায় কতিপয় চরিত্রের বা কোন কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহ সংলাপাত্মক ভঙ্গীতে মঞ্চের সাহায্যে উপস্থাপিত হয়, তাকে নাটক বলে। অথবা যে গল্প বা কাহিনী কেবলই মঞ্চোপযোগী করে রচিত এবং যা বৈশিষ্ট্যগত কারণে মহাকাব্য বা গীতি কবিতা থেকে ভিন্নতর, তাকেই নাটক বলা যেতে পারে।" মুজামু মুসতলাহাতিল আদব, পৃ. ১২১।

১৩২ আহমাদ হাসান আয যাইয়্যাত, পৃ. ৪০৬; হান্না আল ফাখূরী, তারীখ, পৃ. ৯১৮।

১৩৩ হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯১৮; জুরজী যায়দান, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৪৭; আহমাদ হাসান আয যায়্যাত, পৃ. ৪০২।

১৩৪ মূলীয়র (Moliere) : মলিয়ার যার প্রকৃত নাম জিন ব্যাপটিস্ট পাকুলিয়ন (১৬২২-৭৩), ফরাসি নাট্যকার এবং অভিনেতা, ফরাসি কমেডি লেখক এবং থিয়েটারের ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। (Maurice Valincy, Moliere, The Encyclopaedia time ricana, 1983 ed.)

১৩৫ জুরজী যায়দান, পৃ. ১৪৫; হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯১৭; কিন্তু আহমদ হাসান আয যাইয়্যাত এর মতে সর্বপ্রথম নাটক মঞ্চস্থ করা হয় ১৮৪০ সালে। তারীখ, পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণে উক্ত নাটকটি মঞ্চায়ন করে। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও আমজনতা তা উপভোগ করে বেশ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাছাড়া এ নাটকটির সংবাদ ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। ফলে মারুন নাক্কাশের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং তিনি এ বিষয়ে আরো কিছু নাটক রচনা করার প্রত্যয় গ্রহণ করেন। অতঃপর অল্প দিনের ব্যবধানে "আবী হাসান আল মুগাফ্ফাল আও হারুনুর রশীদ" (أبي حسن المغفل أو هارون الرشيد) নামক অপর একটি উপন্যাস রচনা করেন। পূর্বেরটির মত এটিও তাঁর বাসগৃহে ১৮৫০ সালে সিরিয়ার গভর্নর, কতিপয় মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে উক্ত উপন্যাসটি মঞ্চস্থ করেন। গভর্নরসহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এ অভিনয় দেখে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। ফলে নাক্কাশের আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তিনি এ অঙ্গনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেন। তাই তিনি তার বাসার কাছে একটি নাট্যমঞ্চ স্থাপন করেন। তিনি সেখানে 'الحسود السليط' নামক একটি নাটক মঞ্চায়ন করেন। তার মৃত্যুর পর তার ওসীয়ত হিসেবে এ নাট্যমঞ্চকে গীর্যায় রূপান্তরিত করা হয়[১৩৬]। এভাবে আরব বিশ্বে নাটক অভিনয়ের পালা এবং নাটক মঞ্চায়ন শুরু হয়। আর এটি ছিল আরবী নাটকের সূচনা পর্ব। অনুবাদের মাধ্যমে এ পর্বের শুভ সূচনা ঘটে। অতঃপর ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করে মিশরসহ সমগ্র আরব বিশ্বে নাট্যাভিনয় ছড়িয়ে পড়ে।

মিশরে নাটকের আবির্ভাব

খেদীভ ইসমাঈল পাশার শাসনামলে সুয়েজ খাল খননের কাজ শেষ হয়। এ ঐতিহাসিক খাল উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিশাল জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৮৬৯ সালে। আর এ অনুষ্ঠানের জন্যই নির্মাণ করা হয় 'খেদীভ অপেরা হাউজ'।[১৩৭] এ সময় ইউরোপ হতে একটি নাট্যদল আনা হয় যারা 'আঈদা' (عائدة) নামক নাটকটি উক্ত অপেরা হাউজে মঞ্চায়ন করে। আর এটাই মিশরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক নাট্য মঞ্চায়ন।[১৩৮] তবে এটি ফরাসি ভাষায় রচিত ছিল। অতঃপর সিরিয়া ও লেবানন থেকে বেশ কিছু নাট্যকার মিশরে আগমন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সালীম আন নাক্কাশ, আদীব ইসহাক ও ইফসুফ খাইয়্যাত। তারাও বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চায়ন করেন। খাইয়্যাত উক্ত অপেরা হাউজে খুদাইভী ইসমাঈল পাশার উপস্থিতিতে 'আল মাযলূম' (المظلوم) নামক একটি নাটক মঞ্চায়ন করেন। উক্ত নাটকে সরকার কর্তৃক জনগণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এ চিত্র

[১৩৬] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯১৮।
[১৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৯; আহমদ হাসান আয যাইয়াত, পৃ. ৪০৩।
[১৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৯; আহমদ হাসান আয যাইয়াত, পৃ. ৪০৩; জুরজী যায়দান, পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

দেখে ইসমাঈল পাশা খুব রাগান্বিত হন এবং খাইয়্যাতকে মিশর হতে বের করে দেন। তিনি অপেরা হাউজে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং ১৮৮২ সাল পর্যন্ত এ তালা ঝুলে ছিল। এভাবে মিশরে আরবী নাটকের আবির্ভাব ঘটে তথা অনুবাদের মাধ্যমে। অতঃপর শুরু হয় মৌলিক নাটক রচনা পর্ব। মিশরে সর্বপ্রথম সার্থক ও মৌলিক আরবী নাটক রচনা করেন 'জাওদাজ আবইয়াদ' (جودج أبيض)। দ্বিতীয় আব্বাস তাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করেছিলেন নাট্যশিল্পকলা অধ্যয়নের জন্য। তিনি ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে একটি নাট্যদল গঠন করেন। এরপর থেকে শুরু হয় মানসম্মত শৈল্পিক নাটক।[১৩৯]

উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে অনেক সাহিত্যিক নাটক মঞ্চায়নে এগিয়ে আসেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ আবূ খালীল আল কাব্বানীর 'আনতারা' (عنترة) ও 'ওয়াদ্দা' (وضاح)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিহাস নিয়ে এ দুইটি নাটক রচিত হয়। আহমদ শাওকীর গদ্য নাটক 'আলী বেক আও ফীমা হিয়া দাওলাতুল মামালীক' (علي بيك أو فيما هي دولة المماليك) ১৮৯৩, ইবরাহীম রামযীর 'আল মু'তামিদ বিন 'আব্বাদ' (المعتمد بن عباد) ১৮৯২, মিশরীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামিলের 'স্পেন বিজয়' (فتح الأندلس) ১৮৯৩, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আনতুন আল জুমায়য়িলের 'আস সামওয়াল' (السموال), আল আব রাবাত আল ইয়াসূ'য়ীর 'আর রাশীদ ওয়া বারামিকা' (الرشيد و البرامكة) ১৯১০, এবং নাট্য শিল্পের কর্ণধার ফারাহ আনতুনের 'সালাহুদ্দীন' (صلاح الدين) প্রভৃতি নাটকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে নির্মিত। এগুলো ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে বিবেচিত।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার পাশাপাশি এ পর্যায়ের আরবী নাট্য সাহিত্যে মানবীয় বিভিন্ন স্বভাব-চরিত্র ও সমাজের বিভিন্ন সংস্কার, প্রথা-প্রচলনকে কেন্দ্র করে আরও কিছু স্বার্থক নাটক নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নিম্নে এ ধারার কয়েকটি নাটকের বর্ণনা দেয়া হলঃ

আরবী নাটক রচয়িতাদের অগ্রদূত মারূন আন নাক্কাশের 'হিংসুটে দুস্কৃতিকারী' (السليط الحسود) ১৮৫১, তানুস আল হুরর এর 'অজ্ঞ মদ্যপ যুবক' (الشاب الجاهل السكير) ১৮৬৩, যয়নাব ফুয়াদের 'প্রণয় ও প্রতিজ্ঞা' (الهوى و الوفاء) ১৮৯৩, ইসমাঈল আসিমের 'নিষ্কলুষ ভ্রাতৃত্ব' (صدق الأخاء) ১৮৯৪, খালীল

[১৩৯] আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, পৃ. ৯১৭; জুরজী যায়দান, পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

কামিলের 'পূর্বসূরীদের অত্যাচার' (مظالم الآباء), নাখলা কালফাতের 'অনিষ্টের অনিষ্ট' (ضرر الضرتين) এবং ফারাহ আনতুনের 'নতুন মিশর' (مصر الجديدة) ১৯১৩ উল্লেখযোগ্য। এগুলো সমাজের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। তাই এগুলোকে সামাজিক নাটক বলা চলে।

অতঃপর ঐশী গ্রন্থ ও ধর্মীয় উৎস কেন্দ্রিক নাটক রচনার কাজ শুরু হয়। যেমন- আল বুসতান গ্রন্থের লেখক আবদুল্লাহ আল বুসতানীর 'হিরূদাসের মৃত্যু' (مقتل هيرودس) ১৮৮৯, আল খূরী ইসতুফান আশ শিমালীর 'ইউসুফ আল হাসান বিন ইয়া'কুব (يوسف الحسن بن يعقوب) ১৮৬৯ এবং আল খূরী ফিলমূন আল কাতিবের 'আদম ওয়া হাওয়া' (آدم و حواء) ১৯০৩। এ সকল নাটক ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে চরিত বিধায় এগুলোকে ধর্মীয় নাটক বলা যেতে পারে। এরূপ বিভিন্ন ধাপে ধাপে আরবী নাটক সাহিত্য শিল্পের রূপ ধারণ করতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এ নাট্যসাহিত্য শিল্পগত মান ও বিষয়গত ব্যাপ্তির দিক থেকে অনেকখানি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে মাহমূদ তাইমূরের রচিত নাটক 'মা তারাহুল উয়ূন' (ما تراه العيون) নাটকটি মিশরীয় সমাজ ও জনসাধারণের জীবন বৈচিত্রের চিত্র সুনিপুনভাবে অংকিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তাওফীক আল হাকীমও মিশরের সমাজ জীবন নিয়ে বেশ কিছু নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ 'আত্মহননকারিনীর রহস্য' (سر المنتحر), 'বুলেট বিদ্ধ অন্তর' (رصاصة في القلب), 'কোমল জাতিসত্তা' (جنسنا اللطيف), 'স্বর্গচ্যুতি' (الخروج من الجنة), 'টিকেট কাউন্টারের সম্মুখে' (أمام شباك التذاكر), 'বংশী বাদক' (الزمار) ও 'ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবন' (حياة تحطمت) ইত্যাদি। এ সকল উচ্চ মানসম্মত নাটক রচনার মাধ্যমে আরবী নাটক বিশ্বসাহিত্য দরবারে আপন আসন করে নেয়।

এভাবে মিশরের শহরে গঞ্জে নাট্য মঞ্চায়ন চলতে থাকে, যা মিশরের সর্বসাধারণকে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করে। আর এতে নাট্যকর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেকাংশে বেড়ে যায়, যা আধুনিক আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাই নাটক বা অভিনয়কে আরবী সাহিত্যের পুনর্জাগরণের একটি অন্যতম কার্যকারণ বলে বিবেচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিসমাপ্তি

১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আরবী সাহিত্য জগতে নেমে আসে এক কালো অধ্যায়। আর এর মূল নায়ক হালাকু খান (খ্রি. ১২১৭-১২৬৫)। তার নেতৃত্বে দূর্ধর্ষ মঙ্গলদের আক্রমণে তৎকালীন আরবী সাহিত্যের লালন ভূমি বাগদাদ নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো। আরবী শিল্প ও সাহিত্যের অনেক মূল্যবান নিদর্শন চিরতরের জন্য বিলীন হয়ে গেল। বাগদাদ পতন আরবী সাহিত্যের অগ্রযাত্রাকে স্তিমিত করে দেয়। এবং বাগদাদের পতনের পর হতে আরবী সাহিত্যে নেমে আসে এক স্থবিরতা। আর এ স্থবিরতা ১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের পর হতে ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের মিশর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৪০ বছর যাবৎ চলতে থাকে। এ সময়কালকে আরবী সাহিত্যের পতনের যুগ (عصر الانحطاط) বলে অভিহিত করা হয়। অতঃপর ১৭৯৮ খ্রি. সালে ফরাসী নৃপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টা (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) কর্তৃক মিশর অভিযানের মাধ্যমে এ স্থবিরতার অবসান ঘটতে থাকে এবং পুনর্জাগরণের পরিবেশ তৈরি হয়। আর বলা যায় যে আরবী সাহিত্যের স্থবিরতা কেটে যায় নেপোলিয়নের কামানের গর্জনে। শুরু হয় পুনর্জাগিরণ (النهضة)। আর এ রেনেসাঁ বা পূনর্জাগরণে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বেশ কিছু উপকরণ এর মাধ্যমে। এ উপকরণগুলো এ পূনর্জাগরণকে পরিপূর্ণতা প্রদানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। যে উপকরণগুলো হলোঃ ১. সময়োপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, ২. ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, ৩. সংবাদপত্রের বিকাশ, ৪. শিক্ষা ও সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন সংঘ ও সংস্থা সর্বত্র গড়ে ওঠা, ৫. সর্বসাধারণের জন্য পাঠাগার ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, ৬. প্রাচ্যবিদগণের আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন, ৭. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসহ ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা মিশন, ৮. সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ ও তথ্য আরবীতে অনুবাদ, ৯. নাটক মঞ্চায়ন ও অভিনয়। এ সকল উপকরণগুলো আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ বা পূনর্জাগরণে সফলভাবে বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী শিশু সাহিত্যের বিকাশধারা

১. প্রারম্ভিকা

২. শিশুসাহিত্যের পরিচিতি

২.১ শিশুর পরিচয়

২.১.১. শৈশবকালের বিভিন্ন স্তর

২.১.২. বিভিন্ন স্তরের শিশুদের আচার-আচরণ ও চাহিদা

২.১.৩. বিশ্বশিশু দিবস

২.১.৪. শিশু অধিকার সনদ

২.২ সাহিত্যের পরিচয়

২.৩ শিশুসাহিত্যের পরিচয়

২.৪ শিশুসাহিত্য ও বড়দের সাহিত্য

২.৫ শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব

২.৬ শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যম

৩. শিশুসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

৩.১ প্রাচীন পর্ব

৩.২ আধুনিক শিশুসাহিত্যের বিকাশ ধারা

৩.৩ বাংলা শিশুসাহিত্য

৪. আরবী শিশুসাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

৪.১ প্রাচীন আরবী শিশুসাহিত্য

৪.২ আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্যের উৎস ও বিকাশ

৪.৩ আরব বিশ্বে শিশুসাহিত্যের বিকাশ

৪.৪ আরবী শিশুসাহিত্য বিকাশের কার্যকারণ

৪.৫ খ্যাতিমান আরব সাহিত্যিকদের শিশুতোষ কর্ম

৫. পরিসমাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
আরবী শিশুসাহিত্যের বিকাশধারা

১. প্রারম্ভিকা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। এ সুন্দর উক্তিটি আধুনিক কালের শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার ফসল। প্রাচীন কালে শিশুদেরকে এরূপ গুরুত্ব সহকারে দেখা হত না। সবাই বড়দেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বড়দের প্রশংসা বা সাহায্য-সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রাচীন সাহিত্যিক ও কবিগণ বড়দের জন্য সাহিত্য ও কবিতা রচনায় মশগুল থাকতেন। এমনকি ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনা অপমানের কাজ মনে করা হত। কেউ কেউ এটাকে সময় অপচয় বলে মনে করতেন। আবার কেউ কেউ এ ধরণের সাহিত্য রচনাকে অযোগ্যতা বলে ভাবতেন। কেউ যদি সাহস করে শিশুদের উদ্দেশে কিছু লিখতেন সেখানে নিজের নাম লুকিয়ে রেখে ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন সমালোচনার তীক্ষ্ণ লক্ষ্যবস্তু হতে নিজেকে হেফাজত করার মানসে।

প্রাচীন কালে শিশুদের অধিকার বলতে তেমন কিছু আছে বলে মানা হত না। শিশুদের স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। ইচ্ছা বা অনাসক্তি, আগ্রহ বা অনীহা এর কোন কিছুই আমলে নেয়া হত না। তৎকালীন সময়ের বক্তব্য ছিল, শিশুদের আবার স্বাধীনতা কী? বড়রা যা চায় এবং যেভাবে চায় ছোটদেরকে তা সেভাবে করা উচিত। এর ব্যত্যয় ঘটা আদবের খেলাফ মনে করা হত। ফলে শিশুরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বড়দের পক্ষ হতে চাপানো বোঝা নিয়ে ভবিষ্যত পানে এগিয়ে চলতে শুরু করে কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছা তো দূরের কথা পথিমধ্যে হাত পা গুটিয়ে পলায়নপরা হয়। ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে অগণিত শিশু পড়াশুনা থেকে ঝরে পড়ে এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে।

এহেন পরিস্থিতিতে শুরু হয় শিশুদের আচার-আচরণ, গতিবিধি ও শিশুমন নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণা। শিশুমনোবিজ্ঞানীগণ শিশুদের মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় মানসিক বিকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে শিশুসাহিত্যের কদর বেড়ে যায়। অনেক কবি-সাহিত্যিক এ অঙ্গনে প্রবেশ করে দ্রুত সময়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করে। এ শিশুসাহিত্যের শৈল্পিক বিকাশ সর্বপ্রথম শুরু হয় ইউরোপে।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর আরবদের সাথে ইউরোপের মেলামেশা ও যোগাযোগের সুবাদে আরবী সাহিত্যে শিশুসাহিত্যের আগমন ঘটে। আরবী সাহিত্যের আধুনিক অন্যান্য শাখা যেমন ছোটগল্প বা উপন্যাসের ন্যায় শিশুসাহিত্যেরও সর্বপ্রথম আগমন ঘটে আধুনিক আরবী সাহিত্যের লালনভূমি মিশরে। শিশুসাহিত্যের অতি প্রাচীন নিদর্শন যেমন মিশরে আবিষ্কৃত হয় অনুরূপভাবে আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনাও ঘটে মিশরে।

আক্ষরিক অর্থে আরবী শিশুসাহিত্যের প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে বলা হলেও সাহিত্য ও শৈল্পিক বিচার বিবেচনায় আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের শুরুর দিকে প্রখ্যাত আরব সাহিত্যিক রিফা'আহ আত তাহতাভী (رفاعة الطهطاوي : ১৮০১-১৮৭৩) এর হাত ধরে। তিনি ইংরেজি শিশুসাহিত্য অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যে এ নতুন শাখার শুভ সূচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিত শিশুতোষ গ্রন্থ হলঃ 'উকলাতুল আস্‌বা' (عقلة الصباع)[১]। অতঃপর ধীরে ধীরে প্রচার-প্রসার ও বিকশিত হতে থাকে। আরবী শিশুসাহিত্যের এ বিকাশধারা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হল :

২. শিশুসাহিত্য (أدب الأطفال) এর পরিচিতি

শিশু ও সাহিত্যের পরিচয়

শিশু ও সাহিত্য এ দু'টি শব্দ মিলে একটি নতুন পরিভাষা তৈরী হয়েছে, যার আরবী পরিভাষা হল আদাবুল আতফাল (أدب الأطفال: Child literature)। নিম্নে প্রথমত শিশু ও সাহিত্যের আলাদা পরিচিতি তুলে ধরা হবে। অতঃপর শিশুসাহিত্যের পরিচয় প্রদান করা হবে।

২.১ শিশু (الأطفال) এর পরিচয়

আতফাল (أطفال) শব্দটি তিফলুন (طفل) এর বহুবচন। আর তিফলুন শব্দের অর্থ হল শিশু। তিফলুন বলতে ছেলে ও মেয়ে উভয় প্রকারের শিশুকেই বুঝানো হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে 'তিফলুন'

---

[১] মুহাম্মাদ বিন আস্ সাইয়্যিদ ফারাজ, আল আতফাল ওয়া কিরাআতুহুম (আল কুয়েতঃ শারিকাতুর রাবিআ'ন লিন নাশরি ওয়াত তাওযী' , ১৯৭৯) পৃ. ৫১, মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, মুকাদ্দিমাতুন ফী আদাবিল আতফাল (ত্রিপলীঃ আল মুনশাআতুল 'আম্মাহ লিন্ নাশরি ওয়াত তাওযী' ওয়াল ই'লান, ১৯৮৫) পৃ. ২০, ড. আলী আল্ হাদীদী, ফী আদাবিল আতফাল (কায়রোঃ মাকতাবাতুল্ আনজালুল্ মুদার্‌রিয়াহ, ১৯৯২), সংস্ক. ৬, পৃ. ৩৪৫; ড. মুহাম্মদ সালেহ আশ শানতী, পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বহুবচন কোরআন মাজিদে ব্যবহৃত أو الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ এখানে তিফলুন শব্দের পরে الَّذِينَ ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রমাণ করে উক্ত তিফলুন শব্দটি বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত।

الطفل বলা হয় الصغير من كل شيئ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ছোট জিনিসকে। আর যখন মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করে তখন তাকে طفل বা শিশু বলা হয়। যেমন : ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا (অতঃপর তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করেন)[২]। মিসবাহুল মুনীর নামক অভিধানে বর্ণিত,

الطفل لغة بمعنى الولد الصغير من الإنسان و الدواب ، و يكون الطفل بلفظ واحد للمذكر و المؤنث و الجمع ... و يبقى هذا الاسم للولد حتى يميز ثم لا يقال له بعد ذلك طفل .

অর্থাৎ "মানুষ ও পশুর ছোট বাচ্চাকে শিশু বলে আর তিফলুন শব্দটি ছেলে ও মেয়ে উভয় প্রকারের সন্তান, এবং বহুবচন অর্থ বুঝায়।... বালেগ হওয়া পর্যন্ত তাকে তিফলুন বলা যাবে কিন্তু বালেগ হওয়ার পর তিফলুন বলা যায় না।"

জন্ম গ্রহণের পর থেকে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল মানব সন্তানকে সাধারণভাবে শিশু (طفل) বলা হয়। ড. মহাম্মদ সালেহ আশ শানতী বলেন,

الصبي يدعى حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحلم[৩]

অর্থাৎ "মাতৃগর্ভ হতে পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সময়কালের সন্তানকে طفل বা শিশু বলে অভিহিত করা হয়।"

বাংলাদেশে বিভিন্ন নীতি ও আইনে শিশুর ব্যাখ্যা

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ১৮ বছরের কম বয়সের সবাইকে শিশু হিসাবে গণ্য করে। শিশু অধিকার সনদ প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আইন ও প্রথাকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবার মত শিশুর কোনো একক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন নীতি ও আইনের মধ্যে এই সংজ্ঞায় তারতম্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধানে ১৬ বছরের কম বয়সের সবাইকে শিশু হিসেবে গণ্য

---

[২] সূরা গাফির : ৬৭;

[৩] ড. মুহাম্মদ সালেহ আশ শানতী, *ফী আদাবিল আতফাল* (সৌদি আরব: দারুল আন্দালুস, ১৯৯৬), পৃ. ৫৮; কিন্তু ড. আহমদ যালাত বলেন, জন্মের পর হতে স্কুলগামী হওয়া পর্যন্ত সন্তানকে طفل বলে। (الطفل من سن الميلاد إلى سن مرحلة ما قبل المدرسة) দ্র. *মু'জামুত তুফূলাহ*, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। জাতীয় শিশুনীতিতে ১৪ বছরের কম ছেলেমেয়েদের শিশু বলে অভিহিত করা হয়েছে। খনি আইনে ১৫ বছরের নিচে , চুক্তি আইনে ১৮ বছরের নিচে এবং শিশু (শ্রম নিবন্ধন) আইনে ১৫ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে ১২ বছরের কম বয়সীকে শিশু বলা হয়। মুসলিম বিবাহ আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।

২.১.১. শৈশবকালের বিভিন্ন স্তর

মানব সন্তান জন্মের পর থেকে বালেগ বা পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালকে শৈশবকাল (مرحلة الطفولة) বলা হয়। ড. আহমদ যালাত বলেন,

مرحلة الطفولة : هي فترة الحياة التي تبدأ منذ الميلاد حتى الرشد . [৪]

শৈশবকালকে বিজ্ঞানীগণ সাধারণত ৪ ভাগে[৫] বিভক্ত করেছেন।

(১) জন্মোত্তর বা প্রাথমিক কাল (مرحلة الطفولة الاولى): জন্মলাভ হতে ৩ বৎসর;

(২) শৈশব কাল (مرحلة الطفولة المبكرة : Early childhood); ৩ বৎসর থেকে ৬ বৎসর;

(৩) শৈশবোত্তর কাল (مرحلة الطفولة الوسطى : Middle childhood): ৭ বৎসর হতে ৯ বৎসর;

(৪) কিশোর কাল বা প্রাক-যৌবন কাল (مرحلة الطفولة المتأخرة): ৯ বৎসর হতে ১২/১৬ বৎসর।

কুরআর মাজীদে طفل (শিশু) শব্দটি ৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে ।

---

[৪] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ* (আশ শারিকাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯০), পৃ. ২১।

[৫] শৈশবকালকে বিভাজন করতে গিয়ে লেখকগণ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। উপরোক্ত ভাগে বিভক্ত করেছেন ড. সা'আদ আবুর রিদা, *আন নাসসুল আদাবী লিল আতফাল*; কিন্তু মিফতাহ মুহাম্মাদ দায়াব শিশুকালকে ৪টি স্তরে ভাগ করেছেন:

ক. শৈশবকাল (مرحلة الطفولة المبكرة) : ৩-৬ বছর। খ. শৈশবোত্তরকাল (مرحلة الطفولة المتوسطة) : ৬-৮ বছর। গ. কিশোরকাল (مرحلة المتاخرة) : ৯-১২ বছর। ঘ. কিশোরোত্তরকাল (مرحلة المثالية أو الرومانسية) : ১২- শৈশবকালের শেষ)

(*মুকাদ্দিমাতুন ফী আদাবিল আতফাল*, ত্রিপলী: আল মানশাআতুল 'আম্মাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৮৫, ১ম প্রকাশ, পৃ. ৫৬।)

ড. মাহমূদ শাকির সাঈদ শিশুকালকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন:

ক. মানসিক বিকাশ (النمو الإدراكي); খ. ভাষাগত বিকাশ (النمو اللغوي)।

ভাষাগত বিকাশের স্তর (مرحلة النمو اللغوي) কে ৫ ভাগে ভাগ করেন:

ক. مرحلة ما قبل الكتابة : ৩-৫ বছর; খ. مرحلة الكتابة المبكرة : ৬-৭ বছর; গ. مرحلة الكتابة الوسيطة : ৮-১০ বছর; ঘ. مرحلة الكتابة المتقدمة : ১০-১২ বছর; ঙ. مرحلة الكتابة الناضجة : ১২-১৫ বছর।

(*আসাসিয়্যাতু ফী আদাবিল আতফাল*, রিয়াদ: দারুল মি'রাজ আদ দাওলিয়্যাহ লিন নাশরি, ১৯৯৩, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১৭-২২।)

Dhaka University Institutional Repository

- প্রথম স্তরের শিশুদের কথা দুইবার বলা হয়েছে। যেমন:

((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً))[৬]

(তিনিই তোমাদেরকে অর্থাৎ আদমকে মাটি দ্বারা, তারপর আদমের সন্তানদেরকে শুক্রবিন্দু দ্বারা ও তারপর জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদেরকে - মায়ের পেট থেকে - শিশুরূপে বের করেন।)

((نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ))[৭]

(আমি যা - সৃষ্টি করতে - চাই তা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মাতৃগর্ভে রেখে দেই; তারপর তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করে আনি; পরে যাতে তোমরা পূর্ণ শক্তির বয়সে উপনীত হও।)

- তৃতীয় স্তরের দিকে ইশারা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ [৮]

(কিংবা নারী সংসর্গে অনাসক্ত শিশুদের ব্যতীত অন্যদের কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।)

- চতুর্থ স্তরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ [৯]

(তোমাদের শিশুরা যখন সাবালক হবে তখন তারাও যেন অনুমতি চায়, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা - বয়োজ্যেষ্ঠরা - অনুমতি চেয়ে থাকে।)

২.১.২. বিভিন্ন স্তরের শিশুদের আচার-আচরণ ও চাহিদা

মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে, প্রতিটি স্তরে শিশুর দৈহিক বর্ধনের সাথে মানসিক বিকাশও সাধিত হয়। প্রতিটি স্তরের শিশুদের প্রকৃতি ও স্বভাব ভিন্নতর। তাই প্রতিটি স্তরের শিশুদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, গতি-বিধি, মেজাজ-মর্জি, আশা-আকাঙ্খা ও চাওয়া-পাওয়ার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল :

---

[৬] সূরা গাফির : ৬৭;
[৭] সূরা হাজ্জ : ৫
[৮] সূরা নূর: ৩১
[৯] সূরা নূর: ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

(১) জন্মোত্তর বা প্রাথমিক কাল (مرحلة الطفولة الاولى)

জন্মলাভ হতে ৩ বৎসর পর্যন্ত সময় হলো শিশুকালের প্রথম স্তর। শিশুজীবনের এ আদি স্তরটির বৈশিষ্ট হচ্ছে 'নির্ভরশীলতা' এবং 'ইন্দ্রিয়পরায়ণতা'। এ সময়ে শিশুরা খাওয়ানো দাওয়ানো ইত্যাদি সব কিছুরই জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে এবং নির্ভর করতে চায়। তারা এ সময়ে আরামের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। আরামের পথ্য, আরামের বিছানা, আরামের কোল ইত্যাদি শিশু উপভোগ করে ও কামনা করে। এমন কি স্তন চুষে, হাত পা নেড়ে শিশু আনন্দ পায় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সম্যক পরিতৃপ্তি শিশুমনের প্রয়োজন, অন্যথায় তার বর্ধন ব্যাহত হয়।[১০]

ভাষা শিক্ষায় শিশুর সাধনা শুরু হয় ৪/৫ মাস বয়স থেকেই। তখন শিশু তার কণ্ঠে একটানা অর্থহীন স্বরধ্বনি (যথা আ-আ-আ, ই-ই-ই, উ-উ-উ) সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায় আর এই স্বর-সৃষ্টি খেলা কিছুকাল চলতে থাকে। স্বরধ্বনি কিছুটা রপ্ত করার পর শিশু ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ শুরু করে মাম্-মাম্-মাম্, বাব্-বাব্-বাব্ ইত্যাদি। মনে হয় শিশু যেন মা, বাবা উচ্চারণ করছে, কিন্তু আসলে, সেগুলো অর্থহীন, ব্যঞ্জনধ্বনির অনুশীলন মাত্র। এরূপ চর্চার মাধ্যমে শিশু কিছুকাল পরেই অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়। শুরু হয় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রথম পদক্ষেপ।[১১]

সাধারণত দশ মাস বয়সের শিশু প্রথম অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে এবং প্রায়ই ক্ষেত্রে তা হয় "মা"। এ সাফল্যেও শিশু অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করে আর পিতামাতার মনও খুশীতে ভরে যায়। 'মা' বা "আম্মা" ছাড়া অন্যান্য শব্দের যেগুলো শিশুরা আগে শেখে সেগুলো হচ্ছে বাবা, দুধ, খা, দাদা ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু ঐ সকল শব্দ তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে যেগুলো (ক). ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা শিশু বোধ করে, (খ). পরিবেশে ঘন ঘন উচ্চারিত হতে থাকে, এবং (গ). উচ্চারণের দিক থেকে সহজ।[১২]

কথা শেখার ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে বেশ তারতম্য দেখা যায়। কেউ কেউ দ্রুত গতিতে শেখে। আবার কারো কারো গতি বেশ মন্থর। বাংলাদেশী শিশুদের শব্দপুঁজি কোন্ বয়সে কত তার গড়পড়তা হিসাব নিচে দেওয়া হলো :

---

[১০] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ও খাতেমন আরা বেগম, *শিশু* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) ১ম পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৩২।
[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

শিশুর বয়স	শিশুর শব্দ পুঁজি
এক বছর	৪-৭টি শব্দ
দেড় বছর	প্রায় ১০০ শব্দ
দু বছর	প্রায় ২০০ শব্দ
তিন বছর	প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ শব্দ
চার বছর	প্রায় ৭০০ শব্দ
ছয় বছর	প্রায় ১৫০০ থেকে ১৬০০ শব্দ [১৩]

দেড় বছর পর্যন্ত শিশুর শব্দ সম্ভারের প্রায় ৮০ শতাংশ বিশেষ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; অতঃপর ধীরে ধীরে অধিক হারে ক্রিয়াপদ, বিশেষণ ও সর্বনামের ব্যবহার শুরু হয়। প্রায় দু'বছর বয়স থেকে শিশুরা ছোট, সহজ বাক্য গঠন করে কথা বলতে পারে। কোন কোন শিশু খুব দেরিতে কথা বলতে শেখে। গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের তুলনায় আগে কথা শেখে।

(২) শৈশবকাল (مرحلة الطفولة المبكرة : Early childhood)

৩ বৎসর থেকে ৬ বৎসর পর্যন্ত কালকে শৈশবকাল বলা হয়। এ পর্যায়ের শিশুরা পিতা-মাতার সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ থাকে। বাহিরের জগত সম্পর্কে তেমন ধারণা জন্মায় না। তাই এ পর্যায়ের শিশুদের গন্ডি তার পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠে। তার চারপাশের বাগ-বাগিচা, রাস্তা-ঘাট, গাছপালা, পশুপাখি এসব ছাড়া তার অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না। তাই এ স্তরকে 'مرحلة الواقعية و الخيال المحدود بالبيئة' বা বাস্তবতা ও পরিবেশ সীমিত কল্পনার স্তর বলা হয়ে থাকে।[১৪]

এটা প্রাক-স্কুলগামী বয়স। এ বয়সের শিশুরা পরিবার ও পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তব কাহিনী শুনতে খুব পছন্দ করে। তাছাড়া পশুপাখির গল্পেও তারা আনন্দ লাভ করে। এ পর্যায়ের শিশুরা লিখিত গল্প পড়তে পারে না বিধায় পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীকে মৌখিক গল্প বলার জন্য পীড়াপীড়ি করে। একটি গল্প শোনা শেষ হলে আরেকটি গল্প বলার আর্জি পেশ করতে থাকে। এ পর্যায়ের শিশুরা টেলিভিশন বা কম্পিউটারে কার্টুন ছবি দেখতে খুব পছন্দ করে। পশুপাখির ছবির বইও তারা পছন্দ

[১৩] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ও খাতেমন আরা বেগম, *শিশু* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ৫৯।
[১৪] হাদী নু'মান আল হাইতি, *আদাবুল আতফাল, ফালসাফাতুহু - ফুনুনুহু ওয়া ওয়াসাইতুহু* (বাগদাদ : ওয়াযারাতুল আ'লাম, ১৯৭৭), পৃ. ৩৫।

করে। তাই বিভিন্ন প্রকারের ছবির বই যেমন পশু-পাখি, ফল-ফলাদি, মাছ, শাক-শবজি, যানবাহন ইত্যাদি বিষয়ে ছবির বই তাদের হাতে তুলে দিয়ে অনানুষ্ঠানিক পড়াশুনার হাতেখড়ি দেয়া যেতে পারে। এটা তাদেরকে বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। তাদের পরিবার ও আশেপাশের পরিবেশের পরিচিত জিনিসগুলো যখন ছবি আকারে দেখতে পাবে তখন তাদের আগ্রহ বেড়ে যাবে।

এ পর্যায়ের শিশুদেরকে আমরা সুন্দর সুন্দর নৈতিক ও সামাজিক গল্প বলার মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারি। তাছাড়া ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা টেলিভিশন ও রেডিওতে তাদের উপযোগী করে গল্প পরিবেশন করতে পারি। যা এক দিকে তাদের আনন্দ যোগাবে অপর দিকে নৈতিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করবে। এ বয়সের শিশুরা ছড়া পছন্দ করে এবং মুখে মুখে শুনে অনেক ছড়া মুখস্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়। এ পর্যায়ের শিশুদের পছন্দের কয়েকটি ছড়া নিম্নে দেয়া হলো :

نشيد ماما

ماما ماما يا أنغاما
تملأ قلبي بندى الحب
أنت نشيدي عيدك عيدي
بسمة أمي سر وجودي[১৫]

صاح الديك

صاح الديك كوكو .. كوكو
جاء الصباح هيا أصحوا
طلعت شمسي مثل العرس
فوق الناس مثل الماس
غنى الطير و حكى الشعر
صاح الديك كوكو .. كوكو
هيا .. هبوا صوتي لبوا

[১৫] ড. আযাহির মুহিউদ্দীন আল আমীন, *আদাবুল আতফাল ওয়া ফুনূনুহু* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৬), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

راح الكسل　　جاء العمل

يحيا الزراع　　يحيا الصانع

وطني رائع　　وطني رائع[১৬]

نشيد بابا

بابا بابا　　يومك طابا

دمت ربيعا　　دمت شبابا

لي و لأجل　　الوطن الغالي

يعمل بابا　　دون ملال

(৩) শৈশবোত্তর কাল (مرحلة الطفولة الوسطى : Middle childhood)

৬ অথবা ৭ বছর হতে ৮ অথবা ৯ বছর পর্যন্ত কালকে শৈশবোত্তর কাল বলে। এ পর্যায়ের শিশুদের জানার আগ্রহ খুব বেশি দেখা যায়। তাই তারা নতুন কোন জিনিস দেখলে তার পরিচয় জানার জন্য প্রশ্ন করে- এটা কী? এটার অর্থ কী? এটা কী করে? কীভাবে করে? এ ধরণের হাজারো প্রশ্ন করে যা অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে ধৈর্য ধারণ করে এগুলোর উত্তর দিয়ে শিশুর জ্ঞানের তৃষ্ণাকে মিটানো উত্তম। তা না করে বিরক্তি দেখালে বা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে শিশুর মেধা বিকশিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। শিশুর মানসিক বর্ধনের সাথে লেখাপড়ার আগ্রহ ও দক্ষতা বাড়ে। মনোযোগ, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা এবং সহজ সমস্যার সমাধান ইত্যাদি মানসিক উপাদানেরও উন্নতি হয়। এই বয়সে শিশুরা মূলত লেখাপড়া শুরু করে। স্বল্প পরিসরে লিখিত ভাষা বুঝতে শেখে। পূর্ববর্তী স্তরে কোন কিছু চেনা বা শেখার জন্য বইয়ের মধ্যে ছবি ব্যবহার করা হতো। এই স্তরে এসে সে সকল ছবির সাথে শব্দ বা সহজ বাক্য আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়। এই স্তরের শেষের দিকে শিশু বিভিন্ন ধরণের গল্পের বই পড়তে পছন্দ করে। গল্পের সিরিজ ও সহজ নৈতিক শিক্ষার গল্প পড়তেও ভালবাসে। দুঃসাহসিক কাল্পনিক বীর বাহাদুরদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীও তাদের আকর্ষণ করে।[১৭]

শিশুকালের এ পর্যায়কে স্বাধীন কল্পনার স্তর (مرحلة الخيال الحر) বলে অভিহিত করা হয়। এ বয়সের শিশুরা যে পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে সে পরিবেশ হতে বেশ কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

[১৭] ড. সা'দ আবু রিদা, *আন নাসসুল আদাবী লিল আতফাল* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল উবাইকান, ২০০৫), পৃ. ৪৬-৪৭।

অর্জন করেছে। আর এ অভিজ্ঞতার আলোকে অজানা জগতকে জানতে চেষ্টা করে। বিশেষ করে ভূত-প্রেত, জীন-পরী, দেব-দানব, যাদু ইত্যাদি জগতকে জানার চেষ্টা করে।[১৮] এ ধরণের গল্প তারা খুব পছন্দ করে। এ বয়সের শিশুরা আরব্য রজনীর আলী বাবা, আলাউদ্দীনের চেরাগ এ ধরণের কল্পকাহিনীর বই পড়তে খুব পছন্দ করে।

(৪) কিশোর কাল বা প্রাক-যৌবন কাল (مرحلة الطفولة المتأخرة) ৯ বৎসর হতে ১৬/১৮ বৎসর

এটিকে প্রাক-যৌবনকাল হিসেবে ধরা হয়। এ সময়ে শিশু কাল্পনিক জগত ছেড়ে বাস্তব জগতের অনুসন্ধানী হয়। বাস্তবধর্মী অনেক গল্পমালা পড়তে আগ্রহী হয়। তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয় ও নিজেকে চিনতে শেখে। বড় বড় গল্প ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্পমালা পড়তে ব্রতী হয়। নিজের চরিত্র মাধুরী গঠনের জন্য ইসলামী সাহিত্য অনেক শিশু পড়ে থাকে।

এই স্তরে শিশুরা দুঃসাহসিক ও বীরত্বপূর্ণ গল্পের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। সে গেরিলা কাহিনী, গোয়েন্দা কাহিনী, দুঃসাহসিক অভিযান ও যুদ্ধের কাহিনী পড়তে ভালোবাসে। এগুলো পাঠের মাধ্যমে শিশুর মানবিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন হয় এবং সমাজ ও জাতির কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করার অনুপ্রেরণা পায়।[১৯]

এই বয়সের শিশুরা যা পড়ে, দেখে বা শোনে তদ্দারা প্রভাবিত হয়। এই স্তরের শিশুদের উপযুক্ত গল্পমালার মধ্যে রয়েছে- সালাহ উদ্দীন আইয়্যুবী, খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক বিন যিয়াদ, উমার মুখতার ইত্যাদি বীর বাহাদুরদের কাহিনী। অনুরূপভাবে বিভিন্ন আবিষ্কারক ও পর্যটকদের কাহিনী যেমন- ইবনে বতুতা, মাজাল্লান (ماجلان) ১৪৮০-১৫২১; ও ফারনাওদী, পর্তুগীজ নাবিক, যিনি প্রথম পৃথিবী ভ্রমণ করেন।[২০] কাল্পনিক বীরদের কাহিনীর মধ্যে রয়েছে সিন্দাবাদ। কৌতুক, ধাঁধাঁ ও সামাজিক কাহিনীমালা পড়তে এই স্তরের শিশুরা পছন্দ করে।

এই বয়সের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পড়ার বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। ছেলে শিশুরা সাধারণত বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ক গল্প পড়তে ভালোবাসে। আর মেয়ে শিশুরা

---

[১৮] হাদী নু'মান আল হাইতী, *আদাবুল আতফাল, ফালসাফাতুহু - ফুনূনুহু ওয়া ওয়াসাইতুহু* (বাগদাদ : ওয়াযারাতুল আ'লাম, ১৯৭৭), পৃ. ৩৫।

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

[২০] *আল মুনজিদ ফিল আ'লাম*, পৃ. ৫০৯।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত আবেগপ্রবণ কাহিনী, গৃহস্থালির জীবন-কাহিনী ও পারিবারিক বিষয় সম্বলিত কাহিনীমালা পড়ে থাকে।[২১]

২.১.৩. বিশ্বশিশু দিবস

প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বের সকল দেশে শিশু-অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে 'বিশ্বশিশু দিবস' পালন করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বহু শিশু অনাথ ও আশ্রয়হীন হয়। এসব পরিত্যক্ত শিশুকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে লীগ অব নেশন্স এর জেনেভা কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়, 'মানব জাতির সর্বোত্তম যা-কিছু দেওয়ার আছে শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য'। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গ্রহীত 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে' শিশু-অধিকার ও নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ ইউনিয়ন ও ইউনিসেফ এর উদ্যোগে ১৯৫৩ সালের ৫ই অক্টোবর প্রথম বিশ্ববিশু দিবস উদযাপিত হয়।[২২] সে বছর বিশ্বের ৪০টি দেশ দিবসটি উদযাপন করে।

১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে গৃহীত হয় শিশুদের নিম্নলিখিত ১০টি অধিকার:

১. জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম অথবা জাতীয়তা নির্বিশেষে শিশুরা এই অধিকার ভোগ করবে।
২. স্বাধীন, মুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশে শিশু বিশেষ নিরাপত্তা ও অবাধ সুযোগ ভোগ করবে।
৩. শিশুর একটি নাম ও জাতীয়তা থাকবে।
৪. শিশুর প্রচুর পুষ্টি, আবাসিক সুবিধা, বিনোদন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ সামাজিক সুবিধা থাকা চাই।
৫. পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শুশ্রূষা, শিক্ষা ও পরিচর্যা দেওয়াা হবে।
৬. যতদূর সম্ভব বাবা-মা'র প্রযত্নে ও তত্ত্বাবধানে প্রীতি ও সমঝোতা এবং নিরাপত্তা ও স্নেহময় পরিবেশে শিশু আশ্রয় পাবে।
৭. তাদের স্থানীয় সত্তা বিকাশের সমান সুযোগ এবং বিনা ব্যয়ে শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. শিশু দুর্যোগের সময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাপত্তা ও ত্রাণ পাবে।

---

[২১] *মিফতাহ*, পৃ. ৬৩-৬৪।
[২২] *শিশু-বিশ্বকোষ* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

৯. অবজ্ঞা, নিষ্ঠুরতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুকে নিরাপত্তা দিতে হবে।

১০. বর্ণ, ধর্ম বা অন্য যে কোনো ধরণের বৈষম্য থেকে নিরাপত্তা এবং শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বেও পরিবেশে শিশুকে গড়ে তুলতে হবে।[২৩]

২.১.৪. শিশু অধিকার সনদ

১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। ইংরেজিতে একে সংক্ষেপে C.R.C. (Convention on the right of the Child) বলা হয়। বাংলাদেশ এই সনদে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের অন্যতম। ১৯৯০ সালের ৩রা আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশসহ ২২টি দেশ এই সনদের প্রতি পুনরায় সমর্থন জানায়। ১০৫টি দেশ সনদটিতে স্বাক্ষরদানের প্ররিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে জাতিসংঘ গৃহীত 'শিশু অধিকার সনদ' সমগ্র বিশ্বের শিশুদের জন্য সর্বমোট ৫৪টি ধারা সংবলিত অধিকারকে স্বীকার ও সংরক্ষণের জন্য আইনগত ভিত্তি প্রস্তুত করে।[২৪]

২.২ সাহিত্য (أدب) এর পরিচয়

সাহিত্যকে আরবীতে أدب বলে। বহুবচন آداب আর সাহিত্যিককে أديب বলা হয়। বহুবচন أدباء। আদাব শব্দটি বিভিন্ন যুগে ও সময়কালে বিভিন্ন অর্থের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

(ক) জাহেলী যুগ

জাহেলী যুগে أدب শব্দটি الدعوة তথা আহ্বান অর্থে ব্যবহৃত হতো। উক্ত অর্থ হতে الدعاء على المأدبة অর্থাৎ ভোজসভার প্রতি আহ্বান অর্থে ব্যবহৃত হত[২৫]; অতঃপর বস্তুগত বিষয় অথবা অর্থগত বিষয়ের প্রতি আহ্বান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ মর্মে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم অর্থাৎ এই কোরআন শরীফ যমীনে আল্লাহর ভোজসভা। সুতরাং তোমরা সাধ্যানুযায়ী তার ভোজসভায় এগিয়ে এসো।[২৬]

---

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।
[২৪] প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৬৪।
[২৫] ড. মাজদী ওয়াহবাহ, *মু'জামু মুসতালাহাতিল আদাব*, (বৈরূত: ১৯৭৪), পৃ. ৫-৬।
[২৬] কানযুল উম্মাল, পৃ. ৫১৩।

(খ) ইসলামী যুগ

الخلق النبيل (উত্তম চরিত্র) অর্থে ব্যবহৃত হত। যেমন: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب الحسن অর্থাৎ "সন্তানকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়াই হল একজন পিতার সর্বোত্তম উপহার"।

(গ) উমাইয়্যাহ যুগ

উমাইয়্যাহ যুগে (৪১-১৩২ হি.) أدب শব্দটি শিক্ষাদান (التعليم) অর্থে ব্যবহৃত হত। আর এ অর্থে তৎকালীন সময়ে আল মুআদ্দিবূন (المؤدبون: শিক্ষকগণ) বলা হত, ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে যাঁরা খলিফাদের সন্তানদেরকে কবিতা, খুতবা, জাহেলী ও ইসলামী যুগের আরব সমাজের বিভিন্ন তথ্য, নসবনামা ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন।

(ঘ) আব্বাসী আমল

আব্বাসী আমলের (১৩২-৬০৬ হি.) শুরুর দিকে সভ্যতা ও শিক্ষাদান উভয়ের সমন্বিত অর্থে (التهذيب و التعليم معا) ব্যবহৃত হত। তৎকালীন প্রখ্যাত লেখক ইবনুল মুকাফফা' (১০৬-১৪২ হি.) এ অর্থে তাঁর দু'টি গ্রন্থের শিরোনাম প্রদান করেন, আল আদাবুল কাবীর (الأدب الكبير) ও আল আদাবুস সাগীর (الأدب الصغير)

(ঙ) হিজরী তৃতীয় শতক

হিজরী তৃতীয় শতকে মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ রীতি (سنن السلوك التي يجب أن تراعى عند طبقة الناس) এ অর্থে ব্যবহৃত হত। আর এ অর্থে তৎকালীন প্রখ্যাত লেখক ইবনু কুতাইবা (ابن قتيبة : ২১৩-২৭৬ হি.) তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের শিরোনাম দেন 'আদাবুল কাতিব' (أدب الكاتب)।

(চ) হিজরী চতুর্থ শতাব্দী

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ইখওয়ানুস সাফা (إخوان الصفا) আদাব শব্দটিকে كل المعارف غير الدينية التي ترقي بالإنسان اجتماعيا و ثقافيا অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান ব্যতীত অন্য সকল জ্ঞান যা মানবসমাজ ও সংস্কৃতিকে উন্নত করে) এ অর্থে ব্যবহার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) আরবী সাহিত্যের পতনের যুগ

আরবী সাহিত্যের পতনের যুগের তৎকালীন খ্যাতিমান লেখক, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খালদুন (ابن خلدون : ৭৩১-৮০৮ হি.) মনে করেন "সকল জ্ঞানই আদাব, চাই তা ধর্মীয় জ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান হোক" (جميع المعارف دينية أو غير دينية)।

(জ) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে সাধারণ অর্থে আদাব বলতে বুঝায়, كل ما ينتجه العقل و الشعور (জ্ঞান ও অনুভূতি সৃষ্ট সকল বস্তু)। আর বিশেষ অর্থে বুঝায়

"الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء و السماعين"

"শ্রোতা ও পাঠক সমাজকে হৃদয়গ্রাহী করার মত আলঙ্কারিক সৃজনশীল কথা"

ড. মাজদী ওয়াহবা বলেন, পাশ্চাত্যে আদাব (literature) বলতে বুঝায়

مجموعة الآثار النثرية و الشعرية التي تتميز سمو الأسلوب و خلود الفكرة الخاصة بلغة ما أو بشعب معين [২৭]

হান্না আল ফাখূরী সাহিত্যের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

الأدب هو مجموعة الآثار المكتوبة التي يتجلى فيها العقل الإنساني بالإنشاء أو الفن الكتابي . [২৮]

লিসানুল আরব নামক প্রখ্যাত আরবী অভিধানে উল্লেখ আছে,

الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس ، و سُمِّيَ أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد و ينهاهم عن المقابح . [২৯]

ড. মাহমূদ শাকির সাঈদ বলেন,

هو الأثر الذي يثير فينا لدى قرائته أو سماعه ، متعة و اهتماما ، أو يغير من مواقفنا و اتجاهاتنا في الحياة . و بإيجاز :

هو الذي يحرك عواطفنا و عقولنا . [৩০]

সহজে বলা যায় যে, নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্যজগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝঙ্কৃত হয়, তাহার শিল্প-সঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য।[৩১]

---

[২৭] *মু'জামু মুসতালাহাতিল আদাব* (বৈরূত: ১৯৭৪), পৃ. ৫-৬।
[২৮] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৩৪।
[২৯] ড. মাহমূদ শাকির, পৃ.
[৩০] ড. মাহমূদ শাকির সাঈদ, *আসালীব ফী আদাবিল আতফাল* (রিয়াদ: দারুল মি'রাজ, ১৯৯৩), পৃ. ৯।
[৩১] শ্রীশচন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন* (ঢাকা: কথাকলি, তা.বি.) পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যন্ত আমরা শিশু ও সাহিত্যের স্বতন্ত্র পরিচিতি তুলে ধরেছি। এখন এ দুইটি শব্দ মিলে একটি নতুন পরিভাষা তৈরি হয়েছে। তা হল أدب الأطفال বা শিশুসাহিত্য। নিচে শিশুসাহিত্য (أدب الأطفال) এর পরিচয় তুলে ধরা হল:

২.৩ শিশুসাহিত্য (أدب الأطفال) এর পরিচয়

এক কথায় বলা যায় যে, শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যই أدب الأطفال বা শিশুসাহিত্য। أدب الأطفال : ما يكتب ليقرأه الصغار শিশুদের পাঠের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যই শিশুসাহিত্য।[৩২] বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে: শিশুদের উপযোগী সাহিত্যই শিশুসাহিত্য। সাধারণত ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের মনস্তত্ত্ব বিবেচনায় রেখে এ সাহিত্য রচনা করা হয়। এই বয়সসীমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক অথচ মনোরঞ্জক গল্প, ছড়া, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদিকেই সাধারণভাবে শিশুসাহিত্য বলে।[৩৩]

শিশুতোষ সাহিত্যিক অভিধানের লেখক ড. আহমদ যালাত বলেন,

الأدب للأطفال هو مجموع الفنون الشعرية و النثرية التي يكتبها الكبار للصغار و تتوجه في أساسها إليهم طبقا لخصائص كل مرحلة عمرية من مراحل الطفولة ، و يقصد المبدع في كتابته إليهم ملائمة ما يكتب لمستواهم اللغوي .[৩৪]

ড. আহমদ নাজীব বলেন,

أدب الأطفال هو الأدب الذي يشمل الكلام الجيد الذي يحدث في النفوس متعة فنية سواء أكان شفويا بالكلام أم ترحيريا بالكتابة .[৩৫]

চূড়ান্ত বিবেচনায়, শিশুদের বয়স, মন-মানসিকতা, ভাষাগত দক্ষতা ও বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনা করে আনন্দ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য যে সাহিত্য রচনা করা হয়, তাই শিশুসাহিত্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ড. আহমদ যালাত শিশুসাহিত্য বিষয়ক তিনটি পরিভাষা উল্লেখ করেছেন। যথা:

---

[৩২] ড. মাহমুদ শাকিব সায়ীদ, *আসাসিয়্যাত ফী আদাবিল আতফাল* (রিয়াদ: দারুল মি'রাজ আদ দুয়ালিয়্যাহ লিন নাশরি, ১৯৯৩) সংস্ক. ১ম , পৃ. ১১

[৩৩] *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), ৯ম খন্ড, পৃ. ৩৯৫।

[৩৪] ড. আহমদ যালাত, *মু'জামুত তুফূলাহ* (কায়রো: দারুল ওয়াফা, ২০০০), পৃ. ১২৪।

[৩৫] ড. আহমদ নাজীব, *ফান্নুল কিতাবাতি লিল আতফাল*, পৃ. ২৭৯।

১. الأدب للأطفال (Literature for children) : ইহাকে "শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্য" বলতে পারি। যার পরিচয় ইতোপূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. الأدب من الأطفال (Literature by children) : শিশুরা তাদের ক্ষুদ্র যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সাহিত্য তথা গল্প, ছড়া, কবিতা রচনা করে তা হলো الأدب من الأطفال বা শিশুদের রচিত সাহিত্য।

৩. الأدب عن الأطفال (Literature about children) : শিশুদের জন্য নিবেদিত সাহিত্য হলো الأدب عن الأطفال। অর্থাৎ কবি বা সাহিত্যিকগণ তাঁদের নিজ সন্তান বা তাঁর নিকটাত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের জন্মদিন বা অন্য কোন উপলক্ষে যে কবিতা বা সাহিত্য রচনা করেন তাকে الأدب عن الأطفال বলা হয়[৩৬]। যেমন কবি আহমদ শাওকী তাঁর দুই ছেলে আলী ও হুসাইন এবং একমাত্র মেয়ে আমিনাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

২.৪ শিশুসাহিত্য ও বড়দের সাহিত্য

সাহিত্য তো সাহিত্যই। শিশু ও বড়দের ভেদ বিচার সেখানে পরিলক্ষিত হয় না। তবে শিশুসাহিত্যের ভাষা তুলনামূলক সহজ সরল হয়। ভাব ও বিষয়বস্তু শিশুদের বয়স, মেধা ও বোধশক্তির অনুকূলে হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ড. মাহমুদ শাকের সাঈদ বলেন:

"ان التفريق بين أدب الكبار وأدب الأطفال لا ينبع من تفاوت في المستوي الفني، ولكنه من تفاوت في المستويين اللغوي والأسلوبي والقضايا التي يعبر عنها–"[৩৭]

(শিশুসাহিত্য ও বড়দের সাহিত্যে শৈল্পিক বিচারে তেমন কোন পার্থক্য নেই, তবে পার্থক্য হয় দুই দিক থেকে। ভাষাশৈলীগত এবং বিষয়বস্তুগত।)

কারণ সাহিত্য রচনা করা হয় পাঠক শ্রেণীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ভাষাগত দক্ষতা, বিবেক বুদ্ধি বিচার করে। আর যেহেতু শিশুদের ভাষাগত দক্ষতা, বিবেক বুদ্ধির পরিপক্বতা ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা বড়দের তুলনায় সাধারণত কম থাকে, তাই তাদের অবস্থা ও যোগ্যতা বিচার করে বিশেষ পদ্ধতিতে যে সাহিত্য রচনা করা হয় তাকে আমরা শিশুতোষ সাহিত্য বলে অভিহিত করে থাকি।

---

[৩৬] ড. আহমদ যালাত, *মু'জামুত তুফূলাহ* (কায়রো: দারুল ওয়াফা, ২০০০), পৃ. ১২৩।

[৩৭] ড. মাহমুদ শাকের সাঈদ, *আসাসিয়্যাত ফী আদাবিল আতফাল* (রিয়াদ: দারুল মি'রাজ আদ দুওয়ালিয়্যাহ লিন নাশরি, ১৯৯৩), সংস্ক. ১ম, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে ভাষাশৈলীগত এবং বিষয়বস্তুগত পার্থক্যের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

ভাষাশৈলীগত পার্থক্য

শিশু সাহিত্যের ভাষা যে শিশুদের উপযোগী হতে হবে সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈথ থাকতে পারে না। সম্ভবত অনেকটা এ কারণেই শব্দচয়ন সহজতর করার উদ্দেশ্যে শিশু উপযোগী শব্দমালা বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত হয়েছে। এরূপ শব্দমালা শিশুসাহিত্যিকদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। তবে এ ধরণের শব্দ তালিকা সামনে রেখে যাই রচনা করা যাবে তাই যে শিশুদের জন্য উপাদেয় হবে এমন কথা বলা যায় না। তাই শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। খুব সহজ শব্দ ব্যবহার করেও কঠিন রচনা তৈরি করা যায়, যার মর্ম শিশুরা আদৌ বুঝতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথের "আমি যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" এখানে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত সহজ। চার বছরের শিশুও তার দৈনন্দিন জীবনে এসব শব্দ ব্যবহার করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এখানে সহজ শব্দগুলোর এমন সমাবেশ ঘটিয়েছেন; যা অতি দুরূহ ভাবের ব্যঞ্জনা দিচ্ছে, যার উপলব্ধি বারো বছরের কিশোরের পক্ষেও সম্ভব নয়।[৩৮]

শিশুদের জন্য রচনায় শুধু সহজ শব্দ বেছে নিলেই হবে না, সে সব শব্দ ব্যবহারে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে শিশু তার নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে তার সঠিক মর্ম উদ্ধার করতে পারবে কিনা তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র তার পাঠ্যপুস্তকের একটি গল্পে পড়েছে – "বানরের কথা শিয়াল হাসিয়া উড়াইয়া দিল।" ছাত্রটি তার বাবাকে প্রশ্ন করল – "কথা কী করে উড়ে গেল? শিয়াল হাসলো, কিন্তু কথা উড়লো কেন?" হাসিয়া, উড়াইয়া দিল, এ তিনটি শব্দই শিশুর নিকট অতি পরিচিত, বহুল ব্যবহৃত সহজ শব্দ, কিন্তু "হাসিয়া উড়াইয়া দিল" শব্দসমষ্টি এমন গূঢ় অর্থ প্রকাশ করছে যার অনুধাবন ৬/৭ বছরের শিশুর অভিজ্ঞতার বাইরে।[৩৯]

আরেকটি সহজ বাক্যের অর্থ এক শিশু বুঝতে পারছিলো না; বাক্যটি হচ্ছে "আকাশে মেঘ ভাসিয়া চলিল।" শিশুর মনে প্রশ্ন ছিলো "মেঘতো দৌড়াচ্ছে, ভাসছে কই? আকাশে পুকুর কোথায় যে মেঘ তার উপর ভাসবে?" শিশুটির যুক্তি ফেলে দেবার মতো নয়, তার অসুবিধাটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। "ভাসা" শব্দ শিশু হৃদয়ঙ্গম করেছে পুকুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, কিন্তু "বাতাসে ভাসা" তখনও তার

[৩৮] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ও খাতেমন আরা বেগম, *শিশু* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) ১ম পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৬২।
[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করে নি। কচি শিশুর কাছে সহজ সম্বলিত "আকাশে মেঘ ভাসছে" এ কথার চেয়ে কঠিন শব্দ সম্বলিত "মৃগ তৃণ খায়" অধিকতর স্পষ্ট ও বোধগম্য।[৪০]

বিষয়বস্তুগত পার্থক্য

বড়রা যে ধরণের বিষয়ে পড়তে অভ্যস্ত একটি শিশু সে বিষয়ে পড়তে কখনো অভ্যস্ত হবে না। একজন শিশুকে যদি ভাবাবেগ জাতীয় সাহিত্য পড়তে দেওয়া হয় তবে শব্দ যতই সহজ হোক না কেন, শিশু তার কিছুই বুঝতে পারবে না। মার্গারেট এল. নরগার্ড শিশুসাহিত্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মতে শিশুরা বারো ধরণের বিষয়ে রচিত সাহিত্য পড়তে সক্ষম। সেগুলো হলো:

১. ছেলে ভুলানো উপাখ্যান আর ছবির বই,
২. লৌকিক উপখ্যান, পরীর উপখ্যান (বা রূপকথা), আবোল তাবোল উপাখ্যান আর সবাক-পশু কাহিনী,
৩. কিংবদন্তি,
৪. আন্তর্জাতিক ভাব ছড়ানো গল্প-উপন্যাস,
৫. আঞ্চলিক কাহিনী,
৬. কল্পিত পশু কাহিনী,
৭. ইতিহাস এবং জীবনী,
৮. সমকালীন রোমাঞ্চ এবং কীর্তি কাহিনী,
৯. প্রকৃতি বিজ্ঞান,
১০. জড় বিজ্ঞান,
১১. কবিতা, এবং
১২. বিশ্বকোষ।[৪১]

তবে সবাই শিশু সাহিত্যের বিষয়াবলীতে কোন প্রকারভেদ তৈরীতে নারাজ। কারণ অনেকের মতে শিশুকে যে কোন বিষয় শিক্ষা দেয়া সম্ভব যদি তা শিশুর মনের মাঝে আলোড়ন ঘটাতে পারে। কোন জাপানি শিশুসাহিত্যিকের ভাষায়–

---

[৪০] প্রাগুক্ত।
[৪১] আতোয়ার রহমান, *শিশুসাহিত্য নানা প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

"The world is wide, Everything in it can be used to make books for children. But ... the theme of these should be, 'This earth is beautiful! Living is wonderful! Believe in humankind!"[৪২]

২.৫ শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শৈশবকালের তা'লীম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব পরবর্তী জীবনে পরিলক্ষিত হয়। মানবজীবন গড়ার মূল ভিত্তি হলো শৈশবকাল আর শৈশবকালের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। তাই বলা হয় "العلم في الصغار كالنقش في الحجر" অর্থাৎ শিশুকালের শিক্ষা পাথরের খোদাইয়ের মত দীর্ঘস্থায়ী। একটি শিশু একটি পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা বলা হয় তাই গ্রহণ করে এবং যেভাবে বলা হয় সেভাবেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। তার মনকে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে প্রভাবিত করা যায়।

তাই ইসলাম শিশুদের শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক বিকাশ ও উন্নত শিষ্টাচার শিক্ষাদানের প্রতি বেশ গুরুত্ব প্রদান করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী:

১. لأن يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق بصاع : "সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেয়া দান খয়রাতের চেয়ে উত্তম।"

২. ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن : "পিতা কর্তৃক সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষণই উত্তম দান।"

৩. اكرموا اولادكم وأحسنوا أدبهم : "তোমাদের সন্তানদেরকে স্নেহ কর এবং তাদের ভাল ব্যবহার শেখাও।"[৪৩]

৪. بادروا بتأديب الصغار قبل تراكم الأشغال : "তোমরা শিশুদের দ্রুত শিষ্টাচার শিক্ষা দাও, ব্যস্ততার মাঝে জড়িয়ে পড়ার পূর্বেই ।"

৫. রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুকালকে চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার যথোপযুক্ত সময় বলে মনে করেন। একদা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাসূল (স.) এর বাহনের পিছনে বসা ছিলেন। তখন রাসূল (স.) শিশু আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন,

---

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

[৪৩] ইবনু মাজাহ, *সুনান*, ৩৬৬১

Dhaka University Institutional Repository

يا غلام إني أعلمك كلمات : أحفظ الله يحفظك ، أحفظ الله تجده تجاهدك إذا سألت فسأل الله ، و إذا

استعنت فاستعن بالله ، و اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيئ لم ينفعوك بشيئ قد كتبه الله لك ، و إن

اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لن يضروك إلا بشيئ قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام و جفنت الصحف [88]

"হে প্রিয় বালক! আমি তোমাকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি। তা হলো: তুমি আল্লাহকে হেফাজত কর আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাজত কর আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। যখন কোন কিছু প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। যখন সাহায্য চাবে তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবে। আর জেনে রাখ, যদি জাতির সকলে একত্রিত হয় তোমার কোন উপকার করার জন্য তবে আল্লাহ যতটুকু তোমার ভাগ্যে লিখেছেন তার চেয়ে বেশি তোমার উপকার করতে পারবে না। আর যদি জাতির সকলে একত্রিত হয় তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য তবে আল্লাহ যতটুকু তোমার ভাগ্যে লিখেছেন তার চেয়ে বেশি তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।"

শিশুসাহিত্যের মৌলিক নীতিমালা বিষয়ে হযরত ওমর (রা.) এর একটি উক্তি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। তা হলো :

علموا أولادكم السباحة والفروسية وارووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر [৪৫]

অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও অশ্বারোহন-বিদ্যা শেখাও এবং সুন্দর কবিতা ও প্রবাদ-প্রবচন শেখাও।

এভাবে অনেক হাদীস রয়েছে যা শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব বহন করে।

আজকের শিশু আগামীদিনের জাতির প্রত্যাশা পূরণ কেন্দ্র। তাই সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শিশুদের সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি তাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক বিকাশের উপর বেশ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। পৃথিবী জুড়ে শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ "শিশু অধিকার আইন" নামক একটি সনদ ১৯৮৯ সালে নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ সালে সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়।

[88] আত তিরমিযী, ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত। ড. আরাহী, পৃ. ৪১।

[৪৫] ড. আযাহির মুহিউদ্দীন আল আমীন, *আদাবুল আতফাল ওয়া ফুনূনুহু* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৬), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫১; ড. মুহাম্মদ সালিহ শানতী, *ফী আদাবিল আতফাল*, পৃ. ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুসাহিত্য হলো শিশুদের মনের খোরাক। দেহের জন্য যেমন খাবার প্রয়োজন তেমনই মনেরও খাবার প্রয়োজন। নিম্নে শিশু সাহিত্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো :

◎ শিশুদের শব্দভান্ডার বৃদ্ধি ও সুন্দর সুন্দর ডায়ালগ শেখাতে শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

◎ মনের কথা সুন্দর করে প্রকাশ করা বা উপস্থাপন করা এবং অভিজ্ঞতাপূর্ণ মতামত উপস্থাপনে শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব অনেক।

◎ শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে একটি শিশু আনন্দের মধ্য দিয়ে গল্পে গল্পে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা, ভৌগলিক ও ধর্মীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

◎ শিশুতোষ গল্প, কাব্যকাহিনী বা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের ধারাবাহিকতা শিশুদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও কল্পনার পরিধিকে প্রসারিত করে দেয়।

◎ গল্পের বিভিন্ন উন্নত চরিত্র যখন শিশু পাঠ করে তখন তার আবেগ অনুভূতি জাগ্রত হয়। ভবিষ্যতে মহৎ জীবন গড়ার ক্ষেত্রে এগুলো পাথেয় হয়ে থাকে।

◎ দুঃসাহসিক অভিযান বা বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শিশুদের মনে সাহস যোগাতে সহায়তা করে এবং ভয়ভীতি দূর করতে সহায়তা করে।

◎ কোন বিষয়ে মনযোগী হতে সহায়তা করে। কারণ যখন একটি শিশু কোন গল্প শুনে বা টেলিভিশনে দেখে তখন সে খুব মনযোগ দিয়ে শুনে বা দেখে। ফলে ধীরে ধীরে সে মনযোগী হতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এমনকি ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখে শেষ পরিণতি কি হবে তা আগেই নির্ণয় করতে সক্ষম হয়।

◎ বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিস্কারের গল্প তাদেরকে নতুন জিনিস আবিস্কার করতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

◎ উন্নত চারিত্রিক গল্প তাদেরকে চরিত্রবান হতে সহায়তা করে এবং সততার সহিত ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার দীক্ষা দেয়।

◎ বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস তাদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে সঠিক সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রেরণা দেয়।

◎ মিথ্যার কুফল, অতি চালাকের শেষ পরিণাম ইত্যাদি নীতিমূলক গল্প শিশু মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে এবং ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সহায়তা করে। মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বিরত থাকার অনুপ্রেরণা পায়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যম

শিশুর মন-মগজে বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার ও ঐতিহ্যের জ্ঞান দেয়া যায়। আর এ মাধ্যমগুলো প্রধানত দুই প্রকার: (এক) মুদ্রিত, (দুই) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। মুদ্রিত মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম হল গ্রন্থ বা বই, সাপ্তাহিক বা মাসিক ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি।

আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে রেডিও, টেলিভিশন, সিডি, ক্যাসেট ইত্যাদি। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ, তাদের মন-মানসিকতা, চিন্তা চেতনার দিগন্তকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এ সকল মাধ্যমের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। মুদ্রিত মাধ্যমগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো:

১) শিশুতোষ গ্রন্থ

বই বা গ্রন্থই হলো প্রধান এবং প্রাচীনতম মাধ্যম যা আদিকাল থেকে বিভিন্ন দেশ ও জাতির শিশুদের মানসিক বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। আর বই হলো জ্ঞান ও সংস্কৃতির স্থায়ী উৎস। জ্ঞানের অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় বই হলো সবচেয়ে সহজ মাধ্যম, যা সর্বত্রই পাওয়া যায়। তবে সব বই শিশুদের জন্য নয়। সব গ্রন্থ শিশুদের চিন্তা-চেতনা বিকাশে অবদান রাখতে পারে না। সব বই শিশুদের আনন্দ দিতে পারে না। আবার সব বই শিশুদের পড়ার আগ্রহ ধরে রাখতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী বই লেখা এবং শিশুদের বয়স, চিন্তা-চেতনা মন-মানসিকতা, ভাষাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করে যে গ্রন্থ রচনা করা হয় কেবল সে গ্রন্থই শিশুদের উপযোগী। উল্লেখ্য, মনোবিজ্ঞানীগণ শিশুতোষ গ্রন্থ রচনার পূর্বে তিনটি প্রশ্ন ও তার সমাধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেছেন। এ তিনটি প্রশ্ন হলো : لمن يكتب = কাদের জন্য লিখবে? ما يكتب = কী লিখবে? كيف يكتب = কীভাবে লিখবে? এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করলে বেরিয়ে আসবে - পাঠক কারা? - শিশুরা হলে তাদের বয়স, মেধা, যোগ্যতা, ভাষাগত দক্ষতা, বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করা উচিত। তাছাড়া বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মেজাজ-মর্জি, চাওয়া-পাওয়া, আবেগ-অনুভূতি, সাধ-আগ্রহ, অনীহা-অপছন্দ এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে শিশুতোষ বই রচনা করা উচিত। বর্তমানে অনেক প্রকাশনী রয়েছে যারা শিশুদের বই প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া ৩-৬ বৎসরের শিশুদের উপযোগী, ৯ বৎসরের শিশুদের উপযোগী, ১০-১২ বৎসরের শিশুদের উপযোগী এভাবে বয়সভিত্তিক সিরিজ বই প্রকাশিত হচ্ছে। আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুতোষ গ্রন্থকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন:

ক) গল্পের বই।

খ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই।

গ) ধর্মীয় গ্রন্থ।

ঘ) ছড়া, কবিতা ও গল্পের বই।

ঙ) ছোটদের বিশ্বকোষ, ছবি সহ অভিধান।

চ) শিশুতোষ ভূগোল ও ভ্রমণগ্রন্থ।

ছ) শিশুতোষ ইতিহাসগ্রন্থ ও জীবনচরিত।

জ) শিশুতোষ নাটকগ্রন্থ ইত্যাদি।

২) ছবির বই (Picture Books)

ছবির বই বা Picture Books নামে আরেক প্রকার শিশুতোষ গ্রন্থ আছে। স্কুলগামী বা যারা এখনো ভর্তি হয় নি তাদের জন্য মূলত এ ধরণের গ্রন্থ বেশ উপযোগী। এ ধরণের গ্রন্থে আগে কোন বস্তু বা প্রাণীর ছবি বড় করে দেয়া থাকে, নিচে তার নাম বা পরিচয় ছোট করে দেয় থাকে।

অনেক সময় ধারাবাহিক কতিপয় দৃশ্য দেয়া থাকে, যার মাধ্যমে একটি ছোট গল্প তুলে ধরা হয়। এ ধরণের গ্রন্থের প্রতি বাচ্চাদের খুব আগ্রহ থাকে। শিশুর শিক্ষাজীবনের শুরুর দিকে এ ধরনের গ্রন্থ শিশুকে পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মাতে খুব কার্যকর ভূমিকা রাখে। ছবি বই চিন্তা-চেতনা বৃদ্ধি ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, মানব জীবনের কতিপয় মানবীয় গুণ পাঁচ বছর বয়সে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই এ সময়ে এ ধরণের ছবির বই শিশুদের চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি বৃদ্ধিতে বেশ সহায়তা করে। এতে পড়ার প্রতি যেমন শিশুর আগ্রহ বেড়ে যায় তেমনি শিশুর শব্দভান্ডারও অতি সহজে বৃদ্ধি পায় এবং শিশুর সাথে পরিবারের লোকজনের ভালবাসা ও হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়, যারা তাকে এ ধরণের বই পড়তে সহায়তা করে।

৩) শিশুতোষ পত্রিকা

শিশুদেরকে জ্ঞান দানের অপর একটি অন্যতম মাধ্যম হলো শিশুতোষ পত্রিকা। যা শিশুদের নিকট নতুন নতুন আনন্দদায়ক বিষয় নিয়ে হাজির হয়। শিশুরা এ ধরনের আনন্দ সাধারণত বই থেকে পায় না।

শিশু পত্রিকার বৈশিষ্ট্য

ক) শিশু পত্রিকা দৈনিক না হয়ে সাপ্তাহিক হওয়া উচিত।

খ) শিশু পত্রিকায় ছবি ও কার্টুন বেশি হওয়া আবশ্যক, যা হয়তো বড়দের পত্রিকায় প্রয়োজন পড়ে না।

Dhaka University Institutional Repository

গ) শিশু পত্রিকায় বিভিন্ন রং এর সমাহার ও উন্নত কাগজ এবং স্পষ্ট ছাপা হওয়া আবশ্যক।

❁ গঠনের দিক থেকে শিশু পত্রিকা দুই প্রকার:

(এক) সংবাদপত্র ;

(দুই) ম্যাগাজিন বা সাময়িকী ।

❁ বিষয়বস্তুর আলোকে শিশু পত্রিকা অনেক রকম। যেমন: সাধারণ পত্রিকা, বহুমূখী পত্রিকা, বিনোদনমূলক পত্রিকা, কৌতুক বা রসিকতামূলক পত্রিকা, সংবাদমূলক পত্রিকা, খেলা বিষয়ক পত্রিকা।

৩. শিশুসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

শিশুসাহিত্য এক দিকে যেমন নতুন, আরেক দিকে পুরাতনও বটে। পুরাতন এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, প্রাচীন কাল হতে আমাদের মা-খালা, নানী-দাদীরা শিশুদেরকে ঘুমানোর পূর্বে শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন রূপকথার গল্প, কল্পকাহিনী , দুঃসাহসিক অভিযান ও বীরত্বপূর্ণ গল্প বলতেন। তবে এগুলো শুধু মুখেমুখেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে আধুনিক শিশু সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। নিম্নে শিশু সাহিত্যের বিকাশ ধারা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ প্রাচীনপর্ব (খ্রিস্ট পূর্ব)

প্রাচীনকালে শিশু সাহিত্য সংকলন ও সংরক্ষণের তেমন কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। সবাই বয়স্ক পাঠ্য গ্রন্থ সংরক্ষণে মনোযোগী ছিল। তবে প্রাচীন সভ্যতার ধারক-বাহক কোন কোন জাতির মধ্যে শিশুদের জীবনী ও শিশুতোষ সাহিত্য সংরক্ষণের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার লালনভূমি মিশর অন্যতম। প্রাচীন মিশরীয়গণ তাদের শিশুদের জীবনী ও সাহিত্য তাদের ঘরের দেয়ালে বা কবরের দেয়ালে চিত্রায়িত করে লিখে রাখত। আরার কখনো কখনো প্যাপিরাসে লিখে রাখত যা হাজার হাজার বছর পর্যন্ত অক্ষত থাকত।[৪৬] এর একটি অন্যতম নিদর্শন হল প্রাচীন মিশরের তৃতীয় রাজবংশের শেষ নৃপতি হিউনির আমলের লেখক কে’ জেমনির (Ke’ gemni) হিতোপদেশ গ্রন্থ (The precepts of Ke’ gemni)। এ গ্রন্থখানি শিশুসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এর বয়স এখন প্রায় ছয় হাজার বছর।[৪৭]

---

[৪৬] মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, *মুকাদ্দিমাতুন ফী আদাবিল আতফাল* (ত্রিপলী, আল মানশাআতুল ‘আম্মাহ লিন্ নাশর ওয়াত তাওযী’ ওয়াল ই’লান, ১৯৮৫) পৃ.১৬

[৪৭] আতোয়ার রহমান, *শিশুসাহিত্য নানা প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮) পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

কে' জেমনির হিতোপদেশ সাহিত্যের ইতিহাসে এক অতীব বিস্ময়কর বস্তু। তার পরবর্তী কালে কতো প্যাপিরাস, কতো রচনা সাহারার বালুকারাশি গ্রাস করেছে! কিন্তু কে' জেমনির হিতোপদেশ এখনো এক জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষের চিন্তাধারার মাধ্যমে সভ্যতার আদি যুগের ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির এক স্পষ্ট বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। অথচ তার বাণী কি সুচিন্তিত, কি উদার! স্বকালের সাক্ষী এবং উত্তরকালজয়ী কে' জেমনির হিতোপদেশ আবিস্কৃত হওয়ার বহু বছর পরও তাই পন্ডিত ব্যাটিসকুম গান অভিস্বরে স্বগতোক্তি করেছিলেন-

Will the book of our time last one-tenth so long? It is not without a feeling of awe, even of sadness, that one with any sense of the wonder of things gazes for the first time on the old book, and thinks of all it has survived. So many empires have arisen and gone down since those words were penned, so many great and terrible things have been. [৪৮]

'কে' জেমনির হিতোপদেশ' এর পাঁচ শত বছর পর রচিত পরবর্তী প্রাচীনতম নীতিবাদী শিশুতোষ গ্রন্থ হলো টা-হোটেপের হিতোপদেশ।[৪৯] এ গ্রন্থখানাও লিখিত হয়েছিল মিশরে। আদিযুগের যেসব শিশুতোষ গ্রন্থ অখন্ড আকারে পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে এটিই প্রাচীনতম।

ফলে বিশ্ব শিশুসাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা হয়। সর্ব প্রথম মুদ্রিত শিশুতোষ গ্রন্থ হলো Les contenances de la table যা গ্রীক ভাষার বিখ্যাত ফরাসি লেখক Jean Du Pre কর্তৃক রচিত।[৫০] যা ১৪৮৭ সালে প্রকাশিত হয় । এ গ্রন্থটি খাবার টেবিলের শিষ্টাচার বিষয়ে লিখিত চতুর্পদী কাব্য গ্রন্থ। এটি শিশুদের নিকট খুব জনপ্রিয় ছিল। এ গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

৩.২ আধুনিক শিশুসাহিত্যের বিকাশধারা

ড. আলী হাদীদী বলেন, বিশ্ব শিশুসাহিত্য তিনটি মৌলিক পর্বে বিকশিত হয়। যথা:

প্রথম পর্ব (১৬৯৭-১৯১৪)

প্রথম পর্ব শুরু হয় সর্বপ্রথম প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থ বিখ্যাত Oye –mother Goose tale (রাজ হাঁসের গল্প) এর মাধ্যমে। যা ১৬৯৭ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এটি রচনা করেন ফরাসি বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক Charles Perot। কিন্তু তৎকালীন সময়ে শিশুদের জন্য লেখালেখি করাকে অপমানজনক মনে করা হত এবং সাহিত্যিকের যোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হত। তাই এই ভয়ে তিনি তার

---

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৫০] মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তে তাঁর ছেলে Pierre Perraull d'Armancour এর নামে প্রকাশ করেন।[৫১] এটি একটি ফরাসি লোককাহিনী সংগ্রহ। ফ্রান্সের জনপ্রিয় লোককাহিনীগুলো এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর ফ্রান্সে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং ফরাসি শিশুদের পছন্দের গ্রন্থে পরিণত হয়। এ গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে এটি ইউরোপের লক্ষ লক্ষ শিশুর প্রিয় গ্রন্থে পরিণত হয়।

এভাবে আস্তে আস্তে শিশুতোষ সাহিত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে এ্যান্টোনী গ্যালন্ড ১৭০৪-১৭১৪ সালের মধ্যভাগে আরবী রূপকথার বিখ্যাত গল্প সংকলন 'আলফু লায়লা ওয়া লায়লা' এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এটি ইউরোপের শিশুদের মধ্যে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। এ সকল কাহিনীগুলো পাঠ করে ইউরোপের শিশুরা বেশ আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। অতঃপর ১৭৪৭/৪৯ সালে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম 'সাদীকাতুল আতফাল' নামে একটি শিশুতোষ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমালোচনার ভয়ে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকও নিজের নাম লুকিয়ে অপর একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। এ সময় কিছু কিছু শিশুতোষ গ্রন্থ বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং শত শত বছর পরও সেগুলো নতুন করে ছাপা হয়। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এ সকল শিশুতোষ গ্রন্থের ব্যাপক চাহিদার কারণে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এ গ্রন্থগুলো খ্যাতি লাভ করেছে। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - Treasure Island যা ১৮৮৩ সালে রচনা করেছেন Robert Lewis (১৮৫০-১৮৯৪)। এ গ্রন্থটি ইউরোপ আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশের শিশুদের নিকট খুব পরিচিত। অনুরূপভাবে The Kidnapped নামক অপর একটি গল্প ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিও শিশুদের খুব পছন্দের। এ পত্রিকাটি শিশুদের উপদেশমূলক বা নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক লেখার পরিবর্তে তাদের মানসিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ বিষয়ক লেখা বেশি প্রাধান্য পায়। ফলে এই পত্রিকাটি তৎকালীন শিশুদের মনের খোরাক যোগাতে বেশ ভূমিকা পালন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। তৎকালীন সময়ে রচিত অধিকাংশ শিশুতোষ গ্রন্থ শিশুদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা এবং নীতি-নৈতিকতা বিকাশের উদ্দেশ্যে রচিত। সে সময়ে প্রকাশিত কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল:

১. Advice to a Son (وصية لابن): ফ্রান্সিস ওয়েজবোর্ন ১৬৫৬ সালে এটি রচনা করেন।

২. 'التحدث للأطفال' : চেমস চেনোওয়াই ১৭২০ সালে এটি রচনা করেন।

---

[৫১] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৩. ‘كتاب للبنين و البنات’ : চুন ব্যানিয়ান এটি রচনা করেন।

৪. ‘السجع الريفي للأطفال’ ;

৫. ‘الزموز المقدسة’ ।

ইংল্যান্ডে ১৪৭৬ সালে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন উইলিয়াম ক্যাকসটন (১৪২২-১৪৯১)। ইংরেজি শিশুসাহিত্য বিকাশে তার কৃতিত্ব অপরিসীম। তিনি ইউরোপের বেশ কিছু লোককাহিনী মুদ্রণ করেন।[৫২]

পরবর্তীতে আরো কিছু শিশুসাহিত্য রচিত হয় । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড্যানিয়েল ডিফো (Danial Defoe –1659-1731) এর ‘রবিসনসন ক্রুসো’ (Robinson Crusoe) যা ১৭১৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং জোনাথন সুইফ্টের (Jonathan Swift:1667-1745) এর রচিত কাল্পনিক ভ্রমণ কাহিনী ‘গালিভার্স ট্রাভেলস্’ (Gulliver's Travels) যা ১৭১৬ সালে প্রকাশিত হয় ।[৫৩] এ গ্রন্থগুলো শিশু মহলে এখনো ব্যাপক সমাদৃত।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৫-১৯৩৯)

শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। এসময় ইউরোপ ও আমেরিকায় শিশুসাহিত্য সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। এখানে সাহিত্যের মান ও ভাষার সহজবোধ্য ব্যবহার উভয় দিক থেকেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এছাড়া বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শিশু মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব হওয়ার পর শিশুদের চাহিদা, তাদের মানসিকতা, তাদের ভাষার ব্যবহার, তাদের উপলব্ধির ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংস দেখে অনেক বয়স্ক মানুষই নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন নি। এহেন পরিস্থিতিতে তারা জাতির ভবিষ্যত শিশুদের পরিচর্যায় অধিক গুরুত্ব দেয়া শুরু করে। তখন বিভিন্ন বিষয়ে শিশুতোষ গ্রন্থাবলী রচিত হতে থাকে। এসব গ্রন্থে মানবিকতা, দেশপ্রেম, সততা, পরোপকার ইত্যাদি বিষয়ের সমাহার ঘটে।

এছাড়া এ সময় শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এসব সংগঠন শিশুদের অধিকার বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে থাকে। এরকম একটি সংগঠন হলো

---

[৫২] আতোয়ার রহমান, *শিশুসাহিত্য নানা প্রসঙ্গ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮) পৃ. ১৪

[৫৩] ড. আলী আল্ হাদীদী, *ফী আদাবিল আতফাল* (কায়রো : মাকতাবাতুল্ আনজালুল্ মুদার্‌রিয়াহ, ১৯৯২), সংস্ক. ৬, পৃ. ৭৩, আতোয়ার রহমান, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

'আল মিসফাত' (المصفاة)। এ সংগঠনটি শিশুদের জন্য ক্ষতিকর প্রকাশনা বন্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।[৫৪]

তৃতীয় পর্ব (১৯৪৫-বর্তমান)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শিশুসাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এ যুগকে শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।[৫৫] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিশুসাহিত্য উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের শিশু সাহিত্য অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে যায়। সেখানে শিশুতোষ গ্রন্থাবলী, সাময়িকী, পত্রিকা, চলচ্চিত্র, নাটক, লাইব্রেরি ও বিশেষ শিশুসংঘ উৎপত্তি লাভ করে। এসবের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার শিশুদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৩০ সালে আমেরিকায় যেখানে শিশুতোষ গ্রন্থের প্রকাশকের সংখ্যা ছিল ৪১০টি ১৯৬৫ সালে তা বেড়ে ৫৮৯৫ তে দাঁড়ায়। ১৯৮৫ সালে এ সংখ্যা ৯৭৮৯ এ পৌঁছায়।

অরওয়েল আইভেক শিশুসাহিত্যকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা:

১. **প্রাচীন যুগ** : প্রাচীন যুগে যে সকল শিশুসাহিত্য রচিত হয়েছে এবং এখনও আমাদের নিকট বিদ্যমান তা এর অন্তর্ভূক্ত। প্যাপিরাস গাছ থেকে তৈরী করা কাগজে লেখা প্রাচীন যুগের অসংখ্য পান্ডুলিপি এখনও বর্তমানে পাওয়া যায়।

২. **মধ্যযুগ** : পাদ্রী আদীরা (الأديرة) বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাচীন গল্পসমূহ সংগ্রহ করেন। এগুলো পরবর্তীর্তে শিশুদের জন্য প্রকাশ করা হয়। এছাড়া পাদ্রী লুহায (لوحظ) এ যুগে অসংখ্য কাব্যকাহিনী সংগ্রহ করেন।

৩. **মুদ্রণ যুগ** : পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর এ যুগ শুরু হয়। তখন ইউরোপে জনপ্রিয় লোককাহিনীগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৫৫০ সালে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিশুতোষ গ্রন্থ Horn Book প্রকাশিত হয়।

৪. **শিক্ষাদানের যুগ** : এ যুগের সূচনা হয় ১৭৬২ সালে ফরাসি সাহিত্যিক রুশোর 'এমিল' (اميل) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর। এ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। পূর্বের সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল শিশুদের আনন্দ দেয়ার জন্য। কিন্তু রুশোর এই গ্রন্থটি শুধু শিশুদের শিক্ষাদানের জন্যই রচিত। এর পর থেকে শিশুদের বয়স অনুযায়ী পুস্তক রচনা শুরু হয়। অষ্টাদশ

---

[৫৪] ড. আলী আল হাদীদী, *ফী আদাবিল আতফাল* (কায়রো: মাকতাবাতুল ইনজিলু আল মিসরিয়্যা, ১৯৯৭), ৬ষ্ঠ সংস্ক, পৃ. ৮৩।
[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে John Neubury (১৭১৩-১৭৬৭) শিশু সাহিত্যে দুটি নতুন উপাদান: উৎসাহ প্রদান ও আনন্দদান যুক্ত করেন।

আধুনিক যুগ : বিশ্ব শিশুসাহিত্যে আধুনিক বা সোনালী যুগের সূচনা ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে । এ যুগে শিশুসাহিত্যের অভাবনীয় সমৃদ্ধির জন্য যারা আলোচিত তাদের মধ্যে সবার আগে উল্লেখযোগ্য ইংল্যান্ডের লুই ক্যারলের (Lewis Carrol: 1832 –1898) Alice in wonderland (১৮৬৫) আর Alice through the looking glass (১৮৭১)। গ্রন্থ দুটি আজও শিশুদের কাছে লোভনীয়। কল্পনার মনোহারিত্ব আর এ্যাডভেঞ্চারের নাটকীয়তায় এ গ্রন্থ দুইখানি এখন কেবল সমগোত্রের রচনাবলীর মধ্যেই নয় সমগ্র বিশ্ব শিশুসাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবে আর. এম. ব্যালান্টাইন (১৮২৫-১৮৯৮) এর রচিত Gorilla Hunters এবং Coral Island (১৮৫৭) বেশ জনপ্রিয় গ্রন্থ ছিল। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ রবার্ট লুই স্টিভেনসনের (১৮০৫-১৮৯৪) Treasure Island যা ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়। স্টিভেনসনের আরো একটি জনপ্রিয় উপন্যাস Kidnapped ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।[৫৬] এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য যদিও বয়স্ক পাঠক কিন্তু এটি শিশুদেরও খুব পছন্দের।

নিছক শিশুসাহিত্য নিয়ে যারা লেখালেখি করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকার লুইসা মে আলকট (১৮৩২-১৮৮৮)। তিনি শিশুসাহিত্যের প্রথম সার্থক সামাজিক কাহিনীর রচয়িত্রী। তাঁর লিটল উইমেন (১৮৬৮) আর লিটল ম্যান শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে আজও অনন্য।[৫৭] এ যুগে ইটালির সর্বশ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক কার্লো কালাদি শিশুদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন দ্য এ্যাডভেঞ্চারস অব পিনোচিয়ো (১৮৯২) নামক গ্রন্থ রচনা করে। তিনি নীতিবাদের গায়ে কল্পনার রাঙা সুতো জড়িয়ে দেয়ার কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেন ।

আধুনিক যুগের শিশুসাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এনেছেন ফ্রান্সের একতর মালো (১৮২৮-১৯০৫) সুইজারল্যান্ডের ইয়োহানা স্পিরি (১৮২৭-১৯০১) এবং জাপানের তারো ইয়াশিম।[৫৮] কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের রচনাবলী আমাদের দেশে অপরিচিত। যেমন তাঁদের অপরিচিত পার্ল বাক (১৮৯২-১৯৭৩) এর শিশুতোষ রচনাবলী।

---

[৫৬] আতোয়ার রহমান, পৃ. ১৬, মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, পৃ. ১৯

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৫৮] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ বাংলা শিশুসাহিত্য

বাংলা শিশুসাহিত্যের সূচনা হয় পাঠ্যপুস্তক রচনার মাধ্যমে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতগণ সর্বপ্রথম মিশনারী ও দেশী ছাত্রদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু করেন। এই মিশনারী যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭)। বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্যের গোড়াপত্তন হয় ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'নীতিকথা' নামক গ্রন্থের মাধ্যমে। উপদেশমূলক ১৮টি গল্পের সমন্বয়ে প্রণীত এ গ্রন্থটি স্কুল পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হলেও প্রকৃত পক্ষে এটিই প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।[৫৯] শিশুদের মন-মেজাজ যাচাই, মনোবিশ্লেষণ, শিশুচিত্তের বিচিত্র প্রয়াস নিরূপণ, নীতি-ধর্মের প্রতি লক্ষ্য, জীবন গঠনের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ এবং শিশুচিত্তে আনন্দের খোরাক বিতরণের উদ্দেশ্যেই এসব পাঠ্যপুস্তক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বলা বাহুল্য, পাঠ্যপুস্তক রচনায় যাঁরা সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খ্রিস্টান ও হিন্দু পন্ডিতগণ। এছাড়া ধীরে ধীরে অন্যান্য হিন্দু লেখকও শিশুপাঠ্য রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ মনীষী পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রাথমিক পর্বে সার্থক ও সনামধন্য বলে বিবেচিত।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিশুসাহিত্যেও মুসলমানদের আগমণ বিলম্বিত হয়। বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ শুরু করেন হায়দার বক্স (১৮০৬)। এরপর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক মোজাম্মেল হক তাঁর পদ্যশিক্ষা রচনা করে বাংলা শিশুসাহিত্যে মুসলিম অবদানের সার্থক উদ্বোধন করেন। বিশ শতকে মুসলিম সাহিত্যিক ও পন্ডিতদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের জগতে অনেক লেখককে পাওয়া যায়। এঁদের কয়েকজন হলেন শেখ শাহ আব্দুল্লাহ, তফাজ্জল হোসেন, আফজালুন্নেছা, আব্দুল ওয়াহেদ, মোঃ মোবারক আলী, আলী আকবর খান, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, হবীবুল্লাহ বাহার, শামসুন্নাহার, কাজী আকরম হোসেন, আব্দুর রসিদ, গোলাম মোস্তফা, আব্দুল কাদির, মঈনুদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, জসীমউদ্দীন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী প্রমুখ শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিকবৃন্দ। মুসলিম শিশুসাহিত্য প্রকাশে যে সব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে তাদের মধ্যে মখদুমী লাইব্রেরী, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, মোহসিন এন্ড কোং, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, আল হামরা লাইব্রেরি, রশীদিয়া লাইব্রেরি ইত্যাদি। বস্তুত মুসলিম

---

[৫৯] *বাংলাপিডিয়া*, খ. ৯, পৃ. ৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

পরিচালিত পত্র-পত্রিকা এবং মুসলমান রচিত গ্রন্থ ব্যতিরেকে এ কাজটি অনেক দিন ধরেই অবহেলিত ও উপক্ষিত হয়। মুসলমান লেখকদের পাঠ্যপুস্তক রচনায় উৎসাহী ও নিয়োজিত করার প্রয়াসেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সে দিন নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিশু পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়াও আহ্বান জানিয়েছিলেন :

> "প্রথমেই চাই মুসলমান বালক-বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তক। কি পরিতাপের বিষয় আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম, শ্যাম, গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে, গোপাল বড় ভাল ছেলে। কাসেম বা আবদুল্লাহ কেমন ছেলে, সে তাহা পড়িতে পায় না। এখন হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ উপ্ত হইল। ... স্বভাবত তাহার ধারণা জন্মিয়া যায়, আমরা মুসলমান ছোট জাতি, আমাদের মধ্যে বড়লোক নাই। এই সকল পুস্তক দ্বারা তাহাকে মুসলমানিত্বহীন করা হয়। ...
>
> স্কুল পাঠ্য ইতিহাস সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাতে বুদ্ধ দেবের জীবনী চারিপৃষ্ঠা আর হজরত মোহাম্মদের জীবনী অর্ধপৃষ্ঠা মাত্র। অথচ ক্লাশে একটি ছাত্রও হয়ত বৌদ্ধ নহে, আর অর্ধাংশ ছাত্র মুসলমান।"

465930

শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখের রচনার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের বোধোদয় ১৮৫১, কথামালা (১৮৫৬) চরিত্রাবলী (১৮৫৬) বর্ণ পরিচয় (১৮৮৫), অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ (৩ খন্ড, ১৮৫০-৫৫) এবং স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত বালক পত্রিকার উল্লেখ করা যায়।

তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে রবীন্দ্র যুগ। রবীন্দ্র পূর্ব যুগের শিশুসাহিত্য মূলত জ্ঞানমূলক, উপদেশমূলক ও নীতিকথামূলক, কিন্তু রবীন্দ্রযুগের শিশুসাহিত্য মুখ্যত আনন্দমূলক । সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় শিশুরা উপেক্ষিত হয় নি। তাঁর 'শিশু' (১৯০৬) কাব্যগ্রন্থেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া হেমেন্দ্র প্রাসাদের 'আষাঢ়ে গল্প' (১৯০১), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিরাশি' (১৯০২), দক্ষিণাবঞ্জেনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৮), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত পেতনী', নজরুলের 'ঝিঙে ফুল' (১৯২৬) ইত্যাদি গ্রন্থ বাংলার শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'মুকুল', 'প্রকৃতি' (১৯০৭) 'সন্দেশ' (১৯১৪) , 'মৌচাক' (১৯২১), 'শিশুসাথী' (১৯২২), 'খোকাখুকু' (১৯২৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তান যুগে (১৯৪৭-৭০) মুসলিম শিশুসাহিত্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের প্রকোপ অনেকটা স্তিমিত, আবহাওয়া শান্ত, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যারা এ সময় পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সৃষ্টিতে ছিলেন নিবেদিত, তাঁরা শিশুপাঠ্যতার বাইরে নিছক আনন্দ, সন্তোষ, কল্পনাবিলাস এবং জীবন গঠনোপযোগী শিশু সাহিত্য সৃষ্টির পথ বেছে নেন।

এদের দলে ছিলেন শেখ হবিবর রহমান, ইব্রাহীম খাঁ, শেখ ফজলল করিম, গোলাম মোস্তফা, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, মোঃ নাসির আলী, কাদের নওয়াজ, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, হাবীবুর রহমান প্রমুখ শিশুসাহিত্যিক। ছড়া-কবিতা, জীবনী, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস, হাস্য-কৌতুক, ধাঁধার বিচিত্র সাজিতে এঁরা বাংলা শিশুসাহিত্যের মুগ্ধ ভুবনকে প্রসারিত করেন। কুরআন-হাদীস, ইসলামের চার খলীফা, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সমাজ ব্যবস্থা, মুসলিম বিশ্বের বিবিধ গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান, মুসলিম বীর ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি লেখকগণ লেখনী চালনা করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন শিশু পত্রিকাগুলোই এই মহৎ কর্মকে তুরান্বিত করে। এই পত্রিকার সারিতে আমরা পাই :

পাক্ষিক মুকুল (১৯৪৮), মাসিক আজান (১৯৪৮), পাক্ষিক নতুন আলো (১৯৪৮), মাসিক দ্যুতি (১৯৪৯), মাসিক হুল্লোড় (১৯৫০), মাসিক সবুজ নিশান (১৯৫১), মাসিক প্রতিভা (১৯৫৩), মাসিক খেলাঘর (১৯৫৪), পাক্ষিক সেতারা (১৯৫৫), মাসিক সবুজপাতা (১৯৬২), মাসিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (১৯৬৫), মাসিক টাপুর-টুপুর (১৯৬৬), মাসিক নবারুণ (১৯৭০) প্রভৃতি।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিশুসাহিত্যের প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। শিশুদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি সূচনালগ্ন থেকে শিশুসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশুসাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য প্রতি বছর একজন বাংলাদেশি শিশুসাহিত্যসেবীকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার বাংলা ১৩৯৬ সাল থেকে প্রদান করা শুরু করে। অদ্যাবধি তা অব্যাহত রয়েছে। দেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিয়মিত শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছে। উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানসহ ঐতিহ্য, মুক্তধারা ইত্যাদি খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থাও শিশুতোষ প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনও শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ও আনন্দদানের লক্ষ্যে হরেক রকম শিশুতোষ প্রোগ্রাম পরিবেশন করছে, যা শিশুদের দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৪. আরবী শিশুসাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

৪.১ প্রাচীন আরবী শিশুসাহিত্য

জাহেলী যুগে কিছু শিশুতোষ কবিতা বা সঙ্গীত পাওয়া যায় যেগুলো শিশুদেরকে নিয়ে রসিকতা বা হাসি ঠাট্টাচ্ছলে বলা হত। কখনো কখনো শিশুদের নৃত্যের তালে তালে এ সকল সঙ্গীত আবৃতি করা হত। আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম এর স্ত্রী نتيلة النمرية তাঁর পুত্র আব্বাসকে নাচা-নাচি করিয়ে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে আনন্দ দেওয়ার জন্য পিতার নিকট প্রেরণ করেন। তখন আবদুল মুত্তালিব কবিতা আবৃত্তি করেন:

ظني بعباس حبيبي ان كبر　　　ان يمنع القوم النوم اذا ضاع الدير

وينزع السجل اذا اليوم اقمطر　　　و يسبأ الزق السجيل المنفجر [৬০]

“আমি মনে করি, আমার প্রিয় বৎস আব্বাস বড় হয়ে জাতিকে রক্ষা করবে। যখন জাতির পশ্চাৎমুখী একটি অংশ অভাবের তাড়নায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে।

যুদ্ধের সময় জাতির ক্রান্তি লগ্নে বিজয়কে ছিনিয়ে আনবে এবং জাতিকে পানি পান করানোর জন্য বিশাল জলাধার ক্রয় করবে।”

কখনো কখনো অভিবাকরা সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত প্রত্যাশা করে শিশুদের নাচাত আর মুখে মুখে কবিতা আবৃত্তি করত। মুহাম্মদ (স.) এর চাচা যুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব মুহাম্মদ (স.) কে তার ক্রোড়ে বসিয়ে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় আবৃত্তি করেন:

محمد بن عبدم　　　عشت بعي أنعم

ودولة مغنم　　　في فزع عز أسنم [৬১]

“হে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ, তুমি সুখী জীবন যাপন করবে
সম্মানের উচ্চ শিখরে প্রাচুর্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবে।”

আসমা বিনত আবু বকর (রা.) তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহ ইবন আয যুবাইরের শৈশবের কিছু কার্যকলাপ দেখে অনুমান করেন যে, এ ছেলে একদিন অনেক বড় হবে এবং বক্তৃতায় তার বন্ধুদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে । ভবিষ্যতের এ স্বপ্নকে তিনি বাণীবদ্ধ করেন কবিতার মাধ্যমে:

---

[৬০] ড. মুহাম্মাদ আল আল হারমী, *আদাবুল আতফাল* (সৌদী আরব: দারুল মা'আলিম আছ ছাক্বাফিয়্যাহ, ১৯৯৬) সংস্ক. ১, পৃ. ৩৬
[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

Dhaka University Institutional Repository

أبيض كالسيف الحسام الإربريق

بين الحواري وبين الصديق

ظني به ورب ظن تحقيق

ولله أهل الفضل أهل التوفيق [৬২]

"আমার ছেলের ভবিষ্যত তার সঙ্গী ও সাথিদের মধ্যে মসৃণ তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারীর মতো সবচেয়ে উজ্জ্বল;

আমার ধারণা, আর অনেক ধারণা সঠিক হয়; সে সম্মানিত ও সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।"

জাহেলী যুগে গল্প বলতে ছিল বিভিন্ন ঘটনা ও জনপ্রিয় কল্পকাহিনী যা সাধারণত তাঁবুর ভিতর বড় ছোট সবার জন্য বলা হত। বিশেষ করে জাহিলী রমণীগণ তাদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনা ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শুনাত এবং অতীতকালের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস তুলে ধরত। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মনোবল সুদৃঢ় করা এবং গোত্রপ্রীতি বৃদ্ধি করা।

ইসলামী যুগ (৬২২-৬৬১ খ্রি.)

ইসলামের আগমনের ফলে জাহিলী গল্পের রূপ পরিবর্তিত হয়ে ধর্মীয় গল্পের প্রসার ঘটে। কুরআন মাজীদে, আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে হেদায়েত ও উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে গল্পকে অন্যতম মাধ্যম হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ [৬৩]

"অতএব আপনি এসব কাহিনী বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা করে।"

এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য তুলে ধরেছেন প্রাচীন কালের অনেক জাতির ধ্বংসের কাহিনী। যেমন আদ ও সামূদ জাতি। ফের'আউনকে পানিতে ডুবিয়ে মারা। বনী ইসরাঈল ও মূসা (আঃ) কে নাজাত দান। অনুরূপভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা, যাকে সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম ঘটনা বলে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ . [৬৪]

---

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

[৬৩] সূরা আ'রাফ : ১৭৬।

[৬৪] সূরা ইউসূফ : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি আপনার কাছে অতি উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি।"

ইসলামের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও নব মুসলিম সাহাবীদের প্রতি মক্কার কাফির মুশরিকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের করুণ কাহিনী, রাসূলুল্লাহ (স.) এর হিজরত কাহিনী, রাসূল (স.) মদীনা শরীফে হিজরতের সময় মদিনার শিশু, বালক ও বৃদ্ধ সকল লোকজন রাসূল (সা.) কে ইসতিকবাল জানানোর জন্য অধীর আগ্রহে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছিল। অভিভাবকরা শিশুদেরকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও শিশুরা যেত না। রাসূলে (সা.) এর আগমনের অপেক্ষায় থাকত - যে শিশুটি প্রথম রাসূলকে দেখলেন তখন সে মনের মাধুরী মিশিয়ে চিৎকার করে বলে উঠে :

طلع البدر علينا　　　من ثنيات الوداع

و جب الشكر علينا　　　ما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا　　　جئت بالأمر المُطاع

جئت شرفت المدينة　　　مرحبا يا خير داع[৬৫]

হযরত উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ ও বীরদর্পে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে মদীনায় হিজরতের কাহিনী , রাসূল (সা.) এর মিরাজের ঘটনা ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ। হস্তী বাহিনীর ধ্বংসের ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করে সূরা ফীল অবতীর্ণ করা হয়। মারইয়াম আ. এর জন্ম এবং অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ফল-ফলাদি প্রেরণ, অতঃপর এ মরিয়াম আ. থেকে ঈসা আ. কে পিতা ব্যতীত দুনিয়াতে প্রেরণ - এ সকল অনেক অলৌকিক ঘটনা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ঈসা আ. কর্তৃক মুখ দিয়ে কথা বলা এবং এ সদ্য জন্মপ্রাপ্ত শিশু তাঁর মা জননী মরিয়ামের পবিত্রতার ঘোষণা এ ঘটনা শিশুদের আনন্দ দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কুদরত, ক্ষমতা, শক্তি তথা আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে শিশুদের হৃদয়ে একটি ধারণা শিশুকাল হতে লালন করতে পারবে। রাসূল (স.) নিজে শিশুদের কুরআন শরীফ ও অন্যান্য জরুরী বিষয় শিক্ষা দিতেন। একদা হাসান (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (স.) তথা নাতীকে নানাজান কিছু দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যা বিতরের নামাজে পড়া হয়। এ বিষয়ে হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন,

عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر {اللهم أهدني فيمن هديت ، و عافني فيمن عافيت ، و تولني فيمن توليت ، و بارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي و لا يقضى عليك ، و إنه يذل من واليت ، تباركت ربنا و تعاليت}[৬৬]

---

[৬৫] আহমাদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম* (কায়রো: ১৯৫৫), পৃ. ১৯।
[৬৬] ড. আযাহির মুহীউদ্দীন আল আমীন, *আদাবুল আতফাল ওয়া ফুনূনুহু* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৬), পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে এগুলো শিক্ষা করেন তখন শিশু ছিলেন। কেননা যখন রাসূলুল্লাহ (স.) ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়স দশ বছর থেকে কম ছিল।

অনুরূপভাবে রাসুল (স.) এর ওফাতের পর পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণ তাদের সন্তানদের এর সুহবাত থেকে হতে রাসুল (স.) এর সীরাত, মু'জেযাসমূহ, কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলী শুনাত । শিশুরা এগুলো শুনে যুগপৎ আনন্দ পেত ও সাহস সঞ্চয় করত।[৬৭]

উমাইয়্যা যুগ (৬৬১-৭৫০.খৃ.)

মু'আবিয়ার আমলে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে মসজিদে রাজনৈতিক দাওয়াতের প্রচার প্রসারে গল্পকে মূল্যবান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত। উক্ত আমলে ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গল্পের বেশ প্রচলন ছিল। এ সময়ে খলিফাদের সন্তানদের ইসলামী জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য এক ধরণের বিশেষ শিক্ষক দল ছিল যাঁদের المأديون বলা হত। এরা খলিফাদের শিশু সন্তানদেরকে কুরআন, হাদীস, উপদেশমূলক আরবী কবিতা শিক্ষা দিতেন। একদা খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক তাঁর সন্তানের শিক্ষক মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করে তার ছেলে কখন, কি এবং কিভাবে শিক্ষা দিবে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন,

أول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ، و تقرئه في كل يوم عشرا يحفظه حفظ رجل يريد التكسب به ، ثم روّه من الشعر أحسنه ، ثم تخلل به في أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم ، و بصره بطرف من الحلال و الحرام ، و الخطب و المغازي ، ثم أجلسه كل يوم للناس ليتذكر .[৬৮]

তবে উমাইয়্যা আমলের শেষ দিকে এবং আব্বাসী আমলে যারা আরব ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করেছেন, লেখালেখি করেছেন বা সংকলন করেছেন তারা তাদের সকল প্রচেষ্টা বড়দের সাহিত্যের মধ্যেই ব্যয় করেছেন তাঁরা শিশুতোষ সাহিত্যের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় নি।[৬৯] শিশুসাহিত্যের কিছুই সংকলন করে নি। ফলে পরবর্তী গবেষকগণ সম্পূর্ণ সন্দেহ, অনুমান ও আন্দাজের অন্ধকারে নিপতিত হয়। অনেক অনুসন্ধান করে কিছু গানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; যেগুলো বড়রা ছোটদের নিয়ে নৃত্য করত আর গান গাইত।

---

[৬৭] মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, পৃ. ১৭

[৬৮] যায়নাব বীরাহ জাকলী, *আদাবুল আতফাল ফীল আসরিল হাদীস* (আম্মান: দারুদ দিয়া, ২০১০), পৃ. ১৫-১৬।

[৬৯] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসী যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ইসলামের ছায়াতলে আসায় আরবদের সাথে অনারবদের মেলামেশার ফলে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি যেমন ফারসী, রোম, গ্রীক ও মিসরীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। তৎকালীন সময়ে ঘরে ঘরে এমন অনেক মহিলা পাওয়া যেত যারা শিশুদেরকে বিভিন্ন কাহিনী শুনাত। এ আমলে প্রাচীন ভারতীয় গল্পভান্ডার হতে كليلة ودمنة ও الف ليلة وليلة নামক বিশ্ববিখ্যাত গল্প সংকলন দুইটি আরবীতে অনূদিত হয়। উক্ত সময়ে আরো কিছু গল্প সংকলনের প্রকাশ ঘটে। যেমন, حى بن يقظان , سيف بن ذي يزن , سيرة عنترة

উমাইয়া ও আব্বাসী আমলে রচিত এ সব গল্পভান্ডার মূলত বয়স্কপাঠ্য রূপে রচনা করা হয় কিন্তু বর্তমানকালে এগুলো শিশুসাহিত্যের মূল উৎস বলে বিবেচনা করা হয়।[৭০]

৪.২ আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্যের উৎস ও বিকাশ

আধুনিক আরবী সাহিত্যের একটি অভিনব ও বেশ আলোচিত শাখা হল শিশুসাহিত্য। প্রাচীন কালে এ সাহিত্যের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও সাহিত্য ও শৈল্পিক বিচারে সেগুলো শিশুসাহিত্যের আওতায় পড়ে না।[৭১] সাহিত্য ও শৈল্পিক বিচারে আধুনিক আরবী সাহিত্যে সর্বপ্রথম শিশুসাহিত্যের আগমন ঘটে উনবিংশ শতাব্দির সত্তর দশকে। সত্তর দশকের কখন হতে, কার মাধ্যমে আধুনিক আরবী শিশু সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় এ নিয়ে দুইটি বক্তব্য পাওয়া যায়:

প্রথম বক্তব্য

অধিকাংশ সাহিত্যিকদের মতামত হলো, আরবী শিশু সাহিত্যের সর্বপ্রথম সূচনা হয় ১৮৭৫ সালে প্রখ্যাত আরব সাহিত্যিক রিফা'আহ আত-তাহতাভী এর মাধ্যমে। তিনি ইংরেজি শিশু সাহিত্যের অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যে এ নতুন শাখার শুভ সূচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিত শিশুতোষ

[৭০] হানান আব্দুল হামীদ আল 'আনানী, পৃ. ১৪

[৭১] মুহাম্মাহ বিন আস্ সাইয়্যিদ ফারাজ, *আল আতফাল ওয়া কিরাআতুহুম* (আল কুয়েতঃ শারিকাতুর রাবিআ'ন লিন নাশার ওয়াত তাওযী' , ১৯৭৯) পৃ. ৫১, মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, *মুকাদ্দিমাতুন ফী আদাবিল আতফাল* (ত্রিপলী, আল মানশাআতুল 'আম্মাহ লিন্ নাশর ওয়াত তাওযী' ওয়াল ই'লান, ১৯৮৫) পৃ. ২০, ড. আলী আল্ হাদীদী, *ফী আদাবিল আতফাল* (কায়রো, মাকতাবাতুল্ আনজালুল্ মুদার্‌রিয়াহ, ১৯৯২), সংস্ক. ৬, পৃ. ৩৪৫। তবে ড. আহমাদ যালাত দাবি করেন, সর্বপ্রথম আরবী শিশুসাহিত্য নিয়ে আসেন মুহাম্মাদ উসমান জালাল (১৮২৮-১৮৮৯)। তিনি ফরাসি সাহিত্যিক La Fontaine (1621-1695) এর কতিপয় শিশুসাহিত্য আরবীতে অনুবাদ করেন। যা العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ নামক শিরোনামে ১৯৪৯-১৯৫৪ সালে প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ হলোঃ হিকায়াতুল আতফাল - উকলাতুল আসবা (حكايات الأطفال – عقلة الصباع)। এ মতামতের স্বপক্ষে কতিপয় শিশু সাহিত্যিকদের বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো :

১. ড. আলী হাদীদী বলেন,

"يمكن القول بأن أول ما دون باللغة العربية من أدب الأطفال ، في عصرنا الحديث ، مما أعد خاصة ليقرأه الصغار ، لم يؤلفه عربي ابتداء ، و إنما ترجم من اللغة الإنجليزية . ذلك أن رائد النهضة التعليمية العربية في القرن التاسع عشر ، رفاعة رافع الطهطاوي ، أدخل قراءة القصص و الحكايات في منهج الدراسة لتلاميذ ((مدارس المبنديان)) المرحلة الابتدائية على عهد محمد على بمصر ."[৭২]

(এ কথা বলা যায় যে, আধুনিক যুগের আরবী শিশুসাহিত্যে শিশুদের পাঠযোগ্য যে গ্রন্থ পথম রচিত হয়েছে তা কোন আরব লেখকের মৌলিক গ্রন্থ নয়। বরং তা ইংরেজি ভাষা হতে অনূদিত গ্রন্থ। আর উনবিংশ শতাব্দিতে আরবী শিক্ষা পুনর্জাগরণের পথিকৃত রিফা'আহ রাফি' আত তাহতাভী মিশরে মুহাম্মদ আলী পাশার যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন গল্প ও কাহিনী অন্তর্ভুত করেছেন।)

২. মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব বলেন,

فإن أول من قدم كتابا للأطفال العرب هو ((رفاعة الطهطاوي)) و ذلك حينما رأى أن أطفال أوربا ينعمون بقراءة أنواع مختلفة من الكتب التي كتبت خصيصا لهم ، فقام بترجمة كتاب انجليزي إلى اللغة العربية و هو عبارة عن مجموعة من الحكايات و كان اسمه ((عقلة الصباع)) .[৭৩]

(আরব শিশুদের জন্য সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছেন তিনি হলেন রিফা'আহ আত তাহতাভী। আর এ কর্মটি তিনি তখন সম্পাদন করেছেন যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, ইউরোপীয় শিশুরা তাদের জন্য বিশেষভাবে রচিত বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ পাঠ করে আনন্দ উপভোগ করছে। তিনি একটি কাহিনী সংকলন গ্রন্থ আরবী অনুবাদ করেন এবং তার নামকরণ করেন 'عقلة الصباع'।)

---

[৭২] ড. আলী আল হাদীদী, *ফী আদাবিল আতফাল* (কায়রোঃ মাকতাবাতুল্ আনজালুল্ মুদারবিয়াহ, ১৯৯২), সংস্ক. ৬, পৃ.৩৪৫।

[৭৩] মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব, *মুকাদ্দামাতু ফী আদাবিল আতফাল* (ত্রিপলীঃ আল মানশাআতুল আম্মাহ, ১৯৮৫), পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ড. আযাহির মুহীউদ্দীন আল আমীন বলেন,

و أول ما دون باللغة العربية في عصر النهضة في أدب الأطفال لم يؤلفه عربي و إنما ترجم من اللغة الإنجليزية ، ذلك أن رائد النهضة التعليمية العربية في القرن التاسع عشر رفاعة بك رافع الطهطاوي ، أدخل قراءة القصص في منهج الدراسة للمرحلة الابتدائية على عهد محمد علي .[৭৪]

(আধুনিক যুগে শিশুসাহিত্যের প্রথম যে গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে তা আরবী ভাষায় রচিত হয় নি। বরং সেটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। আর এ কাজটি উনবিংশ শতাব্দিতে করেছিলেন আরবী শিক্ষার পুনর্জাগরণের অগ্রদূত রিফা'আহ আত তাহতাভী। তিনি মুহাম্মদ আলী পাশার আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন গল্প অন্তর্ভুক্ত করেছেন।)

৪. ড. আব্দুল ফাত্তাহ আবূ মুআলী বলেন,

و ظهر خاصة في مصر على يد محمد علي عن طريق الترجمة نتيجة اختلاطهم بالغرب و كان أول من قدم كتابا مترجما عن اللغة الانكليزية في مصر (رفاعة الطهطاوي) و كان مسؤولا عن التعليم .[৭৫]

(পাশ্চাত্যের সাথে মিশরীয়দের যোগাযোগের সুবাদে অনুবাদের মাধ্যমে মুহাম্মদ আলীর তত্ত্বাবধানে মিশরে বিশেষ শিশুসাহিত্যের প্রকাশ ঘটে। মিশরে ইংরেজি ভাষা হতে অনূদিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম যিনি নিয়ে আগমন করেন তিনি হলেন রিফা'আহ আত তাহতাভী। তখন তিনি শিক্ষা বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।)

৫. ড. সা'দ আবুর রিদা বলেন,

و بالنسبة لأدبنا العربي في العصر الحديث ، يمكن أن يعد إدخال رفاعة الطهطاوي (١٨٠١م–١٨٧٣م) قراءة قصص الأطفال في المرحلة الابتدائية ، في منهج مدارس المبتديان و غيرها بمصر ، أول محاولة للعناية بأدب الأطفال و دوره في تنشئتهم .[৭৬]

(আধুনিক যুগে আমাদের আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, মিশরে প্রাথমিক বা অন্যান্য পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে শিশুকাহিনী পাঠকে অন্তর্ভুক্ত করেন রিফা'আহ আত তাহতাভী। ইহাকে শিশুসাহিত্যের প্রথম প্রচেষ্টা বলে গণ্য করা হয়।)

---

[৭৪] ড. আযাহির মুহীউদ্দীন আল আমীন, *আদাবুল আতফাল ওয়া ফুনূনুহু* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৬), পৃ. ৫৪।
[৭৫] ড. আব্দুল ফাত্তাহ আবূ মুআলী, *আদাবুল আতফাল* (আম্মানঃ দারুশ শুরূক, ১৯৮৮), পৃ. ৩১।
[৭৬] ড. সা'দ আবুর রিদা, *আন নাসসুল আদাবী লিল আতফাল* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল উবাইকান, ২০০৫), পৃ. ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ড. সামীহ আল মুগলী ও অন্যান্যরা বলেন,

ظهرت الكتب المترجمة للأطفال في مصر زمن محمد علي ، و كان أول من قدم كتابا مترجما عن اللغة الإنجليزية إلى الأطفال هو رفاعة الطهطاوي الذي كان مسؤولا عن التعليم في ذلك الوقت . و كان الطهطاوي مربيا فاضلا .[৭৭]

(মুহাম্মদ আলী পাশার আমলে মিশরে শিশুদের জন্য অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আর সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য ইংরেজি হতে অনূদিত গ্রন্থ যিনি নিয়ে আসেন তিনি হলেন রিফা'আহ আত তাহতাভী। তিনি তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বশীল ছিলেন। আর রিফা'আহ তাহতাভী একজন সম্মানিত মুরব্বী ছিলেন।)

দ্বিতীয় বক্তব্য

আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা নিয়ে অপর একটি মত পাওয়া যায়। আর তা হলো: আরবী শিশুসাহিত্যের সর্বপ্রথম সূচনা ঘটে ১৮৭০ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ওসমান জালাল এর 'আল উয়ূনুল ইউয়াকিয' (العيون اليواقظ) নামক শিশুতোষ অনূদিত কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। এ গ্রন্থটি ফরাসি বিখ্যাত কথাশিল্পী লাফুনতিন এর পশুপাখির ভাষায় লিখিত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ গ্রন্থ। এটা আরবী শিশুসাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ বলে দাবী করেন প্রখ্যাত নাট্যকার ও শিশুসাহিত্যিক ড. আহমদ যালাত[৭৮]। তিনি বলেন, এ গ্রন্থটি মুহাম্মাদ উসমান জালাল ১৮৪৯-১৮৫৪ সালের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। তার মতের স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ তিনি উপস্থাপন করেন উক্ত গ্রন্থের বিশ্লেষক কবি আমের বুহাইরি কর্তৃক উসমান জালালের নিজস্ব একটি উক্তি। তা হলো :

(... أخذت أترجم في الأوقات الخالية كتاب العلامة الفرنسي الكبير لافونتين ... و هو من أعظم كتاب الأدب الفرنسية المنظومة على لسان الحيوان على نسق كتب الصادح و الباغم ، و فاكهة الخلفا ... و سميتها العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ ... و تعاقدت مع رجل فرنسي يدير مطبعة من الحجر ، و لكنه أخلف وعده لي ، فجهزت أخرى ، و أنفقت عليها كل ما عندي .. فلما تم طبعها عرضتها على العزيز عباس باشا الأول ... و كان واسطتي إليه المغفور له مصطفى فاضل باشا ... فرمى كتابي في وجه حامله)[৭৯]

---

[৭৭] ড. সামীহ আল মুগলী ও অন্যান্য, *দিরাসাতু ফী আদাবিল আতফাল* (আম্মানঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৩), পৃ. ১৭।
[৭৮] ড. আহমদ যালাত, *'আদাবুল আতফাল বাইনা আহমাদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল'*, *'আদাবুত তুফূলাহ বাইনা কামিল কাইলানী ওয়া মুহাম্মাদ হারাভী'*, *'মাদখাল ইলা আদাবিত তুফূলাহ'*, *'আদাবুত তুফূলাহ'* ।
[৭৯] ড. মুহাম্মদ আবূ সালিহ আশ শানতী, *ফী আদাবিল* আতফাল (সৌদি আরবঃ দারুল আন্দালুস, ১৪১৬ হি.), পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

(অবসর সময়ে আমি অনুবাদ করতাম ফরাসি মহাপন্ডিত লাফুনতিনের গ্রন্থের। ... তার গ্রন্থটি ছিল ফরাসি সাহিত্যের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ যা الصادح و الباغم এবং فاكهة الخلفاء গ্রন্থের বিন্যাসে প্রাণীর ভাষায় কাব্যিক ধারায় রচিত। ... আমি এর নাম করণ করেছি العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ শিরোনামে। আমি গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যাপারে একজন ফরাসি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করেছিলাম যিনি প্রকাশনার প্রধান ছিলেন। কিন্তু আমার সাথে তারা ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। অতঃপর আমি অপর একজন ঠিক করি এবং আমার যা অর্থকড়ি ছিল তা ব্যয় করি। যখন ছাপানোর কাজ শেষ হল তখন আমি প্রথম আব্বাস পাশার খেদমতে উপস্থাপন করলাম মরহুম মোস্তফা ফাদিল পাশার মধ্যস্থতায়। তিনি আমার উক্ত গ্রন্থটি বাহকের মুখে নিক্ষেপ করে ফেলে দিলেন।)

ড. হাদী নু'মান আল হাইতীও এ মতামতের অনুসারী হয়ে বলেন,

كانت الترجمة مصدرا مهما لأدب الأطفال في الوطن العربي ، منذ أن بدأ هذا الأدب بالظهور .. و كان محمد عثمان جلال (١٨٣٨-١٨٩٨) من أوائل الذين ترجموا ((بتصرف يقرب من الاقتباس)) لافونتين في ديوانه ((العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ)) في مئتي حكاية منظومة ، و قد أضاف بتصرفه في الترجمة بعضا من الحكايات العربية .[৮০]

(আরবী শিশুসাহিত্য ধারাটি প্রকাশের সূচনালগ্নে আরব বিশ্বে অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। প্রথম সারির অনুবাদকদের অন্যতম ছিলেন মুহাম্মদ উসমান জালাল। তিনি সামান্য কিছু পরিবর্তন করে লাফুনতিনের কাব্যকাহিনী অনুবাদ করেন العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ শিরোনামে। সেখানে দুইশতটি কাব্যকাহিনী স্থান পেয়েছে। তিনি কিছু পরিবর্তন করতে গিয়ে কবিতায় আরবী কাহিনী সংযোজন করেছেন।)

পর্যালোচনা

উপরিউক্ত দুইটি বক্তব্য পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয়ে যে প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ উসমান জালালের العيون اليواقظ অনুবাদগ্রন্থটি পূর্বে রচিত গল্পগ্রন্থ কালীলাহ ওয়া দিমনার নতুন সংস্করণ এর অনুরূপ। এ গ্রন্থটি তাহতাবীর অনূদিত গ্রন্থ عقلة الصباع এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। এ কথায় তো প্রমাণিত হয় না যে, এটা শিশুতোষ প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। প্রথমত এ অনূদিত গ্রন্থটি পূর্বে

[৮০] ড. হাদী নু'মান আল হাইতী, *ছাকাফাতুল আতফাল* (আলামুল মা'রিফাহ, তা.বি.), পৃ. ১৯৫-১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

অনূদিত গল্প গ্রন্থ কালীলাহ ওয়া দিমনার নতুন সংস্করণ এর অনুরূপ মনে করা হয়। তাই তা শিশু সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত নয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে ড. মুহাম্মদ সালিহ আশ শানতী উল্লেখ করেন,

في اعتقادي أن هذه الحكايات لم تكن مخصصة في صميمها للأطفال بل إن ما قال ناظمها في وصفها لأكبر دليل على ما ذهبت إليه :

و انظر فتلك روضة المعاني	و دوحة المنطق و البيان
نظمتُ فيها مائتي حكايةْ	و كلها في الحسن غاية
فيها إشاراتٌ إلى مواعظ	نافعةٌ لكل واعٍ و حافظِ
ضمّنتها أمثالها و الحكما	و ربما استعرت قول الحكما [৮১]

অর্থাৎ, আমার বিশ্বাস এ সকল কাহিনীকে রচনাকালে শিশুদের উপযোগী করে রচনা করা হয় নি। আমার এ মতামত সঠিক হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, কবি নিজে উক্ত কাহিনীগুলো রচনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

فيها إشارات إلى مواعظ نافعة لكل واع و حافظ

এ উপদেশমালায় উপকারী নির্দেশনা রয়েছে সকল স্মরণকারী ও হেফাযতকারীর জন্য।

কবির এ বক্তব্যের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, উক্ত কাহিনীমালা শিশুদের জন্য নয়– বরং সকলের জন্য। অতএব এ কারণে বলা যায় যে, উক্ত গ্রন্থটি শিশুদের উদ্দেশে রচিত হয় নি। ড. আহমদ যালাত দলিল হিসেবে উসমান জালালের যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সে বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত গ্রন্থটি তাহতাভীর আগে রচিত হয়েছে। তবে এটা যে শিশুদের উদ্দেশে রচিত হয়েছে এ ধরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সিদ্ধান্ত

১. আধুনিক আরবী সাহিত্যে শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থ হলো রিফাআহ আত তাহতাভীর عقلة الصباع । উক্ত দুই গ্রন্থের শিরোনাম বিবেচনা করলেও তাহতাভীর গ্রন্থটির নামই প্রমাণ করে যে, ইহা শিশুতোষ কাহিনী গ্রন্থ।

২. আধুনিক আরবী সাহিত্যে শিশুতোষ সাহিত্যে সর্বপ্রথম সূচনা ঘটে ১৮৭৫ সালে। কারণ তাহতাভীর অনূদিত গ্রন্থটি ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।

[৮১] ড. মুহাম্মদ আবূ সালিহ আশ শানতী, *ফী আদাবিল আতফাল* (সৌদি আরবঃ দারুল আন্দালুস, ১৪১৬ হি.), পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পর্ব : অনুবাদ পর্ব (১৮৫০-১৯২০ খ্রি.)

আরবী শিশুসাহিত্যও অন্যান্য শাখার ন্যায় অনুবাদের হাত ধরে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করে। আর তাও ইউরোপের সাথে আরবদের মেলামেশার পর। কারণ রিফায়া আত-তাহতাভী যখন দেখতে পেলেন যে, ইউরোপের শিশুরা তাদের জন্য লিখিত বিশেষ গ্রন্থাদি পড়ে আনন্দ লাভ করে, তৃপ্তি পায়। তখন এ ধরণের গ্রন্থগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি এ ধরণের শিশুতোষ বই সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং ইউরোপের কতিপয় শিশুতোষ গল্প তিনি আরবীতে অনুবাদ করতে থাকেন। তাঁর সর্বপ্রথম অনূদিত শিশুতোষ গল্প হল 'উকলাতুল আসবা' (عقلة الصباع) আর এটা সর্বপ্রথম আরবী শিশুতোষ গ্রন্থ ।[৮২]

রিফায়া' আততাহতাভীর ওপর যখন মিশরের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন তিনি মিশরের শিক্ষাব্যবস্থার বেশ উন্নতি সাধন করেন এবং বিভিন্ন বিষয় যেমন ভূগোল, গণিত, প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়ের অনেক বই আরবীতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন। এবং অল্প কয়েক বছরেই মিশরের ছাত্রদের হাতে হাতে এ ধরণের বিভিন্ন বিষয়ের অনূদিত গ্রন্থ দেখা যেত। সেই সুবাদে তিনি বেশ কিছু শিশুতোষ গল্পও আরবীতে অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হিকায়াতুল আতফাল (حكاية الأطفال)। শিশুসাহিত্যের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে কতিপয় গল্পসংগ্রহকে মিশরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিলেবাসভুক্ত করেন। যেমনঃ مدارس المبتديان নামক গল্পসংগ্রহটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত করেন।[৮৩] এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

حكايات الأطفال و عقلة الصباع من أوائل الكتب التي قررتها نظارة المعارف – يومئذ – على تلاميذ الصفين الأول و الثاني بمدارس المبتديان في مصر

অর্থাৎ, তাহতাভীর অনূদিত গ্রন্থ حكايات الأطفال এবং عقلة الصباع গ্রন্থ দুইটি মিশরের শিক্ষা কমিশনের স্বীকৃত পাঠ্যপুস্তকসমূহের প্রথম সারির বই। মিশরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উক্ত বই দুটি নির্ধারণ করা হয়।[৮৪]

---

[৮২] মুহাম্মাহ বিন আস্ সাইয়্যিদ ফারাজ, পৃ. ৫১

[৮৩] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৩৩৫

[৮৪] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তফ্লাহ*, পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ১৮৮৩ সালে 'লাতাইফুল আকওয়াল ফীল কাসাস ওয়াল আমছাল' (لطائف الأقوال في القصص و الأمثال) নামক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। উভয় খন্ড মিলে মোট বাষট্টিটি কাহিনী উক্ত গ্রন্থে স্থান পায়। অতঃপর ১৯১৪ সালে কতিপয় ইংরেজি গল্পের আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ব্রিটেনের লেখক رايدر هاجرد এর গল্পগুলো অনুবাদ করেন আমিন খাইরাত আল গানদুর (امين خيرت الغندور)। এ গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে শিশুদের জন্য কিছু উপদেশ ও নসিহত যা كنوز سليمان নামক শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[৮৫]

দ্বিতীয় পর্ব : মৌলিক গ্রন্থ রচনা পর্ব (১৯২০- ১৯৫০)

আরবী শিশুসাহিত্যের সর্বপ্রথম মুরব্বী রিফায়া আত-তাহতাভীর ওফাতের পর আরবী শিশুসাহিত্য গগনে নেমে আসে এক অন্ধকার। অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে এ নব প্রকাশিত শাখাটি। সবাই বড়দের জন্য সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত। এ নব শাখাটিকে লালন পালন বা রক্ষণাবেক্ষণ করার কেউ নেই। বেশ কিছু কাল পর এ অন্ধকার দূর হয়। আশার আলোকবর্তিকা নিয়ে হাজির হন আরব কবিগুরু আহমাদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২)। যখন তিনি ফ্রান্সে অধ্যয়নরত তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, ফ্রান্সে শিশু সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেখানে বিশেষ করে শিশুদের জন্য রচিত গল্প, কাহিনী ও সঙ্গীতের বেশ সমাগম দেখতে পেলেন এবং আরো দেখতে পেলেন যে, পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী যা তাঁর নিকট খুব পছন্দ হয়েছিল, ভাল লেগেছিল এবং তাঁর মন কেড়ে নিয়েছিল।

অতঃপর কবিগুরু আহমদ শাওকী আরব কবি ও সাহিত্যিকদেরকে শিশুদের জন্য কিছু লেখার আহ্বান জানান। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ফ্রান্সে শিশুদের জন্য যে বিশেষ শিশুতোষ সাহিত্য রয়েছে সে নমুনায় আরব শিশুদের জন্য কিছু লেখার আহ্বান জানালেন।[৮৬] কিন্তু তাঁর এ আহ্বানে তেমন সাড়া মিলে নি বরং সকল সাহিত্যিক বড়দের জন্য লিখে সুনাম অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন। শিশুদের জন্য লেখার সময় তাদের নেই । কেউ কেউ মনে করেন শিশুদের জন্য লিখে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করা যাবে না । কবিগুরু তার আহ্বানে তেমন সাড়া না পাওয়ায় হতাশ হয়ে গেলেন। তাঁর বুক ভরা আশা স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে তিনি নিজেই লিখতে শুরু করলেন। তিনি ফ্রান্সের কল্পকাহিনীর সম্রাট La Fontaine (1621-1695) এর ধারায় পশু-পাখির ভাষায় আরবী কাব্য কাহিনী

[৮৫] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৩৬৪
[৮৬] মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, পৃ. ২১; ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করেন, যেগুলো তাঁর সুবৃহৎ দীওয়ানের শেষ খন্ডের শেষের অংশে দীওয়ানুল আতফাল (ديوان الأطفال) নামক শিরোনামে সংকলিত। এ প্রসঙ্গে মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব বলেন,

و بعد وفاة المربي (رفاعة الطهطاوي) خيمت على أدب الأطفال العرب ظلمة حالكة لم تبدد إلا بمجيء أمير الشعراء أحمد شوقي الذي هاله هو الآخر ، أثناء دراسته بفرنسا ، ما يزخر به أدب الأطفال الفرنسي من قصص و حكايات و أشعار من الأغاني و القصص الشعرية على ألسنة الطيور و الحيوانات ، فكان بذلك (رائد لأدب الأطفال في اللغة العربية ، و أول من كتب للأحداث العرب أدبا يستمتعون به و يتذوقونه) .[৮৭]

অতঃপর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কতিপয় আরব লেখক ও সাহিত্যিক মৌলিক শিশুসাহিত্য রচনার দিকে অগ্রসর হয়। যেমন আলী ফিকরী (১৮৭৯-১৯৫৩) মুসামিরাতুল বানাত (مسامرات البنات : রমণীদের নৈশ গল্প) নামক একটি গ্রন্থ ১৯০৩ সালে রচনা করেন। সেখানে রয়েছে কতিপয় গল্প ও কাহিনী এবং কতিপয় খ্যাতিমান আরব রমণী ও ইউরোপীয় রমণীর জীবনী।[৮৮] শিশুদেরকে শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশে লেখক এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

অতঃপর ১৯১৬ সালে আলী ফিকরী বালকদের উপদেশ মূলক অপর একটি গ্রন্থ আন্ নাসহুল মুবীন ফি মাহফুযাতিন বানীন (النصح المبين في محفوظات البنين) নামক শীর্ষক শিরোনামে রচনা করেন। এভাবে হাঁটি হাঁটি পায়ে আরবী শিশুসাহিত্য সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তখনও আরবী শিশুসাহিত্য নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে নি ।

তবে বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকে আরবী শিশুসাহিত্য নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হতে থাকে যখন محمد الهروي (১৮৮৫-১৯৩৯) সামীরুল আতফাল লিল বানীন (سمير الأطفال للبنين) ১৯২২ সালে এবং ১৯২৩ সালে সামীরুল আতফাল লিল বানাত (سمير الأطفال للبنات) নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করেন। প্রতিটি গ্রন্থ তিন খন্ডে বিভক্ত। উভয়টি ছিল শিশুদের কাব্যকাহিনী । অতঃপর তিনি আগানিল আতফাল (اغاني الأطفال) নামক শিরোনামে অপর একটি ছবিসহ দীর্ঘ কবিতা সংকলন ১৯২৪ হতে ১৯২৮ সালের মধ্যে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থটি চার খন্ড বিশিষ্ট। মুহাম্মদ হারাবী শুধু কাব্য কাহিনী লিখে ক্ষান্ত হন নি

---

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ ২০।
[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

বরং ১৯৩১ সালে তিনি কতিপয় গল্প রচনা করেন।[৮৯] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'জুহা ওয়াল আতফাল' (جحا والأطفال) ও 'বায়ি'উল ফাতীর' (بائع الفطير)।

তারপর আরবী শিশুসাহিত্যকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়ে হাজির হন কামিল কীলানী (১৮৯৭-১৯৫৯) ; যাকে আধুনিক আরবী শিশুতোষ সাহিত্যের মূল ও কার্যকর পথপ্রদর্শক বলে গণ্য করা হয় এবং তাকে আরবী শিশুসাহিত্যের বিধিসম্মত জনক বলা হয়। ড. আলী আল হাদীদী বলেন:

أما الرائد الفعلي والحقيقي لأدب الأطفال العربي في العصر الحديث فهو كامل كيلاني الذي يعتبر (بحق الأب الشرعي لأدب الأطفال في اللغة العربية) و زعيم مدرسة الكاتبين للناشئة في البلاد العربية كلها.[৯০]

"আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্যের মূল ও কার্যকর পথপদর্শক হলেন কামিল কীলানী যাকে আরবী শিশু সাহিত্যের 'বিধিসম্মত জনক' বলে অভিহিত করা হয় এবং সমগ্র আরব দেশের তরুণ সমাজের লেখকদের মুখপাত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়।"

কামিল কীলানী আরব শিশুদের সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তাদেরকে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন। তিনি আরব শিশুদের নিকট তাদের ভাষা ও ঐতিহ্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি শিশুদের বয়স, মন-মানসিকতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনা করে খুব সহজ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন, যার ফলে শিশুদের প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। পাঠের প্রতি তাদের আগ্রহ ও প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়। তিনি আরব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার বিষয়ে লেখালেখি করেন। অনুরূপভাবে ধর্ম ও সামাজিক বিষয়েও লেখালেখি করেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে সাড়া জাগানো কতিপয় বিশ্বকাহিনী আরবীতে অনুবাদ করেন। এর মধ্যে সেক্সপিয়ারের গল্পসমূহ অন্যতম। শিশুসাহিত্য অঙ্গনে তাঁর লেখালেখির অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিশুদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা। তাঁর সকল রচনা শিশুদের বোধগম্য। কারণ তিনি শিশুদের আগ্রহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় এগুলো রচনা করেন। তিনি অনেক শিশুতোষ গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। যেমন মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব বলেন,

---

[৮৯] মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, পৃ. ২১

[৯০] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

و قد كتب كامل الكيلاني أكثر من مائتي قصة و مسرحية للأطفال و كانت أول قصة هي السندباد البحري التي كتبها عام ١٩٢٧ .[৯১]

"কামিল কীলানী দুই শ'য়ের বেশি শিশুতোষ গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন এবং তাঁর রচিত প্রথম গল্প হলো 'সিন্দাবাদ আল বাহরী' যা তিনি ১৯২৭ সালে রচনা করেছিলেন।"

তাঁর সর্বপ্রথম গল্প হল السندباد البحري - যা তিনি রচনা করেন ১৯২৭ সালে। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত শিশুসাহিত্য নিয়ে লেখালেখি করেন। তারপর আরবী শিশুসাহিত্যের প্রচার-প্রসার বেড়ে যায়। অনেক মৌলিক ও অনূদিত শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯২৯ সালে হামিদ আল কাসবী التربية بالقصص لطالعات المدرسة و المنزل নামক তিন খন্ডে শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করেন। ১ম খন্ডে ৮টি গল্প, ২য় খন্ডে ১৫ টি এবং ৩য় খন্ডে ৩৯টি গল্প রয়েছে।[৯২]

১৯২৮ সালে الأميرة و الفتاة الفقيرة (রানি ও দরিদ্র যুবতী) নামক গল্পটি প্রকাশিত হয় যা রচনা করেছেন নি'মাহ তুআইমা ইব্রাহীম। ১৯৫৯ সালে তাওফীক বকর এর রচিত الشجاعة و الإقدام (বীরত্ব ও দুঃসাহস) নামক গল্প প্রকাশিত হয়।

অতঃপর আরবী শিশুসাহিত্য গগনে একটি নতুন তারা উদ্ভাসিত হয়, যার নাম محمد سعيد العريان (১৯০৫-১৯৬৪)। আরব দেশে শিশুসাহিত্যের যারা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তাদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। তিনি আরবী শিশুসাহিত্যের অনেক শৈল্পিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। মিফতাহ মুহাম্মদ দিয়াব বলেন:

محمد سعيد العريان الذي يعتبر من الرواد الذين أرسوا دعائم أدب الأطفال في الوطن العربي- و وصل بهذا الأدب إلى درجة رفيعة من الكمال الفني جعلت منه مثلا لكتاب الأطفال الذين جاءوا من بعده .[৯৩]

"মুহাম্মদ সাঈদ আল উরইয়ান যাকে আরবদেশে শিশুসাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনকারী অগ্রদূতদের অন্যতম বিবেচনা করা হয় এবং তিনি আরবী শিশুসাহিত্যকে শৈল্পিক পরিপূর্ণতার উচ্চ শিখরে নিয়ে যান। যা পরবর্তী শিশু সাহিত্যিকদের জন্য অনুসরণীয়।"

---

[৯১] মিফতাহ মুহাম্মাদ দায়াব, পৃ. ২২।
[৯২] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৩৮০
[৯৩] মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, পৃ. ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৪ সালে মুহাম্মদ সাঈদ আল উরইয়ান - أمين دويدار ও محمد زهران এর সহযোগিতায় القصص المدرسية নামক স্কুল বিষয়ক গল্প সংকলন রচনা করেন। এই বইয়ে চব্বিশটি গল্প রয়েছে। এ গল্পগুলোর মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশুদের মেধা, বয়স, ভাষা ও দক্ষতা বিবেচনা করে অত্যন্ত সুন্দর রীতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর كان يا ما كان শীর্ষক ধারাবাহিক গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। আর এ ধারাবাহিকতায় পাঁচটি গল্প প্রকাশ করেন। আর এগুলো রচনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন আমীন দুয়াইদার ও মুহাম্মদ যাহরান। তিনি আরবী শিশুসাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অতঃপর سندباد নামক পত্রিকার দীর্ঘ নয় বছর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকাটি মিসরের دار المعارف নামক প্রকাশনা প্রকাশ করত। তারপর رحلة سندباد (সিন্দাবাদ পরিভ্রমণ) নামক গল্প প্রকাশ করেন যা চার খন্ডে প্রকাশিত হয়। আর এ গল্পগুলো সিন্দাবাদ নামক পত্রিকায় 'শিশুদের আসর' নামক পাতায় ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হয়। এ গল্পের জন্য তিনি ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন।

তৃতীয় পর্ব : শৈল্পিক সৌন্দর্যবর্ধণ পর্ব (১৯৫০ থেকে বর্তমান)

উনবিংশ শতাব্দির পঞ্চাশ দশক থেকে আরবী শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব আরব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তখনো শিশুসাহিত্য রচনার নীতিমালা নিয়ে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি। সাহিত্য রচনা বা অনুবাদের কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ১৯৫৫ সালে মুহাম্মাদ আনোয়ার আল হানাভী 'জুমহুরুল আতফাল' (جمهور الأطفال) নামক একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটি জাতিসংঘের ইউনেস্কোর একটি রিপোর্ট গ্রন্থ যেখানে লেখক কয়েকটি দেশের শিশুতোষ পত্রিকা, সিনেমা ও রেডিও প্রোগামের বিবরণ তুলে ধরেছেন। ১৯৫৮ সালের আগস্টে সামী নাশিদ এর 'আত তিফলু ওয়াল ক্বিরাআহ আল জাইয়িদাহ' (الطفل و القراءة الجيدة) নামক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যা রচনা করেন বুলওয়াতি। তিনি মনোবিজ্ঞানের একজন প্রখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে শিশুদের পাঠসংক্রান্ত সমস্যা বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমস্যা এবং এক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে শিশুতোষ গ্রন্থের অনুবাদের প্রবণতা বেশ বৃদ্ধি পায়। এবং সে সময়ে শিশুদের পঠন ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং সমাধানের প্রয়াস চালানো হয়। ১৯৬১ সালে

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ খাইরী হরবীসহ কতিপয় লেখক কর্তৃক 'দিরাসাত ফী তা'লীমিল আতফাল' (دراسات في تعليم الأطفال) নামক একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একই বছরে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন এর 'তানমিয়াতুল কুদরাতি 'আলাত তা'লীম ইনদাল আতফাল' (تنمية القدرة على التعليم عند الأطفال) নামক অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটার মূল লেখক ড্যাফলিন হ্যারি (ديفلين هاري)। ১৯৬৫ সালে যাকারিয়া সায়্যিদ হুসাইন এর 'আত তিলফিযিয়ূন ওয়া আছরুহু ফী হায়াতি আতফালিনা' (التلفزيون و أثره في حياة أطفالنا) নামক অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর মূল লেখক হলো 'شيكرام' ও তাঁর সাথে অন্যরা যৌথভাবে এ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৬৬ সালে সিরিয়ায় আবদুল কাদের আয়াশ (عبد القادر عياش) এর রচিত 'তারানীমুল আতফাল' (ترانيم الأطفال) নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৬৭ সালে আহমদ আবদুল হালিম ও মুহাম্মদ শুকরী আল আদুভী এর যৌথ অনূদিত গ্রন্থ 'আত তিলফিযিয়ূন ওয়াত তিফলু : দিরাসাতুন তাজরীবিয়্যাতুন লি আছরিত তিলফিযিয়ূন আলান নাশই' (التلفزيون و الطفل : دراسة تجريبية لأثر التلفزيون على النشئ) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ ব্রিটেনের রেডিও এর প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার উপর একটি গবেষণাকর্ম। এ গবেষণা কর্মটি ১০ থেকে ১৪ বৎসরের শিশুদের উপর জরিপ চালিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর অনুষ্ঠানমালার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকটি গবেষণা করে নির্ণয় করা হয়। শিশুতোষ অনুষ্ঠানমালা নির্মাণে এ গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ সময়ে 'মাসরাহুল আতফাল' (مسرح الأطفال) নামক অপর একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যা অনুবাদ করেন মুহাম্মদ শাহীন আল জাওহারী। এর মূল লেখক হলেন 'উইনফোর্ড ওয়ার্ড'। উক্ত গ্রন্থে লেখক শিশুতোষ নাটকের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ১৪টি অধ্যায় রচনা করেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কয়েকটি দেশের শিশুতোষ নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়। অনুরূপ শিশুতোষ নাটক লেখার শৈলী, সার্থক নাটক নির্মাণের প্রয়োজনীয় দিক তুলে ধরেন; যা শিল্পমানসম্মত শিশুতোষ নাটক রচনার পথকে সুগম করে।

১৯৭১ সালে আইনুশ শামছ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. সামিয়া আহমাদ ফাহমী 'ইলমুন নাফস ওয়া ছাকাফাতুত তিফল' (علم النفس و ثقافة الطفل) শিরোনামে একটি পিএইচ. ডি থিসিস

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করেন। উক্ত গবেষণাপত্রে লেখিকা শিশুতোষ সংস্কৃতির সহজ সরল পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন,

أن ثقافة الأطفال تعني رعاية تلقائية الناشئين في التعبير عن شخصيتهم النامية ، و حفز طاقاتهم الخلاقة الكامنة .

"শিশুতোষ সংস্কৃতি হলো তরুণদের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীল সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত পরিচর্যা।"

তিনি উক্ত গবেষণায় তরুণদের সংস্কৃতির পরিচর্যার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করেন। এবং মানুষ ও সংস্কৃতির মাঝে পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন। ১৯৭৪ সালে 'আল আতফাল ইয়াকরাউন' (الأطفال يقرءون) নামক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এই গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করেন ড. হাদী বুরাদাহ ও ড. সাইয়্যেদ আযাভী। এটি দুই খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে শিশুতোষ গ্রন্থের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের পঠনের পশ্চাৎপদতার কারণ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় খন্ডে শিশুতোষ গ্রন্থে বহুল প্রচলিত শব্দের তালিকা প্রণয়ন করেন।

শিশুতোষ সঙ্গীত বিষয়ে ১৯৭৪ সালে আহমদ আবু সাঈদ 'আগানী তারকিসুল আতফাল ইনদাল আরব মুনযুল জাহিলিয়্যাতি হাত্তা নিহায়াতিল আসরিল উমাভী' (أغاني ترقيص الأطفال عند العرب منذ الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। লেখক উক্ত গ্রন্থে আরবদের শিশুতোষ সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, প্রকারভেদ এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। শিশুতোষ সঙ্গীত বিষয়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ১৯৮১ সালে এ গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালে ইরাকের তথ্যমন্ত্রণালয় হাদী নুমান আল হাইতী রচিত 'আদাবুল আতফাল : ফালসাফাতুহু, ফুনূনুহু, ওসাইতুহু' (أدب الأطفال : فلسفته ، فنونه ، وسائطه) নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করে। লেখক এ গ্রন্থটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়কে একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এছাড়া লেখকের ইরাক ও আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিশুতোষ সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রয়েছে যা তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনারে উপস্থাপন করেন। লেখকের উক্ত গ্রন্থটি আরবী শিশুসাহিত্যের লেখকদের জন্য একটি আদর্শ পথনির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৮৭ সালে 'হাইফা খলীল শারাইহা' (هيفاء خليل شرايحة)

Dhaka University Institutional Repository

এর রচিত 'আদাবুল আতফাল ওয়া মাকতাবাতুহুম' (أدب الأطفال و مكتباتهم) নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। লেখিকা গ্রন্থটিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথমভাগে শিশুসাহিত্যের পরিচিতি এবং আরব ও ইউরোপে শিশুসাহিত্যের বিকাশধারা নিয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় ভাগে শিশুকালে পাঠের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। এবং কীভাবে শিশুকে পাঠে অভ্যস্ত করা যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত শিশুবর্ষে ড. আব্দুর রাজ্জাক জাফরের 'আদাবুল আতফাল' (أدب الأطفال) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি সিরিয়ার 'ইত্তিহাদুল কুত্তাবিল আরব' (اتحاد الكتاب العرب) নামক সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে সাহিত্যের পরিচিতি, শিশুর পরিচিতি, শিশুকালের বিভিন্ন স্তর, শিশুতোষ মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

অতঃপর বৈরূতের 'আন নাদিউস সাকাফী আল আরাবী' (النادي الثقافي العربي) নামক ক্লাব থেকে 'আল ইত্তিজাহাতুল জাদীদা ফী সাকাফাতিল আতফাল' (الاتحاد الجديدة في ثقافة الأطفال) নামক একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ১৯৭৮ সালের শিশুসংস্কৃতি সপ্তাহ ও ১৯৭৯ সালের শিশুসংস্কৃতি অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত প্রবন্ধমালা একত্রিত করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে 'যাকা আল হুর' এর রচিত 'আত তিফলুল আরাবী ওয়া ছাকাফাতুল মুজতামা' (الطفل العربي و ثقافة المجتمع) গ্রন্থটি বৈরূতের দারুল হাদাসাহ নামক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। উক্ত গ্রন্থে লেখক আধুনিক কালে শিশু সংস্কৃতি বিষয়ক জটিলতা উপস্থাপন করে তার সুরাহার পথ নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪.৩ আরব বিশ্বে শিশু সাহিত্যের বিকাশ

লেবানন: লেবাননের লেখক ও সাহিত্যিকগণ শিশু সাহিত্যের উপর বেশ গুরুত্বারোপ করেছেন। লেবানন হতে ঝকঝকে ছাপার আকর্ষণীয় রঙ্গীন চিত্রসহ বিভিন্ন শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেখানকার শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ড. কারমান মা'লুফ (الدكتور كارمن معلوف)। সেখানকার বিভিন্ন প্রকাশনী শিশুদের জন্য ছবির বই প্রকাশে এগিয়ে আসে। যেমন, 'মারকাযু দিরাসাতিল ওয়াহদাহ' (مركز دراسات الوحدة) নামক সংস্থাটি 'শরীফ আর রা'স (شريف الرأس) এর রচিত

Dhaka University Institutional Repository

'রুবুউ বিলাদী' (ربوع بلادي) নামক ছবির সিরিজ বই প্রকাশ করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকাশনী বিদেশী বইয়ের অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করে।[৯৪] দারুল মাতবুআত (دار المطبوعات) অনেক রঙীন শিশুতোষ সাময়িকী প্রকাশ করে। যেমন: 'সূবারমান ওয়া বুনানযা' (سوبرمان و بونانزا), 'আল ওয়াতওয়াত' (الوطواط), 'তরযান' (طرزان), 'লূলূস সাগীর' (لولو الصغير), 'তারিক' (طارق) ইত্যাদি।[৯৫] লেবাননে যে সকল শিশুতোষ বই প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'হিকায়াত শাহরাযাদ' (حكايات شهرزاد), 'হিকায়াত জুনী' (حكايات جوني) ও 'আসাতীর' (أساطير) ইত্যাদি[৯৬]।

ইরাক : ইরাকেও অন্যান্য আরব দেশের মত শিশুদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে শিশুসাহিত্য বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেখানে শিশুদের শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শিশু প্রতিপালন কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিভিন্ন সংঘ, আর্ট স্কুল ও যুব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রেডিও টেলিভিশনের বিভিন্ন শিশুতোষ অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়[৯৭]। ইরাকে শিশুতোষ নাটক পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন নাট্যদল গঠিত হয়, কার্টুন তৈরী করা হয় এবং বই, সাময়িকী ও পত্রিকা প্রকাশের বিভিন্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া 'মিযমার' (مزمار) নামে শিশু সাময়িকী প্রকাশিত হয়, যা 'মাজাল্লাতী' (مجلتي) নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে ইরাকে আরো অনেক শিশুতোষ বইয়ের সিরিজ প্রকাশিত হয়[৯৮]।

তিউনিসিয়া : তিউনিসিয়ার কতিপয় সাহিত্যিক শিশুদের গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুধাবন করে শিশুদের জন্য বিভিন্ন লেখনী প্রকাশ করেন। যেমন 'কাজী মুহাম্মাদ আল আরূসী আল মাতভী' যিনি 'মাজাল্লাতুল কাসাস আত তূনুসিয়্যা' (مجلة القصص التونسية) এর প্রধান ছিলেন তিনি ও তার সহপাঠী মুহাম্মদ মুখতার জীনাত যৌথভাবে শিশুদের জন্য বিভিন্ন গল্প প্রকাশ করেন। তম্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলো: 'আল ফুরূজ আল আশকর' (الفروج الأشقر) ও 'আদ দুব্ব ওয়াদ দামিইয়্যা' (الدب و الدمية) গল্প। আর 'কাজী মুহাম্মাদ আল আরূসী আল মাতভী' এককভাবে অনেক গল্প রচনা করেন। যেমন 'আবূ

---

[৯৪] হানান আবদুল হামীদ আল আনানী, *আদাবুল আতফাল* (আম্মান, দারুল ফিকর, ১৯৯২), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৬।
[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; ড. সামীহ আবু মুগলী ও অন্যান্য, *দিরাসাত ফী আদাবিল আতফাল*, (আম্মান: দারুল ফিকর, ১৯৯৩), ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৩।
[৯৬] ড. সামীহ আবু মুগলী ও অন্যান্য, পৃ. ২৩।
[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; হানান আবদুল হামীদ আল আনানী, পৃ. ১৬।
[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

নাসীহাহ' (أبو نصيحة) উল্লেখযোগ্য। অতঃপর তৎকালীন প্রখ্যাত গল্পকার 'আল জিলানী ইবনু আল হাজ্জ' 'বুশনাব' (بوشنب) শিরোনামে শিশুদের জন্য একটি গল্প রচনা করেন। যা তিউনিসিয়ার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। তার রচনার মধ্যে আরো রয়েছে 'শাজারাতুল ইনতিকাম' (شجرة الانتقام)[১১]। অতঃপর আব্দুর রহীম আল কিতানী ও আব্দুল হক আল কিতানী শিশুসাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন। তাঁরা যৌথভাবে বেশ কিছু গল্প ও অনুবাদের কাজ করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আল কাসাসুল মাদরাসিয়্যাহ' (القصص المدرسية), 'আল ফারহাতুল কুবরা' (الفرحة الكبرى) ও 'আল কাইসুল আজীব' (الكيس العجيب) । আর তাঁরা উভয়ে আহমদ আল কাদীর এর কতিপয় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক গল্প আরবীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

লিবিয়া : লিবিয়ায় শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাহমূদ ফাহমী এবং ইউসুফ আশ শরীফ। তারা লিবিয়ার শিশুদের জন্য অসংখ্য সুন্দর সুন্দর গল্প লেখেন। তবে লিবিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশুতোষ গল্প হল 'আর রাঈ আশ শুজা' (الراعي الشجاع)। এছাড়া 'মুহাম্মাদ আয যাকরাহ'ও শিশুদের জন্য লেখালেখি করেছেন। তিনি তিউনিসার প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক মুহাম্মদ আত তানূখীর অনেক পুস্তক লিবিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আলজেরিয়া : আলজেরিয়ায় শিশুসাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রকাশনীর অবদান স্মরণীয়। সেই প্রকাশনী হতে অনেকগুলো শিশুতোষ গল্পের সিরিজ ও গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যা শিশুসাহিত্য বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে। সে প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো 'আশ শারিকাতুল ওয়াতানিয়্যাহ লিন নাশরি ওয়া তাওযী' (الشركة الوطنية للنشر و التوزيع)। এ প্রতিষ্ঠানটি 'আল আবু কা নূর' (الأب كنور) নামে একটি শিশুতোষ সিরিজ প্রকাশ করে। এছাড়া তারা শিশুদের জন্য 'আল আখলাক আল ফাদিলাহ' (الأخلاق الفضيلة), 'আল আমীর ফীল কাসরিল মাসহুর' (الأمير في القصر المسحور), 'সালেম ওয়া সালীম' (سالم و سليم), 'আল ফুরসাহ আল কুবরা' (الفرصة الكبرى), 'আল কাইস আল আজীব' (الكيس العجيب) ও 'আছ ছা'লাব ওয়াল আসাদ' (الثعلب و الأسد) ইত্যাদি গ্রন্থও প্রকাশ করে।

---

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাহরাইন : বাহরাইনে যাদের মাধ্যমে শিশুসাহিত্যের আগমন ঘটে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবদুল কাদির আকীল, ফাওযিয়্যাহ রশীদ ও হামিদাহ খামীস। তারা শিশু সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং বাহরাইনের শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনা করেন। তারা শিশুদেরকে সমাজের সাথে মেশা, তাদের মানসিক উন্নতি, কাজে উৎসাহদান ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেন। হামিদাহ খামীস বলেন,

إنه لو تراجع كثير من الكتاب عن الكتابة للأطفال و أصبحت الفكرة مجرد حماس ، فإن أدب الأطفال سيفرض نفسه حتما عند أكثر الأمم .

"যদি অনেক লেখক শিশুতোষ লেখা অধ্যয়ন করত তাহলে তারা উপলব্ধি করতে পারত যে, শিশু সাহিত্য তার নিজেকে অধিকাংশ জাতির নিকট আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে[১০০]।"

কুয়েত : কুয়েতের সাহিত্যিকরা আরবী শিশুসাহিত্যের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। সেখানে কতিপয় শিশুতোষ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। যেমন: 'মাজাল্লাতু সা'দ' (مجلة سعد), 'মাজাল্লাতুল আরাবী আস সাগীর' (مجلة العربي الصغير) ও 'মাজাল্লাতু বারা'ইমুল ঈমান' (مجلة براعم الإيمان) ইত্যাদি শিশুতোষ পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়া কুয়েত সরকার শিশুদের উন্নয়নের জন্য ১৯৮০ সালে 'আল জামইয়্যাতুল কুওয়াইতিয়্যাহ লি তাকাদ্দুমিত তুফূলাতিল আরাবিয়্যাহ' (الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية) নামক একটি সংস্থা গঠন করে[১০১]। কুয়েতের শিক্ষামন্ত্রণালয়ও সরকারী অর্থায়নে শিশুদের বেশ কিছু গল্পের বই প্রকাশ করে। এদের মধ্যে আবদুল মাজিদ ওয়াফীর সম্পাদনায় 'ওয়াফাউ রব্বাতিল বাইত' (وفاء ربة البيت), মুহাম্মদ আল ফায়েয রচিত 'আল কালব' (الكلب) 'ছাওবুল ঈদ' (ثوب العيد) এবং মুহাম্মদ কাউশের 'ইনতিকামুল গাযাল' (انتقام الغزال) ও 'আওদাতুল মুনতাসির' (عودة المنتصر) অন্যতম।

জর্ডান : জর্ডানেও শিশু সাহিত্য রচনা, সম্পাদনা ও বই প্রকাশের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অধ্যাপক রাযী আবদুল হাদী শিশুদের জন্য 'খালিদ ওয়া ফাতিনাহ' (خالد و فاتنة) নামে পাঁচ খন্ডের

---

[১০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
[১০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

একটি সিরিজ গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর ড. ঈসা আন নাউরী 'নাজমাতুল লায়ালী আস সাঈদাহ' (نجمة الليالي السعيدة) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এছাড়া মাকতাবুল ইসতিকলাল নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে 'আল উসফূর আল আখদার' (العصفور الأخضر), 'আইনা আদালাতি' (أين عدالتي), 'লি জিহাদি জামীলি হাতরিন' (لجهاد جميل حتر) ইত্যাদি গল্পের বই প্রকাশ করেন। ওয়াসিফ ফাখূরী 'আস সাইয়াদ আস সাঈদাহ' (الصياد السعيدة) ও 'সফওয়ানুল বাহলূল' (صفوان البهلول) নামক দুইটি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করেন[১০২]।

সিরিয়া : উনবিংশ শতাব্দির ৬ষ্ঠ দশক হতে সিরিয়ায় শিশুসাহিত্যের আগমন ঘটে। সিরিয়ার সূচনা লগ্নের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিশিষ্ট নাট্যকার আবু শানাব। তিনি ১৯৬০ সালে 'আল ফাদলুল জামীল' (الفضل الجميل) ও 'আস সাইফ আল খাশাবী' (السيف الخشبي) নামক দুইটি নাটক রচনা করেন।[১০৩] সিরিয়ার শিশুতোষ গল্পকারদের সর্বপ্রথম যিনি গল্প লেখা শুরু করেন তিনি হলেন যাকারিয়া তামির (زكريا تامر)। পরবর্তীতে তাকে অনুসরণ করে অনেকে শিশুতোষ গল্প লিখেছেন। তবে এদের অনেকে মূলত বড়দের জন্য গল্প লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম হল : ইয়াসীন রিফাইয়্যাহ, আহমদ ইউসূফ, দাঊদ প্রমুখ। তাঁরা শিশুসাহিত্যে নতুনত্ব আনতে চেষ্টা চালান। তাঁরা গল্প লিখতে শুরু করেন সামাজিক ও মানবিক বিষয়ে। যেমন- অত্যাচার, নির্যাতন, স্বৈরাচার, শ্রেণী বৈষম্য,, সুবিধাভোগ ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে এগুলো শিশুদের বুঝতে বা উপলব্ধি করতে কষ্ট হত।[১০৪] আর শিশুতোষ কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সালমান আল ঈসা। তিনি তাঁর জীবনকে শিশু সাহিত্যের উন্নতির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

সৌদি আরব : সৌদি আরবও শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে শিশুতোষ সাহিত্য রচনায় বেশ ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান উল্লেখযোগ্য। তারা গবেষকদেরকে শিশুসাহিত্যে গবেষণা করার প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। এ গবেষকদের অন্যতম হলেন: 'আমাল আব্দুল ফাত্তাহ আল জাযায়িরী' (آمال عبد الفتاح الجزائري)। তিনি ১৩৭৯ হতে ১৪১০ হিজরীতে সৌদী আরবের মধ্যে রচিত শিশুতোষ গল্প নিয়ে গবেষণাপত্র তৈরী করেন এম. এ ডিগ্রী লাভের জন্য।

---

[১০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

[১০৩] ড. মুহাম্মদ সালেহ আশ শানতী, পৃ. ১৮৬।

[১০৪] ড. সামীহ আবু মুগলী ও অন্যান্য, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক উক্ত সময়কার রচিত গল্পসমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন এবং এগুলোর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যাবলী সুন্দরভাবে উক্ত গবেষণাপত্রে তুলে ধরেন।[১০৫]

সেখানে কিছু সাময়িকী রয়েছে যেগুলো শিশুসাহিত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করে। যেমন, 'মাজাল্লাতু হাসান' (مجلة حسن) যা 'দারু উকায' (دار عكاظ) নামক প্রকাশনী হতে প্রকাশিত, 'আর রিআসাতুল আম্মাহ লি রিআয়াতিশ শাবাব' (الرئاسة العامة لرعاية الشباب) থেকে প্রকাশিত 'মাজাল্লাতুল জাইলিল জাদীদ' (مجلة الجيل الجديد) এবং 'আল মাজাল্লাতুশ শিবলী' (المجلة الشبلي) ইত্যাদি। এছাড়াও সৌদি আরবের আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকা শিশুদের জন্য বিশেষ লেখালেখি প্রকাশ করে। সৌদি আরবের শিশু সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে 'আবদুহু খাল' (عبده خال) এর শিশুতোষ বিশেষ গল্পসমগ্র 'হিকায়াতুল মিদাদ' (حكايات المداد)। অন্যান্য লেখকদের রচনার মধ্যে রয়েছে 'কিযবুছ ছু'বান' (كذب الثعبان), 'নাজাতুদ দীক' (نجاة الديك), 'ত্বউস' (طاؤوس) ইত্যাদি।[১০৬]

৪.৪ আরবী শিশুসাহিত্য বিকাশের কার্যকারণ (عوامل تطور أدب الأطفال العربي)

ক. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার

আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা বিলম্বে হলেও তা দ্রুত প্রচার ও প্রসার ঘটে। এর অন্যতম কারণ হল এ বিষয়ে সূচনা লগ্ন হতে বিভিন্ন আরব দেশে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে লেখক-সাহিত্যিকদেরকে এ বিষয়ে লেখালেখি করার জন্য এক দিকে যেমন উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করা হয় অপর দিকে তার গুণগত মান ও প্রচার-প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সুপারিশ প্রদান করা হয় এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নে আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা লগ্নের কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের বিবরণ পেশ করা হল।

১ম সেমিনার

মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১৯৭০ সালে ১৪-১৬ মার্চ মিসরে সর্বপ্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংস্থা, শিশুতোষ বিভিন্ন সংগঠন উক্ত সেমিনারে অংশ গ্রহণ করে এবং কতিপয় প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

---

[১০৫] ড. মুহাম্মদ সালেহ আশ শানতী, পৃ. ১৯১।
[১০৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২য় সেমিনার

বৈরুতে ১৯৭০ সালের ১-১৭ সেপ্টেম্বর "আরব শিশুদের জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচর্যা" শীর্ষক একটি শিক্ষা আসর অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে উক্ত জাতীয় শিক্ষা আসরের সমাপ্তি ঘটে।

৩য় সেমিনার

মিসরের শিল্পকলা, সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চতর পরিষদের তত্ত্বধানে ১৯৭২ সালের ৭-১০ ফেব্রুয়ারীতে মিসরে শিশুতোষগ্রন্থ ও পত্রিকা শীর্ষক বিষয়ে একটি গবেষণামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিউনিস, ইরাক, ফিলিস্তিন, কুয়েত, লিবিয়া ও মিশরের বিভিন্ন গবেষক তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

৪র্থ সেমিনার

ইরাকের তথ্যমন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৯৭৭ সালের ২১-২৭ ডিসেম্বর বাগদাদে আরব শিশুতোষ পত্রিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মিসর, ইরাক, কুয়েত ও লেবানন এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

৫ম সেমিনার

কায়রোতে ১৯৭৯ সালের ২৯ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লেখকদের সাধারণ পরিষদের উদ্যোগে এবং শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক আরব লীগের অঙ্গ সংস্থার সহযোগিতায় "আরবী গ্রন্থ বিশেষতঃ শিশুতোষ সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক গ্রন্থ প্রকাশনা ও বিতরণে সমস্যাবলী" বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

খ. শিশুতোষ প্রকাশনা

ধীরে ধীরে শিশুতোষ গ্রন্থ ও শিশুসাহিত্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন প্রকাশনী শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশে গুরুত্বারোপ করে। ব্যবসায়িক চিন্তায় প্রকাশনা সংস্থাগুলো অন্যান্য গ্রন্থের পাশাপাশি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী হয়ে উঠে। তখনো শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশে একক বা স্বতন্ত্র প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ পায় নি। তবে শেষ দিকে কিছু কিছু স্বতন্ত্র শিশুতোষ প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশ ঘটে; যেগুলো শিশুতোষ গল্প, কাব্য কাহিনী ইত্যাদি প্রকাশ করতে থাকে। আরব মুলুকে শিশুসাহিত্য দ্রুত প্রচার ও প্রসারে এগুলোর অবদান অপরিসীম। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হল- দারুল ফাতা আল-আরাবী

Dhaka University Institutional Repository

(دار الفتى العربي), দারু দুনিয়াল আতফাল (دار دنيا الاطفال) এবং দারুর রুওয়াদ (دار الرواد)। অতপর দারুন নূরস (دار النورس) নামক অপর একটি বড় প্রকাশনী প্রকাশ পায় যা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ১৯৭৯ সালে উদ্বোধন করা হয়। আরবদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও শিশুসাহিত্যের বেশ গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। লিবিয়া, তিউনিসিয়া, ইরাক ও সিরিয়ায় শিশুসাহিত্যের বেশ প্রসার ঘটে। মিশর ও লেবানন এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী।

গ. শিশুতোষ পত্রিকা ও সাময়িকী

আরবী শিশুসাহিত্য বিকাশে শিশুতোষ পত্রিকা ও সাময়িকী বেশ সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। হরেক রকম আনন্দের আয়োজন নিয়ে এ পত্রিকাগুলো ছাপানো হত। এসব পত্রিকায় বিভিন্ন রং এর ছবি ও কার্টুনের সমাহার ছিল, যা খুব দ্রুত শিশুদের মন আকৃষ্ট করত । পরবর্তিতে বাণিজ্যিক আকারে আরবদেশগুলিতে অনেক পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দেশের কয়েকটি পত্রিকার তালিকা উপস্থাপন করা হল।

۞ الأمل (আল আমাল)	:	লিবিয়া (পাক্ষিক)
۞ سامر (সামির)	:	জর্দান
۞ أسامة (উসামা)	:	সিরিয়া
۞ المزمار (আল মিযমার)	:	ইরাক
۞ مجلتي (মাজাল্লাতী)	:	"
۞ سعد (সা'আদ)	:	মিসর
۞ افتح ياسمسم (ইফতাহ ইয়া সামসাম)	:	"
۞ سمير (সামীর)	:	"
۞ ميكي (মীকী)	:	"
۞ تان تان (তান তান)	:	"
۞ الوطواط (আল ওয়াত্ব ওয়াত্ব)	:	লিবিয়া
۞ سوبارمان (সুবারমান)	:	"
۞ طرازان (ত্বারাযান)	:	"
۞ عرفان ('ইরফান)	:	তিউনিসিয়া
۞ أنيس (আনিস)	:	"

Dhaka University Institutional Repository

- الأزهر (আল আযহার) : "
- الرياضة (আর রিয়াদাহ) : "

ঘ. পুরস্কার ও সম্মাননা

আরবী শিশুসাহিত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে শিশু সাহিত্যের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননার বড় অবদান রয়েছে। আরবী শিশুসাহিত্য সূচনালগ্ন থেকে রাষ্ট্রীয় পরিচর্যায় দ্রুত প্রসার ঘটে। রাষ্ট্রীয় পরিচর্যার বদৌলতে আরবী শিশুসাহিত্য প্রচার ও প্রসারে যেমনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। শিশু সাহিত্যিক ও লেখকদেরকে উৎসাহ দেওয়া ও মানসম্মত শিশুসাহিত্য রচনার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। যেমন, সউদী আরবে جائزة الملك فيصل الدولية নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার রয়েছে। الجائزة التشجيعية নামক জাতীয় পুরস্কার মিশরে রয়েছে। আরো অন্যান্য আরব দেশে এ ধরণের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পুরস্কার বা সম্মাননা রয়েছে, যা মানসম্মত শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বেশ অবদান রেখেছে।

৪.৫ খ্যাতিমান আরব সাহিত্যিকদের শিশুতোষ কর্ম

এক. আহমদ শাওকী (أحمد شوقي)

আহমদ শাওকী আরবী সাহিত্যে কবি সম্রাট (أمير الشعراء) হিসেবে অভিহিত আহমাদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২) কে আরবী শিশুসাহিত্যের প্রথম ও সার্থক লেখক বলে গণ্য করা হয়। তিনি আরবী শিশুসাহিত্যের নতুন ধারা প্রবর্তন করেন: তা হল পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী।

তিনি শিশুদের জন্য ৫৫ টির বেশি কাব্যকাহিনী ও ১০টি সঙ্গীত ও গান রচনা করেন।[১০৭] আহমদ শাওকী বিখ্যাত ফরাসি কবি লা ফুনতিন (La fontaine) এর অনুসরণে শিশুদের মন আকৃষ্ট করা, তাদের আগ্রহকে ধরে রাখা ও আনন্দ দেয়ার জন্য পশু-পাখির ভাষায় অনেক কাব্যকাহিনী রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

---

[১০৭] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

الأرنب وبنت عرس في السفينة (জাহাজে খরগোশ আর বেজী), الاسد والثعلب والعجل (সিংহ, শিয়াল ও গো-বৎস), الثعلب وأم الذئب (খেঁকশিয়াল ও নেকড়ে বাঘ), اليمامة والصياد (ঘুঘু ও শিকারী), الكلب والحمامة (কুকুর ও কবুতর)।

শাওকীর ইন্তেকালের পর মুহাম্মদ সাঈদ আল-'উরইয়ান (محمد سعيد العريان) আহমদ শাওকীর কিছু গীতিকাব্য একত্রিত করে তাঁর দীওয়ানের চতুর্থ খন্ডে ديوان الأطفال শিরোনামে সঙ্কলন করেছেন। সেখানে নিম্নোক্ত ১০টি গীতিকাব্য বা ছড়া রয়েছে। যেমন:

الأم (মা), الرفق بالحيوان (প্রাণীর প্রতি দয়া), الوطن ، (জন্মভূমি) الجدة (দাদী), و الهرة النظافة(বিড়াল ও পরিচ্ছন্নতা), ، نشيد الكشافة (আবিষ্কার-সঙ্গীত), المدرسة (বিদ্যালয়) النيل (নীলনদ) ، نشيد مصر (মিসরের সঙ্গীত), ولد الغراب (কাকের বাচ্চা)।

আহমদ শাওকী الجدة (দাদী) নামক কাব্যে বলেন:

لي جدة ترأف بي + أحسن علي من أبي

وكل شيئ سرني + تذهب فيه مذهبي

ان عضب الأهل + علي كلهم لم تغضب [১০৮]

"আমার দাদী আমাকে খুব স্নেহ করত, আমার পিতার চেয়েও বেশি ভালবাসত

আমার মন যা চায় তিনি তা করতেন

পরিবারের সবাই আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হলেও তিনি রাগ করতেন না"

তিনি المدرسة (বিদ্যালয়) নামক কবিতায় বলেন:

انا المدرسة اجعلني　　كأم، لا تمل عني

ولا تفزع كمأخوذ　　من البيت الى السحن [১০৯]

"আমি মাদ্রাসা (বিদ্যালয়), আমাকে মায়ের মত মনে কর।

বিমুখ হয়ো না, ভয় করো না আটক ব্যক্তির মত যাকে ধরে নেয়া হচ্ছে ঘর থেকে জেলখানায়।"

اليمامة والصياد (ঘুঘু ও শিকারী) নামক কাব্যকাহিনীতে কবি শিশুদের গল্প বলার ছলে উল্লেখ করেন:

---

[১০৮] আশ শাওকীয়্যাত, খ. ৪র্থ, পৃ

[১০৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

يمامة كانت بأعلى الشجر آمنة في عشها مستترة

فاقبل الصياد ذات يوم وحام حول الروض اي حوم

"ঘুঘু পাখি গাছের চূড়ায় তার নীড়ে গোপনে নিরাপদে ছিল

তারপর একদিন এক শিকারী বাগানের দিকে গেল এবং তার চতুর্দিকে চক্কর দিল।"

الكلب والحمامة (কুকুর ও কবুতর) নামক কাব্যকাহিনীতে কবি বলেন:

حكاية الكلب مع الحمامة تشهد للجنسين بالكرامة

يقال: كان الكلب ذاق يوم بين الرياض غارقا في النوم[১১০]

"কুকুর আর কবুতরের ঘটনা যা উভয় প্রাণীর সম্মানের সাক্ষ্য বহন করে

কথিত আছে, একদা কুকুর বাগানের মধ্যে গভীর ঘুমে মগ্ন।"

দুই. মুহাম্মদ আল-হারাভী (محمد الهراوي)

যাদের মাধ্যমে আরবী শিশুসাহিত্য নিজ পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে এবং নির্দিষ্ট রীতিনীতি উপহার পেয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন محمد الهراوي (১৮৮৫-১৯৩৯)। তিনি অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় পদ্য ও গদ্যে শিশুতোষ সাহিত্য রচনা করেন। ১৯২২ সালে سمير الأطفال للبنين (বালকদের বিনোদন সঙ্গী) নামে তাঁর সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৩ সালে سمير الأطفال للبنات (বালিকাদের বিনোদন সঙ্গী) নামক অপর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি গ্রন্থ তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯২৪-১৯২৮ সালের মধ্যে أغاني الأطفال (বালকদের গান) নামক চার খন্ডে অপর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[১১১] প্রথম খন্ডটি প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণীর শিশুদের পাঠোপযোগী, দ্বিতীয় খন্ড দ্বিতীয় শ্রেণী অনুরূপভাবে চতুর্থ খন্ডটি চতুর্থ শ্রেণীর শিশুদের উপযোগী করে সহজ ও সরল ভাষায় রচিত।

سمير الأطفال للبنين নামক কাব্যগ্রন্থের ১ম খন্ডে একজন কর্মমূখী ছাত্রের চিত্র খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন কবি এভাবে:

---

[১১০] আশ শাওকীয়্যাত, খ. ৪র্থ, পৃ

[১১১] ড. হাদী নু'মান আল হাইতী, *ছাকাফাতুল আতফাল* (কুয়েত: আল মাজলিসুল ওয়াতানী লিছ ছাকাফাহ ওয়াল ফুনূন ওয়াল আদাব, ১৯৭৮), পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

انا في الصبح تلميذ   وبعد الظهر نجار

فلى قلم وقرطاس   وإزميل ومنشار[১১২]

"আমি সকালে ছাত্র আর বিকেলে কাঠমিস্ত্রি

আমার আছে কলম আর খাতা, আরো আছে করাত ও বাটালী"

অনুরূপভাবে তাঁর আরো শিশুতোষ গ্রন্থ রয়েছে। যেমন: الطفل الجديد ، مسرحيات الاطفال ، أبناء الرسل

তিনি الطفل الجديد (নতুন শিশু) নামক কাব্য গ্রন্থে শিশুর ভাষায় পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন :

أبي وأمي الغالية   أصبحتما في عافية

تقبيلتان لكما   ظاهرة وخافية

احدهما على فمى   وفي فؤادي الثانية

"হে আমার মূল্যবান পিতামাতা, তোমরা সুখে থাক

তোমাদের রয়েছে দুইটি চুমু, একটি প্রকাশ্য অপরটি গোপন

একটি আমার মুখে, অপরটি আমার হৃদয়ে।"

الهر (বিড়াল) নামক কবিতায় অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় কবি পোষা বিড়াল বিষয়ে বলেন,

هري مصري   عالي القدر

وله وجه   مثل النمر

وله عين   مثل النسر

وله جلد   حسن الشعر

وله ذيل   طول الشبر

يأتي عندي   بعد الفجر

يمشي حولي   حاني الظهر[১১৩]

"আমার একটি মূল্যবান মিসরীয় বিড়াল আছে

তার চেহারা চিতা বাঘের মত

তার চোখ ঈগলের মত

---

[১১২] ড. আহমাদ যালাত, *আদাবুল তুফ্লাহ বাইনা কামিল কীলানী ওয়া মুহাম্মদ হারাবী* (দারুল মা'আরিফ), পৃ. ৬৫

[১১৩] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তার চামড়া সুন্দর পশম বিশিষ্ট

তার লেজ লম্বা

ফজরের পর আমার কাছে আসে

আমার পাশে যোহর পর্যন্ত থাকে।"

তিনি কতিপয় শিশুতোষ নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো الذئب والغنم ।[১১৪] তিনি ধর্মীয় বিষয় নিয়েও অনেক কবিতা রচনা করেছেন। যেমন:

سيدنانوح، سيدنا محمد، أدم وحواء، معرفة الله تعالى، الله، سيدنا ابراهيم، سيدنا سليمان، أهل الكهف

তিন. কামিল কীলানী (كامل كيلاني)

আরবী শিশুসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের সকল বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে তার ভিত্তি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান অনেক বেশি তিনি হলেন كامل كيلاني (১৮৯৭-১৯৫৯)। তাঁকে আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্যের বিধিসম্মত জনক এবং তরুণ সমাজের লেখকদের মুখপাত্র বলে মনে করা হয়। যেমন ড. আলী আল হাদীদী বলেন:

فيعتبر (بحق الأب الشرعي لأدب الأطفال في اللغة العربية) وزعيم مدرسة الكاتبين للناشئة في البلاد العربية كلها [১১৫]

(কামিল কীলানী কে আরবী শিশু সাহিত্যের বিধিসম্মত জনক বলে অভিহিত করা হয় এবং সমগ্র আরব দেশের তরুণ সমাজের লেখকদের মুখপাত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়।)

তিনি দুই শতাধিক শিশুতোষ গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর সর্বপ্রথম গল্প হলো السندباد البحري যা ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। কামিল কীলানী শিশুসাহিত্যকে 'ভিটামিন' বলে বিবেচনা করতেন। তাঁর বিবেচনায় শিশুদের মেধা বৃদ্ধি, সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং কল্পনার দিগন্তকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে শিশু সাহিত্য ভিটামিনের কাজ দেয়। কীলানীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প সংকলন হল :

ابن جبير، حكاية الأطفال، النخلة العاملة، قصص شكسبير، الأرنب والصياد، البيت الجديد، قصص جغرافية

কীলানী শিশুদের জন্য কতিপয় কবিতাও রচনা করেছেন। نشيد مصر নামক কবিতায় তিনি বলেন:

---

[১১৪] ড. হাদী নু'মান আল হাইতী, পৃ. ২০৩

[১১৫] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

سماؤك يا(مصر) صفي سماء　　وأرضك أرض الغني والرخاء

ونيلك يا(مصر) جم العطاء　　فمنه الغذاء ومنه الكساء[১১৬]

"হে মিশর! তোমার আকাশ নির্মল, আর তোমার ভূমি প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির ভূমি

হে মিশর! নীলনদ তোমার এক বড় দান, যা থেকে খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা হয়।"

حكاية الأطفال নামক গ্রন্থের চতুর্থ খন্ডে عنقود العنب নামক কাব্যকাহিনীতে রয়েছে, যার শুরু এভাবে -

قصة عنقود العنب　　عجيبة من العجب

وطرفه من الطرف　　وتحفة من التحف

فادرة ظريفة　　شائقة لطيفة[১১৭]

"আঙ্গুরের থোকা গল্পটি খুব বিস্ময়কর

দূর্লভ জিনিস ও সুন্দর উপহার

বিরল, সার্থক, চমৎকার ও মজাদার"

চার. সা'ঈদ আল-'উরইয়ান (سعيد العريان)

আহমদ শাওকী, কামিল কীলানী ও মুহাম্মদ হারাবীর পর محمد سعيد عريان কে আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য করা হয়। তিনি শিশুদের বয়স, মেধা ও তাদের মনের চাহিদানুযায়ী বেশ কিছু শিশুতোষ সাহিত্য রচনা করেছেন, যা পরবর্তী শিশুসাহিত্যিকদের জন্য অনুসরণীয়। তিনি ধর্মীয়, সামাজিক ও চারিত্রিক বিষয়ে শিশুতোষ গল্প রচনা করেন।

১৯৩৪ সালে القصص المدرسية শিরোনামে তাঁর একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। সেখানে ২৪টি গল্প স্থান পায়।[১১৮] তার অপর একটি গল্পসংগ্রহ كان يا ما كان নামক শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উভয় সংকলনে তাঁর সাথে লিখেছেন أمين دويدار এবং محمود زهران নামক তাঁর দুই বন্ধু। অতঃপর তিনি سندباد নামক শিশুতোষ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন সুদীর্ঘ ৯ বছর। এ সময় তাঁর লিখিত বিভিন্ন কাহিনী উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ গল্পগুলোকে তিনি একত্রে সংকলন করে رحلات

[১১৬] ড. আহমাদ যালাত, পৃ. ৯৫

[১১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[১১৮] মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

سندباد নামে চার খন্ডে প্রকাশ করেন এবং এ গ্রন্থের কারণে তিনি ১৯৬২ সালে শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন।[১১৯]

পাঁচ. ইব্রাহীম আল 'আরাব (ابرهيم العرب)

ইব্রাহীম মুস্তফা আল আরাব্ ১৮৬৩ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মদ উসমানের লিখিত العيون اليواقظ নামক কাহিনী কাব্যগ্রন্থ পড়ে মুগ্ধ হন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে লা ফুনতিন (La fontaine) এর ধারায় পশু-পাখির ভাষায় اداب العرب নামক কাব্যকাহিনী রচনা করেন। যা ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। সেখানে একশতটি কাব্যকাহিনী স্থান পায়। তৎকালীন মিশরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত গ্রন্থটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য করে দেয়।[১২০] উপদেশমালা আর নীতিকথা নিয়ে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। যা শিশুদের উন্নত মন-মানসিকতা, চিন্তাচেতনা ও সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়ক। তিনি উক্ত দীওয়ানের ভূমিকায় উল্লেখ করেন:

هذا كتاب خدمت به نابتة الوطن المحبوب- وأخرجت فيه الأمثال والحكم المأثورة ليأخذوا منها ما يربي نفوسهم ويقوم أخلاقهم.[১২১]

"আমি এ গ্রন্থের মাধ্যমে প্রিয় জন্মভূমির নতুন প্রজন্মের খেদমত করেছি, এখানে কতগুলো বহুল প্রচলিত প্রজ্ঞাময় বাণী ও প্রবাদ-প্রবচন সংকলন করেছি, যাতে এগুলো পাঠ করে তাদের আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়।"

৫. পরিসমাপ্তি

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক আরবী শিশু সাহিত্যের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু হয়। ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প অনুবাদের মাধ্যমে এর সূচনা ঘটে। বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক La Fontaine-এর অনুকরণে পশু-পাখির ভাষায় আরবী শিশু সাহিত্য রচিত হয়। এ ক্ষেত্রে যাদের অবদান উল্লেখযোগ্য তারা হলেন: রিফা'আহ আত্-তাহতাভী, আহমদ শাওকী, উসমান জালাল, ইব্রাহীম আল-আরব। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মৌলিক গ্রন্থ রচনা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন কামিল কীলানী, সা'ঈদ 'উরইয়ান। তারপর ধীরে ধীরে আরবী শিশু

---

[১১৯] ড. আলী আল্ হাদীদী, পৃ. ৩৮৩

[১২০] ড. আহমাদ যালাত, পৃ. ২৫

[১২১] ড. হাদী নু'মান আল হাইতী, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য বিকশিত হতে থাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশুতোষ সেমিনার এবং শিশুতোষ পত্রিকা-সাময়িকী এ সাহিত্য বিকাশের পথকে গতিশীল করে। বর্তমানে আরবী সাহিত্যের এ শাখাটি বেশ জনপ্রিয় এবং দ্রুত প্রসার ঘটছে। এ ক্ষেত্রে মিসর, লেবানন ও সিরিয়া অগ্রগামী। তবে ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় আরবী শিশুসাহিত্য অনেক পিছনে রয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় শিশুসাহিত্যের যেমন বেশ কদর তেমনই শিশুকবি ও সাহিত্যিকদের কদরও বেড়ে চলছে। শিশুদের জন্য হরেক রকমের সাহিত্য জানানো হয়েছে। শিশুতোষ গ্রন্থ, সাময়িকী, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রোগ্রাম, সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি অত্যাধুনিক উপকরণের মাধ্যমে শিশুসাহিত্যের প্রচার ও প্রসার চলছে। শিশুতোষ অনেক প্রকাশনা অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্নের সাথে শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করে যাচ্ছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যেই চার হাজারের বেশি প্রকাশনা রয়েছে যারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করছে। যেমন মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব বলেন,

و يوجد الآن في الولايات المتحدة وحدها أكثر من أربعة آلاف دار نشر متخصصة في هذا النوع من الأدب .

এ বক্তব্য ১৯৮৫ সালের। বর্তমানে তা কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব আরব শিশুদের দিকে তাকিয়ে আরব কবি ও সাহিত্যিকদের এ অঙ্গনে আরো অধিক পরিমাণে এগিয়ে আসা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আহমদ শাওকী : জীবন ও সাহিত্য কর্ম

১. প্রারম্ভিকা

২. আহমদ শাওকীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

২.১ জন্ম ও বংশ পরিচয়

২.২ শৈশব কাল

২.৩ শিক্ষাজীবন

২.৪ কর্ম জীবন

২.৫ শাওকীর নির্বাসিত জীবন

২.৬ আমীরুশ শু'আরা (কবি সম্রাট) উপাধি লাভ

২.৭ মৃত্যুবরণ

৩. আহমদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম

৩.১ পদ্য সাহিত্যে আহমদ শাওকীর অবদান

৩.২ অনুবাদ সাহিত্য ও কাব্য নাটক

৩.৩ গদ্য সাহিত্যে আহমদ শাওকীর অবদান

৪. আহমদ শাওকীর কবিতা ও কাব্য প্রতিভা

৪.১ গতানুগতিক বিষয়বস্তু

৪.২ সমন্বিত বিষয়বস্তু

৪.৩ আধুনিক বিষয়বস্তু

৪.৪ আহমদ শাওকীর কবিতার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ

৪.৫ আহমদ শাওকীর কাব্য প্রতিভা

৪.৬ আহমদ শাওকীর মূল্যায়নে আরব কবি-সাহিত্যিকদের মন্তব্য

৫. এক নজরে আহমদ শাওকীর জীবন পরিক্রমা

৬. সাল অনুসারে আহমদ শাওকীর রচনাসমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আহমদ শাওকী : জীবন ও সাহিত্যকর্ম

১. প্রারম্ভিকা

আরবী ভাষার উৎপত্তি ও সূচনা ঘটে এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যের আরব উপদ্বীপে। আর আরবী সাহিত্যের রেঁনেসা বা পুনর্জাগরণের সূত্রপাত ঘটে আফ্রিকার মিশরে। ১৭৯৮ সালে ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর (১৭৬৯-১৮১১) মিশর আক্রমণের মধ্য দিয়ে রেঁনেসার সূচনা ঘটে। আর মুহাম্মদ আলী পাশা ও খেদীভ ইসমাঈল পাশা (১৮৩০-১৮৯৫) এর তত্ত্বাবধানে এ রেঁনেসা পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর যে সকল কবি ও সাহিত্যিকের প্রচেষ্টা ও সরাসরি অংশগ্রহণে এ রেঁনেসা ঘটে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম হলেন আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকী। নিম্নে আহমদ শাওকীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হল :

২. আহমদ শাওকীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

২.১ জন্ম ও বংশ পরিচয়

আহমদ শাওকী বেক[১] ২৮ জমাদিউস সানী ১২৮৫ হি. মোতাবেক ১৬ অক্টোবর ১৮৬৮[২] খ্রি. রবিবার খেদীব ইসমাঈল পাশার (১৮৩০-১৮৯৫ খ্রি.) শাসনামলে (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রি.) মিশরের

---

[১] বেক একটি সর্ব্বোচ্চ সম্মানজনক রাষ্ট্রীয় তুর্কী উপাধি। (দ্রঃ আব্বাস হাসান, *আল মুতানাব্বী ওয়া শাওকী*, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৩) ২য় সংস্করণ, পাদটীকা, পৃ. ৩৯।) ১৯০৮ সালে ওসমানীয় তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় হামীদের (১৮৪২-১৯১৮ খ্রি.) খিলাফত কালে (১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.) আহমদ শাওকীকে এ বিরল মর্যাদাসম্পন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যার অর্থ صاحب السعادة বা সৌভাগ্যের অধিকারী। এ উপাধিটি কবি আজীবন নিজের নামের সাথে বহন করেন। মিসরের খুব স্বল্প সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (দ্রঃ মুহাম্মদ ইউসুফ কূকন, *'আলামুল নাসরি ওয়াশ শি'রি ফীল আসরিল আরাবীল হাদীস* (মাদ্রাজঃ দার হাফিজা লিল তাবা'আ ওয়ান নাশরি, ১৯৮০ খ্রি.) পৃ. ২৫৫।

[২] তাঁর জন্মকাল নিয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। (ক) অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আহমদ শাওকী ১৮৬৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। ড. ইয়াহইয়া শামী, *মাউসুআতু শু'আরাইল আরব*, (বৈরূতঃ দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৯৯), ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৬; কামিল সালমান জাবুরী, *মু'জামুল উদাবা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০০৩) ১ম সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬০; ইউকিপিডিয়া http://ar.wikipedia.org/wiki/أحمد شوقي , http:// bibliothecaalexandria.org/أحمد شوقي । খাইরুদ্দীন আয যিরিকলী, *আল আ'লাম* (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিলমালাঈন, ১৯৮৬ খ্রি.) ৭ম সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৬; ইব্রাহীমুল আবইয়ারী, *আল মাউসূ'আতুল শাওকীয়্যাহ* (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৯৮ খ্রি.) ২য় সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১৭। আহমদ কাব্বিশ, *তারীখুল শি'রিল আরবিল 'হাদীস'* (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৮১) পৃঃ ৭৪। ইন'আমুল জুনদী, *আর রাইদ ফী দিরাসাতিল আদাবিল হাদীস* (বৈরূতঃ দারুর রাঈদ, ১৯৮৬ খ্রি.) ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪২৯। হান্না আল ফাখুরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আবারী* (বৈরূতঃ দারুল জাইল. ১৯৮৬) ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৩৬ ইব্রাহীম শামসুদ্দীন, *আশ শাওকিয়্যাত*. (বৈরূতঃ দারু সুবাইন, ২০০৮) ১ম সংস্করণ। (খ) ড. শাওকী দায়ফ, উল্লেখ করেন যেন তিনি ১৮৬৯ খ্রি.জন্মগ্রহণ করেন। (দ্র. *আল আদাবুল আরাবিল মু'আসির ফী*

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানী কায়রো নগরীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন[৩]। তাঁর পিতার নাম আলী (মৃ. ১৮৯০ খ্রি.), দাদা আহমদ শাওকী বেক, তিনি আরবী ও তুর্কী ভাষা লেখায় পারদর্শী ছিলেন কবি মূলত তাঁর দাদার নাম ও উপাধি নিজে ধারণ করেছেন।[৪] তাঁর দাদা ছিলেন তুর্কীস্থানের কুর্দ বংশোদ্ভুত। তিনি ফিলিস্তিনের সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর আক্কার শাসক আহমদ পাশা আল জায্যার (১৭২০/১৭৩৫-১৮০৪ খৃ.) এর একখানা সুপারিশপত্র নিয়ে মিশরে মুহাম্মদ আলী পাশার রাজত্বকালে (১৮০৫-১৮৪৮) তাঁর দরবারে আগমন করেন। উক্ত সুপারিশের কারণে মুহাম্মদ আলী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং সুলতানের কৃপায় তিনি উচ্চস্তরে বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। এমনকি পরবর্তীতে সাঈদ পাশা (১৮২২-১৮৬৩) এর শাসনামলে (১৮৫৪-১৮৬৩) মিশরীয় শুল্ক বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন[৫]। তাঁর দাদী ছিলেন মিশরের জার্কাসিয়ান রমণী।

আর নানা ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভুত আহমদ বেক হালীম আন্ নাজদী। তিনি যৌবনকালে ইবরাহীম পাশা (১৭৮৯-১৮৪৮) এর শাসনামলে মিশরে আসেন এবং প্রথম দিনেই ইবরাহীম পাশা তাঁকে তাঁর দরবারে কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী দেন। তিনি ইবরাহীম পাশার আযাদকৃত এক রমণীকে বিবাহ করেন।

মিসর (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ ১৯৬১), ১২তম সংস্করণ, পৃ. ১১০। (গ) আহমদ শাওকীর প্যারিস থেকে আইনশাস্ত্রে অর্জিত লিসান্স সার্টিফিকেট অনুযায়ী জানা যায় যে তিনি ১৮৭০ সালের ১৬ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছেন। ড. তোয়াহা ওয়াদী, *শি'রু শাওকী* (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ১৫৩। (দ্র. ড. মুহাম্মদ আহমদ আল আয়ুব, *আনিল লুগাহ ওয়াল আদাব ওয়ান নাকদ* (বৈরূতঃ আল মারকাযুল আরাবী লিস্ সাকাফা ওয়াল 'উসূল, তা. বি.) পৃ. ২০৮। প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

[৩] কবি তাঁর শাওকিয়্যাতের ভূমিকায় আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর জন্মের পূর্বে পিতার একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন যা শাইখ আলী আল লাইসী তাঁর নিকট বর্ণনা করেন। শাইখ আলী শাওকীকে লক্ষ্য করে বলেন:

لقيت أباك و أنت حمل لم يوضع بعد ، فقصّ علی حلما رآه في نومه ، فقلت له و أنا أمازحه : ليولدن لك ولد يخرق – كما تقول العامة – خرقا في الإسلام .

ثم اتفق أن عدت الشيخ في مرض الموت ، و كانت بيده نسخة من جريدة الأهرام فابتدر خطابي يقول : هذا تأويل رؤيا أبيك يا شوقي ، فو الله ما قالها قبل في الإسلام أحد . فقلت : و ما تلك يا مولاي ؟ قال قصيدتك التي تقول في مطلعها :

حفٌ كأسها الحبب　　　　فهي فضة ذهب

و ها هي ذي يدي أقرؤها ، فاستعذت بالله ، و قلت له : ((الحمد لله الذي جعل هذه هي ((الخرق)) و لم يضر بي الإسلام فتيلا)) .

[৪] আহমদ শাওকী তাঁর দাদার নাম ও উপাধি ধারণ করেন। এ প্রসঙ্গে আহমদ শাওকী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন:

و كان جدي و أنا حامل اسمه و لقبه ، يحسن كتابة العربية و التركية خطا .

(ড. তোয়াহা ওয়াদী, শি'রু শাওকী, পৃ. ১৬৯; আব্বাস হাসান, আল মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, (পাদটীকা), পৃ. ৪০।)

[৫] আব্বাস হাসান, আল মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৩৯। উদ্ধৃত মুকাদ্দিমাতু আশ শাওকিয়্যাত বি কলামি শাওকী, ১ম খন্ড, (কায়রো, ১৮৯৮)।

তার নাম ছিল তিমযার[৬]। তিনি ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভূত দাসী। রাজপ্রাসাদে তার বেশ কদর ছিল। ফলে শাওকীর নানাকেও ইবরাহীম পাশা স্নেহ করতেন এবং খেদীভ ইসমাঈল পাশার বিশেষ কর্মকর্তা থাকা অবস্থায় পরলোক গমন করেন। শাওকীর নানা নানী উভয়ই রাজপ্রাসাদে সহনশীলতা, বিশ্বস্ততা ও মহত্ত্বের প্রতীক ছিলেন। একদা খেদীভ ইসমাঈল পাশা তাদের উভয়ের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন:

لم أر أعف منه و لا أقنع من زوجته و لو لم يسمه أبي حليما لحلمه لسميته عفيفا لعفته [৭]

"আমি তার চেয়ে অধিক সংযমশীল এবং তার স্ত্রীর চেয়ে অধিক অল্পে তুষ্ট কাউকে দেখি নি। যদি আমার পিতা তার সহনশীলতার কারণে তাকে হালীম (সহনশীল) বলে নামকরণ না করতেন তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তার সংযমের কারণে আফীফ (সংযমশীল) বলে নামকরণ করতাম।"

এভাবেই কবির ধমণীতে আরবী, তুর্কী, জারকাশী ও গ্রীক এ চার ধরণের রক্ত প্রবহমান। কবি তাঁর এ বংশধারা সম্পর্কে তিনি গর্ব করে বলতেন[৮] :

إني عربي تركي يوناني جركشي ، أصول أربعة ، في فرع مجتمع

নিশ্চয়ই আমি আরব, তুর্কী, গ্রীক ও জার্কাসী। এক শাখায় চার মূল সন্নিবিষ্ট।[৯]

২.২ শৈশব কাল

কবি মাত্র তিন বছর মাতৃস্নেহে লালিত পালিত হন। অতঃপর তাঁর লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার নানী তিমযার। যিনি ইসমাঈল পাশার রাজপ্রাসাদের গৃহকর্মী ছিলেন। ফলে আহমদ শাওকীর বাল্যকাল ইসমাঈল পাশার রাজপ্রাসাদে[১০] নানীর সান্নিধ্যে সুখ সাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে অতিবাহিত হয়।

---

[৬] খেদীভ ইসমাঈল পাশা আহমদ শাওকীর নানীর নামকরণ করেন 'তিমযার'। তবে অপরাপর বর্ণনায় আহমদ শাওকীর নানীর নাম 'তিমযার' (تمراز) এর স্থলে 'তিমরায' (تمراز) উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রঃ ড. আবদুল মাজীদ আল হুর, আহমদ শাওকী, পৃ. ৪৬; ড. শাওকী দায়ফ, ফুসূল ফী আল শি'র ওয়া নাকদিহি, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭) পৃ. ৩৩২।

[৭] ড. তোয়াহা ওয়াদী, শি'রু শাওকী, পৃ. ১৭০।

[৮] আব্বাস হাসান, আল মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, পৃ. ৪০; হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৪৩৬; আহমদ কাব্বিশ, পৃ. ৭১।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[১০] রাজপ্রাসাদে শাওকীর সাথে খেদীভ ইসমাঈল পাশার প্রথম সাক্ষাতের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী ঘটে। কবি তার শাওকিয়্যাতের ভূমিকায় আত্মজীবনীতে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন। কবি বলেন, তিন বছর বয়সে আমার নানী আমাকে নিয়ে খেদীভ ইসমাঈল পাশার নিকটে যান। ইসমাঈল পাশা আহমদ শাওকীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন যে, শিশুটির দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে, যা বিস্তৃত ভূখন্ডের দিকে অবনত হচ্ছে না। তখন খেদীভ এক থলে স্বর্ণমুদ্রা চেয়ে পাঠালেন এবং তার নানীকে সেগুলো শিশুটির পায়ের কাছে বিছিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। তখন শিশু শাওকী তার চক্ষুদ্বয়কে নিম্নমুখী করে অপলক দৃষ্টিপাত করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ শিক্ষাজীবন (১৮৭৩-১৮৯১)

ক. মক্তব, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আহমদ শাওকী অতি অল্প বয়স থেকেই পড়ালেখা শুরু করেন। ১৮৭৩ সালে মাত্র চার বছর বয়সে তিনি কায়রোর সায়্যিদা যায়নাব মহল্লায়[১১] অবস্থিত শাইখ সালিহ মক্তবে ভর্তি হন। এটা তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের প্রথম প্রতিষ্ঠান। সেখানে একবছর পড়ার পর ১৮৯২ সালে তাকে 'আল মুবতাদিয়ান' (المبتديان) নামক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ হলে তাঁকে 'আল মাদ্রাসাতুত তাজহীযিয়্যাহ' (المدرسة التجهيزية) নামক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।

খ. আইন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

মাত্র পনের বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর পিতার নির্দেশনায় ১৮৮৩ সালে তিনি আইন মহাবিদ্যালয় (مدرسة الحقوق) এ ভর্তি হওয়ার জন্য সেখানে যান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ফাইদাল পাশা। তিনি অল্প বয়সের কারণে তাকে ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল এত কম বয়সের ছেলে কী আইন পড়বে? অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত মহাবিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক ইয়াহইয়া বেক ইবরাহীম তাঁকে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট নিয়ে যান। তিনি তাঁকে ভর্তির জন্য মনোনীত করেন। সেখানে দুই বছর আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে তাঁর মধ্যে কাব্যানুরাগ সৃষ্টি হয়।

সেগুলো নিয়ে খেলায় মত্ত হলেন। এতদর্শনে ইসমাঈল পাশা মুচকী হেসে আহমদ শাওকীর নানীকে বললেন, 'যখনই সে তার চক্ষুদ্বয় উর্ধ্বমুখী করে রাখবে, তুমি তার জন্য স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে দিবে এবং তার সাথে অনুরূপ খেলা করবে, যে পর্যন্ত না সে নিচের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত হয়।' অতঃপর নানী তোষামোদী করে বললেন,

هذا دواء لا يخرج إلا من صيدليتك يا مولاي .

'জাঁহাপনা ! এ ঔষধ আপনার দাওয়াখানা থেকেই বের হয়ে আসবে, এমনটি কেবল আপনার দ্বারাই সম্ভব।'
প্রত্যুত্তরে খেদীভ ইসমাঈল পাশা খুশী হয়ে বললেন,

جيئني به إلى متى شئت ، إني آخر من ينثر الذهب في مصر .

'তুমি যখন ইচ্ছা শিশুটিকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। মিশরে আমিই সর্বশেষ ব্যক্তি যে, স্বর্ণ বিক্ষিপ্ত করতে পারি।'

[১১] আব্বাস হাসান, (পাদটীকা) পৃ. ৪১। তবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ হাসান আয্ যাইয়াত উক্ত মহল্লার নাম "হানাফী মহল্লা" বলে উল্লেখ করেছেন। *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৪০৯।

গ. অনুবাদ বিভাগে অধ্যয়ন

মিশর সরকার আইন মহাবিদ্যালয়ে নতুন একটি বিভাগ চালু করে তা হল অনুবাদ বিভাগ। দক্ষ অনুবাদক তৈরীর মহৎ উদ্দেশ্যে এ বিভাগ চালু করা হয়। কবি আহমদ শাওকী উক্ত মহাবিদ্যালয়ের ডীনের উপদেশে আইন বিভাগ বাদ দিয়ে অনুবাদ বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে দুই বছর অধ্যয়ন শেষে তিনি শিক্ষা পরিদপ্তর হতে ১৮৮৭ সালে অনুবাদশাস্ত্রে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করেন[১২] এবং সেখানে তিনি ফরাসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

ঘ. উচ্চ শিক্ষার্থে ফ্রান্সে গমন

ইতোমধ্যে আহমদ শাওকী উক্ত আইন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে শায়খ মুহাম্মদ আল বাসইউনীর মাধ্যমে খেদীভ তাওফীক পাশার সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পান। তাঁকে উদ্দেশ করে নিবেদিত প্রশংসামূলক গীতিকাব্য শুনে তাওফীক পাশার হৃদয়ে আহমদ শাওকীর প্রতিভার উজ্জল চিত্র অঙ্কিত হয়। ফলে অনুবাদশাস্ত্রে চূড়ান্ত ডিগ্রী অর্জনের পর প্রথমে প্রাসাদ প্রশাসনে অনুবাদ বিভাগে এক বৎসর কাজ করেন। অতঃপর খেদীভ তাঁকে তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত তথা পরিদর্শক নিয়োগ করেন। অতঃপর ১৮৮৭ সালে খেদীভ তাওফীক পাশা শাওকীকে আইনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারীভাবে ফ্রান্সে প্রেরণ করেন।[১৩] শাওকীর ফ্রান্স যাওয়ার প্রাক্কালে খেদীভ তাওফীক পাশা তাকে লক্ষ্য করে কতিপয় মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন যা শাওকীর মনোমন্দিরে প্রায় জাগ্রত থাকত, কখনও ভুলতে পারতেন না। কবি তাঁর 'শাওকিয়্যাত' এর ভূমিকায় আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে বলেন,

لا أنسى قوله لي في ساعة الوداع ((لا حاجة بك منذ اليوم إلى أهلك فلا تعنتهم بطلب النقود و أعنت أباك هذا الغنى) .[১৪]

আহমদ শাওকী ফ্রান্সের উদ্দেশে রওয়ানা করেন অপরদিকে খেদীভ তাওফীক পাশা ফ্রান্সে নিযুক্ত মিশরের কূটনৈতিক মিশনকে আহমদ শাওকীর ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। শাওকী ফ্রান্সে পৌঁছলে মিশরের কূটনৈতিক মিশনের প্রধান তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং

---

[১২] আহমদ শাওকী বলেন,

ثم ارتأت الحكومة أن ينشأ بمدرسة الحقوق قسم للترجمة يتخرج فيه المترجمون الأكفاء ، فنصح لي الوكيل أن أدخل هذا القسم ففعلت ، و أقمت به سنتين ثم منتحتني نظارة المعارف الشهادة النهائية في فن الترجمة . (ড. তোয়াহা ওয়াদী, পৃ. ১৭১)

[১৩] খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, *আল আ'লাম*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৬; কামিল সালমান আল জাবূরী, মু'জামুল উদাবা (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩), ১ম খন্ড, পৃ. ১৬০।

[১৪] ড. ত্বহা ওয়াদী, শি'রু শাওকী, পৃ. ৭৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, খেদীভ তাওফীক তাকে মন্টোপেলিয়ায় দুই বছর এবং প্যারিসে দুই বছর অধ্যয়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৫]

মন্টোপেলিয়ায় পৌঁছে আহমদ শাওকী খেদীভের পরামর্শ মোতাবেক মন্টোপেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Montopellier) আইন কলেজে ভর্তি হন। দুই বছর সেখানে পড়াশোনা করেন। অতঃপর দ্বিতীয় বৎসরের শেষ প্রান্তে খেদীভের নির্দেশে ফ্রান্সের মিশনের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসফরে ইংল্যান্ড যান। লন্ডনসহ বিভিন্ন শহরে মাসব্যাপী অবকাশ যাপন ও আনন্দ ভ্রমণ করেন।[১৬] এই ভ্রমণের সুবাদে তিনি ইংরেজি ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য স্বচক্ষে উপভোগ করার সুযোগ লাভ করেন এবং সেখানকার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সাথে মেলামেশার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর তিনি মাল্টায় ফিরে এসে বাকী পড়াশোনা শেষ করার জন্য প্যারিসের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া তার স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য আলজেরিয়া গমন করেন। তথায় ৪০/৪৫ দিন অবস্থান করে সুস্থ হওয়ার পর প্যারিসে ফিরে আসেন এবং পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন। তৃতীয় বর্ষ সমাপন করে আইন শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন।[১৭]

ঙ. ফরাসি সাহিত্য অধ্যয়ন

শাওকী আইনশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করার পরও সরকারের নির্দেশে অতিরিক্ত ছয় মাস প্যারিসে অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি ফ্রান্সের যাদুঘর এবং শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শনাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এবং এখানকার ফরাসি কবি-সাহিত্যিক ও লেখকদের সাথে ওঠা-বসা ও সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। এ সময় ফরাসি উপন্যাসের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে যা পরবর্তীতে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনায় বিরাট প্রভাব রেখেছে। এ সময় তিনি 'কর্নেলী' (Corneille), 'রেসিন' (Racine), 'মূলিয়েরী' (Moliere), প্রমুখ খ্যাতনামা কথাশিল্পীদের নাটক ও উপন্যাস অধ্যয়নের সুযোগ

---

[১৫] ড. শাওকী দায়ফ, শাওকী শাইরু আসরিল হাদীস, পৃ. ১৪।

[১৬] ড. ত্বহা ওয়াদী, পৃ. ১৭৪।

[১৭] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯৭২। কিন্তু ড. মুহাম্মদ আহমদ আল আয্ব বলেন, আহমদ শাওকী চতুর্থ বর্ষ সমাপন করে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করেন। আন আল লুগাহ ওয়া আল আদব ওয়া আন নাকদ, পৃ. ২১০। তবে প্রথম মতটিই যথাযথ কারণ আহমদ শাওকী তার আত্মজীবনীতে তিন বছর শেষে ডিগ্রী অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। আহমদ শাওকীর বক্তব্য,

أقمت بالجزائر أربعين يوما أو تزيد ثم حثثت الرحال عنها قافلا إلى باريز ، و هنالك تمت لي السنة الثالثة في الحقوق و حصلت على شهادة النهائية فيها.

Dhaka University Institutional Repository

পান। এতে ফরাসি সাহিত্যের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটে। তাছাড়া তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত ফরাসি কবি ও সাহিত্যিকদের সাথে মেলামেশার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন এবং সেখানে তার 'ভিক্টর হুগো' (Victor Hugu), 'ডি-মুসেট' (De-Musset), 'লা-মারটিনি' (La-Martine) ও 'লা-ফনটেইন' (La-Fontaine) প্রমুখ ফরাসি কবি ও সাহিত্যিকদের সাথে পরিচিতি লাভ করেন। এ সময় তিনি লা-মারটিনির 'আল-বাহীরাহ' (البحيرة) নামক কবিতাটি আরবীতে কাব্যানুবাদ করেন। অনুরূপভাবে সেখানে তিনি ফরাসি প্রখ্যাত কথাশিল্পী লা-ফুনতিনের পশু-পাখিদের ভাষায় রচিত শিশুতোষ কাব্যকাহিনী অধ্যয়ন করে বিমোহিত হন এবং তিনি দেশে ফিরে লা ফুনতিনের আদলে পশু পাখির ভাষায় শিশুতোষ কাব্যকাহিনী রচনা করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেন। প্যারিসে অবস্থানকালে 'কানা ইয়ারতাদানা' (كان يرتادانه) নামক কফিখানায় বিখ্যাত ফরাসি কবি 'ভারলেইন' এর সাথে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল এবং সেখানে লেবাননের প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক আল আমীর শাকীব আরসালান (১৮৭১-১৯৪৬) এর সাথে শাওকীর সাক্ষাত হয় এবং উভয়ের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমীর আরসালান শাওকীর 'মিশর' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত গীতিকাব্যগুলো পড়ে মুগ্ধ হন এবং তিনি তাকে এ গীতিকাব্যগুলো একত্রিত করে 'আশ-শাওকিয়্যাত' (الشوقيات) নামে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করতে উপদেশ দেন।[১৮] অবশেষে তিনি ১৮৯১ সালে[১৯] ইস্তাম্বুল হয়ে মিশরে ফিরে আসেন।

---

[১৮] লেবাননের প্রখ্যাত লেখক শাকীব আরসালানের সাথে শাওকীর সাক্ষাত এবং 'আশ শাওকিয়্যাত' নামে তাঁর কাব্য সংকলন করার উপদেশকে তিনি গর্বের বস্তু মনে করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবন কাহিনীতে উল্লেখ করেন:

جمعتني باريز في أيام الصبا بالأمير شكيب أرسلان و أنا يومئذ في طلب العلم ، و الأمير حفظه الله في التماس الشفاء ، فانعقدت بيننا الألفة بلا كلفة . و كنت في أول عهدي بنظم القصائد الكبرى ، و كان الأمير يقرأ ما يرد عليه منها منشورا في صحف مصر ، فتمنى أن يكون لي يوما ما مجموعة ، ثم تمنى عليّ إذا هي ظهرت أن أسميها (الشوقيات) . ثم انقضت تلك المدة ، فكأنها حلم في الكرى أو خلسة ، أو هي كما أقول:

صحبتُ شكيبا برهة لم يفزْ بها — سوای على أن الصحاب كثيرُ
حرصتُ عليها آنة ثم آنة — كما ضنّ بالماس الكريم خبير
فلما تساقينا الوفاء و تم لي — وداد على كل الوداد أمير
تفرق جسمي في البلاد و جسمه — و لم يتفرق خاطر و ضمير

هذا أصل التسمية سبقت به إشارة لا تخالف و دفعت إليه طاعة واجبة ، و أنا بين هاتين هدف للقيل و القال ، يظن بي نسبة الأثر الضئيل إلى الإسم القليل .

[১৯] হান্না আল ফাখূরী, আহমদ কাব্বিশ, খাইরুদ্দীন যিরকিলীসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে শাওকী ১৮৯১ সালে মিশরে ফিরে আসেন। দ্র: হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাব আল আরাবী*, পৃ. ৯৭৩; আহমদ কাব্বিশ, *তারীখুশ শি'র আল আরাবী আল হাদীস*, পৃ. ৭৪; কিন্তু ড. মুহাম্মদ মানদূর ও ড. আহমদ মুহাম্মদ আল হুফীর মতে তিনি ১৮৯৩ সালে মিশরে ফিরে আসেন। দ্র: ড. আহমদ মুহাম্মদ আল হুফী, *আল ইসলাম ফী শি'র শাওকী*, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ কর্মজীবন (১৮৯১-১৯১৫)

আহমদ শাওকী মিশরে ফিরে এসে দেখতে পান যে, তাঁর একান্ত সুভাকাংক্ষী খেদীভ তাওফীক পাশা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আব্বাস হিলমী তাঁর স্থালাভিষিক্ত হয়েছেন। প্রথম দিকে কিছু সময় আব্বাস হিলমী আহমদ শাওকীর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। পরবর্তীতে হিলমী পাশার নেতিবাচক ধারণা ইতিবাচকে পরিণত হয়। তিনি আহমদ শাওকীকে সভাকবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। এ সময় কবি বিভিন্ন উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানে প্রাসাদের প্রশংসা গেয়ে স্তুতিমূলক গীতিকবিতা আবৃত্তি করেন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে আহমদ শাওকী হিলমী পাশার নিকট অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। অতঃপর হিলমী পাশা তাকে ইউরোপীয় বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা পদে উন্নীত করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে রাজদরবারকে সহযোগিতা করতেন। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় রাজপ্রাসাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সময়ে কবির সাথে সাধারণ জনগণের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। তিনি তার কাব্যিক যোগ্যতার প্রায় সবটুকুই কেবল প্রাসাদের খেদমতে নিয়োগ করেন। আহমদ শাওকী নিজেকে 'শা'ইরুল কসর' (شاعر القصر) রাজদরবারের কবি হিসেবে পরিচয় দেয়াকে গর্ব ও মর্যাদার বস্তু মনে করতেন। যেমন একদা তিনি গর্ব করে বলেন,

شاعر العزيز و ما　　　　بالقليل ذا اللقب [২০]

"(আমি) রাজপ্রাসাদের কবি, আর সে উপাধিটি কোন সাধারণ ব্যাপার নয়।"

এভাবে রাজদরবারের খেদমতে তাঁর কর্মময় জীবনের বিশ বছরেরও অধিক সময় কাটিয়ে দেন। অতঃপর ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে খেদীভ আব্বাসের পক্ষ থেকে তিনি মিশরের প্রতিনিধিত্ব করেন।[২১] উক্ত সম্মেলনে কবি তাঁর ২৬৪ পংক্তিবিশিষ্ট বিখ্যাত গীতিকাব্য 'কিবারুল হাওয়াদিস ফী ওয়াদী আন নীল' (كبار الحوادث في وادي النيل) বা 'নীল উপত্যকার শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলী' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ, অনুপম ও অতুলনীয় কাসীদা উপস্থাপন করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। যার প্রারম্ভিক শ্লোকটি ছিল নিম্নরূপ:

---

[২০] হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী* (আল আদাবুল হাদীছ), পৃ. ৪৫৪।

[২১] খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, *আল আ'লাম*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৬; হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৯৭৩; আহমাদ কাব্বিশ, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

همت الفلك ، و احتواها الماء   و حداها بمن تقل الرجاءُ [২২]

"জাহাজ তার লক্ষ্যস্থলের দিকে যাত্রা করছে, আর (নীলনদের) পানি তার চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে আছে। আর তাকে এমন ব্যক্তি চালিয়ে নিচ্ছে যাদের আশা কমে গেছে।"

দাম্পত্য জীবন

আহমদ শাওকী রাজদরবারের কবি হওয়ার সুবাদে মিশরের এক ধনাঢ্য পরিবারের সাইয়্যেদা সারিয়্যা নাম্নী এক সতী সাধবী ভদ্র মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রী পিতা হোসাইন পাশা শাহীনের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন। এতে কবির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল হয়ে ওঠে এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখময় হয়। তাদের ঔরসে 'আলী ও হুসাইন নামে দুজন পুত্র এবং আমীনা নামে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়[২৩]।

২.৫ শাওকীর নির্বাসিত জীবন (১৯১৫-১৯১৯)

ইতোমধ্যে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) দামামা বেজে ওঠে। উক্ত যুদ্ধে খেদীভ আব্বাস তুর্কীদের সমর্থন করেন। ফলে যুদ্ধ চলাকালে মিশর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ব্রিটিশ সরকার নিজ হাতে নিয়ে নেয় এবং ১৯১৪ সালে খেদীভ আব্বাসকে মিশরের সিংহাসনচ্যুত করে সুলতান হোসাইন কামিলকে (১৮৫৩-১৯১৭) খেদীভ আব্বাসের স্থলাভিষিক্ত করেন। অতঃপর কবি সুলতান হোসাইন কামিলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান এবং তার প্রশংসায় স্তুতিমূলক গীতিকাব্য রচনা করেন যার, প্রথম চরণ নিম্নরূপঃ

الملك فيكم آل إسماعيلا   لا زال ملككم يظلّ النيلا [২৪]

"ইসমাঈল বংশের বাদশা তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, তোমাদের বাদশা ও নীলনদ আছে এবং সর্বদা থাকবে।"

কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং খেদীভ আব্বাসের সাথে সম্পর্ক থাকার দরুন শাওকী সুলতান হোসাইন কামিলের নিকট থেকে তেমন কোন সহায়তা পান নি। এ সময় ইংরেজরা অনেক মিশরীয়দের উপর নির্মম অত্যাচার চালায় এবং খেদীভ আব্বাসের সমর্থক ও অনুসারীদেরকে রাজপ্রাসাদ

---

[২২] আহমদ শাওকী, *আল শাওকিয়্যাত* (বৈরূতঃ দাবুল কিতাব আল আরাবী, তা.বি.) ১ম খন্ড, পৃ. ১৭।

[২৩] শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরাবী আল মু'আছির*, পৃ. ১১১-১১২।

[২৪] ইন'আম আল জুনদী, *আর রাঈদ ফীল আদাব আল আরাবী*, পৃ. ৪৪০; ড. মুহাম্মদ মানদূর, *আহমদ শাওকী*, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে তাড়িয়ে দেয়। বিতাড়িতদের মধ্যে আহমদ শাওকীও ছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে মাল্টায় নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু হোসাইন কামিলের মধ্যস্থতায় কবিকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ১৯১৫ সালে স্পেনে সপরিবারে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তিনি সেখানকার সমুদ্র উপকূলবর্তী বার্সেলোনা (Barcelona) শহরকে তাঁর আবাস হিসেবে নির্বাচন করেন।[২৫] নির্বাসিত জীবনযাপন কবির জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি স্পেনে আরব নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ করে বেড়াতেন। সেখানকার গ্রানাডা, সেভিলা ও কর্ডোভা নগরীতে আরবদের প্রাচীন ঐতিহ্য অবলোকন করে বিস্মিত হন এবং আরবদের হারানো ঐতিহ্যের জন্য তাঁর মন কেঁদে ওঠে। আর এই ব্যথাতুর হৃদয়ের সকল ব্যাকুলতা বাণীবদ্ধ করেন তাঁর বিখ্যাত গীতিকাব্য 'আর রিহ্‌লাহ ইলাল আনদালুস' (الرحلة إلى الأندلس) শীর্ষক কাসীদায়। উল্লেখ্য যে, তিনি আব্বাসী যুগের প্রখ্যাত কবি আল বুহতারী (৮২১-৮৯৭) এর 'সীন' (س) ছন্দে রচিত গীতিকাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনিও 'সীন' ছন্দে উক্ত গীতিকাব্যটি রচনা করেন। তিনি উক্ত কাসীদা শুরু করেন স্বদেশপ্রেম দিয়ে। কবি বলেন,

اختلاف النهار و الليل ينسي　　　اذكروا لي الصبا و أيام أنسي
و صفا لي ملاوة من شباب　　　صوِّرت من تصورات و مسِّ
عصفت كالصبا اللعوب و مرّت　　　سنة حلوة و لذة خلس
و سلا مصر : هل سلا القلب عنها　　　أو أسا جرحه الزمان المؤسى ؟[২৬]

তাছাড়া এ সময় তিনি স্পেনের প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম নিয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইশবেলীয় শাসক আল মু'তামিদ ইবন আব্বাদ (১০৪০-১০৯৫) এর সপরিবারে মরক্কোয় নির্বাসনের ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হন। অতঃপর তিনি এ হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'আমীরাত আল আন্দালুস' (أميرة الأندلس) শীর্ষক নাটকটি এখানেই রচনা করেন। নির্বাসনকালীন সময়ে ১৯১৮ সালে আহমদ শাওকীর মাতা মিশরের আলওয়ান নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক ঘটনায় কবি অত্যন্ত শোকাহত হন এবং তাঁর মায়ের স্মৃতিচারণ করে এক ঘন্টার মধ্যেই 'ইয়াবকী ওয়ালিদাতাহু' (يبكي والدته) নামক একটি শোকগাঁথা লিখেন যার প্রথম চরণ হল:

إلى الله أشكو من عوادي النوى سهما　　　أصاب سويداء الفواد و ما أصمى[٢٧]

[২৫] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯৭৪।
[২৬] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমি অভিযোগ করছি দূর থেকে আমার প্রতি আগত একটি বর্শা সম্পর্কে যা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে আঘাত হেনেছে এবং আমাকে বধির করে দিয়েছে।"

নির্বাসনে থাকাকালীন স্বদেশ ও জন্মভূমি মিশরের প্রতি তার মন সব সময় ব্যাকুল থাকত। কখন ফিরে যাবেন, কখন শেষ হবে তার শৃঙ্খলিত জীবন, এ প্রতিক্ষায় তিনি দিন কাটাতেন। নির্বাসনে থাকার সময়ও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে বিশেষত সমসাময়িক কবি হাফিজ ইবরাহীম (১৮৭১-১৯৩২) ও ইসমাঈল সাবরী (১৮৫৩-১৯৩২) এর সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতেন।[২৮]

মিশরে প্রত্যাবর্তন ও গণসংবর্ধনা

আহমদ শাওকীর বন্ধু-বান্ধব ও তৎকালীন কবি সাহিত্যিকদের অনুরোধের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কবিকে ক্ষমা করে দেন ও মিশরে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন। এ অনুমতি পাওয়ার পর শাওকী মিশরের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। অপর দিকে শাওকীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ মিশরে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, কবি-সাহিত্যিক ও ছাত্র-ছাত্রীসহ হাজার হাজার জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য মিশরের স্টেশনে ভিড় করেন। অতঃপর আহমদ শাওকী দীর্ঘ পাঁচ বছর পর জন্মভূমি মিশরে পৌঁছলে উপস্থিত জনতা তাঁকে মাল্যভূষিত করে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করে। অতঃপর জনতা তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে গাড়ি পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। এহেন পরিস্থিতি দেখে কবির চক্ষুদ্বয় থেকে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে।[২৯] আহমদ শাওকীর উপর দেশবাসীর এত গভীর ভালবাসা ও সমবেদনা ইতোপূর্বে তাঁর জানা ছিল না। তিনি এই সংবর্ধনায় আবেগাপ্লুত হয়ে 'বা'দ আল মানফা' (بعد المنفى) নামক কাসীদা রচনা করেন যার, এক পর্যায়ে কবি বলেন :

تَلَقَّوْنِيْ بكل أغُرَة زاه   كأن على أسِرّته شهابا
ترى الإيمان مؤتلقا عليه   و نُور العلم ، و الكرم اللُبابا
و تلمح من وضاءة صفحيه   مُحيًا مصرَ رائعة كعابا
شبابَ النيل ، إن لكم لصوتا   ملبيّ حين يرقع مستجابا [৩০]

---

[২৭] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৪৮।
[২৮] হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী (আল আদাব আল হাদীছ)*, পৃ. ৪৩৮।
[২৯] হোসাইন শাওকী, *আবী শাওকী*, পৃ. ৯০।
[৩০] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা সর্বপ্রকার চমৎকার উজ্জ্বলতা সহকারে আমাকে গ্রহণ কর, যেন তার মুখাবয়বের উপর রয়েছে উল্কা নামক জ্যোতিষ্ক। তুমি তার উপর জৌলুসমান ঈমান, শিক্ষার আলো এবং অকৃত্রিম মহানুভবতা দেখতে পাবে। তুমি তাঁর পার্শ্বদ্বয়ের সৌন্দর্যের দ্বারা মনোরম স্ফীত বক্ষবিশিষ্ট মিশরকে পুনর্জীবন দানকারী হিসেবে উদ্ভাসিত হবে। ... হে নীলনদের যুবকগণ! তোমাদের জন্য রয়েছে এমন একটি কল্কধ্বনি; যা উত্থিত হলে সাড়াপ্রাপ্ত হয় ও গৃহীত হয়ে থাকে।"

সিনেট ও উচ্চ পরিষদের সদস্যপদ লাভ

আহমদ শাওকীর নির্বাসন পরবর্তী জীবন পূর্বের জীবনের চেয়ে অনেক ব্যতিক্রম। নির্বাসনের আগে তিনি ছিলেন রাজদরবারের কবি। রাজদরবারের সুলতানদের প্রশংসা বা স্তুতিমূলক কবিতা রচনায় জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছিলেন। চলা-ফেরা, উঠা-বসা সব কিছুই রাজদরবার কেন্দ্রিক ছিল। আম জনতার সাথে উঠা-বসা, মেলা-মেশার নযীর খুবই বিরল ছিল। কিন্তু নির্বাসন পরবর্তী জীবনে রাজদরবারে আর কখনো ফিরে যান নি এবং রাজদরবারের কবি হওয়ারও তেমন সুযোগ ছিল না বলা চলে। তিনি রাজা-বাদশাদের নিয়ে স্তুতিমূলক কবিতা রচনা পরিত্যাগ করেন এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, দরিদ্র মানুষের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে ওঠে। দেশাত্মবোধক, জাতীয়তাবাদ ও আরব রাজনীতির স্বপক্ষে দরাজ কণ্ঠে কবিতা রচনা করেন। ফলে তিনি সর্বসাধারণের কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। মিশরসহ সমগ্র আরবদেশে তাঁর কদর বেড়ে যায়। আহমদ শাওকীর এ অবস্থা দেখে ১৯২৪ সালে মিশর সরকার তাঁকে মিশরের জাতীয় সংসদ সিনেট এবং উচ্চ পরিষদ (مجلس الشيوخ) এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ দান করেন। আমরণ তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।[৩১]

২.৬ আমীরুশ শু'আরা (কবিসম্রাট) উপাধি লাভ

নির্বাসিত জীবনের আগে আহমদ শাওকী ছিলেন রাজদরবারের কবি। নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তিনি হন জনগণের কবি। এখন রাজপ্রাসাদের প্রশংসার পরিবর্তে মিশরীয় প্রাচীন সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তার কবিতায় সুনিপূণভাবে ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য গীতি কবিতা হল 'আবুল

---

[৩১] খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, *আল আ'লাম*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৭; হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী (আল আদাব আল হাদীছ)*, পৃ. ৪৩৯; আহমদ কাব্বিশ, পৃ. ৪৭; ইনআম আল জুনদী, পৃ. ৪৪০।

Dhaka University Institutional Repository

হাওল' (أبو الهول), 'আন নীল' (النيل) ও 'তুত আনখ আমূন' (توت عنخ آمون)। আহমদ শাওকীর কবিতার ময়দান শুধু মিশরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সমগ্র আরব জাতিকে নিয়ে কবিতা রচনা করেন। আরব জাতীয়তাবাদের বজ্রধ্বনি তাঁর কবিতা থেকে নির্গত হতে থাকে। তাঁর দর্শন ছিল আরবগণ এক দেহ স্বরূপ, যখন তার কোন অঙ্গ ব্যথিত হবে তখন তার সর্বাঙ্গ ব্যথার সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। যেমন কবি বলেন,

و نحن في الشرق و الفصحى بنو رحم   و نحن في الجرح و الآلام إخوان

"আমরা প্রাচ্যে অবস্থান করছি এবং আমরা একই মাতৃতুল্য প্রাঞ্জল ভাষার সন্তান, আমরা আহত অবস্থায় রয়েছি, আর আমাদের বেদনারাশি আমাদের ভ্রাতৃতুল্য।"

অপর এক কবিতায় বলেন,

كلما أن بالعراق جريح   لس الشرق جنبه في عمانه

"যখনই ইরাকের কোন আহত ব্যক্তি চিৎকার করে, তখন সমগ্র প্রাচ্য তার বেদনায় ব্যথিত হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়।"

অনুরূপভাবে তাঁর কবিতা আরব জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পয়গাম সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে থাকে। ফলে আহমদ শাওকীর কদর সমগ্র আরববাসীর হৃদয়ে স্থান পায়। অতঃপর ১৯২৭ সালে আহমদ শাওকীর অনবদ্য কীর্তি বৃহৎ কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' (الشوقيات) এর পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে সুলতান আহমদ ফুয়াদ ১৯২৭ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত কায়রোর জাতীয় অপেরা হাউজে সমগ্র আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ, লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আহমদ শাওকীর জন্য জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সমগ্র আরব জাহানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আহমদ শাওকীকে 'আমীরুশ শু'আরা' (أمير الشعراء) বা 'কবি সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মিশরের নীল নদের কবি হাফিজ ইবরাহীম 'তাহনিয়াতু আহমাদ শাওকী বেক' (تهنئة أحمد شوقي بك) নামক স্বরচিত কবিতা উপস্থাপন করেন যেখানে সমগ্র আরব কবি-সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে তিনি আহমদ শাওকীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে ঘোষণা দেন:

Dhaka University Institutional Repository

أمير القوافي قد أتيتُ مبايعا　　　و هذي وفود الشرق قد بايعتْ معي [৩২]

"ওহে ছন্দের প্রশাসক! আমি আপনার নিকট আনুগত্যকারী হিসেবে এসেছি, আর প্রাচ্যের এ প্রতিনিধিগণ আমার সাথে আপনার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন।"

এ উপলক্ষে 'আস সিয়াসাতুল উসবূইয়্যা' (السياسة الأسبوعية) ম্যাগাজিনে ২৩ এপ্রিল, ১৯২৭ তারিখে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়ও এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[৩৩] এরপর থেকে তিনি সমগ্র আরব বিশ্বে 'আমীরুশ শু'আরা আল আরব' (أمير الشعراء العرب) বা আরব কবি সম্রাট নামে খ্যাতি লাভ করেন। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সমগ্র আরব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এ উপাধি লাভ করে তিনি অভিভূত হন। এবং এ উপাধি তাকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। তিনি নতুন উদ্যমে আরব জাতিকে নতুন কিছু উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সাধনা শুরু হল পাশ্চাত্যের কাব্যরীতির আদলে আরবী কাব্যনাটক রচনার। ১৯২৮ সাল থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এ সাধনা চলে এবং তিনি সফল হন। ১৯৩২ সালে শেষ জীবনে আহমদ শাওকী 'এ্যাপোলো' (Apollo) নামক কবিদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি এর সভাপতি মনোনীত হন।[৩৪]

২.৭ মৃত্যুবরণ

শেষ জীবনে কবি আহমদ শাওকী খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর দেহ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হতে থাকে। যৌবনকালে অধিক মদ্যপানের দরুন এ করুণ পরিণতির শিকার হন। অস্থিরতা ও বিষন্নতা তাকে পেয়ে বসে। এ সময় তিনি একাকী থাকতে এবং বন্ধু-বান্ধবদের থেকে দূরে থাকতে ভয় করতেন। এ সময় তিনি কায়রোর শহরতলীতে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের অফিসে আসা-যাওয়া করতেন। এক সন্ধ্যায় তিনি কায়রোর 'আল জিহাদ' (الجهاد) পত্রিকা অফিসে যান। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক তাওফীক দায়াবসহ উপস্থিত লোকদেরকে নিয়ে নৈশালাপে মেতে ওঠেন। এহেন আনন্দঘন পরিবেশে হঠাৎ করে কবি প্রচন্ড কাশিতে আক্রান্ত হন। তখন তাঁর গাড়ির চালক তাঁর বিশ্রামের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসেন । এ দিনটি ছিল ১৯৩২ সালের ১৩

---

[৩২] হাফিজ ইবরাহীম, *দীওয়ান*, ড. আহমাদ আমীন সম্পাদিত, (কায়রোঃ দারুল আউদা, তা.বি., প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৭), পৃ. ১২৮।

[৩৩] J. Brugman, *An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt*, p. 37.

[৩৪] আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখুশ শি'রিল আরাবী আল হাদীস*, পৃ. ৭৫; হান্না আল ফাখূরী, *তারীখু আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৯৭৪; আহমাদ হাসান আয যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৪০৭; মুহাম্মদ মানদূর, *আ'লামুশ শি'রিল আরাবী আল হাদীছ*, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর। তিনি ফুসফুসে তীব্র চাপ অনুভব করেন। এহেন গুরুতর অবস্থায় তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসাসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা যায় নি। অতঃপর রাত দুই ঘটিকায় অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর[৩৫] প্রথম প্রহরে তার নিজস্ব বাসভবন 'কুরমা ইবন হানী' (كرمة ابن هاني) হতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। অতঃপর কায়রোতে তাঁকে দাফন করা হয় এবং তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তাঁর নবীপ্রশস্তিমূলক বিখ্যাত কাসীদা 'নাহজ আল বুরদা' (نهج البردة) এর নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় তার কবরের উপরে লিখে দেয়া হয় :

يا أحمد الخير ، لي جاه بتسميتي   و كيف لا يتسامى بالرسول سمّي ؟

إن جلّ ذنبي عن الغفران لي أمل   في الله يجعلني في خير معتصم[৩৬]

"হে কল্যাণের সর্বাধিক প্রশংসিত (আহমাদ)! আমার নামকরণে রয়েছে আমার গৌরব, আর কিভাবে আমার নাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামের দ্বারা গৌরবান্বিত হবে না? যদিও আমার পাপরাশি ক্ষমার চেয়ে বেশী, তবুও আল্লাহর কাছে আমার আশা রয়েছে যে, তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করবেন।"

আহমদ শাওকীর ইনতিকালে গোটা আরব দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর ইনতিকালে আরবী সাহিত্য গগনের উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের পতন হল। কবির বিয়োগ ব্যথায় জনগণ শোকাতুর হয়ে পড়ে। মিশরের পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীগুলো তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে ক্রোড়পত্রসহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। অতঃপর ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কবি সাহিত্যিকদের যৌথ উদ্যোগে কায়রোর রাজকীয় অপেরা হাউজে কবির বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার উদ্দেশ্যে এক

---

[৩৫] শাওকীর মৃত্যু ১৯৩২ সালের অক্টোবরে মাসে হয়েছে এতে সকল ঐতিহাসিকগণ একমত তবে অক্টোবরের কত তারিখে হয়েছে সে বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। ক) ১৪ অক্টোবর প্রথম প্রহর তথা রাত দুইটায় ইনতিকাল করেন। ড. ত্বহা ওয়াদী, *শি'রু শাওকী*, পৃ. ১৫৪; ড. মুহাম্মদ মানদূর, আহমদ শাওকী, '*আ'লামুশ শি'র আল আরাবী আল হাদীছ*', ইলিয়্যা হাভী সম্পাদিত, (বৈরূতঃ আল মাকতাবুত তিজারী লিত তাবা'আ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', ১ম সংস্করণ, ১৯৭০), পৃ. ৩৭। খ) কেউ কেউ মনে করেন ১৩ অক্টোবর ইনতিকাল করেন। http:// bibliothecaalexandria.org/أحمد شوقي ; হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৪৩৯; http:// ar.wikipedia.org/wiki/أحمد شوقي । উল্লেখ্য যে উভয় মতের মধ্যে তেমন ফারাক নেই বলে প্রতীয়মান হয়। যারা ১৪ তারিখ বলেন তারা ১৩ তারিখ রাত বারটার পর থেকে ১৪ তারিখ শুরু হয় বিধায় ১৪ তারিখের কথা বলেছেন। আর যারা ১৩ তারিখ বলেছেন তারা রাত বারটার পর দিন গণনা শুরু না করে ১৩ তারিখের কথা বলেছেন।

[৩৬] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ১ম খন্ড, পৃ. ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

বিরাট শোকসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মরহুমের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণ উক্ত শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন।

শোকগাঁথা কবিতা

১৯৩২ সালে নাবলুস শহরে এক বৃহত্তম শোক অনুষ্ঠানে ইরাকের জাতীয় কবি মারূফ আর রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫) 'রাছা শাওকী শাইর মিসর আল আকবার' (رثى شوقي شاعر مصر الأكبر) নামক শোক কবিতা আবৃত্তি করেন। কবি বলেন,

الشعر بعد مصابه بكبيره في مصر جلّ مصابه بأميره

دخلتُ لسماء الشعر بعد أفوله من مشرقات شموسه و بدوره[৩৭]

"আরবী কবিতা এর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির দুর্যোগের পর এর সম্রাটের আক্রান্ত হওয়ার কারণে মিসরে এর দুর্যোগ প্রকট হয়ে পড়ে। কবিতার আকাশ এ নিম্নমুখীতার উজ্জ্বল সূর্য ও পূর্ণ চন্দ্রগুলোতে প্রবেশ করে।"

আহমদ শাওকীর মৃত্যুর পর আলী মাহমূদ ত্বহা আল মুহানদিস (১৯০২-১৯৪৯) 'মাউতুশ শা'ইর' (موت الشاعر) নামক একটি হৃদয়বিদারক শোকগাঁথা কবিতা রচনা করেন যার শুরু হল এভাবে,

مالوا بمصباح البيان صباحا و مشوا به في الذاهبين رواحا

و مضوا به إلا شعاعا لم يزل في الأرض مؤتلف السنى وضاحا[৩৮]

"তারা প্রাতঃকালে প্রাঞ্জল বর্ণনার প্রদীপ নিয়ে এগিয়ে যায় এবং সন্ধ্যাকালে গমনকারীদের মধ্যে তা নিয়ে চলতে থাকে। তারা একটি কিরণ রেখে প্রদীপটিসহ চলে যায়, যা পৃথিবীতে সর্বদা উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী হিসেবে থাকবে।"

৩. আহমদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম

যাদের পরশে আরবী সাহিত্যে পুনর্জাগরণ ঘটে, নিস্প্রাণ আরবী সাহিত্য প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে, আরবী কবিতা সম্ভার আরব বিশ্বের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বসাহিত্য দরবারে আপন স্থান করে নিয়েছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকী। তাঁর জন্ম আরবী সাহিত্যের পুনর্জন্মের পথকে তরান্বিত করেছে। তিনি একদিকে আরবী সাহিত্যের পুরাতন দেহে নতুন লেবাস

---

[৩৭] মারূফ আর রুসাফী, *আদ দীওয়ান* (বৈরূতঃ আল মাকতাবা আল আহলিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ৩২৭।

[৩৮] আলী মাহমূদ ত্বহা আল মুহানদিস, *মাওতুশ শাইর*, '*আল মুকতাতাফ*', (কায়রো, ১৯৩২), ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিধান করিয়েছেন অপরদিকে নতুন নতুন উপাদান নিয়ে আসেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল কাব্যনাটক। গদ্য ও পদ্য উভয় ময়দানে তার বিচরণ ছিল সমান্তরাল। তবে তিনি কবিতাঙ্গনে বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কবিতা, ছন্দোবদ্ধ গদ্য, উপন্যাস, নাটক, কাব্যানুবাদ, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি অঙ্গনে অমর কীর্তি রেখে যান যা পরবর্তী কবি ও সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণার উৎস ও পথ চলার সঠিক নির্দেশনা দেয়। আহমদ শাওকীর এ বিশাল অমর সাহিত্যকীর্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক. গদ্য সাহিত্য, দুই. পদ্য সাহিত্য। উভয় ক্ষেত্রে আহমদ শাওকীর অবদান সংক্ষিপ্তাকারে নিচে তুলে ধরা হলঃ

৩.১ পদ্য সাহিত্যে আহমদ শাওকীর অবদান

আহমদ শাওকী পদ্য ও গদ্য উভয় অঙ্গনে সাহিত্য রচনা করলেও কাব্যাঙ্গনে তাঁর সমৃদ্ধিশীলতা ছিল অনেক বেশি। কাব্যের মাধ্যমে সাহিত্যের সকল অঙ্গনে বিচরণ করা যে সম্ভব তার উজ্জ্বল প্রমাণ তিনি রেখেছেন তাঁর কাব্যনাটকের মাধ্যমে। আহমদ শাওকীর কাব্য রচনার সূচনা ঘটে আইন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায়। তাঁর সর্বপ্রথম রচিত কাব্য হল প্রশংসামূলক গীতিকাব্য যা তিনি খেদীভ তাওফীকের উদ্দেশে নিবেদিত করেছিলেন। এ কাব্যটি ১৮৮৮ সালে সরকারী পত্রিকা 'আল ওয়াকাই'ল মিসরিয়্যা' (الوقائع المصرية) তে প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। শুরু হল কাব্য চর্চা। নিম্নে তার কাব্যক্ষেত্রে অবদানগুলো সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হল।

১. 'আশ শাওকিয়্যাত' (الشوقيات) : তাঁর রচিত কাব্যগুলো একটি বৃহদাকার সংকলনে প্রকাশ করা হয়; যার নামকরণ করা হয় 'আশ শাওকিয়্যাত'। এটি চার খন্ডে বিভক্ত।

ক. প্রথম খন্ড

উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর রচিত বিভিন্ন বিষয়ের কবিতাগুলো এ খন্ডে স্থান পায়। এ খন্ডটি ১৮৯৮ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এ কাব্য সংকলনের ভূমিকায় তিনি 'কবিতা ও কবি' (الشعر و الشعراء) বিষয়ক একটি মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করেন এবং নিজের আত্মজীবনীও সেখানে সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করেন।[৩৯] দীর্ঘ ২৭ বছর পর ১৯২৫ সালে এ খন্ডটি পুনঃমুদ্রিত হয়। এ সংস্করণে প্রশংসামূলক গীতি, শোকগাঁথা, বিভিন্ন সঙ্গীত ও কাব্যকাহিনী প্রভৃতি বিষয় বাদ দিয়ে রাজনীতি, সমাজ ও ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে রচিত কবিতাসমূহই কেবল সন্নিবেশিত করা হয়। এ সংকলনের ভূমিকায় আহমদ

[৩৯] হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৯৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

শাওকীর কবিতা ও কবিদের বিষয়ক রচিত প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী বাদ পড়ে যায় এবং সেখানে প্রখ্যাত কথাশিল্পী ড. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকালের আহমদ শাওকীর কবিতার মূল্যায়ন বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা স্থান পায়।[৪০] এ খন্ডে মোট ৬১টি গীতিকাব্য স্থান পায়। এ খন্ডটি শুরু করা হয় তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'কিবারুল হাওয়াদিছ ফী ওয়াদিন নীল' (كبار الحوادث في وادي النيل) শীর্ষক গীতিকাব্য দিয়ে। সেখানে উল্লেখযোগ্য আরো কবিতা নিম্নরূপ:

'আল হামযিয়্যাতুন নাবাভিয়্যাহ' (الهمزية النبوية), 'আল্লাহ ওয়াল 'ইলম' (الله و العلم), 'মিসর তুজাদ্দিদু নাফসাহা বি নিসাইহাল মুতাজাদ্দিদাত' (مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات), 'খিলাফাতুল ইসলাম' (خلافة الإسلام), 'আল ইনকিলাবুল উছমানী ওয়া সুকুতুস সুলতান আবদিল হামীদ' (الانقلاب العثماني و سقوط السلطان عبد الحميد), 'ইনতিসারুল আতরাক ফীল হারবি ওয়াস সিয়াসাহ' (انتصار الأتراك في الحرب و السياسة), 'বা'দাল মানফা' (بعد المنفى), 'যিকরাল মাওলিদ' (ذكرى المولد), 'আল ইলম ওয়াত তা'লীম ওয়া ওয়াজিবুল মু'আল্লিম' (العلم و التعليم و واجب المعلم), 'আরাসতাতালীস ওয়া তারজামাতুহু' (أرسططاليس و ترجماته), 'তাহিয়্যাতুন লিত তুরক' (تحية للترك), 'আল আন্দালুস আল জাদীদাহ' (الأندلس الجديدة), 'তাহিয়্যাতুল মু'তামার আল জুগরাফী' (تحية المؤتمر الجغرافي), 'আল হিলাল ওয়াস সালীব আল আহমারান' (الهلال و الصليب الأحمران)।

খ. দ্বিতীয় খন্ড

দ্বিতীয় খন্ডটি ১৯৩০ সালে কায়রোতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে প্রেম (نسب), বর্ণনামূলক (وصف), এবং ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন কবিতা স্থান পেয়েছে।[৪১] এছাড়া প্রথম খন্ডের বাদ দেয়া কিছু কিছু কবিতাও এতে সন্নিবেশিত করা হয়। এ খন্ডে তিনটি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনামূলক ৩৯ টি কবিতা স্থান পায়। প্রথম কবিতাটি হল 'আয়াতুল 'আসরি ফী সামাই মিসর' (آية العصر في سماء مصر); প্যারিস থেকে 'ফাদরীন' ও 'ইউনিয়া' নামক দুইটি বিমান

---

[৪০] প্রাগুক্ত।

[৪১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম ১৯১৪ সালে মিশরের অবতরণ করে যা মিশরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কবি এর বর্ণনা দিয়ে কবিতাটি সাজিয়েছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্রায়ন, আরবদের ঐতিহাসিক কীর্তি ও আধুনিক আবিষ্কার বিষয়ক কবিতাবলী এখানে স্থান পায়। এ অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতার নাম দেয়া হল:

'শিকসবিয়ার' (شكسبير), 'বালদাতুল মু'তামারি লি নাযিরিহা ফী বাহজাতি মানাযিরিহা' (بلدة المؤتمر لناظرها في بهجة مناظرها), 'আর রিহলাতু ইলাল আন্দালুস' (الرحلة إلى الأندلس), 'মাইদানুল কূনকূরদ' (ميدان الكونكورد), 'নাকবাতু দিমাশক' (نكبة دمشق), 'আল বাহরুল আবইয়াদ আল মুতাওয়াসসিত' (البحر الأبيض المتوسط), 'তূত 'আনখ আমূন ওয়া হাদারাতু 'আসরিহী' (توت عنخ آمون و حضارة عصره), 'আনদালুসিয়্যাহ' (أندلسية) প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'নাসীব' বা প্রণয়মূলক কবিতা স্থান পায়। এখানে কোন শিরোনামবিহীন ৫৫টি কবিতা স্থান পায়। প্রথম কবিতা শুরু করেন এভাবে,

خدعوها بقولهم : حسناء　　　　و الغواني يغرّهن الثناء

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হল 'মুতাফাররিকাত' (বিক্ষিপ্ত কবিতাবলী) অর্থাৎ এখানে সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক কিছু কবিতা যা প্রথম খন্ড থেকে বাদ পড়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য এ অধ্যায়ের নাম দেয়া হয়েছে 'المتفرقات'। এখানে ১৬টি শিরোনামে সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক কিছু কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. তৃতীয় খন্ড

'আর রিছা' (الرثاء) বা শোকগাঁথামূলক কবিতা দিয়ে এ খন্ডটি সাজানো হয়েছে। মিশরসহ আরব বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে কবি তাদের কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে যে শোকগাঁথা গীতিকাব্য ভাষাবদ্ধ করেছেন সেগুলো এ খন্ডে স্থান পেয়েছে। ৬০টি শোকগাঁথা গীতিকাব্য দিয়ে এ খন্ডটি সাজানো হয়েছে। প্রথমটি 'সুলাইমান পাশা আবাযাহ' (سليمان باشا أباظه) এর মৃত্যুতে রচনা করেন। এ কাসীদার প্রথম চরণ হল:

Dhaka University Institutional Repository

من ظنّ بعدك أن يقول رثاء فليرث من هذا الورى من شاء[৪২]

ঘ. চতুর্থ খন্ড

এ খন্ডটি ১৯৪৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ খন্ডে বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা রয়েছে।

ক. সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক কিছু বিক্ষিপ্ত কাব্যমালা দিয়ে এ অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে। এ অধ্যায়টি শিরোনাম হল 'মুতাফাররিকাত ফিস সিয়াসাহ ওয়াত তারীখ ওয়াল ইজতিমা' (متفرقات في السياسة و التاريخ و الاجتماع)। এখানে ৩৮টি কবিতা রয়েছে।

খ. 'আল খুসূসিয়্যাত' (الخصوصيات); এ অধ্যায়ে তাঁর দুই ছেলে আলী ও হুসাইন এবং একমাত্র কন্যা আমীনাকে নিয়ে বিভিন্ন শিশুসংক্রান্ত কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া তার বন্ধু-বান্ধবদের শিশুদেরকে নিয়েও রচিত শিশু বিষয়ক কবিতাগুলো এখানে রয়েছে। এখানে মোট ২১টি কবিতা রয়েছে।

গ. 'আল হিকায়াত' (الحكايات) বা কাব্যকাহিনী: কবি ফ্রান্সে অধ্যয়নকালে প্রখ্যাত ফরাসি কথাশিল্পী লা ফুনতিনের পশু-পাখির ভাষায় এগুলো শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলো অধ্যয়ন করে অভিভূত হন। অতঃপর দেশে ফিরে আরব শিশুদেরকে আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে লা ফুনতিনের শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর আদলে তিনি বেশ কিছু কাব্যকাহিনী রচনা করেন। এ ধরণের ৫৫টি কাব্যকাহিনী নিয়ে এ অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে।

ঘ. 'দীওয়ানুল আতফাল' (ديوان الأطفال) বা শিশুতোষ কাব্য সংকলন: শিশুদেরকে আনন্দ ও উপদেশ দেয়ার জন্য যে সমস্ত শিশুতোষ কবিতা রচনা করেন সেগুলো উক্ত অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। এ অধ্যায়ে দশটি শিশুতোষ কবিতা রয়েছে।

ঙ. 'শি'রুস সাবা' (شعر الصبا) : আহমদ শাওকী স্বীয় শৈশবকাল নিয়ে রচিত সাতটি কবিতা এ অধ্যায়ে রয়েছে।

[৪২] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৩য় খন্ড, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

চ. 'মাহজূবিয়্যাত' (محجوبيات) : কবি ও তাঁর বন্ধু ড. মাহজুব সাবিতের সাথে কবির খুব গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁদের মাঝে যে সমস্ত গল্পগুজব ও নৈশ আলাপ চলত এরূপ চারটি গীতিকাব্য দিয়ে এ অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে।

২. 'আশ শাওকিয়্যাত আল মাজহূলাহ' (الشوقيات المجهولة): আহমদ শাওকীর উপোরোল্লিখিত চার খন্ড বিশিষ্ট বৃহৎ কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেল যে তাঁর বেশ কিছু কাব্য বাদ পড়েছে যেগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর আহমদ শাওকীর মৃত্যুর পর ড. মুহাম্মদ সবরী আস সারবূনী এ সকল বাদ পড়া কাব্যগুলোকে একত্রিত করে দুই খন্ডে অপর একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন যার নামকরণ করা হয় 'আশ শাওকিয়্যাত আল মাজহূলাহ'। এ সংকলনটি কায়রোর আল কুতুবুল মিসরিয়্যা প্রকাশনা থেকে ১৯৬১ হতে ১৯৬২ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এ সংকলনটির মাধ্যমে ড. আস সারবূনী আহমদ শাওকীর হারানো কাব্যগুলো জাতির কাছে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালান। এখানে শাওকীর ১২টি শোকগাঁথা কবিতাসহ অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ বেশ কিছু গীতিকাব্য রয়েছে।[৪৩]

৩. 'দুয়ালুল আরব ওয়া 'উযামাউল ইসলাম' (دول العرب و عظماء الإسلام) : ইহা আহমদ শাওকীর অপর একটি বিখ্যাত কাব্য সংকলন। কবি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় স্পেনে নির্বাসনকালে (১৯১৫-১৯১৯) আরব জাতির ইতিহাস সম্বলিত এই কাব্য সংকলনটি রচনা করেন। এ সংকলনে মুসলিম জাতির প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আরবী ভাষা ও কাব্য, নবীচরিত, খোলাফায়ে রাশেদীনদের জীবন চরিত, বাইতুল্লাহর ইতিহাস, মুসলিম বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ (মৃ. ৬৪১ খ্রী.) ও আমর ইবনুল 'আস (মৃ. ৬৬৪ খ্রী.) এর বিজয়গাঁথা ইতিহাস, সিরিয়া ও স্পেনের উমাইয়া খেলাফত থেকে আব্বাসী খেলাফতসহ ফাতিমীদের শাসনামলের বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে কাব্য সংকলনটি সাজানো হয়েছে। এ কাব্য সংকলনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর কাব্যগুলো 'রাজায' (رجز) ছন্দে রচিত। এ কারণে এ সংকলনটিকে 'আরজুযাতুল আরব' (أرجوزة العرب) নামে অভিহিত করা হয়।

---

[৪৩] ড. মুহাম্মদ সা'দ বিন হুসাইন, *আল আদাবুল আরাবী ওয়া তারীখুহু, 'আল আসরুল হাদীছ'* (রিয়াদ: মাতাবি জামি'আ আল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়্যা, ৫ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.) পৃ. ৫০।

৩.২ অনুবাদ সাহিত্য ও কাব্য নাটক

কাব্যানুবাদ -'আল বাহীরাহ' (البحيرة) : আহমদ শাওকী নিজের কাব্য রচনার পাশাপাশি প্রখ্যাত বিদেশী সাহিত্যিকদের কবিতাও কাব্যানুবাদ করেন। ফ্রান্সে অধ্যয়নকালে কবি প্রখ্যাত ফরাসি কবি লা মার্টিন (La-Martine) এর বিরচিত আল বাহীরাহ নামক কবিতা অধ্যয়ন করে মুগ্ধ হন। অতঃপর এটিকে আরবীতে অনুবাদ করার প্রয়াস চালান। এটি আহমদ শাওকীর বিখ্যাত কাব্যানুবাদ এবং এটি ফরাসি ভাষায় তাঁর অসাধারণ পারদর্শীতার সাক্ষ্য বহন করে।

কাব্যনাটক : কাব্যনাটক আহমদ শাওকীর অন্যতম অমর কীর্তি। তিনিই সর্বপ্রথম আরব বিশ্বে কাব্যনাটক রচনা করেন। কবিতার মাধ্যমে সাহিত্যের সকল শাখায় স্বাধীনভাবে অনুপ্রবেশ করা সম্ভব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল আহমদ শাওকীর এ কাব্যনাটক। তিনি জীবনের শেষলগ্নে ১৯২৯-১৯৩২ সালে সাতটি কাব্যনাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে পাঁচটি বিয়োগাত্মক (Tragedies) নাটকগুলো হলো যথাক্রমে 'মাসরাউ ক্লিউবাতরা' (مصرع كليوباترا), 'মাজনূন লাইলা' (مجنون ليلى), 'কামবীয' (قمبيز), 'আলী বেক আল কাবীর' (علي بك الكبير) ও 'আনতারা' (عنترة)। আর দু'টি মিলনাত্মক (Comedy) নাটক হচ্ছে 'আস সিত্তু হুদা' (الست هدى) ও 'আল বাখীলা' (البخيلة)।[88] নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো :

ক. **'মাসরাউ ক্লিউবাতরা'** (مصرع كليوباترا) : আরব জগতের সর্বপ্রথম কাব্যনাটক 'মাসরাউ ক্লিউবাতরা'। এটি ১৯২৯ সালের প্রথমে প্রকাশিত হয়। এ নাটকটি খ্রিস্ট পূর্ব ৩০ সালের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ও তার আশেপাশে সংগঠিত ঘটনাবলী নিয়ে রচিত।[৮৫] হান্না আল ফাখূরী বলেন,

تجري حوادث هذه الرواية في الإسكندرية و أرباضها حوالي السنة الثلاثين قبل المسيح .

এই বিয়োগাত্মক নাটকটি চারটি অধ্যায় এবং নয়টি চরিত্র[৮৬] নিয়ে সাজানো হয়েছে।

---

[88] আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখুশ শি'রিল আল আরাবী আল হাদীস*, পৃ. ৭৫; হান্না আল ফাখূরী, *জামি' ফী তারীখিল আদাব আল হাদীছ*, পৃ. ৪৩৯।

[৮৫] হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ৯৯৭।

[৮৬] উক্ত নাটকে ক্লিওপেট্রা দুই ধরণের চরিত্রে আবির্ভূত হয়েছেন; ১. সাধারণ রমণীর ২. মিশরের রাণীর। হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

খ. **'মাজনুন লাইলা'** (مجنون ليلى) : এ কাব্যনাটকটি ১৯৩১ সালে রচিত হয়। লাইলী মজনুর ঐতিহাসিক প্রেম-কাহিনী নিয়ে এ নাটকটি রচিত হয়। উমাইয়া যুগে হিজাজ ও নজদের মরু অঞ্চলকে ঘিরে এ নাটকের ঘটনা আবর্তিত হয়। এর মূল ঘটনা হল কায়েস নামক এক ব্যক্তি তার চাচাতো বোন লায়লাকে ভালবাসত। অতঃপর সে তার চাচা মাহদীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এদিকে তাদের ভালবাসার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার কারণে লজ্জায় পড়ে তার চাচা এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। অতঃপর লাইলীকে ওয়ারদা আস সাকাফী নামক এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়া হয়। ফলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কায়েস পাগল হয়ে যায় এবং লায়লা অসুস্থ হয়ে কিছুদিন পরে মারা যায়। এ বিয়োগাত্মক নাটকটিতে পাঁচটি অধ্যায় এবং ছয়টি মূল চরিত্র রয়েছে।[৪৭]

গ. **'কামবীয'** (قمبيز) : এটি আহমদ শাওকীর একটি ট্রাজেডীমূলক কাব্যনাটক। ইহা তিনি ১৯৩১ সালে রচনা করেন। খ্রিস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন মিশর ও পারস্যের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে সংগঠিত ঘটনাবলী নিয়ে এ নাটকটি রচিত হয়। মূল বক্তব্য হল : পারস্য সম্রাট কামবীয মিশরের সম্রাট আমাজিয কন্যা নেফরিতকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। নেফরিত একজন ভিনদেশীর সঙ্গে বিয়ের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যান মিশরের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে পূর্ববর্তী ফেরাউনের কন্যা নাতীসাস 'নেফরিত' ছদ্মনামে নিজেকে কামবীযের স্ত্রী হিসেবে পেশ করে। অতঃপর মিশরীয় সেনাবাহিনীর ফানীস নামক জনৈক গ্রীক সেনাপতি পারস্যে এসে কামবীযকে এই প্রতারণার সংবাদ দেয়। কামবীয তখন মিশর আক্রমণ করে সেখানে অগ্নিকান্ড ও লুটতরাজ চালায়। তারপর সে জানতে পারে যে নেফরিত আত্মহত্যা করেছে। এতে রাগে তার মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং সে নতুন ফেরাউন স্যামেটিক ও বিশ্বাসঘাতক ফানীস এবং তার একজন সেনাপতিকে হত্যা করে।[৪৮]

ঘ. **'আলী বেক আল কাবীর'** (علي بك الكبير) : এটি আহমদ শাওকীর অন্যতম একটি বিয়োগাত্মক কাব্যনাটক। এটি ১৯৩২ সালে রচনা করা হয়। ১৭৭০ সালের ফুসতাত, সালিহিয়্যা ও উক্কা প্রভৃতি জায়গায় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে এ নাটকটি রচিত। এর মূল বিষয় হল : মিশর সম্রাট আলী বেক অটোমানদের সাথে বিদ্রোহ করে। মিশরকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে তার বিদ্রোহ আন্দোলন প্রায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল; কিন্তু শেষ পর্যায়ে তার জামাতা মুহাম্মদ

[৪৭] হান্না আল ফাখূরী, পৃ. ১০০১-২।

[৪৮] আহমাদ কাব্বিশ, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

আবুয-যাজাব ও তার গোলাম মুরাদ বেগের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। কাহিনীর মধ্যে একটি অতিনাটকীয় বিষয়ও আছে। তা হচ্ছে, আলী বেকের দাসী স্ত্রীর প্রতি মুরাদ বেকের প্রেম। অথচ ঐ মহিলা ছিল তার নিজেরই বোন, কিন্তু সে তা জানত না। এই নাটকে তিনটি অধ্যায় এবং ৬টি চরিত্র রয়েছে।[৪৯]

ঙ. **'আনতারা'** (عنترة) : এ কাব্যনাটকটি আহমদ শাওকী ১৯৩২ সালে রচনা করেন। এটি তার রচিত সর্বশেষ ট্রাজেডীমূলক কাব্যনাটক। এর মূল বিষয় হল : আনতারা ও তার চাচাতো বোন আবলা একে অপরকে ভালবাসত। আনতারা ছিল একজন কৃষ্ণাঙ্গ। সে জীবনে সাহসিকতা ও বীরত্বের অনেক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আবলার পিতা তার মেয়েকে আনতারার সাথে বিবাহ দিতে অস্বীকার করে। এই প্রেম-কাহিনী ও তার সাথে কতিপয় বীরত্বপূর্ণ অভিযান এই নাটকের বিষয়বস্তু। এই কাব্যনাটকটি চারটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। আর এতে মোট ১৪টি প্রধান চরিত্র স্থান লাভ করেছে।[৫০]

চ. **'আস সিত্তু হুদা'** (الست هدى) : এ নাটকটি রচনার সন ও তারিখ পাওয়া যায় না। এটি একটি চমৎকার হাস্যরসাত্মক কাব্যনাটক। শাওকী এখানে এক ধনাঢ্য কৃপণ মহিলার চরিত্র অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। হুদা নাম্নী এক মহিলার ধারণা তার ধন-সম্পদের জন্যই মানুষ তাকে বিয়ে করতে চায়। তাই সে কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হয় না। এভাবে তার বয়স চল্লিশ বছর পেরিয়ে যায়। সে একে একে নয়জন পুরুষকে বিবাহ করে কিন্তু তার সব স্বামীই হয় মারা যায় নতুবা তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। এ কাব্যনাটকটি মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এখানে মোট ২৬টি চরিত্র রয়েছে।[৫১]

ছ. **'আল বাখীলা'** (البخيلة) : আহমদ শাওকী ১৯০৭ সালে এ কাব্যনাটকটি রচনা করেন। তবে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এ নাটকের পান্ডুলিপির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়। তবে 'আশ শাওকিয়্যাত আল মাজহুলাহ' নামক গ্রন্থে এ নাটকের অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়েছে।

---

[৪৯] হান্না আল ফাখূরী, ১০০৭-৮।

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৮-৯।

[৫১] আহমাদ কাব্বিশ, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ গদ্য সাহিত্যে আহমদ শাওকীর অবদান

পদ্যের ন্যায় গদ্যসাহিত্যে আহমদ শাওকীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি চারটি উপন্যাস, একটি নাটক ও বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

উপন্যাস : আহমদ শাওকী মোট চারটি উপন্যাস রচনা করেছেন। সেগুলো হল 'আযরাউল হিনদ' (عذراء الهند), 'লা দিয়াস' (لا دياس), 'ওয়ারাকাতুল আস' (ورقة الآس) এবং 'মুহাওয়ারাতু বিনতাউর' (محاورة بنتاؤر)। এগুলো মিশরের বিখ্যাত পত্রিকা 'আল আহরাম' (الأهرام) এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল।

ক. **'আযরাউল হিনদ'** (عذراء الهند) : এই উপন্যাসটি আহমদ শাওকী ১৮৯৭ সালে রচনা করেন। এর বিষয়বস্তু মিশরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নেয়া হয়েছে।[৫২]

খ. **'লা দিয়াস'** (لا دياس) : এই উপন্যাসটি ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। তবে কারো কারো ধারণা এটি ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিসমাতিক (খ্রি.পূ. ৫৯৪-৫৮৯) এর যুগের পরবর্তী খ্রিস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মিশরের হালচিত্রের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে সর্বশেষ ফির'আউন 'লা দিয়াস' উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়।[৫৩] এই উপন্যাসের আরেক নাম হল 'আখিরাতুল ফারা'ইনা' (آخرة الفراعنة)।

গ. **'ওয়ারাকাতুল আস'** (ورقة الآس) : এ উপন্যাসটি ১৯০৫ সালে রচিত হয়। পারস্য সম্রাট সাবূর (খ্রি.পূ. ২৭২-২৪১) এর সময়কালের ঘটনাবলী নিয়ে এ উপন্যাসের গল্প আবর্তিত হয়েছে।[৫৪]

ঘ. **'মুহাওয়ারাতু বিনতাউর'** (محاورة بنتاؤر) : এ উপন্যাসটি ১৯০১ সালে রচিত হয়। এটি একটি সামাজিক সমালোচনামূলক উপন্যাস। এটি 'আল মাজাল্লাহ আল মিসরিয়্যা' (المجلة المصرية) নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আহমদ শাওকী মিশরের প্রাচীনতম ফির'আউন রামেসীস (খৃ.পূ. ১৩১৪-১৩১২) এর কবি 'বিনতাউর' এর সাথে গোপন কথা বলেছেন। বিনতাউরকে কবি

---

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।
[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬
[৫৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শকুনের আকৃতিতে এবং নিজেকে কাঠঠোকরা 'হুদহুদ' (هدهد) পাখি হিসেবে কল্পনা করেছেন। এ উপন্যাসে প্রাচীন ও আধুনিক মিশর সম্পর্কে তাদের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।[৫৫]

নাটক

আহমদ শাওকী কাব্যনাটক রচনায় যেমন পারদর্শী ছিলেন অনুরূপভাবে গদ্যনাটক রচনায়ও তার দক্ষতা রয়েছে। তিনি কাব্যের মাধ্যমে যেভাবে নাটক রচনা করেছেন অনুরূপভাবে গদ্যেও নাটক রচনা করেন। 'আমীরাতুল আন্দালুস' (أميرة الأندلس) নামক গদ্যনাটকটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। আহমদ শাওকীর কাব্যনাটকে ঈর্ষান্বিত হয়ে কোন কোন সমালোচক বলেছিলেন, তিনি গদ্যনাটক লেখায় পারদর্শী নন। তাঁর রচিত 'আমীরাতুল আন্দালুস' নামক উক্ত গদ্যনাটকটি প্রমাণ করে যে সমালোচকদের দাবী অসত্য ও ভিত্তিহীন। কবি তার জীবনের শেষ পর্বে ১৯৩২ সালে এ নাটকটি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। একাদশ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে স্পেন ও মরোক্কোতে উপজাতীয় রাজবংশের শাসনামলে সংগঠিত ঘটনাবলী নিয়ে এ নাটকটি রচিত হয়। এ নাটকটির বিষয়বস্তু প্রধানত দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথমত ইশবিলিয়ার বাদশা মু'তামিদ ইবন আব্বাদের ক্ষমতায় আরোহন অতঃপর ক্ষমতাচ্যুত হয়ে মরোক্কোয় সপরিবারে নির্বাসিত এ সকল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে ইশবিলিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল হাসানের পুত্র হাসসুনের সাথে মু'তামিদের কন্যা 'আমীরাতুল আন্দালুস' তথা স্পেনের রাজকুমারী বুসাইনাহ এর প্রেম উপাখ্যান। ঘটনাটি এই, বুসাইনার প্রতি হাসুনের দৃষ্টি বিনিময়ের পর তাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে ছদ্মবেশে বুসাইনা তার প্রেমিকের সাথে কথাবার্তায় বলার সময় জানতে পারে যে, সে তার ভাই জাফরের ঘাতক। এতে সে সম্বিত হারিয়ে ফেলে এবং তার মাথা থেকে টুপিটি পড়ে যায়। তখন হাসূন তার গভীর প্রেমে পড়ে যায়। অতঃপর যখন আল মু'তামিদ সপরিবারে নির্বাসিত হন তখন বুসাইনা জনৈক মরোক্কোবাসীর হাতে বন্দি হলে সে তাকে বিক্রি করতে চায়। ব্যবসায়ী আবুল হাসান তাকে স্বীয় পুত্র হাসূনের জন্য ক্রয় করে নেয়। এরপর তার সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হলে বুসাইনা তার পিতার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে তারা আল মুতামিদের নির্বাসনস্থলে গিয়ে তার সম্মতি লাভ করে এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ নাটকটিতে পাঁচটি অধ্যায় ও ১৬টি মূল চরিত্র রয়েছে।[৫৬] কোন কোন

[৫৫] ড. মুহাম্মদ আহমাদ আল আযব, '*আনিল লুগাহ ওয়াল আদাব ওয়ান নাকদ*, পৃ. ২১৪।

[৫৬] দ্র. আহমদ শাওকী, *আমীরাতুল আন্দালুস* (বৈরূতঃ দারুল আওদা, ১৯৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচক মনে করেন শাওকীর এ গদ্য নাটকটি শিল্প ও মানের দিক থেকে অতি নিম্নমানের। কারণ এ নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় নি। তাছাড়া চরিত্রগুলোও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে নি।

প্রবন্ধ সংকলন

'আসওয়াকুয যাহাব' (أسواق الذهب) : আহমদ শাওকী বিভিন্ন সময় সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলো একত্রিত করে ১৯৩২ সালে 'أسواق الذهب' শিরোনামে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে স্বাধীনতা (الحرية), স্বদেশ (الوطن), সুয়েজ খাল (قناة السويس), পিরামিড (الأهرام), মৃত্যু (الموت), অজ্ঞাত সৈনিক (الجندي المجهول) প্রভৃতি বিষয়ে রচিত প্রবন্ধমালা উল্লেখিত সংকলনে রয়েছে। তাছাড়া এতে তার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। এখানে উল্লিখিত সকল প্রবন্ধ ছন্দময় গদ্যে লিখিত। যদিও শেষের দিকে হালকা ছন্দের পতন ঘটেছে।

৪. আহমদ শাওকীর কবিতা ও কাব্য প্রতিভা

আহমদ শাওকী কাব্যাঙ্গনে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আহমদ শাওকীর বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রভাব তার কবিতার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি শৈশবকাল থেকে রাজপ্রাসাদে বেড়ে ওঠেন। পরবর্তীতে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর সপরিবারে স্পেনে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। নির্বাসন থেকে ফিরে এসে সাধারণ জনতার সাথে ওঠা-বসা ও জীবন যাপন শুরু হয়। তাঁর জীবনের এ তিনটি বৈচিত্র্যময় অধ্যায় তাঁর কবিতার মধ্যেও তিনটি ধারায় ফুটে ওঠে। এগুলো হল: ১. অনুকরণের ধারা (مرحلة التقليد), ২. ক্লাসিক্যাল ধারা থেকে আধুনিক ধারায় পদার্পণের ধারা (مرحلة الانتقال من القديم إلى الجديد) এবং ৩. আধুনিকীকরণের ধারা (مرحلة التجديد)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক হান্না আল ফাখূরী বলেন,

و رأينا أن هذه الاطوار الثلاثة تناسب على العموم مراحل ثلاثا في شاعرية شوقي : ١. مرحلة التقليد ، ٢. مرحلة الانتقال من القديم إلى الجديد ، ٣. مرحلة التجديد .[৫৭]

[৫৭] হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ শাওকীর কবিতাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি এক দিকে প্রাচীন বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা রচনা করেন অপর দিকে বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে নতুন নতুন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তার কবিতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক. গতানুগতিক কবিতা, দুই. আধুনিক ও প্রাচীনের সমন্বয়ে রচিত কবিতা এবং তিন. আধুনিক বিষয়ক কবিতা।

৪.১ গতানুগতিক বিষয়বস্তু

ক. প্রশংসামূলক কবিতা : আহমদ শাওকীর কাব্য রচনার সূচনা ঘটে প্রশংসামূলক কবিতার মাধ্যমে। যখন তিনি আইন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তখন উক্ত কলেজের আরবী বিভাগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ আল বাসূনী আল বায়ানীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আহমদ শাওকীকে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ করে। তখন তিনি খেদীভ তাওফীকের প্রশংসায় একটি প্রশংসা ও স্তুতিমূলক কাব্য রচনা করেন। অতঃপর তিনি খেদীভ ইসমাঈল, তাওফীক আব্বাস, হোসাইন ও ফুয়াদ প্রমূখের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। তবে এদের মধ্যে খেদীভ আব্বাসকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। কারণ তিনি তাঁর সাহচর্যে প্রায় পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেন। এ প্রশংসামূলক কবিতায় তিনি প্রাচীন কবিদের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন। বিশেষ করে আব্বাসী আমলের খ্যাতনামা কবি আল মুতানাব্বীর অনুসারী ছিলেন। তাছাড়া তিনি তুর্কী খলীফাদের উদ্দেশেও প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের সম্মাননা ও আতিথেয়তায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁর ও তাঁর ভাই সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদের প্রশংসায় বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। সুলতান আবদুল হামীদের বহুবিধ যুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতার নজীর থাকা সত্ত্বেও কবি তাঁর আমলকে খিলাফতের সর্বোত্তম যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

هل كلام العباد في الشمس إلا   أنها الشمس ليس فيها كلام

إيه عبد الحميد جل زمان   أنت فيه خليفة و امام

"সূর্য তো এক মহা স্বীকৃত। আবদুল হামীদ ! তুমি যুগের খলীফা ও ইমাম। তোমাকে পেয়ে যুগ মহা গৌরবান্বিত।"

এছাড়া তিনি তাঁর সমসাময়িক মিশরের জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত নেতৃবর্গ যেমন সা'দ জসলুল পাশা ও মুহাম্মদ ফরীদ প্রমুখের প্রশংসায়ও কয়েকটি স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ. শোকগাঁথা : কারো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করা আহমদ শাওকীর কবিতার একটি প্রধান বিষয়বস্তু। তাঁর দীওয়ানের ৩য় খন্ডের পুরো অংশ জুড়ে শুধুমাত্র শোকগাঁথামূলক কবিতাই রয়েছে। তিনি ধর্ম, বর্ণ, জাত ও মত নির্বিশেষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন যেমন দাদী ও পিতা-মাতা, মিশরের শাসক খুদাইভী তাওফীক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ যেমন মুস্তাফা পাশা ফাহমী, রিয়াদ পাশা, কাসিম বেগ আমীন বুতবুস পাশা আল গালী, মুস্তাফা কামিল পাশা ও সা'দ জসলুল প্রমুখকে নিয়ে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তাছাড়া মিশরের প্রখ্যাত কবি হাফিজ ইবরাহীম ও ইয়াকূব সররূফ, মিশরের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান এবং ফ্রান্সের কবি ভিক্টর হুগো ও টলস্টয় প্রমূখকে নিয়েও শোকগাঁথা কবিতা রচনা করেছেন। কবি তার পিতার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা রচনা করে বলেন,

يا أبي ما أنت في ذا أول　　　　كل نفس للمنايا فرض عين

هلكت قبلك ناس و قرى　　　　و نعى الناعون خير الثقلين[৫৮]

"হে পিতা ! তুমি প্রথম নও। প্রত্যেকেই এই পথের অভিযাত্রী।
তোমার পূর্বেও বহু মানুষ ও জনপদ বিলীন হয়ে গেছে। মৃত্যু সংবাদদানকারীরা মহামানবেরও মৃত্যু সংবাদ দান করেছে।"

গ. প্রেম : আহমদ শাওকীর কবিতাসমূহে প্রেমের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। তবে কবির হৃদয়ে নারী তেমন কোন স্থান দখল করতে পারে নি। ফ্রান্স গমনের কারণে শাওকীর প্রেমের কবিতা কিছুটা ফরাসী প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তবে ফ্রান্স থেকে মিশরে ফেরার পর আবার তিনি প্রাচীন আরব কবিদের প্রেমকাব্য অনুসরণ করে এই ধারার কবিতা লিখতে শুরু করেন। অতঃপর নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর তিনি 'বারীস' (باريس) ও 'গাবা বুলুনিয়া' (غاب بولونيا) নামে দুইটি প্রেমের কবিতা রচনা করেন।[৫৯]

গতানুগতিক বিষয়গুলোর মধ্যে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও তিনি 'আত্মগৌরব' (الحماسة) ও 'সুরার বর্ণনা' (الخمريات) ইত্যাদি বিষয়েও অনেকগুলো কবিতা রচনা করেছেন।

---

[৫৮] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৫৬।
[৫৯] আহমদ কাব্বিশ, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ সমন্বিত বিষয়বস্তু

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুবাদে কবি শাওকী শুরু থেকেই আরবী কবিতার সংস্কার সাধন এবং আধুনিকীকরণের প্রবল স্পৃহা অন্তরে লালন করতেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি গতানুগতিক ধারায় করলেও অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সে ধারা ত্যাগ করতে সক্ষম হন এবং সময় ও যুগের চাহিদা অনুসারে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

ক. গতানুগতিকতা : কবি আহমদ শাওকী সর্বক্ষেত্রে প্রাচীন কবিদের মত যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। কিন্তু এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে তিনি প্রাচীনদের চাইতেও অধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পেরেছেন। তন্মধ্যে বিধ্বস্ত নগরী ও তার ধ্বংসাবশেষের বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জাপানের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেছেণ। এছাড়া ঐতিহাসিক আন্দালুসের শোকে রচিত ইবনু যায়দুনের মারছিয়্যা 'নূনিয়্যা' (نونية) এর আদলে তিনিও দামেস্কের শোকে 'নূনিয়্যা' রচনা করেন। এটি তাঁর একটি অনবদ্য কবিতা। এ সকল কবিতায় কবি যদিও ভাব-কল্পনা ও রচনাশৈলীতে প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করেছেন; কিন্তু তা অন্ধ অনুকরণ ছিল না। তিনি এগুলোতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন।

খ. আধুনিকতা : আধুনিক সভ্যতা ও জীবনযাত্রার প্রতি কবি আহমদ শাওকীর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার (উড়োজাহাজ ও সাবমেরিন) এবং আধুনিক জীবনের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম আধুনিক নৃত্যশালা, থিয়েটার ও রঙ্গমহল ইত্যাদি বিষয়ও তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন শহর, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক, রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদি বিষয়েও তিনি কবিতা রচনা করেছেন।

গ. প্রকৃতির বিবরণ : কবি আহমদ শাওকী প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য ও সৌন্দর্য অত্যন্ত শিল্পসম্মত ভঙ্গিতে তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে এ জাতীয় বস্তুনিষ্ঠ কবিতাগুলোতে তিনি তাঁর নৈপুণ্যের যথার্থ স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় সাধারণত বাহ্য-প্রকৃতির রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দকে নিজের অন্তর রসে রসায়িত করে আত্মগত ভাব-কল্পনার অনুরূপ মূর্তি দান করা হয়। কবি শাওকী অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহ্য-প্রকৃতির রূপ-রসকে যে নৈপুণ্যের সাথে অঙ্কন করেছেন সেভাবে তাঁর আত্মগত ভাব-কল্পনার প্রতিমূর্তি সেগুলোতে চিত্রিত করতে পারেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ আধুনিক বিষয়বস্তু

স্পেনের নির্বাসিত জীবন থেকে ফিরে আসার পর কবির কাব্য জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি প্রাচীন ধারা বর্জন করে সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারা ও রচনারীতি অবলম্বন করে কবিতা রচনা শুরু করেন। এ সময় তিনি জনগণের নিকট তাদের একনিষ্ঠ মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর আধুনিক বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল : ১. রাজনীতি, ২. সমাজ ও ৩. ধর্ম।

এক. রাজনীতি : কবি আহমদ শাওকী স্পেন থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় তিনি মিশরের সাধারণ মানুষের সারিতে শামিল হন। তিনি তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা বলিষ্ঠভাবে তার কবিতায় ব্যক্ত করতে থাকেন। তিনি উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের কবল থেকে মিশরকে মুক্ত করে একে স্বাধীন ও সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। মিশরসহ সমগ্র আরব জগতের বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন ও ইরাকের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্রও তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন। তিনি আরব জাতিকে মত পার্থক্য ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বলেন,

و ما الشرق إلا أسرة أو قبيلة　　　تلم بنيها عند كل مصاب [৬০]

"প্রাচ্য তো একটি পরিবার কিংবা একটি গোত্রের মতো। প্রতিটি বিপদ মূহুর্তে তার সন্তানদেরকে জমায়েত করে।"

এভাবে কবি সমগ্র আরব জগতের কবিতে পরিণত হন।

দুই. সমাজ : কবি আহমদ শাওকী একজন সামাজিক কবিও ছিলেন। তিনি মিশরের অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ সমাজের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটির সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং মিশরবাসীকে আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন এবং জাতীয় জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে আত্ম-নিয়োগের বলিষ্ঠ আহবান জানান। অশিক্ষার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে কবি আহমদ শাওকী ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুশিক্ষিত ও সভ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়ে অনেকগুলো কবিতা রচনা করেছেন। তিনি মুসলিম নারীদের সামাজিক অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য কুরআনের নীতিমালা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার পরামর্শ দেন এবং অবাধ স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে নারী কল্যাণ বিরোধী

---

[৬০] আহমদ কাব্বিশ, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যের মুখরোচক শ্লোগানের পেছনে অনুগমনের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। তিনি মহিলাদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্যেও আহ্বান জানান। তিনি বলেন,

و إذا النساء نشأن في أمية   رضع الرجال جهالة و خمولا

"যদি মহিলারা অশিক্ষিত অবস্থায় বেড়ে ওঠে, তাহলে পুরুষরা অজ্ঞতা ও অখ্যাতির স্তন চুষতে থাকবে।"

তিন. ধর্ম : কবি আহমদ শাওকী ধর্মীয় বিষয়ে অনেকগুলো কবিতা রচনা করেছেন। তিনি শরফুদ্দীন আল বুসীরির (১২১২-১২৯৬ খৃ.) 'কাসীদাতুল বুরদা' (قصيدة البردة) ও 'হামযিয়্যাহ' (هَمْزِيَة) এর আদলে মহানবী (স.) এর প্রশংসায় 'নাহজুল বুরদা' (نهج البردة) ও 'আল হামযিয়্যাতুন নাবাভিয়্যাহ' (الهمزية النبوية) রচনা করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (স.) এর প্রশংসায় 'যিকরাল মাওলিদ' (ذكرى المولد) ও 'যিকরাল মাওলিদ আল বাইয়্যা' (ذكرى المولد البائية) নামে আরো দুটি প্রশস্তিগাঁথা কবিতা রচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি অনেক কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর 'আল হামযিয়্যাতুন নাবাভিয়্যাহ' কাসীদায় রাসূল (স.) এর সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে জিব্রাঈল (আ.) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। এতে আল্লাহর আরশ, লওহে মাহফূয ও মহাকাশে খুশীর বন্যা গিয়েছিল। কবির ভাষায়,

ولد الهدى ، فالكائنات ضياء   و فم الزمان تبسم و ثناء
الروح و الملأ الملائك حوله   للدين و الدنيا به بشراء
و العرش يزهو ، و الحظيرة تزدهي   و المنتهى و السدرة العصماء
و حديقة الفرقان ضاحكة الربا   بالترجمان ، شذية ، غناءُ [৬১]

"হেদায়েতকারী জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই সৃষ্টিকুল আলোকিত আর যুগের মুখে হাসি আর প্রশংসা। জিব্রাঈল (আ.) ও তার পাশে অবস্থানকারী পারিষদবর্গ (অন্যান্য ফেরেশতাগণ) দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছেন। (তাঁর আগমনে) আল্লাহর আরশ প্রদীপ্ত; (পার্শ্ববর্তী) সংরক্ষিত প্রাঙ্গন

---
[৬১] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

গর্বিত; প্রান্তদেশ ও তথাকার কুলবৃক্ষ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। ভাষ্যকারের গুণে আল কোরআনের বাগিচাটি সৌরভমন্ডিত আর সঙ্গীতমুখর হয়ে উঠেছে।"

রাসূল (স.) এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিও তাঁর কবিতায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

و نودي : اقرأ تعالى الله قائلها   لم تتصل قبل من قيلتْ له بفم
هناك أذن للرحمن ، فامتلأتْ   أسماع مكة من قدسية النغم [৬২]

"আর তাঁকে আহবান করা হয়: 'আপনি পড়ুন'! এর বক্তা আল্লাহ সুমহান। এটি ইতোপূর্বে যাকে মুখে পড়তে বলা হয়েছে তাঁর সাথে মিলিত হয় নি। সেখানে পরম করুণাময়ের জন্য ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, অনন্তর পবিত্র সুরে মক্কা নগরীর কর্ণসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।"

মহানবী (স.) এর মিরাজ নিয়েও আহমদ শাওকী কবিতা রচনা করেছেন। মহানবী (স.) মিরাজে সশরীরে নাকি স্বপ্নে গিয়েছিলেন তার বর্ণনা তিনি তার কাসীদা 'আল হামযিয়্যাতুন নাবাভিয়্যাহ' তে সুন্দরভাবে দিয়েছেন। যেমন কবির বর্ণনা:

يا أيها المسرى به شرفا إلى   ما لا تنالُ الشمس و الجوزاءُ
يتسائلون و أنت أطهر هيكل   بالروح أم بالهيكل الإسراء ؟
بهما سموْتَ مطهّرين كلاهما   نور ، و ريحانية ، و بهاءُ
فضلٌ عليك لذي الجلال و منّةٌ   و الله يفعل ما يرى و يشاء [৬৩]

"হে মহান ব্যক্তি! যাকে উচ্চ মর্যাদার কারণে (মিরাজে) এমন স্তর পর্যন্ত (রাত্রিকালীন) ভ্রমণ করানো হয়েছে, যথায় সূর্য ও রাশিচক্র পৌঁছুতে সক্ষম হয় না। লোকেরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে থাকে যে, নৈশভ্রমণ আত্মিক ছিল না সশরীরে? অথচ আপনি পবিত্রতম দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনি দেহ ও আত্মা উভয় সহকারে উর্ধ্বারোহণ করেছিলেন এমতাবস্থায় যে উভয়টি ছিল পবিত্র আলোকময়, সুগন্ধযুক্ত ও উজ্জ্বল। এটি ছিল আপনার প্রতি পরাক্রমশালীর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া; আর আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।"

---

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।
[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলী যুগের চরম দূরবস্থার কথা তিনি তার কবিতায় তুলে এনেছেন। তিনি 'কিবারুল হাওয়াদিস ফী ওয়াদীন নীল' (كبار الحوادث في وادي النيل) শীর্ষক কাসীদায় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কবি বলেন,

أظلم الشرق بعد قيصر و الغر ب ، و عمّ البريّةَ الإدجاءُ

فالْورى في ضلالةٍ متمادٍ يفْتَكُ الجهل فيه الجهلاء [৬৪]

"রোম সম্রাট কায়সারের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পরে যায়,
আর সৃষ্টিকুল অন্ধকারে ছেয়ে যায়।
ফলে সৃষ্টিকুল দীর্ঘ বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়,
অজ্ঞ ও মূর্খগণ এতে হত্যাযজ্ঞের সৃষ্টি করে।"

তিনি ধর্মীয় কবিতাসমূহে ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি মহান আল্লাহর একত্বাবাদে বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে তিনি 'রিসালাতুন নাশিআহ' (رسالة الناشئة) নামক কবিতায় বলেন,

كل حي ما خلا الله يَمُوتْ فاترك الكبر له و الجبروتْ [৬৫]

"এক আল্লাহ ব্যতীত সকল জীবিত প্রাণী মৃত্যু বরণ করবে, সুতরাং মহান আল্লাহর জন্য অহংকার ও শক্তিকে ছেড়ে দাও।"

কবি আহমদ শাওকী মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায় না বা তার অস্তিত্ব একেবারেই শেষ হয়ে যায় না, বরং মৃত ব্যক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং পুনরুত্থানের পর তার নতুন জীবন শুরু হবে। এটাই আসল এবং চিরস্থায়ী জীবন। তিনি পরকালে তাঁর পিতার সাথে মিলিত হওয়ার বাসনা করেছেন 'ইয়ারছী আবাহু' (يَرْثِي أباه) নামক শোকগাঁথায় :

ليت شعري : هل لنا أن نلتقي مرة أم ذا افتراق الملوين ؟

و إذا متُّ و أودِعتُ الثّرَى أ نلقى حفرةً أم حفرتين ؟ [৬৬]

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
[৬৫] আহমদ শাওকী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪০।
[৬৬] আহমদ শাওকী, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

"আমাদের জন্য কি আবার মিলিত হওয়ার ব্যাপার রয়েছে? নাকি তা দিবা-রাত্রির বিচ্ছিন্নতা? আর যখন মৃত্যুবরণ করব এবং আমাকে দাফন করা হবে তখন কি আমরা একই গর্তে অথবা দুইটি গর্তে মিলিত হবো? (হায়!) যদি আমার উপলব্ধি হতো !"

মৃত্যুর পর বিচারের জন্য জীবের পুনরুত্থান ঘটবে। তাই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে আহমদ শাওকী তাঁর 'তুত আনখা আমুনা ওয়া হাদারাতু 'আসরিহী' (توت عنخ أمون و حضارة عصره) নামক কাসীদায় বলেন,

قسماً بمَنْ يُحْيي العظا   م ، و لا أَزِيْدُكَ من يَمِيْنِ [৬৭]

"শপথ, ঐ সত্তার যিনি অস্থিসমূহকে জীবন দান করেন। এ ব্যাপারে আমি আপনার নিকট আর অধিক শপথ গ্রহণ করতে চাই না।"

৪.৪ আহমদ শাওকীর কবিতার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ

শব্দচয়ন ও রচনাশৈলী : আহমদ শাওকী তাঁর রচনার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শব্দচয়ন করেছেন। তিনি কাব্যের প্রয়োজনে কিছু কিছু বিস্মৃত প্রাচীন আরবী শব্দ নতুনভাবে ও নতুন অর্থে ব্যবহার করেন।[৬৮] শাওকীর কবিতায় রুচিবোধ ও সঙ্গীতময়তা বিদ্যমান। আব্বাসী যুগের কবিদের মত শাওকী পাঠকের উপর কবিতার প্রাথমিক চরণসমূহের প্রভাবের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। শোকগাথা ও ঐতিহাসিক কাব্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ 'আন নীল' (النيل) কবিতাটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৯] আব্বাসী যুগের যে সব কবির কবিতা শাওকীকে আকৃষ্ট করেছিল তারা হলেন আবূ নুওয়াস, আবূ ফিরাস ও আল বুহতুরী। শরাব-কাব্যে শাওকীর উপর আবূ নুওয়াসের প্রভাব সুস্পষ্ট। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসে তিনি বুহতুরীর অনুসারী ছিলেন। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শাওকী তাঁর পূর্বসূরি আল-বারূদীর স্টাইল অনুসরণ করতেন।[৭০]

ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব : শাওকীর রচনায় ফরাসি সাহিত্যের প্রবল প্রভাব সুস্পষ্ট। হোগোর La Legende Siecles শাওকীকে মিশরীয় ইতিহাস সম্পর্কে অনুরূপ একটি বলিষ্ঠ কাহিনী রচনায়

---

[৬৭] আহমদ শাওকী, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৯।
[৬৮] ইসমত মাহদী, *Modern Arabic Literature*, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৩, পৃ. ৫০।
[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
[৭০] আহমদ কাব্বিশ, *তারীখুশ শি'রিল আরাবী আল হাদীছ*, বৈরূত ১৯৭১, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনুপ্রাণিত করেছিল, যার নাম 'কিবারুল হাওয়াদিছ ফী ওয়াদিন নীল' (كبار الحوادث في وادي النيل)। এটি তিনি জেনেভায় প্রাচ্যবিদদের সম্মেলনে আবৃত্তি করেছিলেন।[৭১]

এছাড়া তিনি যখন ফ্রান্সে আইনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে গিয়েছিলেন তখন ফরাসি সাহিত্যিক লা ফুনতিনের শিশুতোষ কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি তাকে অনুসরণ করে মিশরে ফিরে এসে আরব শিশুদের জন্য অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। মূলত আরবী ভাষায় শিশুতোষ কবিতাগুলো আহমদ শাওকীর হাত ধরেই জনপ্রিয় হয়েছে।

ঐতিহাসিক উপাদান : আহমদ শাওকী তাঁর কবিতায় ইতিহাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসিয়া, রোম, প্যারিস, টোকিও এবং নেপোলিয়ন সম্পর্কে লিখিত কবিতায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে তাঁর হৃদয়ের যোগসূত্র ও সংশ্লিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যগুলোও ইতিহাস প্রভাবিত। 'মাছরাউ কিলিওবাতরা' (مصرع كليوباترا), ও 'আলী বেক আল কাবীর' (علي بك الكبير) মিশরের ইতিহাসনির্ভর কাব্য। আবার 'আনতারা', (عنترة), 'মাজনূন লাইলা' (مجنون ليلى), ও 'আমীরাতুল আনদালুস' (أميرة الأندلس) কাব্যগুলোর উপাদান আরবদের ইতিহাস থেকে গৃহীত। 'কিবারুল হাওয়াদিছ ফী ওয়াদিন নীল' (كبار الحوادث في وادي النيل) শিরোনামযুক্ত ১৫০ লাইনের কবিতাটি মিশরের ফেরাউন রামিসেসের সময় থেকে মুহাম্মদ আলীর পুত্রদের পর্যন্ত মিশরের একটি চিত্র। এতে ফেরাউন বংশ, পারসিক শাসন, আলেকজান্ডার ও রোমান সাম্রাজ্যের কথা; মূসা (আ.), ঈসা (আ.) ও ইসলামের কথা; আইউবী বংশ ও সালাহুদ্দীনের কথা এবং অটোমান সাম্রাজ্য, নেপোলিয়ন ও সুয়েজ খাল খননের কথা সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে।[৭২]

দেশাত্মবোধ : শাওকীর কবিতায় জাতীয় চেতনার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্পেনে নির্বাসন থেকে মিশরে ফিরে আসার পর কবি দেশাত্মবোধক কবিতা লেখা শুরু করেন। সমসাময়িক জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন কবিতায় জাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর দেশবাসীকে পশ্চাৎপদতা থেকে বেরিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

---

[৭১] ইসমত মাহদী, পৃ. ৪৯।
[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদ বিষয়ক অনেক কবিতায় তাঁর প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম লক্ষ্য করা যায়। তিনি গোটা আরব জগতকে একটি একক সংগঠন ও একটি মানবদেহ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করেছেন। তৎকালীন 'আল আহরাম' (الأهرام) পত্রিকার সম্পাদক দাউদ বারাকাত বলেন, "যদি সকালে একটি ঘটনা ঘটে, তাহলে বিকেলেই সে সম্পর্কে শাওকীর কবিতা বেরিয়ে যায়।[৭৩]

৪.৫ আহমদ শাওকীর কাব্য প্রতিভা

আহমদ শাওকী লালিতপালিত হয়েছিলেন রাজকীয় প্রাসাদে প্রাচুর্যের মধ্যে। এই প্রাচুর্যময় পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। তাই প্রথম জীবনে তিনি রাজকীয় ভাবধারায় কবিতা রচনা করেছিলেন। এতদ্বসম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল (১৮৮৮-১৯৫৬ খৃ.) বলেন, "আহমদ শাওকী ইসমাঈল পাশার রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে লালিত-পালিত হন। তাই স্বভাবতই তিনি রাজপ্রাসাদের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হন। কারণ এটি ছিল মূল রঙ্গমঞ্চ, যাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ, প্রচার, প্রসার ও আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়। আর একজন কবি অন্যান্য মানুষের চেয়ে এ সমুদয় অবস্থার দ্বারা বহুগুণ বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকেন। তাই আহমদ শাওকীর কবিতা ও তাঁর জীবনে উল্লিখিত উপকরণের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।"[৭৪]

আহমদ শাওকী কবিতায় প্রাচীন ও আধুনিক রীতির সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। কারণ তিনি একদিকে যেমন প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকগণের কাব্য চর্চা করেছেন তেমনই আধুনিক যুগের কবিদেরও তিনি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন কবিদের মধ্যে তিনি আবুল 'আলা আল মা'আর্‌রী, আবুল 'আতাহিয়্যাহ, আব্বাস ইবনুল আহনাফ প্রমুখ কবিদের কবিতা তিনি অধ্যয়ন করেন। তবে তিনি মুতানাব্বীর কবিতা দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন।

কবিতার পাশাপাশি আহমদ শাওকী প্রাচীন গদ্য সাহিত্যও অধ্যয়ন করেন। তিনি আল জাহিযের 'কিতাবুল হায়াওয়ান' (كتاب الحيوان), আল মুবার্‌রাদের 'আল কামিল' (الكامل), আবূ আলী আল কালীর

---

[৭৩] শাওকী দায়ফ, *শাওকী শা'ইরুল আছরিল হাদীছ*, পৃ. ৬২; ইসমত মাহদী, Modern Arabic Literature, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৩, পৃ. ৪৯।

[৭৪] ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, *মুকাদ্দিমাতুশ শাওকিয়্যাত*, ১ম খন্ড, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আল আমালী' (الأمالي) প্রভৃতি গ্রন্থ আত্মস্থ করেন। এছাড়া তিনি প্রাচীনপন্থী কবি ইসমাঈল সাবরী ও মাহমূদ সামী আল বারুদীর অনুসরণ করতেন। তিনি ইতিহাস গ্রন্থাদির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাই তাঁর কবিতায় মিশর ও আরব দেশসমূহের অতীত গৌরব, ঐতিহ্য, ইসলামের সভ্যতা ও এর শ্বাশ্বত বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা খুঁজে পাওয়া যায়।

আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে কবি সম্রাট আহমদ শাওকী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি 'আশ শাওকিয়্যাত' সহ অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গদ্য ও কাব্যনাটক রচনা করে আধুনিক আরবী সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর স্থান সুদৃঢ় করেছেন। এ কারণে তিনি জীবিতাবস্থায়ই সমসাময়িক কবিদের পক্ষ থেকে 'আমীরুশ শু'আরা' (أمير الشعراء) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।[৭৫] আহমদ শাওকী আরবী সাহিত্যের পতনের যুগ (عصر الانحطاط) থেকে আরবী কাব্যে যে স্থবিরতা চলছিল তা থেকে আরবী কাব্যকে উদ্ধার করেন।

৪.৬ আহমদ শাওকীর মূল্যায়নে আরব কবি-সাহিত্যিকদের মন্তব্য

আহমদ শাওকীর কাব্যপ্রতীভা মূল্যায়নে কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ অনেক মন্তব্য করেছেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত। নিম্নে তাঁর সম্পর্কে কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণের করা কতিপয় মন্তব্য তুলে ধরা হলঃ

(ক) প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমাদ হাসান আয যাইয়্যাত তাঁর 'তারীখুল আদাবিল আরাবী' (تاريخ الأدب العربي) গ্রন্থে আহমদ শাওকীর কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে,

يكاد النقاد يجمعون على أن شوقيا كان تعويضا عادلا عن عشرة قرون خلت من تاريخ العرب بعد المتنبي لم يظهر فيها شاعر موهوب يصل ما انقطع من وحي الشعر ، و يجدد ما اندرس من نهج الأدب .[৭৬]

"আল মুতানাব্বীর পর আরবের ইতিহাসে অতিক্রান্ত দশ শতাব্দীর ন্যায্য ক্ষতিপূরণ হচ্ছেন শাওকী। এ সময়ের মধ্যে ছিন্ন হয়ে পড়া কাব্য প্রেরণার সংযোগ সাধন ও মিটে যাওয়া সাহিত্য ধারার নবায়ন করার মত আহমদ শাওকীর ন্যায় প্রতিভাধর কোন কবির আবির্ভাব ঘটে নি।"

---

[৭৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৩৪।

[৭৬] আহমাদ হাসান আয যাইয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরূতঃ দারুশ শারফ আল আরাবী, ২০০৬), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৬০।

(খ) মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. হুসায়ন হায়কাল কবি আহমদ শাওকীকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে,

و من ذا ترى من أرباب اللغة قديرا قدرة شوقي على أن يبعث في الألفاظ القديمة روحا تكفل حياتها في الحاضر ، و تفيض عليها من ثوب الشعر ما يجعلها تتسع لما تكن تتسع له من قبل المعاني و الأخيلة و الصور؟ إن اليونانية تزال موضع دراسة العلماء و اللغويين لأن هومير كتب بها إلياذته ، و اللاتينية ما تزال حياتها كمين و إن تدثرت بحجب الماضي أن كتب بها فرجيل شعره ، و اللغة العربية هي حتى اليوم لغة التفاهم بين سبعين مليونا من أهل هذا الشرق العربي ، و هي حية و ستبقى أبدا حية ، و لكن كمال حياتها يحتاج إلى أن يبعث الله لها أمثال شوقي ، ليزيدوا تلك الحياة قوة و روعة و جمالا . [৭৭]

(গ) আহমদ শাওকী তাঁর সমসাময়িক কবিদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি মিশরের কাব্যজগতকে শাসন করেছেন। এ সম্পর্কে John A. Haywood বলেন,

Egyptian poetry between 1890 and 1930 was dominated by two giants – Ahmad Shauqi (1868-1932) and Hafiz Ibrahim (1871-1932);[৭৮]

অর্থাৎ ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মিশরের কাব্যজগত শাসিত হয়েছে দুই দিকপালের দ্বারা: তারা হলেন: আহমদ শাওকী এবং হাফিজ ইবরাহীম।

(ঘ) ইসমত মাহদী তাঁর সম্পর্কে বলেন,

Through the very qualities that made him popular, that is the conservative appeal of his neo-classical verse, Shawqi came to be criticised more than any other poet of modern times. His failuar to innovate in a period of momentous changes, his overwhelmingly impersonal note and even his half-hearted attempts to introduce ideas from French literature, were the points most often raised by his opponents. But Shawqi, the perfectionist, by force of his almost flawless compositions, their sonorous magnificece and stimulating ideas, was able to withstand the test of time and emerged as the first great poet of modern times and continuous to be the most quoted.

[৭৭] ড. হুসাইন হায়কাল, *মুকাদ্দিমাতুশ শাওকিয়্যাত* (বৈরূত: দারু সুবহ, ২০০৮), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২০।
[৭৮] John A. Haywood, *Modern Arabic Literature* (London, Lund Humphries,1965) p. 86.

Dhaka University Institutional Repository

৫. এক নজরে আহমদ শাওকীর জীবন পরিক্রমা ঃ

১৬ অক্টোবর ১৮৭০

প্যারিসের আইন কলেজের সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁর জন্ম।

১৮৮৫

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির আইন কলেজে ভর্তি।

৭ এপ্রিল ১৮৮৮

খেদীভ তাওফীকের প্রশংসায় রচিত প্রথম কাসীদা 'الوقائع المصرية' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮৯০

খেদীভ তাওফীক কর্তৃক 'কলামুস সিকরিতারিয়্যাহ আল খেদীভিয়্যাহ' (قلم السكرتارية الخديوية) এর অনুবাদ বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

১৮৯০-১৮৯৩

খেদীভ তাওফীকের অর্থায়নে প্রেরিত শিক্ষা মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার জন্য ফ্রান্সে গমন করেন। সেখান থেকে তিনি ইংল্যান্ড, আলজেরিয়া ও ফ্রান্সের অনেক শহরে ভ্রমণ করেছেন।

নভেম্বর ১৮৯৩

ফ্রান্স থেকে মিশরে প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় 'কলামুস সিকরিতারিয়্যাহ আল খেদীভিয়্যাহ' (قلم السكرتارية الخديوية) এর অনুবাদ বিভাগে যোগদান করেন।

১৮৯৬

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের সম্মেলনে মিশর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে তার বিখ্যাত কাসীদা 'كبار الحوادث في وادي النيل' আবৃত্তি করেন। এরপর তিনি সেখান থেকে বেলজিয়াম সফর করেন।

১৮৯৮

'আশ শাওকিয়্যাত' (الشوقيات) এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৪-১৯১৪

এ সময়টি তাঁর জীবনের সবচেয়ে সোনালী সময়। এ সময়ে তিনি মিশরের খেদীভ শাসক ও তুরস্কের ওসমানী খলীফাদের প্রশংসায় কাব্যসমূহ রচনা করতে থাকেন।

১৯১৫-১৯১৯

স্পেনের বার্সেলোনায় নিবার্সিত জীবন যাপন করেন।

১৯২৪

সা'দ যগলুল পাশার মনোনয়নে মিশরীয় সংসদের 'মাজলিসুশ শুয়ূখ' (مجلس الشيوخ) এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি এ পদে বহাল থাকেন।

১৯২৬

বাংলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন।

২৯ এপ্রিল ১৯২৭

কায়রোর অপেরা হাউজে আরব বিশ্বের কবি ও সাহিত্যিকগণ কর্তৃক 'আমীরুশ শু'আরা' (أمير الشعراء) উপাধি লাভ করেন।

১৪ অক্টোবর ১৯৩২

৬২ বছর বয়সে কায়রোতে ইনতিকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সাল অনুসারে আহমদ শাওকীর রচনাসমগ্র ঃ

৭ এপ্রিল ১৮৮৮

খেদীভ তাওফীকের প্রশংসায় 'আল ওয়াকাই' আল মিসরিয়্যা' (الوقائع المصرية) প্রত্রিকায় খেদীভ তাওফীকের প্রশংসায় প্রথম কাসীদা প্রকাশিত হয়।

১৮৯৩

'আলী বেক আল কাবীর' (علي بك الكبير) নামক কাব্যনাটক মঞ্চায়ন করেন যা তিনি ১৮৯২ সালে প্যারিসে থাকাবস্থায় রচনা করেন। ১৯৩২ সালে কবি কাব্যনাটকটি পুনরায় কিছু পরিবর্তনসহ রচনা করেন।

১৮৯৭

'আযরাউল হিনদ আও তামাদ্দুনিল ফারাইনাহ' (عذراء الهند أو تمدن الفراعنة) নামক গদ্য উপন্যাস রচনা করেন। তবে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। কেউ কেউ বলেন এটি প্রকাশিত হয়েছিল তবে এর কোন কপি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

১৮৯৮

'আশ শাওকিয়্যাত' (الشوقيات) এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়।

১৮৯৯

'লা দিয়াস আও আখিরুল ফারাইনা' (لا دياس أو آخر الفراعنة) নামক ঐতিহাসিক গদ্য উপন্যাস রচনা করেন।

১৯০০

ক. 'দিল ওয়াতিমান' (دل وتيْمان) নামক গদ্য উপন্যাস রচনা করেন। তবে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

খ. 'শাইতান বিনতাউর' আও লাবিদু লুকমান ওয়া হুদহুদ সুলাইমান' (شيطان بنتاءور أو لبد لقمان و هدهد سليمان) নামক একটি নাটকও রচনা করেন।

১৯১১

ক. 'ওয়ারাকাতুল আস আও আন নাদীরাতু বিনত আদ দীযান' (ورقة الآس أو النضيرة بنت الضيزن) নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন।

খ. 'আল বাখীলাহ' নামক কাব্যনাটক রচনা করেন। তবে এ কাব্যনাটকটি অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত। তবে পরবর্তীতে 'আশ শাওকিয়্যাত আল মাজহূলাহ' গ্রন্থে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

গ. 'আশ শাওকিয়্যাত' (الشوقيات) এর প্রথম খন্ড পুনরায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৫-১৯১৯

ক. 'আমীরাতুল আন্দালুস' (أميرة الأندلس) নামক গদ্য নাটক রচনা করেন। এটি তিনি নির্বাসনে থাকাবস্থায় রচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এটি পুনরায় রচনা করেন।

খ. 'দুয়ালুল আরব ওয়া উযামাউল ইসলাম' (دول العرب و عظماء الإسلام) নামক মহাকাব্য রচনা করেন।

১৯২৭-১৯৩২

এ সময়ে আহমদ শাওকী অনেকগুলো নাটক রচনা করেন। নিম্নে তা দেয়া হলঃ

ক. 'মাসরা'উ ক্লিউবাতরা' (مصرع كليوباترة), বিয়োগাত্মক কাব্যনাটক;

খ. 'মাজনূন লাইলা' (مجنون ليلى), বিয়োগাত্মক কাব্যনাটক;

গ. 'কামবীয' (قمبيز), বিয়োগাত্মক কাব্যনাটক;

ঘ. 'আলী বেক আল কাবীর' (علي بك الكبير), বিয়োগাত্মক কাব্যনাটক;

ঙ. 'আনতারাহ' (عنترة), বিয়োগাত্মক কাব্যনাটক;

চ. 'আস সিত্তু হুদা' (الست هدى), মিলনাত্মক কাব্যনাটক;

ছ. 'আমীরাতুল আন্দালুস' (أميرة الأندلس), গদ্যনাটক;

১৯৩৩

বিভিন্ন বিষয়ে গদ্য ছন্দে রচিত সামাজিক প্রবন্ধসমূহ 'আসওয়াকুস যাহাব' (أسواق الذهب) নামে প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পরে। আয যামাখশারির 'আতওয়াতুয যাহাব' (أطواق الذهب) ও আল ইসফাহানীর 'আতবাকুয যাহাব' (أطباق الذهب) গ্রন্থদ্বয়ের অনুকরণে তিনি এটি রচনা করেন। এতে স্বাধীনতা, জন্মভূমি, সুয়েজ খাল, পিরামিড ও মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া এতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেকগুলো শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতা ও কবিতার প্রকৃতি

১. প্রারম্ভিকা

১.১ শিশুসাহিত্য রচনায় আহমদ শাওকীর উদাত্ত আহবান

১.২ শিশুদের প্রতি ভালবাসার আহ্বান

১.৩ আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্য

২. আহমদ শাওকীর শিশুসংক্রান্ত কবিতা (شعر أحمد شوقي عن الطفولة)

২.১ নিজের সন্তানদের উদ্দেশে লিখিত কবিতা ও তার প্রকৃতি

২.২ বন্ধু-বান্ধবদের সন্তানদের উদ্দেশে লিখিত কবিতা ও তার প্রকৃতি

২.৩ সাধারণ সকল শিশুর উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা ও তার প্রকৃতি

৩. শিশুদের উদ্দেশে রচিত গান ও সঙ্গীত (أناشيد و أغاني للأطفال)

৩.১ শিশুতোষ গান ও তার প্রকৃতি

৩.২ শিশুতোষ সঙ্গীত ও তার প্রকৃতি

৪. পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী (الحكايات الشعرية على لسان الحيوان)

৪.১. শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলোর প্রকারভেদ

৪.১.১ রাজনৈতিক কাব্যকাহিনী (الحكايات السياسية)

৪.১.২ নৈতিক ও শিক্ষামূলক কাব্যকাহিনী (الحكايات الأخلاقية التربوية)

৪.১.৩ সমগোষ্ঠীয় ও জাতীয় মূল্যবোধমূলক কাব্যকাহিনী (الحكايات الوطنية القومية)

৪.১.৪ সামাজিক ও রসিকতামূলক কাব্যকাহিনী (الحكايات الفكاهية الاجتماعية)

৪.২ আহমদ শাওকীর কবিতার আকার-আকৃতি

৪.৩ আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতায় ছন্দের ব্যবহারশৈলী

৪.৪ ধর্মীয় মূল্যবোধে রচিত কাব্যকাহিনী

৪.৫ আহমদ শাওকীর কাব্যকাহিনীগুলোর চরিত্র

৪.৬ বয়স অনুযায়ী আহমদ শাওকীর কবিতাসমূহ

৪.৭ পশুপাখির ভাষায় রচিত দুইটি শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতা ও কবিতার প্রকৃতি

১. প্রারম্ভিকা

আরব কবিসম্রাট আহমদ শাওকীর কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে আইন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায়। সেখানে উক্ত কলেজের আরবী বিভাগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মাদ বাসয়ূনীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি তাঁর মধ্যে আশ্চর্যজনক কাব্যপ্রতিভা দেখে তাঁকে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন। সেখান থেকে শুরু হয় তাঁর কবিতা রচনা। তাঁর প্রথম কাব্য ছিল খেদিভ তাওফীক পাশার প্রশংসায় নিবেদিত স্তুতিমূলক কবিতা। আর ফ্রান্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় তার মধ্যে শিশুসাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আহমদ শাওকী যখন উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে গমন করেন তখন ইউরোপে শিশু সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে উপনীত। ফ্রান্সের শিশুরা এ সকল শিশুতোষ সাহিত্য অধ্যয়ন করে একদিকে যেমন আনন্দ উপভোগ করে, অপরদিকে তাদের মেধার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। তিনি নিজেও ফ্রান্সে শিশুতোষ কবিতা পড়ে খুব মুগ্ধ হন। বিশেষ করে ফরাসি কথাশিল্পী লাফুনতিনের রচিত পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তখন তিনি আরব শিশুদের জন্য এ ধরণের শিশুতোষ সাহিত্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আহমদ শাওকী যেমন আধুনিক আরবী সাহিত্যের নবজাগরণের ভিত্তি স্থাপন করেন তেমনি মৌলিক আরবী শিশু সাহিত্যের ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপিত হয় তাঁর মাধ্যমে। আধুনিক আরবী সাহিত্যে শিশুসাহিত্যের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় রিফা'আহ আত্‌তাহতবী (১৮০১-১৮৭৩ খ্রি.) ও মুহাম্মদ উসমান জালাল (১৮২৮-১৮৯৮ খ্রি.) এর হাত ধরে অনুবাদের মাধ্যমে। অতঃপর আহমদ শাওকী সৃজনশীলতা ও শৈল্পিক স্বকীয়তার মাধ্যমে ইউরোপীয় শিশুদের মত আরব শিশুদের জন্য নিয়ে আসেন কতিপয় শিশুতোষ সঙ্গীত, গান ও পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী। তাই তাকে আরবী শিশুসাহিত্যের জনক বলা হয়। তিনি শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক ও উপদেশমূলক প্রায় ৭৬ টি কবিতা ও কাহিনীকাব্য রচনা করেন। এগুলো তাঁর সুদীর্ঘ দিওয়ানের ৪র্থ খণ্ডে الخصوصيات (বিশেষ কবিতা), الحكايات (কাব্যকাহিনী) ও ديوان الأطفال (শিশুতোষ কাব্য সংকলন) নামক তিনটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত রয়েছে। নিম্নে আহমদ শাওকীর এসব কবিতা ও কবিতার প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলঃ

Dhaka University Institutional Repository

১.১ শিশুসাহিত্য রচনায় আহমদ শাওকীর উদাত্ত আহবান

আরবী শিশুসাহিত্যও আধুনিক অন্যান্য শাখা তথা নাটক, গল্প ও উপন্যাসের ন্যায় অনুবাদের হাত ধরে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করে। আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের দিকে প্রখ্যাত আরব সাহিত্যিক রিফা'আহ আত্ তাহতাবী (رفاعة الطهطاوي :১৮০১-১৮৭৩)-এর হাত ধরে। তিনি ইংরেজি শিশু সাহিত্যের অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যে এ নতুন শাখার শুভ সূচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিত শিশুতোষ গ্রন্থ হল 'উকলাতুল আস্‌বা' (عقلة الصباع)[১]।

রিফায়া আত তাহতাবীর ওফাতের পর আরবী শিশুসাহিত্য গগনে নেমে আসে এক অন্ধকার। অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে এ নব প্রকাশিত শাখাটি। সবাই বড়দের সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত। এ নব শাখাটিকে পরিচর্যা করার কেউ ছিল না। বেশ কিছু কাল পর এ অন্ধকার দূর হয়। আশার আলোকবর্তিকা নিয়ে হাজির হন আরব কবিসম্রাট আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২)। তিনি ফ্রান্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, ফ্রান্সে শিশুসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেখানে শিশুদের রচিত গল্প, কাহিনী ও সঙ্গীতের বেশ সমাগম দেখতে পেলেন। বিশেষ করে পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী তাঁর নিকট খুব পছন্দ হয়েছিল এবং তাঁর মন কেড়ে নিয়েছিল। অতঃপর তিনি ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করে আরবকবি ও সাহিত্যিকদেরকে শিশুদের জন্য কিছু লিখার আহ্বান জানান। বিশেষ করে তাঁর বন্ধুবর তৎকালীন প্রখ্যাত কবি খলীল মুতরানকে লক্ষ্য করে বলেন,

(.. و لا يستغنى إلا الثناء على صديقي خليل مطران صاحب المنن على الأدب و المؤلف بين أسلوب الإفرنج في نظم الشعر و بين نهج العرب .. و المأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر للأطفال و النساء ، و أن يساعدنا سائر الأدباء و الشعراء على إدراك هذه الأمينة).[২]

অর্থাৎ "আমার বন্ধু খলীল মুতরানের প্রশংসা না করে উপায় নেই। তিনি সাহিত্যের অনেক উপকার সাধন করেছেন এবং কবিতা রচনায় পশ্চিমা ও আরবীয় রচনাশৈলীর মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন।

---

[১] মুহাম্মাহ বিন আস্ সাইয়্যিদ ফারাজ, *আল আতফাল ওয়া কিরাআতুহুম* (আল কুয়েত: শারিকাতুর রাবিআ'ন লিন নাশরি ওয়াত তাওযী' , ১৯৭৯) পৃ. ৫১, মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, *মুকাদ্দিমাতুন ফী আদাবিল আতফাল* (ত্রিপলী: আল মুনশাআতুল 'আম্মাহ লিন্ নাশরি ওয়াত তাওযী' ওয়াল ই'লান, ১৯৮৫) পৃ. ২০; ড. আলী আল্ হাদীদী, *ফী আদাবিল আতফাল* (কায়রো: মাকতাবাতুল্ আনজালুল্ মুদার্‌রিয়াহ, ১৯৯২), সংস্ক. ৬, পৃ. ৩৪৫।

[২] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

আশা রাখি, শিশু ও নারীদের জন্য কবিতা রচনায় আমরা পরস্পরে সহযোগী হব এবং এই প্রত্যাশা অনুধাবনে সকল কবি-সাহিত্যিক আমাদের সাহায্য করবে[৩]।"

আহমদ শাওকী শিশুসাহিত্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে কবি-সাহিত্যিকদের পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেন। কিন্তু তাঁর এ আহ্বানে তেমন সাড়া মিলে নি বরং সকল কবি ও সাহিত্যিক বড়দের জন্য লিখে সুনাম অর্জনে ব্যস্ত। শিশুদের জন্য লেখার সময় তাদের নেই । কেউ কেউ মনে করেন, শিশুদের জন্য লিখে সাহিত্যিক-মর্যাদা লাভ করা যাবে না । ড. আলী আল হাদীদী বলেন,

التأليف للصغار يعد تضحية كبرى من الأدباء الكبار فهو لا يصل بالكاتب إلى ما يسمى بالمجد الأدبي . ولذلك أعرضوا ونأوا بمواهبهم عنه.[৪]

অর্থাৎ "তৎকালীন সময়ে শিশুদের জন্য লেখালেখিকে বড় সাহিত্যিকদের পক্ষ হতে বড় মাপের ত্যাগ মনে করা হত। কেননা শিশুদের জন্য লেখা সাহিত্যিককে সাহিত্য মর্যাদা উপনিত করবে না। ফলে সাহিত্যিকগণ শিশুদের জন্য লেখালেখি থেকে বিরত থাকে এবং তাদের প্রতিভাকেও এ অঙ্গন থেকে দূরে রাখে।"

কবিগুরু তার আহ্বানে তেমন সাড়া না পাওয়ায় হতাশ হয়ে গেলেন। তাঁর বুক ভরা আশা স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে তিনি নিজেই লিখতে শুরু করলেন, যেগুলো তাঁর সুবৃহৎ দীওয়ানের ৪র্থ খণ্ডে শেষাংশে স্থান পেয়েছে। ড. আহমদ যালাত বলেন,

و لم تقف دعوة أحمد شوقي لإنشاء أدب الطفل عند حدود المبادرة لإرساء دعائم أدب للطفل العربي يماثل أدب الطفل الغربي ، بل أودع الجزء الرابع من ديوانه (الشوقيات) القديمة ، العديد من المنظومات الشعرية التي قصد بها الطفل .[৫]

অর্থাৎ "পাশ্চাত্য শিশুসাহিত্যের আদলে আরবী শিশুসাহিত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি আহমদ শাওকীর আহবান শুধু উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তিনি নিজে কতিপয় শিশুতোষ কাব্য রচনা করেন যেগুলো তাঁর কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর চতুর্থ খন্ডে রয়েছে।"

---

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] *ফী আদাবিল আতফাল*, পৃ. ৩৬৬।

[৫] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

১.২ শিশুদের প্রতি ভালোবাসার আহ্বান

শিশু সাহিত্য রচনা জন্য প্রয়োজন শিশুদের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। যে হৃদয়ে শিশুপ্রেম নেই সে হৃদয় হতে শিশুদের উপযোগী লেখালেখি কল্পনা করা যায় না। কবি আহমদ শাওকী কোমল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিশুদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি শিশুদেরকে পৃথিবীর ফেরেশতা বলে মনে করতেন এবং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহের পাত্র। তাই কবি পৃথিবীর প্রত্যেক শিশুকে ভালবাসার আহবান জানিয়ে বলেন,

أَحببِ الطفلَ و إن لم يكُ لكْ — إنما الطفل على الأرض مَلَكْ
هو لُطفُ الله لو تعلمُه — رَحِمُ الله امرءًا يرحمه
عَطفة منه علَى لُعبته — تُخرَجُ المحزون من كُرْبته
و حديثُ ساعةَ الضيق معه — يملأُ العيشَ نعيما و سعه[৬]

"শিশুদেরকে ভালবাস, যদিও তোমার শিশু না থাকে
কেননা শিশুরা হলো পৃথিবীর ফেরেশতা
আর আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তুমি উপলব্ধি করতে পার
যে শিশুদের প্রতি দয়া করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি দয়া করেন।
শিশুরা আল্লাহর নেয়ামত যা
বিষণ্ন ব্যক্তিকে তার বিপদ হতে।
সঙ্কীর্ণতার সময় শিশুদের সাথে কথাবার্তা
জীবনকে সুখ স্বাচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়।"

তিনি শুধু নিজের সন্তানদেরকেই ভালোবাসতেন না, বরং পৃথিবীর প্রত্যেকটি শিশুর জন্য তার উদার ভালোবাসা ছিল। ড. আহমদ যালাত বলেন,

و كان شوقي لا يقف بهذا الحب عند أطفاله فحسب ، بل كان يفتح قلبه لكل أطفال العالم ، كان يحب الطفولة في أشكالها و صورها .[৭]

[৬] *আশ শাওকিয়্যাত*, ইব্রাহীম শামসুদ্দীন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *কাসিদাতু রিসালাতিন নাশিআহ* (বৈরুত: দারুস সুবহ, ২০০৮) সংস্করণ ১ম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০।

[৭] আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তিনি শুধু নিজের সন্তানদেরকেই ভালোবাসতেন না, বরং পৃথিবীর প্রত্যেকটি শিশুর জন্য তাঁর মননদ্বার উন্মোচন করে দিতেন। তিনি শিশুর গঠন, আকার-আকৃতি, রূপ সব ভালোবাসতেন।

আহমদ শাওকী ছিলেন স্বভাবগত নিচু কণ্ঠস্বর এবং অত্যন্ত লাজুক। তিনি সর্বদা তাঁর সন্তানদের সাথে প্রফুল্ল চিত্তে, উদার ও মমতায় ভরপুর মুখাবয়বে মিলিত হতেন। তিনি সন্তানদেরকে খুব ভালোবাসতেন। এ সম্পর্কে ড. মাহির হাসান ফাহমী বলেন: "প্রবল স্নেহ-মমতার কারণে তিনি স্বীয় সন্তানদের অতিরিক্ত সোহাগ করতেন এবং সব সময় তাদের সাথে মজা-রসিকতা করতেন। তিনি আলীকে لولو (লুলু) এবং হুসাইনকে سيسي (সীসী) বলে রসিকতা করতেন। সন্তানেরা বড় হয়ে যাওয়ার পরও এমন আচরণ অব্যাহত থাকায় তারা পিতার ওপর বিরক্ত বোধ করত। এই স্নেহ-মমতার কারণে তিনি স্বীয় কন্যা আমিনার বিবাহ উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী বাড়ি ক্রয় করে মাঝের দেয়াল ভেঙে দেন এবং কন্যাকে থাকার জন্য সে বাড়ি দিয়ে দেন।"[৮] শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাঁকে শিশুসাহিত্য রচনায় অতি অনুপ্রাণিত করে।

১.৩ আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্য

শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনা, এ এক নতুন জগত। এ জগতে তাঁর আগে কেহ অবতরণ করে নি। এ জগতে সফলতার বিষয়ে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। অবশেষে সকল শঙ্কার মধ্যদিয়ে তিনি দুই-তিনটি কাব্যকাহিনী রচনা করে শিশুকিশোরদের সমাবেশে হাজির হন এবং এ গুলো তাদেরকে পাঠ করে শোনান। শিশুরা এগুলো শোনামাত্রই বুঝে ফেলল এবং খুব আনন্দ উপভোগ করল। ফলে কবির শঙ্কা কেটে গেল এবং আস্থা বেড়ে গেল। শিশুসাহিত্য রচনার সূচনাকালের এ অবস্থাটুকু কবি নিজে তাঁর দীওয়ানের ভূমিকায় উল্লেখ করে বলেন:

و جريت بخاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير ، في هذه المجموعة شيئ من ذلك ، فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث ، اجتمع بأحداث المصريين ، و أقرأ عليهم شيئا منها فيفهمونه لأول وهلة و يأنسون إليه و يضحكونه من أكثره و أنا استبشرو لذلك و أتمنى لو وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين ، ممثلا جعل الشعراء للأطفال في البلاد المتمدنة ، منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة و الأدب من خلالها على قدر عقولهم.[৯]

[৮] ড. মাহির হাসান ফাহমী, *সিলসিলাতু আ'লামিল আরব* (কায়রো: আল হাইআতুল মিসরিয়্যাহ লিল কিতাব, ১৯৮৫) পৃ. ৫২।

[৯] কবি তার দিওয়ান, ديوان الشوقيات যা ১৩১৭ হি./১৮৯৮ খ্রি. তে সর্বপ্রথম প্রকাশ হয়। তার প্রথম মুদ্রণে অতিরিক্ত সংযোজিত ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে এই আহ্বান ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(আমি লা ফন্টেইনের প্রসিদ্ধ ধারায় বিভিন্ন গল্প রচনা করার মনস্থ করলাম। এই সংকলনের মধ্যে উহার কিয়দংশ রয়েছে। আমি দুই কিংবা তিনটি গল্প লিখে মিশরের তরুণদেরকে পড়ে শুনালাম। প্রথমবারেই তারা তা বুঝতে সক্ষম হলো এবং পছন্দ করলো ও তাদের অধিকাংশ তা শুনে খুব খুশি হলো। এতে আমিও খুব আনন্দিত হলাম আর আকাঙ্খা করলাম যে, আল্লাহ তাওফীক দিলে আমি মিশরীয় শিশুদের জন্য উন্নত বিশ্বের শিশুদের ন্যায় সহজ বোধগম্য কবিতা রচনা করব, যার মাধ্যমে শিশুরা স্বীয় মেধা ও প্রজ্ঞা অনুপাতে সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করবে।)

তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে আমরা কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাই, তা হল:

১. আহমদ শাওকী ফরাসি প্রখ্যাত কথাশিল্পী লাফুনতিনের জনপ্রিয় পদ্ধতি তথা পশুপাখির ভাষায় গল্প রচনার পদ্ধতিতে মুগ্ধ হন এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসারে তিনি শিশুতোষ গল্প রচনার প্রয়াস চালান।

২. শাওকীর রচিত কাব্য কাহিনীগুলো প্রকাশ করার পূর্বে তিনি প্রথমে দুই-তিনটি কাহিনী মিশরের শিশু-কিশোরের নিকট পরীক্ষামূলক উপস্থাপন করেন। যখন প্রতীয়মান হল যে, কিশোররা এগুলো শুনে বা পড়ে খুব আনন্দ উপভোগ করল। তখন তিনি এ ধরণের গল্প রচনার উদ্যোগী হন।

৩. এখানে শিশুতোষ কাব্যকাহিনী রচনার অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করেছেন। আল্লাহ তাওফীক দিলে উন্নত বিশ্বের শিশুদের মত মিশরীয় শিশুদের জন্য কাব্যকাহিনী রচনা করবেন। আর এ কাহিনীর রচনার অন্তর্নিহিত রহস্য হলো, গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুরা প্রজ্ঞাময় জ্ঞান ও সাহিত্য রস আস্বাদন করবে। অর্থাৎ গল্প শুনবে। একদিকে আনন্দ উপভোগ করবে অপর দিকে ভবিষ্যত জীবনকে আলোকিত করার প্রজ্ঞাময় দীক্ষা লাভ করবে। ফলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হবে। শিশু মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এ ধরণের পদ্ধতিতে জ্ঞানদান অত্যন্ত ফলপ্রসূ। কারণ আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা অনেক সময় শিশুদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে এ ধরণের অনানুষ্ঠানিক জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে শিশুদের মনোযোগ ও আগ্রহ দীর্ঘক্ষণ থাকে। তাই কবি শাওকী এ পদ্ধতি অনুসরণ করে কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন যার অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য হলো: গল্প বলার অন্তরালে জ্ঞান বিতরণ।

৪. শিশুতোষ সাত্যি রচনার নীতিমালা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। আর তা হলো: তিনি শিশুদের মেধানুযায়ী সহজ বোধগম্য কবিতা রচনা করবেন। সেখানে থাকবে না শব্দ ও ভাবের কোন প্রকার জটিলতা।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর তা হলো: এখানে তিনটি পরিভাষা রয়েছে। যথা:

১. الأدب للأطفال (Literature for children) : শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্য।

২. الأدب عن الأطفال (Literature about children) : শিশু বিষয়ক সাহিত্য।

৩. الأدب من الأطفال (Literature by children) : শিশুদের রচিত সাহিত্য।

আহমদ শাওকীর প্রথম দুই প্রকারের কবিতা রয়েছে। অর্থাৎ তিনি শিশুদের জন্য যেমন কবিতা রচনা করেছেন তেমনি কিছু সংখ্যক কবিতা তিনি শিশুদের বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। তাই তাঁর কবিতাগুলোকে প্রথমতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. 'شعر أحمد شوقي عن الأطفال' (আহমদ শাওকীর শিশুসংক্রান্ত কবিতা),

২. 'شعر أحمد شوقي للأطفال' (আহমদ শাওকীর শিশুদের জন্য রচিত কবিতা),

আমরা মূলত দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ 'শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্য' নিয়ে আলোচনা করব। কেননা প্রথম প্রকারটি শিশু সাহিত্যের আওতায় পড়ে না। কারণ এ কবিতাগুলো শিশুদের বয়স, মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে রচিত হয় নি। যদিও শিশুদের জন্মদিন বা বিভিন্ন উপলক্ষ নিয়ে রচনা করা হয়। তবে প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসেবে প্রথম প্রকারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ শিশুদের জন্য রচিত কবিতাগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. 'أناشيد و أغاني للأطفال' (শিশুদের উদ্দেশে রচিত কবিতা ও সঙ্গীত),

২. 'الحكايات الشعرية على لسان الحيوان للأطفال' (শিশুদের উদ্দেশে রচিত পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী)।

এ শিশুতোষ কবিতাগুলো আহমদ শাওকীর বৃহৎ কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর চতুর্থ খন্ডের নিম্নোক্ত তিনটি অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

১. الخصوصيات (বিশেষ কবিতা) : উক্ত অধ্যায়ে শিশু বিষয়ক ১১টি ছড়া ও কবিতা রয়েছে।

২. الحكايات (কাব্যকাহিনী) : এ অধ্যায়ে শিশুদের জন্য রচিত ৫৫টি কাব্যকাহিনী রয়েছে।

৩. ديوان الأطفال (শিশুতোষ কাব্য সংকলন) : এ অধ্যায়ে ১০টি শিশুতোষ ছড়া ও সঙ্গীত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ শিশুতোষ কবিতাগুলো ১৮৯৮ সালে 'আশ শাওকিয়্যাত' এর প্রথম সংকলনে এবং পরবর্তী ১৯১১ সালে উক্ত দিওয়ানের দ্বিতীয় সংকলনেও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এ শিশুতোষ কাহিনী, গল্প ও সঙ্গীতগুলো সংকলিত হয় নি। এগুলো বাদ পড়ার ক্ষতি অনুধাবন করে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মুহাম্মদ সায়ীদ উরইয়ান ঐ শিশুতোষ কবিতাগুলো পুনরায় আহমদ শাওকীর মৃত্যুর দশ বছর পর ১৯৪৩ সালে তাঁর দীওয়ান 'আশ শাওকিয়্যাত' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। মুহাম্মদ সায়ী'দ 'উরইয়ানের এ কর্মের যথার্থতা ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. আহমদ যালাত বলেন,

لو لم يقم محمد سعيد العريان بهذا المجهود ، لكان من الممكن أن يندثر ذلك النتاج الشعري للأطفال.[১০]

(মুহাম্মদ সায়ী'দ 'উরইয়ানের এ প্রচেষ্টা না করলে কবির শিশুতোষ এ কাব্যিক নিদর্শনগুলো হয়তো বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।)

সে হতে তথা ১৯৪৩ সাল থেকে অদ্যাবধি তাঁর কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' প্রাচীনধারায় পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

আহমদ শাওকীর এ শিশুতোষ কবিতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্র বিভিন্ন সংকলন বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন: অধ্যাপক আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ ১৯৮৪ সালে কায়রোর দারুল মা'আরিফ প্রকাশনী হতে 'ديوان شوقي للأطفال' নামক শিরোনামে একটি শিশুতোষ সংকলন প্রকাশ করেন। উক্ত সংকলনে তিনি 'الشوقيات' এবং 'الشوقيات المجهولة' নামক কাব্য সংকলনদ্বয়ে উল্লেখিত শিশুতোষ কবিতাগুলো সংকলিত করেছেন। এ সংকলনে মোট ৭৬টি কবিতা রয়েছে।[১১] অনুরূপভাবে 'منتخبات من شعر شوقي في الحيوان' এবং 'ديوان شوقي للناشئة' ইত্যাদি শিরোনামে আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্যগুলো নিয়ে স্বতন্ত্র কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়।

নিম্নে আহমদ শাওকীর রচিত শিশুতোষ কাব্যগুলো তিনটি ভাগে আলোচনা করা হলো :

২. আহমদ শাওকীর শিশুসংক্রান্ত কবিতা (شعر أحمد شوقي عن الطفولة)

কবি তাঁর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন তথা বন্ধুবান্ধবের সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। এগুলোকে শিশুসংক্রান্ত বা শিশু বিষয়ক

[১০] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১০২।

[১১] ড. সা'দ আবু রিদা, *আন নাসসুল আদাবী লিল আতফাল* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল উবাইকান, ২০০৫) পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা বলে অভিহিত করা হয়। এ কবিতাগুলো বড়দের উপযোগী। তবে ছোটরা তা পড়তে সক্ষম। কিন্তু এগুলো শিশুদেরকে আনন্দ বা উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। এ ধরণের কবিতাগুলো শাওকীর দীওয়ানের ৪র্থ খণ্ডে الخصوصيات নামক অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। উক্ত অধ্যায়ে এ ধরণের ১১টি কবিতা আছে। এ কবিতাগুলোর বিবরণ ও প্রকৃতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। এ কবিতাগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

২.১ নিজের সন্তানদের উদ্দেশে লিখিত কবিতা ও তার প্রকৃতি

এ অধ্যায়ে উল্লেখিত অধিকাংশ কবিতা তাঁর দুই ছেলে আলী ও হুসাইন এবং একমাত্র কন্যা আমীনাকে কেন্দ্র করে লেখা। তাঁর ছেলেদেরকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতাগুলো হলোঃ ১. 'أبو علي' (আলীর পিতা), ২. 'الزمن الأخير' (শেষ মূহুর্ত), ৩. 'صاحب عهده' (উত্তরাধিকার), ৪. 'أول خطوة' (প্রথম মূহুর্ত), ৫. 'يوم فراقه' (বিচ্ছেদের দিবস) ইত্যাদি। তাঁর প্রথম ছেলে আলীর জন্মের শুভ সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি 'আবু আলী' নামক ছড়াটি রচনা করেন। তিনি বলেন,

صار شوقي أبا علي   في ((الزمان الترلّلي))
و جناها جنايةً   ليس فيها بأول ![১২]

"শাওকী আলীর পিতা হলো
অস্থিরতার সময়ে
এবং সে একটি অপরাধ করেছে
যে অপরাধটি প্রথম নয়।"[১৩]

তাঁর প্রথম পুত্র আলী প্রসঙ্গে কবি আরও বলেন,

عليٌّ ، لو استشرْتَ أباكَ قبلاً   فإن الخير حظُّ المستشير
إذاً لعلمْتَ أنَّا في غناءٍ   و إن نكُ من لقائك في سرور
و ما ضِقْنا بمقدمك المفدَّى   و لكن جئْتَ في الزمَن الأخير ![১৪]

"হে আলী, তুমি যদি আগেই তোমার পিতাকে পরামর্শ দিতে

---

[১২] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৯।
[১৩] তিনি মনে করেন, পিতা হওয়া একটি অপরাধ আর এ অপরাধ তাঁর পূর্বে অনেকে করেছে।
[১৪] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৯।

কেননা কল্যাণে পরামর্শদাতার অংশ রয়েছে।

তাহলে তুমি জানতে পারতে যে, আমরা প্রাচুর্যের মধ্যে আছি

যদিও আমরা তোমার আগমনে খুশী নই।

তোমার শুভাগমনে আমরা সংকীর্ণ নই

তবে তুমি শেষ মূহুর্তে আগমন করেছ।"

একই বিষয়ে কবি 'সাহিবু আহদিহী' (صاحب عهده) নামক আরেকটি কবিতাটি রচনা করে বলেন,

رُزقتُ صاحبَ عهدي — و تمَّ لي النسلُ بعدي

هم يحسدوني عليه — و يغبطو ني بسعدي[১৫]

"আমাকে উত্তরসূরী দান করা হয়েছে

এবং আমার পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ণ হয়েছে।

তার কারণে তারা (হিংসুকরা) আমার প্রতি হিংসা করে

এবং আমার সৌভাগ্যের কারণে ঈর্ষা করে।"

তিনি এই কবিতার শেষের দিকে বলেন,

فيا علي لا تلُمْني — فما احتقارُك قصدي

و أنت مني كرُوحي — و أنتَ مَنْ أنت عندي![১৬]

"হে আলী, তুমি আমাকে তিরস্কার করো না,

কেননা তোমাকে তুচ্ছ করা আমার ইচ্ছা নয়।

তুমি আমার আত্মা

আমার শুধুই তুমি।"

একদা কবির দুই ছেলে আলী ও হুসাইন তাঁকে বাসা থেকে বের হতে দিচ্ছিল না। উভয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। এ দৃশ্যকে কেন্দ্র করে 'ইয়াওমু ফিরাকিহী' (يوم فراقه) নামক ছড়াটি রচনা করেন। কবি বলেন,

---

[১৫] প্রাগুক্ত।

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

بكيا لأجل خروجه في زورة   يا ليتَ شِعْري : كيف يومُ فراقه ؟!
لو كان يسمعُ يومذاك بُكاهما   رُدَّتْ إليه الروح من إشفاقه [১৭]

"তারা কেঁদে উঠল তার (পিতার) ভ্রমণে বের হওয়ার কারণে
হায় আমার কবিতা! তার বিচ্ছেদের (মৃত্যুর) দিনটি কেমন হবে ?
সেদিন যদি সে তাদের কান্না শুনতে পেত
তবে স্নেহের জন্য তার আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হত।"

তাঁর একমাত্র আদরের কন্যা আমীনাকে কেন্দ্র করে ছয়টি কবিতা রচনা করেন। এগুলো হলো ১. 'يا ليلة' (হে লায়লা), ২. 'أمينة' (আমীনা), ৩. 'طفلة لاهية' (উদাসীন শিশু), ৪. 'الآنانية' (আমিত্ব), ৫. 'لعبة' (খেলনা) ইত্যাদি। ৬. 'زين المهود' (দোলনার/বিছানার সৌন্দর্য)।

কবির একমাত্র কন্যা আমীনা যেদিন জন্ম গ্রহণ করে সেদিনই তার পিতা ইন্তিকাল করেছিলেন। একদিকে সন্তান লাভের আনন্দ অপরদিকে পিতা হারানোর যন্ত্রণা। এমন পরিস্থিতিকে স্মরণীয় করে রাখতে তিনি 'ইয়া লাইলা' (يا ليلة) নামক কবিতাটি রচনা করেন। কবি বলেন,

يا ليلةً سمَّيْتُها ليلتي   لأنها بالناس ما مرَّتِ
أذكرُها ، و الموتُ في ذكرها   على سبيل البثِّ و العبرة
...حتى بدا الصبحُ ، فولَّى أبي   و أقبلتْ بعد العناءِ ابنتي
فقلتُ أحكامُكَ حزْنا لها   يا مُخرجَ الحيِّ من الميِّتِ ! [১৮]

"ওহে রাত! আমি তোমাকে আমার রাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছি
কেননা এমন রাত কারো জীবনে (সাধারণত) আসে নি।
আমি তাকে স্মরণ করি, আর মৃত্যুর কথা স্মরণ করা
অস্থিরতা এবং উপদেশের দ্বারা।
... সকাল উদ্ভাসিত হলে আমার পিতা বিগত হলেন
এবং কষ্টের পর আমার মেয়ে আগমন করল।
তখন আমি বললাম, আমি তোমার আদেশের প্রতি অনুগত
হে মৃত থেকে জীবিতকে নির্গমণ করি।"

---

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

কবি আহমদ শাওকী তাঁর কন্যা আমীনাকে খ্রিস্টানদের বড়দিনে খেলনা কিনে দিতেন। আর এই খেলনা দিয়ে আমিনা খেলাধূলা করত এবং খুব আনন্দ উপভোগ করত। এ চিত্রটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি 'লু'বা' (لعبة) নামক কবিতাটি রচনা করেন। কবি বলেন,

صغارٌ بحلْوانَ تستبشرُ   و رُؤيتُها الفرحُ الأكبرُ

تهزّ اللواءَ بعيدِ المسيحِ   و تُحْيِيهِ من حيث لا تشعُر

فهذا بلُعبته يزدهي   و هذا بحُلّته يَفخَر

و هذا كغُصن الرُّبا يَنْثَنِي   و هذا كريح الصَّبا يخطر

إذا اجتمع الكلُّ في بُقعة   حسبتَهُمو باقةً تُزْهِر [১৯]

"ছোটদেরকে উপহারের সুসংবাদ দাও
আর তাদের স্বপ্ন হলো বড় আনন্দের।
বড়দিনের পতাকা উড়ছে
অথচ তুমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছ যেন তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না।
সে তার খেলনার দ্বারা গর্ব করে
আর পোশাকের দ্বারা অহংকার করে।
এটা উঁচু ডালের ন্যায় নুয়ে পড়ছে
আর পূর্বের বাতাসের ন্যায় কাঁপছে।
তখন সবাই এক স্থানে জড়ো হয়
তখন তুমি তাদেরকে পুষ্পিত তোড়া মনে করো।"

কবির একমাত্র আদরের কন্যা আমিনার একটি কালো কুকুরছানা ছিল; যাকে সে খুব ভালবাসত এবং তাকে নিয়ে খেলা করত। যা কবিকে খুব আনন্দ দিত। এ প্রসঙ্গে তিনি الأنانية (আমিত্ব) নামক কবিতাটি রচনা করেন। কবিতার সূচনায় কবি বলেন,

يا حبّذا أمينةٌ و كلبها   تحبه جدا كما يحبها

أمينتي تحبو إلى الحولين   و كلبها يناهز الشهرين

لكنها بيضاء مثل العاج   و عبدها أسود كالدياجي

---

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

يلزَمُها نهارها و تلزمُه   و مِثْلما يُكرمها لا تُكرمُه

"হে লোকজন! তোমরা আমীনা ও তার কুকুরের গল্প শোন

আমীনা কুকুরটিকে অত্যন্ত ভালোবাসত যেমন কুকুরটি তাকে ভালোবাসত।

আমার আমীনার বয়স দুই বছর

আর তার কুকুরের বয়স দুই মাসের কাছাকাছি।

কিন্তু আমীনা ছিল হাতির দাঁতের মত শুভ্র

আর তার কুকুরটি ছিল অন্ধকারের মত কালো।

সারাদিন কুকুরটি যেমন তার সাথে থাকে এবং সেও কুকুরটির সাথে থাকে

কুকুরটি তাকে যেমন সম্মান করত সে কুকুরটিকে তেমন সম্মান করত না।"

এবং উক্ত কবিতায় আরো বলেনঃ

ثم أرادتْ أن تذوقَ قبلَه   فاستطْعمتْ بِنْتُ الكِرام أكلَه

هُناكَ ألقَتْ بالصغيرِ للوَرا   و اندَفعتْ تبكي بُكاءً مُفْتَرَى[২০]

"অতঃপর একদা আমীনা কুকুরটির হৃদয়ের স্বাদ নিতে ইচ্ছা করল

সম্ভ্রান্ত কন্যাটি তাকে খেতে ইচ্ছা করল।

সেখানে একটি শিশুকে পেল

সে মিছামিছি কান্না করতে লাগল।

২.২ বন্ধু-বান্ধবদের সন্তানদের উদ্দেশে লিখিত কবিতা ও তার প্রকৃতি

কবি তাঁর নিজের সন্তানদের নিয়ে যেমন কবিতা রচনা করেছেন তেমনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর বন্ধুদের সন্তানদের নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। কবি তাঁর বন্ধু হুসাইন হাইকালের পুত্রের ইন্তিকালে তাঁর শোকসন্তপ্ত পিতামাতাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে 'البنون و الحياة الدنيا' (সন্তানাদি ও পার্থিব জীবন) রচনা করেন। এই কবিতাটি তার কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর তৃতীয় খন্ডের 'বাবুল মারাছি' (শোকগাঁথা কবিতা) নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কবি বলেন,

الضلوعُ تتّقِدُ   و الدموعُ تَطَّرِدُ

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

أَيُّها الشَّجِيُّ ، أفِقْ من عناء ما تجدُ [২১]

"পাঁজরের হাড়গুলো (পুত্র হারানোর বেদনায়) জ্বলে যাচ্ছে

আর অশ্রুমালা ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।

হে বিষণ্ন! তুমি উঠে দাঁড়াও

যে ব্যথা পাচ্ছ তা হতে।

কবি শিশুদের প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে আরো বলেন,

البنون هم دمنا و الحياة و الورد

لا تلد مثلهم مهجة و لا كبد

يستوون : واحدهم في الحنان و العدد

زينة و مصلحة واستراحة ودد [২২]

"সন্তানরা আমাদের রক্ত

জীবন ও শিরার মত।

তাদের মত বিবাদ করে না

কোন হৃৎপিন্ড বা কলিজা।

তাদের সকলে সমান

সমবেদনায় ও সংখ্যায়।

সৌন্দর্য ও কল্যাণে

বিনোদন ও খেলাধূলায়।"

২.৩ সাধারণ সকল শিশুর উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা ও তার প্রকৃতি

আহমদ শাওকী তাঁর নিজের সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদের সন্তানদের নিয়ে যেমন কবিতা রচনা করেছেন তেমনি সাধারণ সকল শিশুদের নিয়ে কতিপয় কবিতা রচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কবিতার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

---

[২১] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৬৩।

[২২] প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড পৃ.৬৩।

(ক) কবি তাঁর নিজের শৈশবকালের স্মৃতিচারণ করে সকল শিশুর উদ্দেশে 'معاشر الأيام' (যুগের সঙ্গী) নামক কবিতাটি রচনা করেন। কবি উক্ত কবিতায় তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন:

ألا حبذا صحبة المكتب   و أحبب بأيامه أحبب!
و يا حبذا صبية يمرحون   عنان الحياة عليهم صبي
كأنهم بسمات الحياة   و أنفاس ريحانها الطيب [২৩]

আহা! মক্তবের সঙ্গটি কতই না চমৎকার ছিল
সে দিনগুলোকে স্মরণ কর এবং ভালবাস।
আহা! মক্তবের প্রফুল্ল সঙ্গীরা
জীবনের দায়বদ্ধতা হল তারা শিশু-কিশোর।
তারা যেন প্রাণের স্পন্দন
এবং সুগন্ধিময় নিঃশ্বাস।

এই কবিতাটি প্রথম স্তরের শিশুদের জন্য অর্থাৎ ৩ থেকে ৬ বছরের শিশুদের উপযোগী।

(খ) সাধারণ সকল শিশুদের নিয়ে শাওকীর সর্ববৃহৎ উপদেশমূলক কবিতা হলো رسالة الناشئة। যদিও এ কবিতাটি أمير محمد عبد المنعم এর উদ্দেশে রচনা করা হয়েছিল এবং তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। উক্ত কবিতাটি শিষ্টাচার ও উপদেশে পরিপূর্ণ। সূচনায় কবি বলেন,

أحمدك الله و أطرى الأنبياء   مصدر الحكمة طرًا و الضياء [২৪]

"হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা করছি এবং নবীগণের প্রশংসা করছি
যাঁরা ছিলেন জ্ঞান ও আলোর আধার।"

কবি শিশুদেরকে গর্ব করার জন্য নয় বরং একমাত্র জানার জন্য জ্ঞান অর্জন করার উপদেশ দিয়ে বলেন,

اطلب العلم لذات العلم ، لا   لظهور باطل بين الملا [২৫]

"একমাত্র জানার জন্য জ্ঞান অর্জন কর

[২৩] ড. আহমদ যালাত, আদাবুল আতফাল বাইনা আহমাদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল, পৃ. ১১৪।
[২৪] আশ শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৭।
[২৫] প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ জনতার মাঝে অহংকার প্রকাশের জন্য নয়।"

জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার আহ্বান জানিয়ে বলেন,

كن إلى الموت على حب الوطن   من يخن أوطانه يوما يُخَنْ [২৬]

"জন্মভূমির ভালোবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ কর
যে তার জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, একদিন তার সাথেও
বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।"

শিশুদের প্রতি ভালোবাসার আহবান জানিয়ে কবি বলেন,

أحبب الطفل و إن لم يكن لك   إنما الطفل على الأرض ملك

শিশুদেরকে ভালোবাস যদিও তোমার কোন শিশু সন্তান না থাকে।
কারণ শিশু হলো পৃথিবীর ফেরেশতা।

(গ) সকল শিশুদের নিয়ে আহমদ শাওকীর অপর একটি কবিতা হলো رعاية الأطفال (শিশু-পরিচর্যা)। যার মাধ্যমে কবি শিশুদের লালন পালন, সেবা-শুশ্রুষা ও যথাযথ তত্ত্বাবধানের প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান করেছেন। বিশেষ করে প্রতিবন্ধি ও দরিদ্র শিশুদের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি সমাজের বিত্তশালী-দানশীলদের এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। এটি একশত পংক্তিবিশিষ্ট কবিতা। কবি সূচনাতে বলেন,

يا حماة الطفل خير المحسنين   يدكم فيها يد الله المعين[২৭]

"হে শিশুদের তত্ত্বাবধায়নকারীগণ, উত্তম দানশীলগণ
তাদের ক্ষেত্রে তোমাদের হাত সাহায্যকারী আল্লাহর হাতের ন্যায়।"

অতঃপর কবি বলেন,

رب مهد أزرت البؤسى به   فيه كنز خبأ الغيب ثمين [২৮]

"কত মাতৃক্রোড় দারিদ্রকে ঘৃণা করে
অথচ এর মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য জগতের গোপন সঞ্চয়ের মূল্যবান ধনভান্ডার।"

[২৬] প্রাগুক্ত।
[২৭] *আশ শাওকিয়্যাত আল মাজহুলাহ*, পৃ. ৩৮-৪২।
[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে কবি আহমদ শাওকীর কাব্যিক প্রতিভা প্রকাশ পায় স্বীয় নাতি 'আহমদ'কে নাচানো-দোলানোর মধ্যে। তিনি তার নাতিকে গান গেয়ে নাচতেন। যার ভাষা ও বিষয়বস্তু আরবদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গানের কাছাকাছি। জাহেলী যুগে শিশুদের নৃত্যের তালে তালে এ ধরণের সঙ্গীত আবৃত্তি করা হতো। তিনি নাতি আহমদ আলী শাওকীকে নৃত্যের তালে তালে বলেনঃ

رضاه غير قليل　　　و سخطه غير هين

يقصي و بدني بأولى　　　إشارة الراحتين

و يزدهى بخداع　　　و قول زور و مين [২৯]

তার আনন্দ কম নয় আর তার রাগও তুচ্ছ নয়।

সে তা অপসারণ করবে, আর আমার শরীরের দুই হাতের তালুর ইশারার দ্বারা।

সে ধোকা দিয়ে তৃপ্ত হয়, আর মিথ্যা ও অসত্য কথা বলেও।

আহমদ শাওকী এ ধরণের শিশু বিষয়ক অনেক কবিতা রচনা করেন। এগুলোর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, কবি আহমদ শাওকী শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও আবেগময়ী ছিলেন। শিশুদের প্রতি ছিল কবির আপত্য স্নেহ ও ভালোবাসা। তাঁর মধ্যে দুইটি সত্ত্বা একত্রে কাজ করেছে। একটি হলো দয়ালু পিতা আর অপরটি হলো দয়ালু কবি। এ দুই সত্ত্বা একত্রিত হয়ে তাঁর লেখনীতে বেরিয়ে এসেছে শিশু সম্পর্কীয় বেশ কিছু কবিতা ; যেগুলোর মধ্যে কতিপয় নিজের সন্তানদের সম্পর্কীয়। আর কতিপয় সব শিশু সম্পর্কীয়। ড. আহমদ যালাত বলেন,[৩০]

أيضا نظم شوقي بقلمه جزئيات الصورة– صورة الطفل المنشودة – من فيض شاعريته المزوجة بحنان الشاعر و الوالد في آن واحد ، سواء مع أطفاله أو مع غير هم من الأطفال

অর্থাৎ শাওকী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে শিশুদের আনুষঙ্গিক (আংশিক) প্রত্যাশিত চিত্র কবিতায় অংকিত করেছেন। শাওকীর মধ্যে 'দয়ালু কবি' ও 'দয়ালু পিতা' এর যৌগিক প্রতিভা একই সময়ে প্রতিভাত হওয়ার ফলে এ ধরণের ধারা তৈরী হয়েছে। কখনো কখনো তাঁর স্বীয় সন্তানদের চিত্র আবার কখনো কখনো অন্য সকল শিশুদের চিত্র ফুটে উঠেছে।

---

[২৯] প্রাগুক্ত। এ সম্পর্কে ড. আহমদ যালাত বলেন,

و الأصالة الشعرية المعهودة عند شوقي ، تبدو كذلك في ترقيصه لحفيده (أحمد) و هذا الترقيص بالغناء الشعري ، يقترب في لغته و مضمونه من أغاني الترقيص الموروثة عن العرب.

(ড. আহমাদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল*, (মিসর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১১৬)

[৩০] ড. আহমাদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিসর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুবিষয়ক কবিতা

নিম্নে তাঁর রচিত শিশুবিষয়ক কবিতাগুলোর শিরোনাম, পংক্তি সংখ্যা, ছন্দ ও অন্ত্যমিল ইত্যাদি এক নজরে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো, যার মাধ্যমে শিশুতোষ কবিতাগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে :

ক্রমিক	শিরোনাম	পংক্তি সংখ্যা	ছন্দ (البحر)	অন্ত্যমিল (قافية)
১	أبو علي (আলীর পিতা)	২	مجزوء الخفيف	الترللي (اللام المكسورة)
২	الزمن الأخير (শেষ মূহুর্ত)	৩	وافر	المستشير (الراء المكسورة)
৩	صاحب عهده (উত্তরাধিকারী)	৭	مجتث	بعدي (الدال المكسورة)
৪	يا ليلة (হে রজনী)	১০	السريع	مرت (التاء المكسورة)
৫	أمينة (আমীনা)	১০	مجزوء الخفيف	الملك (الكاف المكسورة)
৬	طفلة لاهية (উদাসীন শিশু)	১৩	متقارب	الثانية (الياء المفتوحة)
৭	الآنانية (আমিত্ব)	১৭	الرجز	يحبها (الباء المضمومة)
৮	لعبة (খেলনা)	৩৬	متقارب	الأكبر (الراء المضمومة)
৯	زين المهود (দোলনার/বিছানার সৌন্দর্য)	১৩	مجزوء الكامل	الطهور (الراء الساكنة)
১০	أول خطوة (প্রথম মূহুর্ত)	১০	مجزوء الرمل	كبوه (الواو المفتوحة)
১১	يوم فراقه (বিচ্ছেদের দিবস)	২	الكامل	فراقه (القاف المكسورة)

Dhaka University Institutional Repository

৩. শিশুদের উদ্দেশে রচিত গান ও সঙ্গীত (أناشيد و أغاني للأطفال)

শিশুদের বয়স, মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাগত দক্ষতা বিবেচনা করে শিশুদেরকে আনন্দ বা উপদেশ দেয়ার জন্য এ ধরণের কবিতা রচনা করা হয়। এ ধরণের কবিতাগুলো শাওকীর দীওয়ানের ৪র্থ খণ্ডে 'দিওয়ানুল আতফাল' নামক অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। উক্ত অধ্যায়ে ১০টি কবিতা আছে। তন্মধ্যে সাতটি গান ও তিনটি হলো সঙ্গীত। গানগুলো হলো: ১. 'الهرة و النظافة' (বিড়াল ও পরিচ্ছন্নতা), ২. 'الجدة' (দাদী), ৩. 'الوطن' (মাতৃভূমি), ৪. 'الرفق بالحيوان' (প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ), ৫. 'الأم' (মা), ৬. ' ولد الغراب' (কাকসন্তান), ৭. 'المدرسة' (বিদ্যালয়)। এবং সঙ্গীত দুইট হলো: ১. 'نشيد مصر' (মিশরীয় সঙ্গীত), ২. 'نشيد الكشافة' (স্কাউট সঙ্গীত) ৩. 'النيل' (নীল নদ)।

৩.১ শিশুতোষ গান ও তার প্রকৃতি

কবি আহমদ শাওকী শিশুদের জন্য কিছু গান রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) الجدة (দাদী) এ কবিতায় নাতির প্রতি দাদীর আপত্য স্নেহের চিত্র চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সূচনায় কবি বলেন,

لي جدة ترأف بي　　　أحنى علي من أبي
وكل شيء سرني　　　تذهب فيه مذهبي
إن غضب الأهل ع　　　لَيّ كلهم لم تغضب[৩১]

"আমার একজন দাদী আছে, আমাকে খুব আদর করে,
আমার পিতার চেয়েও আমার প্রতি অধিক দয়াশীল।
যে সব কিছু আমাকে আনন্দ যোগায়,
সে বিষয়ে সে আমার সাথে একমত পোষণ করে (অর্থাৎ আমি যা পছন্দ করি তা করতে দেয়)
পরিবারের সবাই আমার প্রতি রাগ করলেও
তিনি আমার প্রতি রাগ করেন না।"

পরিশেষে পিতাকে তার শৈশবকালের চিত্র তুলে ধরে সন্তানকে শাস্তিদানে বিরত রাখার আহবান জানিয়ে দাদীর কণ্ঠে কবি বলেন,

---

[৩১] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

وهْي تقول لأبي　　　بلهجة المؤنب :
ويح له ! لهذا　　　الولد المعذب
أ لم تكن تصنع ما　　　يصنع إذ أنت صبي [৩২]

"দাদী আমার আব্বাকে

ভর্ৎসনা করে গালমন্দ করত।

তার জন্য আফসোস

এ ভদ্র ছেলেটির জন্য আফসোস।

তুমি কি তা কর নি

ছেলেটি যা করছে যখন তুমি ছোট ছিলে ?"

(খ) মা-জননীর মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। অসহায় ও নির্বাক শিশুটিকে মা-জননীই সকল আদর স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করে থাকেন। মাতৃক্রোড় একটি গুরুত্বপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান। শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ কথাটি সকল শিশুকে অবহিত করার জন্য 'الأم' (মা) নামক ছড়াটি রচনা করেন। কবি বলেন,

لولا التُّقى لقلتُ : لم　　　يخلُقْ سِواكِ الولدا !
إن شئتِ كان العيْرَ ، أو　　　إن شئتِ كان الأسدا
و إن تُردْ غيًا غوى　　　أو تبغِ رُشْداً رشدا
و البيتُ أنتِ الصوتُ في　　　ه ، وهو للصوتِ صدى
كالببغا في قفص :　　　قيلَ له ، فقلَّدا
و كالقضيبِ اللَّدْنِ : قدْ　　　طاوعَ في الشَّكلِ اليَدا
يأخُذُ ما عوَّدْتِه　　　و المرءُ ما تعوَّدا ! [৩৩]

"যদি আল্লাহর ভয় না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম,

তোমাকে ছাড়া সন্তানকে সৃষ্টি করা হত না।

[৩২] প্রাগুক্ত।
[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

যদি তুমি চাও তাহলে সে (সন্তান) হয় বন্যগাধা
অথবা যদি তুমি চাও তাহলে হয় সিংহ।
যদি তুমি চাও ভ্রষ্টতা তবে সে ভ্রষ্ট হয়
আর যদি সঠিক পথ তাহলে সে পায় সঠিক পথ।
গৃহে তুমিই কণ্ঠ (মুখপাত্র),
আর সে কণ্ঠের আছে একটি ধ্বনি
খাচাঁয় আবদ্ধ তোতা পাখির আওয়াজের মত।
তাকে বলা হয় অতঃপর সে তা অনুসরণ করে
কোমল রডের মত
গঠন প্রকৃতিতে তার হাত
তুমি যা প্রশিক্ষণ দাও তাই সে গ্রহণ করে
আর মানুষ অভ্যাসের দাস।"

এ কবিতাটি গীতিকবিতা যা শিশুতোষ সঙ্গীতের মধ্যে পড়ে না। কবির জন্য অধিকতর সমীচীন ছিল যে তিনি উক্ত গীতি কবিতাটিকে الخصوصيات নামক অধ্যায়ে অথবা অন্য কোন অধ্যায়ে রাখা[৩৪]। কারণ গীতি কবিতা আর সঙ্গীত এক নয়। কেননা একঘেঁয়ে বা বৈচিত্রহীন শব্দে ভরপুর কবিতা সঙ্গীতের ভাষার উপযুক্ত নয়। কারণ সঙ্গীতের ভাষায় উদ্দীপনামূলক স্বর বারবার অনুরণিত হতে থাকে।

(গ) অনুরূপভাবে শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার উদ্দেশ্যে المدرسة (পাঠশালা) নামক একটি কাব্য রচনা করেন। বিদ্যালয়ের প্রতি মায়া মমতা ও ভালবাসা জাগ্রত করার জন্য কবি বিদ্যালয়কে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। সন্তান যেমন মা কেন্দ্রিক বা জননীমুখী তেমনি শিশুরা মাদরাসা কেন্দ্রিক বা মাদরাসামুখী থাকবে। মাকে যেমন কোন সন্তান ছেড়ে যায় না তেমনি বিদ্যালয়কেও ছেড়ে যাওয়া যায় না। এ উপদেশাবলী বিদ্যালয়ের কণ্ঠে কবি বলেন,

أنا المدرسة اجعلني كأمّ ، لا تمل عنّي
و لا تفزَعْ كمأخوذٍ من البيت إلى السجن

[৩৪] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

كأني وجهُ صيّادٍ　　　و أنتَ الطيرُ في الغصن [৩৫]

"আমি মাদরাসা, আমাকে মনে কর
মায়ের মত, আমার প্রতি বিরূপ হবে না
তুমি ধৃত ব্যক্তির ন্যায় ভয় পাবে না
যাকে বাড়ি থেকে পাকড়াও করে জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছে
তুমি আমাকে শিকারী ভাববে না
আর তুমি গাছের পাখি।"

কবি শিশুদেরকে লক্ষ্য করে পাঠশালার কণ্ঠে বলেন, হে বৎস! তুমি নিজে স্বেচ্ছায় পাঠশালায় আসবে। তোমাকে যেন জোর করে আনতে না হয়। তুমি আমাকে শিকারী ভেবে আমার থেকে পলায়ন করবে না। আজ তুমি জ্ঞান অর্জন করে পরিপূর্ণ মানুষ হও। তা হলে ভবিষ্যতে কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না। আমি চিন্তার জগতকে প্রসারিত করে দেই। সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করি। আমি সফলতা ও মর্যাদার চাবি। এসো, আমার কাছে -

أنا المصباح للفكر　　　أنا المفتاح للذهن
أنا الباب إلى المجد　　　تعال ادخل على اليمن [৩৬]

আমি চিন্তা শক্তির আলোকবর্তিকা, আমি মেধা বিকাশের চাবি।
আমি সম্মানের দ্বার, এসো, কল্যাণে প্রবেশ কর।

পাঠশালার প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা প্রায় সমবয়সী। তাই তারা একে অপরের বন্ধু স্বরূপ, একত্রে উঠা-বসা, কথা-বার্তা ও খেলাধূলার সুযোগ পাঠশালায় রয়েছে যা বাড়ীতে পাওয়া যায় না। পাঠশালায় পিতৃতুল্য শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে আদর স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে পাঠদান করে থাকে। যেমন কবি বলেন,

و آباء أحبوك　　　ما أنت لهم بابن [৩৭]

"পিতৃতুল্য শিক্ষকগণ তোমাকে ভালোবাসে, অথচ তুমি তাদের ঔরসজাত সন্তান নও।"

---

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
[৩৬] প্রাগুক্ত।
[৩৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এ সঙ্গীতটিতে কবি প্রথম থেকে পঞ্চম পংক্তির মধ্যে মাদরাসার কণ্ঠে বারবার কাকুতি ও অনুনয় প্রকাশ করে শিশুদের সোনার নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাদরাসার ভূমিকা তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু তিনি শিশুদেরকে মাদরাসার প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তিনি শিশুদের মাঝে এবং মাদরাসার মাঝে এক অবান্তর ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন যার ঘটনা খুবই বিরল অথবা তা অস্বাভাবিক প্রতিবন্ধি শিশুদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। শিশুরা প্রতিদিন সকালে তাদের বাড়ি থেকে মাদরাসায় যায় অথচ কবি নিম্নের কবিতায় তুলে ধরেছেন যে, তারা বাড়ি থেকে জেলখানার দিকে যাচ্ছে। যেমন কবি বলেন,

لا تفرع كمأخوذ　　　　من البيت إلى السجن

তুমি ভয় করো না ঐ ব্যক্তির মত যাকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় কারাগারের দিকে।

বাকি ষষ্ঠ ও একাদশতম পংক্তিগুলো সহজ ও সরল ভাষায় রচনা করেন। যেগুলো শিশুরা আবৃত্তি করে আনন্দ পায়।

(ঘ) অনুরূপভাবে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার দীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে الرفق بالحيوان (জীবের প্রতি দয়া) নামক কাব্যটি রচনা করেন। জীব মানুষের মত আল্লাহর এক সৃষ্টি। তার প্রতি মানুষের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। যেমন কবি শুরুতে বলেন,

الحيوان خلق　　　　له عليك حق[৩৮]

"জীব হলো (আল্লাহর) সৃষ্টি। তোমার উপর তার অধিকার রয়েছে।"

জীবজন্তুকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। আর জীবজন্তু মানুষের অনেক উপকার করে। তাই মানুষের উচিত জীবের প্রতি দয়া করা। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে আরামের সুযোগ দেয়া এবং অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে কষ্ট না দেয়া। কবি বলেন,

من حقه أن يرفقا　　　　به و ألا يرهقا

إن كل دعه يسترح　　　　و دوه إذا جُرح[৩৯]

"তার প্রাপ্য হল, তার প্রতি দয়া করা এবং সাধ্যের অধিক বোঝা চাপিয়ে না দেয়া।

---

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।
[৩৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যদি সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাকে আরামের সুযোগ দাও, আর যখন যে আঘাত প্রাপ্ত হয় তখন তার চিকিৎসা করবে।"

কবি শিশুদের লক্ষ্য করে আরো বলেন, তোমার ঘরে যেন কোন জীব ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট না পায়। তাদের যথাসম্ভব পানাহারের ব্যবস্থা করবে। কেননা তারাও মানুষের মত ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পায় কিন্তু মানুষের মত তাদের বাক শক্তি নেই। তাই তারা তাদের কষ্টের কথা ব্যক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষের মত কান্না করার শক্তিও তাদের নেই। কবি নিরীহ ও অসহায় এ সকল প্রাণীদের চিত্র এত হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠকের হৃদয়ে সহানুভূতির ঢেউ তোলে। কবি বলেন,

بهيمة مسكين يشكو فلا يبين

لسان مقطوع و ما له دموع [৪০]

"চতুষ্পদ জন্তুরা নিরীহ প্রাণী, তারা ব্যথা পায় কিন্তু ব্যক্ত করতে পারে না।

তার নেই ভাষা, নেই অশ্রু।"

জীবের প্রতি দয়া করার বিষয়ে কবির উক্ত কবিতাটিতে শিশুদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(ঙ) ولد الغراب নামক কবিতাটি একটি কাব্যকাহিনী। অথচ কবি আহমদ শাওকী ইহাকে গান বা সঙ্গীত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছে। অথচ ইহা الحكايات নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করা উচিত ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

مقطوعة أخرى أثبتها الشاعر في غير موضعها من الشوقيات ، و لا يمكن تصنيفها تحت لون الأناشيد الشعرية ، و إنما هي حكاية شعرية أسماها الشاعر ((ولد الغراب)) و يبدو من عنوانها أنها عن الطير .[৪১]

(অপর একটি কবিতা যা কবি শাওকিয়্যাতের অনুপযুক্ত জায়গায় স্থান দিয়েছেন। সঙ্গীতের শিরোনামে তাকে স্থান দেয়া যায় না। বরং ইহা একটি কাব্যকাহিনী যাকে কবি ولد الغراب নামে নামকরণ করেন এবং তার শিরোনাম থেকে প্রকাশ পায় যে, ইহা একটি পাখির গল্প।)

[৪০] প্রাগুক্ত।

[৪১] ড. আহমদ যালাত, পৃ. ১২৭।

৩.২ শিশুতোষ সঙ্গীত ও তার প্রকৃতি

কবি আহমদ শাওকী তরুণ ও যুব সমাজের উদ্দেশে কতিপয় সঙ্গীত ও গান রচনা করেন। শিশুদের উপযোগী কোন গান ও সঙ্গীত রচনা করেন নি। যদিও শিশুরা গান ও সঙ্গীত প্রিয়। কেননা তাঁর লিখিত সঙ্গীত ও গানগুলো ভাষা ও ভাবগত বিচারে তরুণদের উপযোগী; তাছাড়া সেখানে যে আশা আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে এবং যে স্বপ্ন সাধনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে এবং যে আনন্দের চিত্র অংকিত হয়েছে তা তরুণদের উপযোগী। শিশুদের উপযোগী নয়। যেমন আহমদ যালাত বলেন,

لقد أوقف أحمد شوقي أناشيده لصلحة الفتيان مع طلائع الطفولة دون الصغار لغة ، و مضمونا .[৪২]

(আহমদ শাওকী তাঁর সঙ্গীতগুলো ভাষা ও বিষয়বস্তুর বিবেচনায় তরুণদের উপযোগী করে রচনা করেছেন; শিশুদের জন্য নয়, যদিও উচ্চস্তরের শিশুরা তা বুঝতে পারে।)

এদিকে ইঙ্গিত করে ড. শাওকী দায়ফ তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করে বলেন যে,

كنا نرجو لو طوف بها أحمد شوقي و نظم أناشيده أيضا لصغار الأطفال يرددونها و يترنمون بها و يفيدون منها على قدرة أفهامم و مداركهم .[৪৩]

(আমাদের প্রত্যাশা, যদি আহমদ শাওকী শিশুদের উপযোগী কিছু গান বা সঙ্গীত লিখে যেতেন তা হলে শিশুরা তা বারবার গাইত, এবং অনেক উপকৃত হত।)

আহমদ শাওকীর কবিতা ও গান এক হয়ে গিয়েছে। একটির মধ্যে অপরটি পাওয়া যায় তথা কবিতার মধ্যে গানের ঝঙ্কা বা সুর এবং গানের মধ্যে কবিতার স্বাদ। শাওকীর সঙ্গীত শুধু নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য নয় বরং আমজনতার তৃপ্তিই তাঁর উদ্দেশ্য। যেমন ড. শাওকী দায়েফ বলেন[৪৪],

اتحد الشعر و الغناء عند شوقي و كان كل شيء فيه يعده لذلك ... أن شوقي لم يكن يقصد في أغانيه أن يطرب نفسه و مغنيه فحسب بل أخذ يقصد إلى إطراب الجماهير

(শাওকীর কবিতা ও গান একীভূত হয়ে গিয়েছে একটিকে অপরটির মধ্যে গণ্য করা যায়। ... শাওকী তাঁর নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য গান রচনা করেন নি বরং জনসাধারণের তৃপ্তিই তাঁর উদ্দেশ্য।)

---

৪২ ড. আহমাদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিসরঃ দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১১৮।

৪৩ প্রাগুক্ত পৃ।

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ শাওকীর সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে যেগুলো গায়কদল প্রায় গেয়ে থাকে তার একটি হলো 'في الليل لا خلى'। এর প্রথম কয়েকটি পংক্তি হলো:

الفجر شأشأ و فاض   على سواد الخميلة

لمح كلمح البياض   من العيون الكحيلة

و الليل سرح في الرياض   أدهم بغره جميله[৪৫]

ফজর উদিত হয়েছে আর তা বন জঙ্গলের আঁধারের উপর বিস্তার লাভ করেছে।
সুরমাযুক্ত চোখের শুভ্র দৃষ্টির ন্যায় সে দৃষ্টিপাত করেছে।
আর বাগ-বাগিচা থেকে রাত (আঁধার) কেটে গেল, বাগানের সুন্দর চেহারা ফুটে উঠল।

আহমদ শাওকীর রচিত সঙ্গীতগুলো ভাব ও ভাষার বিচারে তরুণদের উপযোগী হলেও শিশু কিশোররা এগুলো খুব পছন্দ করত। তরুণরা তাদের চলার পথে, রাস্তা ঘাটে, স্কাউটে ও সন্ধি চুক্তির ক্ষেত্রে অনবরত গেয়ে থাকে। এ ধরণের সঙ্গীত যার সূচনা হলো:

اليوم نسود بوادينا   و نعيد محاسن ماضينا

يشيد العز بأيدينا   وطن نفيده يفدينا

وطن بالحق نؤيده   و بعين الناس نشيده[৪৬]

যুগকে আমরা নেতৃত্ব দেব আমাদের উপত্যকা দ্বারা
আমরা আমাদের সুন্দর অতীত ফিরিয়ে আনব।
সম্মান দৃঢ় হবে আমাদের হাত দ্বারা
আমরা দেশের কল্যাণ করব আমাদের মুক্তিপণস্বরূপ।
আমরা প্রকৃতপক্ষে দেশকেই সাহায্য করব
এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তা আরও মজবুত করব।

শেষ প্রান্তে এসে জন্মভূমি মিশরের মর্যাদা সমগ্র বিশ্বে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেন,

سعيا أبدا سعيا سعيا   لأثيل المجد يبنينا

[৪৫] ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফূলাহ, পৃ. ১২১।
[৪৬] প্রাগুক্ত; ড. শাওকী দইফ, *শাওকী শাইরুল আসরিল হাদীস*, পৃ. ১৪৪; ড. আহমদ যালাত, পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

و لنجعل مصر هي الدنيا   لنجعل مصر هي الدنيا [৪৭]

সর্বদা কষ্ট কর, কষ্ট কর, কষ্ট করতে থাক

সম্মানকে সুদৃঢ় করার জন্য যা সে (দেশ) আমাদেরকে তৈরী করে দিয়েছে।

আমরা মিশরকে এমনভাবে গঠন করব যেন সেটিই হয় আসল পৃথিবী

আমরা মিশরকে গঠন করব এমনভাবে যেন তাই হবে প্রধান সভ্যতা।

উল্লেখ্য, শিশুরা স্বভাবতই হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দের গান বা সঙ্গীত পছন্দ করে আর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাষা ও সুরের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। কবিতা গঠনে ছন্দোবদ্ধ কথা ও সুরের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যা শিশুসাহিত্যে আবশ্যিক এবং গভীরভাবে প্রকাশ পায়।

তিনি জাতীয় বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মিশরের শিশু ও কিশোরদের উপযোগী কতিপয় সঙ্গীত রচনা করেন। যেগুলো কবি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করে শুনাতেন। যেমন :

(ক) الشباب المسلمون (মুসলিম যুবসমাজ)। উক্ত সঙ্গীতটি ১৯২১ সালে জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের জাতীয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। গানের অবতারণা করেন তিনি এভাবে,

العز للإسلام   منارة للوجود

هداية الإمام   و مطالع السعود

عصابة الصِّدِّيق   وراية الفاروق

و الحق و الوسيله   و السمعةُ الظليلهْ

و معقلُ الفضيلهْ   و غايةُ الأسود [৪৮]

সম্মান ইসলামের জন্য,

আলোকবর্তিকা টিকে থাকার জন্য।

তা হলো আদর্শ সঠিক পথ,

এবং ন্যায়পরায়ণতার সূচনা।

আবু বকর সিদ্দীকের সংঘ

আর ওমর ফারুকের নিশানা।

---

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

[৪৮] ইব্রাহীম আল আবইয়ারী, *আল মাওসূ'আহ আশ শাওকিয়্যাহ*, পৃ. ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আর এটি হলো সত্য ও মুক্তির মাধ্যম,

এবং ছায়াবহুল সুখ্যাতি।

আর সম্মানজনক আশ্রয়স্থল,

এবং কৃষ্ণাঙ্গদের গন্তব্য।

এ গানটি সকল স্তরের শিশুদের জন্য উপযোগী। এ গানটি আহমদ শাওকী বিন্যস্ত করেছেন তার অন্যান্য গানের বিপরীত বিন্যাসে। কেননা তিনি এ গানে বর্ণনামূলক শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত রয়েছেন।

(খ) কবি স্কাউটদের উদ্দেশ করে এক সঙ্গীত রচনা করেন যা বেশ জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। মিশরের স্কাউট দল এ সঙ্গীতটি তাদের প্রায় সকল অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে থাকে। কবি এর নাম দিয়েছেন نشيد الكشاف "স্কাউটের গান"। তিনি কবিতার শুরুতে বলেন,

نحن الكشافة في الوادي   جبريل الروح لنا حادي

يا رب بعيسى و الهادي   وبموسى خذ بيد الوطن[৪৯]

আমরা উপত্যকার স্কাউট দল

জিবরাইল রুহুল আমীন হলো আমাদের দলনেতা।

হে ঈসা ও মূসার প্রভু! এবং পথপ্রদর্শক!

দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

স্কাউটদের এ গানটি একটি স্বার্থক গানের সকল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। এটি একটি প্রেরণাদীপ্ত গান, যেটি মিশরের স্কাউটদল গায়, যেভাবে শিশুরা মাদরাসার সঙ্গীত পরিবেশন করে। এ সঙ্গীতটি স্কাউটদের যুদ্ধ, সন্ধি, ক্যাম্প ও অভিযানে সৈনিকদের অগ্রবর্তী দলের যুবকদের বীরত্বমূলক গানের প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু কবি এখানে সুর ও ভাষার তানের স্বরগুলোর যথোপযুক্ত বিন্যাসে সক্ষম হয়েছেন।

কবি এখানে গানের শৈল্পিক গঠনে শিশুদের কণ্ঠে সুরেলা ভাষায় বিন্যস্ত তানে, প্রেরণাদীপ্ত সে সকল শব্দ পরিবেশন করেছেন, যে শব্দগুলো সুস্পষ্ট এক অনুরণন সৃষ্টি করে। কবি তাঁর এ গানে ধর্মীয়,

---

[৪৯] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষামূলক, জাতীয়, চরিত্রগঠনমূলক চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বাড়ন্ত শিশুদের অন্তরে ধর্মীয় চেতনাবোধ রোপণ করে গেছেন। তার সুন্দর একটি নিদর্শন এ পংক্তিতে, যেখানে তিনি আসমানী রেসালতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন।

يا رب بعيسى و الهادي　　　وبموسى خذ بيد الوطن

হে ঈসা ও মূসার প্রভু! এবং পথপ্রদর্শক!

দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

আরেক পংক্তিতে তিনি বলেন,

و نخلي الخلق و ما اعتقدوا　　　و لوجه الخالق نجتهد

نأسو الجرحى أنّى وُجِدُوا　　　و نُداوي من جرح الزمن [৫০]

আমরা সৃষ্টিজগতকে ছেড়ে দেব এবং যা তারা বিশ্বাস করত,

আর আমরা শুধু সৃষ্টিকর্তার জন্য পরিশ্রম করব।

আমরা আহতদের সেবা করব, যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে,

আর যুগের ক্ষতগুলোর চিকিৎসা করব।

কবি এ সঙ্গীতে কিশোরদের দেশের উন্নয়নের অনুভূতিকে শাণিত করার প্রয়াস চালান এবং তিনি কুরআনের ভাষায় আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন, যা কুরআনের দোয়ার প্রতিধ্বনি :

هيئ لهم و لنا رشدا　　　يا رب و خذ بيد الوطن [৫১]

তাদের ও আমাদের জন্য সঠিক পথ সহজ করে দিন,

হে প্রভু! আমাদের দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

এটা কুরআন মাজীদে বর্ণিত 'هيئ لنا من أمرنا رشدا' দোয়ার অনুরূপ।

কবি স্কাউটের যুবকদেরকে চরিত্র গঠনমূলক চেতনাবোধকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বলেন,

نأسو الجرحى أني وجدوا　　　و نداوي من جرح الزمن

نبني الأبدان و تبنينا　　　و الهمة مر الجسم المرن

আমরা আহতদের সেবা করব, যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে,

[৫০] প্রাগুক্ত।

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

আর যুগের ক্ষতগুলোর চিকিৎসা করব।

আমরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গঠন করব

আর সাহস জাগ্রত হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেহে।

চরিত্র গঠনমূলক চেতনাবোধের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত পংক্তিতে,

في الصدق نشأنا و الكرم   و العفة عن مس الحرم

و رعاية طفل أو هرم   و الذود عن الغيد الحصن

نبتدر الخير و نستبق   ما يرضى الخالق و الخلق

আমরা গড়ে উঠেছি সত্য ও সম্মানের মাঝে

আর আমরা পবিত্র কোন হারাম স্পর্শ করা থেকে।

আর আমরা শিশু ও বৃদ্ধদের দেখাশুনা করি

এবং সুন্দর ঘোড়া থেকে নিজেদের রক্ষা করি।

আমরা কল্যাণের দিকে দ্রুত ছুটে যাই এবং প্রতিযোগিতা করি

যা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজগত পছন্দ করে।

কবি তাঁর এ গানে স্কাউট যুবকদেরকে সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি আহবান জানিয়েছেন, সাথে সাথে তাদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধিরও আহবান জানিয়েছেন । কবি পঞ্চদশ পংক্তিতে বলেন:

يا رب فكثرنا عددا   و ابذل لأبوتنا المددا

হে প্রভু! আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিন।

আমাদের পিতৃসুলভ সাহায্য দান করুন।

কবির এ সঙ্গীতটির বিভিন্ন পংক্তিতে কঠিন ও অপরিচিত শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়। যেমন:[৫২]

مناة ، ترف ، تأسو ، أني ، الغير ، الحصن ، الجج

এ শব্দগুলোর অর্থ অনুধাবন করা শিশুদের জন্যে কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

---

[৫২] ড. আহমাদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমাদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল*, পৃ. ১৩৪

(গ) অনুরূপভাবে النيل 'নীল' নামক গানটিও তার বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় একটি গান। এ গানটি ছোট বড় সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। বিভিন্ন উপলক্ষ্য ও আয়োজনকে কেন্দ্র করে শিশুরা এ গানটি গেয়ে থাকে। ড. আহমদ যালাত বলেন,

أما نشيد ((النيل)) فمن أكثر الأناشيد التي لقيت ذيوعا و تقديرا من جمهور الأطفال و الكبار سواء بسواء ، و قد تغني بالنشيد أطفال المدارس في مناسباتهم و احتفالاتهم .[৫৩]

(নীল নামক সঙ্গীতটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের পছন্দের সঙ্গীত। বিদ্যালয়ের শিশুরা তাদের বিভিন্ন উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানে এ সঙ্গীতটি আবৃত্তি করে থাকে।)

কবি তার গানের শুরুতে নীল নদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

النيل العذب هو الكوثر　　　و الجنة شاطئه الأخضر[৫৪]

সুমিষ্ট নীল সে হলো হাউজে কাউসার

আর এর সবুজ তীর হলো বেহেশত।

কোন ধরনের শাব্দিক জটিলতা ব্যতিরেকেই অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় এ গানটি রচনা করেন। এর মাধ্যমে যেন তিনি নীল নদীর দৃশ্য খুব গভীরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। মিশরবাসীদের সাধারণ জীবনে এ নদীর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এবং বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মের সামনে এ নদীর চিত্র স্পষ্ট করেছেন। কবি এ গানে শিশুদের জন্য কবিতার নতুন এক মাইলফলক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সহজ, বোধগম্য কিন্তু অন্তরে রেখাপাতকারী। ড. আহমদ যালাত বলেন,

و قد نجح الشاعر في هذا النشيد أن ينظم للفتيان لوحات شعرية قريبة التناول تتسلل إلى قلوبهم ، و تنمو مع مداركهم في يسر و جمال .[৫৫]

(এ সঙ্গীতটিতে কবি সফল হয়েছেন তরুণদের জন্য এমন একটি কবিতা রচনা করতে যা সহজে গ্রহণযোগ্য, হৃদয়ে রেখাপাতকারী এবং সহজে বোধগম্য।)

কবি নীল নদের বুকে অথৈ জলের প্রবহমান স্রোতের বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে:

جار و يرى ليس بجار　　　لأناة فيه و وقار[৫৬]

---

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

[৫৪] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬২।

[৫৫] ড. আহমদ যালাত, পৃ. ১৩৫।

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহের সময় নীলের বিকট গর্জনকে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে,

ينصب كتل منهار   و يضج فتحسبه يزأر [৫৭]

অতঃপর তিনি নীল নদের তীরে গড়ে উঠা একটি জাতির সভ্যতা গঠনের ক্ষেত্রে নীল নদের ভূমিকা উদঘাটন করে বলেন,

حبشي اللون كجيرته   من منبعه و بحيرته

صبغ الشطين بسمرته   لونا كالمسك و كالعنبر [৫৮]

(ঘ) জাতীয়তাবাদ নিয়ে আহমদ শাওকীর লিখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গানটি হল نشيد مصر

গানটির শুরুর অংশ:

بنى مصر مكانكمو تهيا   فيها مهدوا للملك هيا

خذوا شمس النهار له حُليَا   ألم تكُ تاجَ أوّلكم مليَا [৫৯]

ওহে মিশরের সন্তানেরা, তোমাদের স্থান প্রস্তুত হয়েছে। এসো, তোমাদের রাজত্বের পথ সুগম করার জন্য তাড়াতাড়ি এসো।

দিনের সূর্যকে তোমরা তার (রাজত্বের) জন্য অলংকার হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের পুরুষদের রাজত্বের মুকুট কি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এ গানটির গঠন, ভাব ও ভাষা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, এ গানটি শুধু শিশুদের জন্য রচিত নয়, যেভাবে কবি দাবি করেছেন বরং গানটি ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত। এ গানে প্রকাশ পেয়েছে ১৯১৯ সাল পরবর্তী মিশরবাসীর জাতীয় চেতনা ও জাতীয় অনুভূতি। ১৯২১ সালে আহমদ শাওকীর এ গানটি জাতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। কবি এ গানে প্রবিষ্ট করেছেন আবেগময় কিছু শব্দ, এরপর সেগুলোকে পংক্তির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন শৈল্পিক পারদর্শিতায়। যেমন: تهيا ، حليا ، مليا ، شهيا ، ألفنا ، السمهريا ، نروم ، يرف ইত্যাদি শব্দগুলো এ কবিতার শক্তি ও সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ গানটি বড় ছোট সকলের জন্য সমান তালে উপযোগী। গানটিতে সাইয়্যিদ দরবেশের সুর দেওয়ার পর এর শ্রুতিমধুরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছোটদের কাছে মুখস্ত করতে সহজ হয়েছে। ড. আহমদ যালাত বলেন,

---

[৫৭] প্রাগুক্ত।

[৫৮] প্রাগুক্ত।

[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

و أزعم أن هذا النشيد يصلح للكبار و الصغار معا ، و أن النجاح الذي حققه بعد تلحين سيد درويش له ، هو الذي يسر استماعه و حفظه بين جمهور الأطفال و مهما يكن من شيئ فالنشيد قوي الديباجة ، قريب الصورة ، واضح المغزي إذ ينطق بالحماسة و الفخر .[৬০]

(আমার মনে হয় গানটি বড়-ছোট সকলের জন্য সমানভাবে উপযোগী। গানটিতে সায়্যিদ দরবেশের সুর দেওয়ার পর এর শ্রুতিমধুরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সকল শিশুদের নিকট গানটি মুখস্ত করতে ও শ্রবণে সহজতর। সে যাই হোক, সঙ্গীতটি এক শক্তিশালী প্রারম্ভিকাবিশিষ্ট, অনুপম চিত্রায়ণকারী, সুস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট এবং এখানে গৌরব ও বীরত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।)

মিশরের জনগণ এ গানটি তাদের বিভিন্ন উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানে গাওয়া শুরু করল। এ গান দেশের সাথে সম্পর্ককে প্রগাঢ় করে এবং দেশের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে উৎসাহ যোগায়। কবি বলেন,

لنا وطن بأنفسنا نقيه　　　وبالدنيا العريضة نفتديه

إذا ما سيلت الأرواح فيه　　　بذلنا ها كأن لم نعط شيا[৬১]

আমাদের রয়েছে এমন এক মাতৃভূমি, নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে যাকে আমরা রক্ষা করব,
বিশাল পৃথিবীকে মুক্তির পথ দিয়ে সেটি কে আমরা মুক্ত করব।
যখন তার জন্য আমাদের প্রাণ চাওয়া হবে।
তখন আমরা তা এমনভাবে ব্যয় করব যেন আমরা কিছুই ব্যয় করিনি।

অন্যত্র বলেন,

إليك نموت– مصر – كما حيينا　　　و يبقى وجهك المفدى حيا

হে মিশর! আমরা তোমারই জন্য জীবন দেব যেভাবে আমরা বেঁচে আছি
আর তোমার প্রিয়তম ভূপৃষ্ঠ বাকী থাকবে জীবন্ত হয়ে।

---

[৬০] ড. আহমদ যালাত, পৃ. ১৩৯।
[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুতোষ কবিতা ও সঙ্গীত

নিম্নে আহমদ শাওকী রচিত শিশুতোষ কবিতা ও সঙ্গীতগুলোর শিরোনাম, কবিতার ধরণ ইত্যাদির তালিকা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো যার মাধ্যমে শিশুতোষ কবিতা ও সঙ্গীতগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে :

ক্রমিক	শিরোনাম	কবিতার ধরণ	কোন বয়সের শিশুদের জন্য উপযোগী	পংক্তি সংখ্যা	ছন্দ (البحر)	অন্ত্যমিল (قافية)
০১	الهرة و النظافة (বিড়াল ও পরিচ্ছন্নতা)	কাব্য	৭-১২	১৩	مجزوء الرمل	حليفه (الفاء المفتوحة)
০২	الجدة (দাদী)	কাব্য	৭-১২	৯	الرجز	أبي (الباء المكسورة)
০৩	الوطن (মাতৃভূমি)	কাব্য	৯-১২	১৩	مجزوء الرجز	فنن (النون الساكنة)
০৪	الرفق بالحيوان (প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ)	কাব্য	৩-৬	৯	الرجز	حق (القاف المضمونة)
০৫	الأم (মা)	কাব্য	৭-৯	৭	مجزوء الرجز	الولدا (الدال المفتوحة)
০৬	ولد الغراب (কাকবাচ্চা/ কাকসন্তান)	কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৮	مجزوء الكامل	مزقق (القاف المكسورة)
০৭	النيل (নীল নদ)	সঙ্গীত	৯-১২	১০	المتدارك	الأخضر (الراء الساكنة)
০৮	المدرسة (শিক্ষালয়)	কাব্য	৭-১২	১১	الهزج	عني (النون المكسورة)
০৯	نشيد مصر (মিশরী সঙ্গীত)	কাব্য সঙ্গীত	৭-১২	১৬	الوافر	هيا (الياء المفتوحة)
১০	نشيد الكشافة (স্কাউট সঙ্গীত)	কাব্য সঙ্গীত	৯-১২	১৬	المتدارك	حادي (الدال المكسورة)

Dhaka University Institutional Repository

৪. পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী (الحكايات الشعرية على لسان الحيوان)

আহমদ শাওকীর রচিত শিশুতোষ কাব্যের বিশাল একটি অংশ জুড়ে রয়েছে পশু পাখির ভাষায় শিশুতোষ কাব্যকাহিনী। আহমদ শাওকীর রচিত শিশুসাহিত্য শুধুমাত্র পদ্য ধারায় সীমাবদ্ধ। গদ্য ধারায় তিনি শিশুদের জন্য কোন কিছু রচনা করেন নি। শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শাওকীর কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বেও বহিঃপ্রকাশ ঘটে পশু পাখির ভাষায় রচিত তাঁর কাব্যকাহিনীগুলোতে। তিনি ফ্রান্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় (১৮৮৭-১৮৯১) ইউরোপীয় শিশু সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন। তখন ইউরোপের শিশুসাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে পদার্পণ করেছে। তিনি এ ধরণের শিশুতোষ গল্প, গান, কাব্যকাহিনী দেখে বেশ মুগ্ধ হন। বিশেষ করে প্রখ্যাত ফরাসি কথাশিল্পী লাফুনতিনের পশুপাখির ভাষায় রচিত শিশুতোষ কাব্যকাহিনী পড়ে বিমোহিত হন। ফরাসী শিশুরা এ ধরণের সাহিত্য অধ্যয়নে একদিকে আনন্দ উপভোগ করে অপরদিকে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হচ্ছে। এ চিত্র অবলোকন করে শাওকী মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে দেশে ফিরে তিনি এ ধরণের কাব্যকাহিনী রচনা করে উন্নত বিশ্বের শিশুদের মত মিশরের শিশুদের আনন্দ যোগাবেন। কবি তাঁর কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন,

وجريت بخاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير ، في هذه المجموعة شيئ من ذلك ، فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث ، اجتمع بأحداث المصريين ، و أقرأ عليهم شيئا منها فيفهمونه لأول وهلة و يأنسون إليه و يضحكونه من أكثره و أنا استبشرو لذلك و أتمنى لو وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين ، ممثلا جعل الشعراء للأطفال في البلاد المتمدنة ، منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة و الأدب من خلالها على قدر عقولهم.[৬২]

(আমি লা ফন্টেইনের প্রসিদ্ধ ধারায় বিভিন্ন গল্প রচনা করার মনস্থ করলাম। এই সংকলনের মধ্যে উহার কিয়দংশ রয়েছে। আমি দুই কিংবা তিনটি গল্প লিখে মিশরের তরুণদেরকে পড়ে শুনালাম। প্রথমবারেই তারা তা বুঝতে সক্ষম হলো এবং পছন্দ করলো ও তাদের অধিকাংশ তা শুনে খুব খুশি হলো। এতে আমিও খুব আনন্দিত হলাম আর আকাঙ্খা করলাম যে, আল্লাহ তাওফীক দিলে আমি মিশরীয় শিশুদের জন্য উন্নত বিশ্বের শিশুদের ন্যায় সহজ বোধগম্য কবিতা রচনা করব, যার মাধ্যমে শিশুরা স্বীয় মেধা ও প্রজ্ঞা অনুপাতে সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করবে।)

---

[৬২] কবি তার দিওয়ান, ديوان الشوقيات যা ১৩১৭ হি./১৮৯৮ খ্রি. তে সর্বপ্রথম প্রকাশ হয়। তার প্রথম মুদ্রণে অতিরিক্ত সংযোজিত ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে এই আহ্বান ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজিদেও আল্লাহ তায়ালা বৈচিত্রময় প্রাণী জগতের বিচরণ রীতি তুলে ধরে বলেন,

و اللهُ خلق كُلَّ دابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ، فمِنْهُمْ منْ يَمْشِيْ عَلى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِيْ عَلى رِجْلَيْن و مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى أَرْبعٍ ، يخْلُقُ اللهُ ما يشاءُ . إنَّ الله على كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْر . [৬৩]

(আল্লাহ সকল জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে কতগুলো পেটে ভর দিয়ে চলে, কতগুলো দুই পায়ে হাঁটে, আবার কতগুলো চার পায়ে হাঁটে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রাণী জগতের বৈচিত্রময় চলাফেরার বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। আর এ বৈচিময়তা তাদের জীবনযাত্রা ও আচার আচরণের বিভিন্নতার দিকে ইঙ্গীত করে। তাই পৃথিবীর প্রায় সকল যুগের, সকল ভাষার কবি ও সাহিত্যিকগণ বৈচিত্রময় প্রাণীজগত নিয়ে বিভিন্ন কল্পকাহিনী রচনা করেছেন। যা শিশুদের আনন্দের খোরাক ও সুখপাঠ্য বলে বিবেচিত।

ড. মজদী ওয়াহবা কল্পকাহিনীটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'কল্পকাহিনী হল কাল্পনিক কিছু ঘটনাবলীর চিত্রায়ণ যার উদ্দেশ্য হল আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে প্রকৃত সত্য ও উপকারী কিছু তথ্যকে উপস্থাপন করা। এ সমস্ত কাহিনীতে কল্পিত কিছু চরিত্র পশু-পাখির কণ্ঠে নির্ধারণ করা হয়। এ সকল কাহিনী কল্পিত কাহিনী নামে পরিচিত। আর এ কল্পিত কাহিনীর পরিচয় দিতে গিয়ে ড. গুনাইমী হিলাল বলেন,

الحكاية الخرافية هي حكاية ذات طابع خلقي و تعليمي في قالبها الأدبي الخاص بها ، و هي تنحو منحى الرمز في معناه اللغوي العام لا في معناه المذهبي ، فالرمز معناه أن يعرض الكاتب ، أو الشاعر شخصيات أو حوادث على حين يريد شخصيات و حوادث أخرى عن طريق القابلة و المناظرة ، بحيث يتتبع المرء في قراءتها الشخصيات الظاهرة و غالبا ما تجيئ على لسان الحيوان أو النبات أو الجماد ، و لكنها قد تحكي على ألسنة شخصيات إنسانية تتخذ رموزا لشخصيات أخرى. [৬৪]

অর্থাৎ বিশেষ সাহিত্য ধারায় রচিত নৈতিক ও শিক্ষণীয় কাহিনীই হল কল্পকাহিনী। ইহা সাধারণতঃ শাব্দিক অর্থে প্রতীকী অর্থ ব্যবহৃত হয়, মতাদর্শগত অর্থে নয়। প্রতীক বলতে বুঝায় লেখক কিংবা কবি যখন কোন চরিত্র বা ঘটনাকে অন্য কোন চরিত্র বা ঘটনার সাথে তুলনা করতে চান তখন ঐ

---

[৬৩] সূরা নূর : ৪৫।

[৬৪] ড. মুহাম্মদ গুনাইমী হিলাল, *আল আদাবুল মুকারিন* (কায়রোঃ নাহদাতু মিসর, ১৯৭৩), পৃ. ১৬৭; ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশরঃ দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা বা চরিত্রকে কোন পশু পাখি, উদ্ভিদ কিংবা অন্য কোন জড় বস্তুর মুখে ফুটিয়ে তোলেন যা অপর পক্ষের চরিত্রের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কখনো কখনো ব্যক্তির কণ্ঠেও তা তুলে ধরা হয়।

এ ধরণের প্রতীকী কাহিনী বর্ণনায় লেখক বা কবি দোষী সাব্যস্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। যেহেতু সুনির্দিষ্ট করে কাউকে কিছু বলা হয় নি। তৎকালীন সময়ে মিশরে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন চলছিল বিধায় অনেক লেখক ও কবি নিরাপত্তার স্বার্থে এ ধরণের প্রতীকী চরিত্র ব্যবহারের প্রয়াস চালান। আর এ ধরণের প্রতীকী কল্পকাহিনী সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিক্ষা প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রত্যাশিত ফলাফল লাভ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে ড. সা'দ যলাম বলেন, "কল্প কাহিনী এমন একটি শিল্প যা সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। এছাড়াও একটি জাতিকে সভ্য ও সংস্কৃতিমনা করতে এবং তাদের মাঝে চেতনা ছড়িয়ে দিতে উপকারী মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সমস্ত কাহিনীতে একটি বাস্তব কিংবা কল্পিত কাহিনীর রূপ দেয়া হয়। এখানে কোন সূক্ষ্ম রীতিনীতির অনুসরণ অপরিহার্য নয়, বরং স্বাভাবিক গতিতেই কথা চালিয়ে যাবে[৬৫]।"

উল্লেখ্য যে, কল্পকাহিনী (الحكايات الخرافية : Fables) আর রূপকথা (الأساطير : Myths) এক নয়। প্রকৃতির রহস্যাবৃত চিত্র ও ব্যক্তিত্বসমূহকে চিত্রায়িত করতে গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যে কল্পকাহিনীর ব্যবহার হতে পারে। এ কাহিনীসমূহ শুধু কাল্পনিক নয়, বরং চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক একটি পদ্ধতি। অন্যদিকে রূপকথা হচ্ছে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যা যুগপরম্পরায় মানুয়ের কাছে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এ কারণেই রূপকথায় নায়ককে মানবীয় গুণাবলীর চেয়ে অনেক উর্দ্ধে নিয়ে যাওয়া হয়।'[৬৬]

কল্পকাহিনীর আদলে পশুপাখির ভাষায় শিশুদের জন্য আহমদ শাওকী যে কাব্যকাহিনী উপহার দিয়েছেন তা শিশুদের জন্যে রূপকথার শৈল্পিক জটিলতা, কঠিন বিশ্লেষণের চেয়ে অধিক উপকারী, উপভোগ্য এবং সুখপাঠ্য এবং কল্প কাহিনীতে যে পদ্ধতিতে কাহিনী বর্ণনা করা হয়, তা শিশুদের মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকের সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। ড. আহমদ যালাত বলেন,

---

[৬৫] ড. মাজদী ওয়াহবা, *মু'জামু মুসতলাহাতুল আদব*, পৃ. ২৬।

[৬৬] রান্দাল কালারাক, *আর রাময ওয়াল উসতূরাহ*, অনুবাদকঃ আহমদ সালীহাহ (কায়রোঃ আল হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কুত্তাবি, ১৯৮৮), পৃ. ৩; ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশরঃ দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

و المادة الأدبية التي نقدمها للطفل عن طريق الحكايات الخرافية على لسان الحيوان و التي تدعى بالفابيولات (Fables) أنفع للطفل و أمتع و أصلح له من المادة الأسطورية في تعقيداتها الفنية و تفصيلاتها و أحداثها الشائكة أو في أمورها الغيبية و العقدية . أما النمط القصصي الخرافي على لسان الحيوان فيتفق و مدارك الطفل و قدرته على الفهم .[৬৭]

(শিশুদের জন্য যে সাহিত্য আমরা উপস্থাপন করব কল্পকাহিনীর আদলে পশুপাখির কণ্ঠে তা শিশুদের জন্য রূপকথার শৈল্পিক জটিলতা, কঠিন বিশ্লেষণের চেয়ে অধিক উপকারী, উপভোগ্য এবং সুখপাঠ্য হবে। আর কল্পকাহিনীতে যে পদ্ধতিতে কাহিনী বর্ণনা করা হয় তা শিশুদের ছোট মস্তিষ্ক, বুঝ-ক্ষমতা ও বিবেকের সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।)

পূর্ববর্তী অনেক আরব লেখক পশু-পাখিদের জীবনবৃত্তান্ত, তাদের স্বভাব, স্বর, অভ্যাস, প্রকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। এ সমস্ত রচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি পশু-পাখি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল খুব গভীর এবং তাদের কাছে পশু-পাখির আলাদা একটি মর্যাদা ছিল। এ দিকে ইঙ্গিত করে জাহেয (৭৭৫-৮৬৮ খ্রি.) বলেন, 'এ রকম নিতান্ত কমই শোনা যায় যে, দার্শনিক মুখে পশু-পাখি সম্পর্কে শুনেছি, কিংবা কোন ডাক্তার বা দার্শনিকদের বইয়ে তাদের সম্পর্কে পড়েছি। বরং পশু-পাখিদের এ জীবন-বৃত্তান্ত আমরা পেয়ে থাকি আরব ও বেদুঈনদের কবিতায়[৬৮]।

আহমদ শাওকীর রচিত কাব্যকাহিনীগুলো তাঁর দীওয়ান আশ শাওকিয়্যাতের ৪র্থ খণ্ডে الحكايات নামক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে ৫৫টি কাব্যকাহিনী রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যে প্রথম তিনটি ব্যতিত বাকী ৫২টি কবিতা পশুপাখির ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কারণ সকল যুগের শিশুরা পশুপাখির ভাষায় গল্প বা কল্পকাহিনী শুনতে খুব পছন্দ করেন। শিশুদের জীবন গঠন, নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষাদানে এ সকল কল্পকাহিনী নিরব ভূমিকা পালন করে থাকে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যকাহিনী হলোঃ ১. 'أنا و أنت' (আমি ও তুমি), ২. 'نديم الباذنجان' (বেগুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু), ৩. 'ضيافة القطة' (বিড়ালের আতিথেয়তা), ৪. 'القرد و الفيل' (বানর এবং হাতি), ৫. 'القرد في السفينة' (জাহাজে বানর), ৬. 'الجمل و الثعلب' (উট এবং শিয়াল), ৭. ' سليمان و

---

[৬৭] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৪৬।
[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

الهدهد' (সুলাইমান ও হুদহুদ পাখি), ৮. 'نوح عليه السلام و النملة في السفينة' (নূহ আ. ও জাহাজে পিপীলিকা), ৯. 'الدب في السفينة' (জাহাজে ভালুক), ১০. 'الثعلب و الديك' (শিয়াল ও মোরগ), ১১. 'النملة و المقطم' (পিপীলিকা ও মুকাত্তাম পাহাড়), ১২. 'البقرة و ابنها' (গাভী ও তার বাছুর), ১৩. ' الفأر و القطة' (ইঁদুর ও বিড়াল), ১৪. 'الكلب و الحمامة' (কুকুর ও কবুতর), ১৫. 'الأسد و وزيره الحمار' (সিংহ ও তার মন্ত্রী গাধা), ১৬. 'الحمار و الجمل' (গাধা ও উট) ইত্যাদি।

১৯৮৪ সালে কায়রোর দারুল মা'আরিফ নামক প্রকাশনা হতে 'ديوان شوقي للأطفال' নামে একটি স্বতন্ত্র শিশুতোষ কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। এটি সংকলন করেন অধ্যাপক আব্দুত তাওওয়াব ইউসুফ। তিনি উক্ত সংকলনে শাওকীর আরো ৬টি কাব্যকাহিনী সংযোজন করেন যা তিনি ড. মুহাম্মদ সবরী আস সারবূনী কর্তৃক সংকলিত 'আশ শাওকিয়্যাতুল মাজহুলাহ' নামক কাব্য সংকলন হতে সংগ্রহ করেছেন। সেগুলো হলো:

১. 'أذن الظالم' (অত্যাচারীর কান), ২. 'كلب و قرد و حمار' (কুকুর, বানর ও গাধা), ৩. ' الصياد الماكر' (প্রতারক শিকারী), ৪. 'حارس المنار و دلفين' (মিনারের প্রহরী ও ডলফিন), ৫. 'الظبي و الخنزير' (হরিণ ও শূকর), ৬. 'العقرب و الصخرة' (বিচ্ছু ও প্রস্তর খন্ড)।

নিম্নে আহমদ শাওকী রচিত শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলোর বিবরণ ও প্রকৃতি তুলে ধরা হলো:

৪.১. শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলোর প্রকারভেদ

আহমদ শাওকী শিশুদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর কাব্যকাহিনীগুলো সাজিয়েছেন। তাঁর কাব্যকাহিনীগুলোকে বিষয়বস্তুর আলোকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. الحكايات السياسية (রাজনৈতিক কাব্যকাহিনী)

২. الحكايات الأخلاقية التربوية (নৈতিক ও শিক্ষামূলক কাব্যকাহিনী)

৩. الحكايات الوطنية القومية (সমগোষ্ঠীয় ও জাতীয় মূল্যবোধমূলক কাব্যকাহিনী)

Dhaka University Institutional Repository

৪. الحكايات الفكاهية الاجتماعية (সামাজিক ও রসিকতামূলক কাব্যকাহিনী)

নিম্নে উপরোক্ত ৪টি উদ্দেশ্যে রচিত আহমদ শাওকীর বিভিন্ন কাব্যকাহিনীগুলোর বিবরণ ও প্রকৃতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল :

৪.১.১ রাজনৈতিক কাব্যকাহিনী (الحكايات السياسية)

আহমদ শাওকী তৎকালীন মিশরীয় রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসকবর্গের কার্যকলাপ নিয়ে বিভিন্ন কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

نديم البازنجان (বেগুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু), سليمان و الطاؤوس (সুলাইমান আ. ও ময়ূর), ولي العهد الأسد (সিংহ, যুবরাজ ও গাধার ভাষণ), الدب في السفينة (নৌকায় ভালুক) ও الثعلب و الديك (মোরগ ও শিয়াল) ইত্যাদি।

(ক) আশ শাওকিয়্যাতের ৪র্থ খন্ডের الحكايات নামক অধ্যায়ের প্রথম কাব্যকাহিনীটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রচিত। কবি نديم البازنجان কাহিনীটি শুরু করেন এভাবে -

كان لسلطان نديم وافٍ يعيد ما قال بلا اختلاف

و قد يزيد في الثنا عليه إذا رأى شيئا حلا لديه[৬৯]

এক বাদশাহের একজন অতিভক্ত প্রজা ছিল
সে বাদশাহ যা বলত তাই ঠিক বলে বলত, কোন কথার বিরোধ করত না।
কখনো কখনো তার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করত
যখন কোন বাদশাহের নিকট পছন্দনীয় হয়।

সকল যুগে সকল দেশের শাসকবর্গের পাশে একদল চাটুকার থাকত যারা সর্বদা বাদশাহর প্রসংশায় মত্ত থাকত। বাদশাহকে খুশি করার জন্য অনেক সময় মন্দ কাজকেও ভাল কাজ বলে চালিয়ে দিত - এ ধরণের এক চাটুকারের অবস্থা এ কাহিনীতে তুলে ধরেছেন। কাহিনীটি এরূপ: একদা বাদশাহ খাওয়ার টেবিলে বেগুনের প্রশংসা করে বলেন: বেগুনের স্বাদ মধুর মত। এ কথা শুনে চাটুকার বেগুনের খুব প্রশংসা শুরু করল এবং এক পর্যায়ে চাটুকার বলে যে, মধুর চেয়েও বেগুন মিষ্টি। যেমন কবি বলেন:

[৬৯] *আশ শাওকিয়্যাত*, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

فجلسا يوما على الخوان   و جيئ في الأكل بباذنجان

فأكل السلطان منه ما أكل   و قال : هذا في المذاق كالعسل

قال النديم : صدق السلطان   لا يستوي شهد و باذنجان

... يذهب ألف علة   و يبرد الصدر و يشفي الغلة .[৭০]

একদিন উভয়ে এক টেবিলে খেতে বসল

এবং খাবারের মধ্যে বেগুন দেয়া হল।

বাদশা অনেক বেগুন খেল

এবং বলল ইহা মধুর মত মিষ্টি।

ভক্ত বলল, বাদশাহ সত্য বলেছেন।

মধু আর বেগুন বরাবর হবে না

... বেগুন হাজার হাজার রোগ ভাল করে দেয়

হৃদয়কে ঠান্ডা করে এবং তৃষ্ণা মিটায়।

অতঃপর বাদশাহ এক পর্যায়ে বলে উঠেন যে, আমার নিকট মধু তিক্ত বলে মনে হয়। তার কোন ভাল দিক আছে বলে আমি মনে করি না এবং ইহা প্রশংসার অযোগ্য। এ কথা শোনা মাত্রই চাটুকার বলে উঠল, হ্যাঁ, জাঁহাপনা এটা খুব তিতা। আমি কখনো উহাকে পছন্দ করি না। ইহা তো বিষের মত। এর বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস। কবি এ কাহিনীটি এভাবে উপস্থাপন করেন যে,

قال : و لكن عنده مراره   ما خمدت مرة آثاره

قال : نعم ، مرٌّ ، و هذا عيبه   مذ كنت يا مولاي لا أحبه

هذا الذي مات به (بقراط)   و سمّ في الكأس به (سقراط) .[৭১]

"বাদশাহ জানাল বেগুন তার নিকট তিতা লাগে
আর আমি কখনো তার প্রভাবের প্রশংসা করি নাই।
ভক্ত বলল, হ্যাঁ বেগুন তিতা, ইহা তার ত্রুটি,
হে বাদশা আমিও তাকে পছন্দ করি না।
প্রাচীন গ্রীক, ডাক্তার খুবরাত-এর কারণেই মারা গেল
এবং গ্রীক দার্শনীক সক্রেটিস ও তার পান পাত্রে উহার দ্বারা বিষাক্ত করা হয়েছে।"

---

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর বাদশাহ উপস্থিত সভাসদকে লক্ষ্য করে বলেন যে, আপনারা কি দেখতে পেলেন? এতক্ষণ বেগুনের গুণকীর্তন আবার একটু পরেই বেগুনের দুর্নামের শেষ নাই। তখন চাটুকার বলে উঠল, জাহাঁপনা, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি তো বেগুনের গুণকীর্তন করছি না বরং আমি তো আমার বাদশাহের গুণকীর্তনে মশগুল। এ ধরণের চাটুকার তৎকালীন মিশরীয় সরকারের আশেপাশেও ছিল। যারা নিজের হীন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সর্বদা ইংরেজদের তোষামোদ করত এবং তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকত। তারা দেশ ও জাতির জন্য বিপদজনক।

قال النديم : يا مليك الناس   عذرا ؛ فما في نعلتي من بأس

جعلت كي أنادم السلطانا   و لم أنادم قطّ باذنجانا [৭২]

ভক্তটি বলল, জাঁহাপনা

আমার কাজে (কথায়) কোন সমস্যা (ভুল) হলে ক্ষমা করবেন।

আমি তো বাদশার প্রশংসায় পঞ্চমুখ

বেগুনের ভক্ত কখনো নই।

(খ) الديك و الثعلب (মোরগ ও শিয়াল) নামক কাব্যকাহিনীটিও একটি রাজনৈতিক বিষয়ক কবিতা। কবি এখানে মোরগ ও শিয়ালের চরিত্র প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। মোরগকে তলব করা হয়েছে ফজরের আযান দেয়ার জন্য। মূলতঃ এ আযান নামাজের জন্য নয়। এ আযান হলো মিশরবাসীকে তাদের জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের আযান। তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান। এ কবিতায় কবি এক স্থানে বলেন,

و اطلبوا الديك يؤذن   لصلاة الصبح فينا

فأتى الديك رسول   من إمام الناسكين

عرض الأمر عليه   و هو يرجو أن يلينا

فأجاب الديك : عذرا   يا أضلّ المهتدينا ! [৭৩]

"আর তোমরা মোরগকে খবর দাও সে যেন আজান প্রদান করে

আমাদের মাঝে ফজরের নামাজের।

---

[৭২] প্রাগুক্ত।

[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

একজন বার্তাবাহক মোরগের নিকট গেল
ইবাদতকারী ইমামের পক্ষ থেকে।
এবং বিষয়টি তার বরাবর পেশ করা হল
তার থেকে সন্তোষজনক উত্তর প্রত্যাশা করা হল।
মোরগটি অপারগতা প্রকাশ করে বলল
হে হেদায়াত প্রাপ্তদেরকে গোমরাহকারী।"

এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

فالحكاية في أحد مقاصدها ترمز إلى الوعي القومي الذي بدأ ينمو – يومئذ – في نفوس المصريين ، فالديك نبوءة الفجر ، و يقظة الصباح و الإطلال الجديدة على الوعي ، و المطالبة بالاستقلال و هو أيضا البشارة التي تفصح عن نجاح الشعب في مقاومة احتيال المحتل / الثعلب ، [৭৪]

(এ কাহিনীটি জাতীয় সচেতনতার প্রতি ইঙ্গিত করে যা তৎকালীন মিশরবাসীদের অন্তরে দানা বাঁধতে শুরু করছিল। এখানে মোরগ নতুন উষা, নব জাগরণ ও স্বাধীনতাকামী মনোভাবের পূর্বাভাস। এ কবিতাটি শিয়ালের হঠকারিতা প্রতিরোধের আড়ালে যেন উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।)

(গ) الدب في السفينة (নৌকায় ভালুক) নামক কাব্যকাহিনীটিও রাজনৈতিক সচেতনতামূলক কবিতা। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

إن حكاية الدب في السفينة كما صاغها أحمد شوقي تحمل المغزي السياسي و لا تقصد إلى استرفاد (مضمون) قصة سيدنا نوح عليه السلام بل تحمل الغاية الرمزية من مثل القصص الشعري الحكيم من خلال بث الوعي القومي و عدم الإذعان أو الامتثال و التسليم بما هو كائن عاشم و كفي . [৭৫]

অর্থাৎ আহমদ শাওকীর 'নৌকায় ভালুক' নামক কাব্যকাহিনীতে সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপট সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি এখানে নূহ আ. এর নৌকার কাহিনীর সহযোগিতা নেন নি। বরং

[৭৪] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৬২।
[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিকভাবে তিনি একটি ইঙ্গিতবহ গল্পের অবকাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। যেখানে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন জাতীয় চেতনা, অন্যায়ের প্রতি আত্মসমর্পণ না করার আহ্বান।

কবি কবিতাটি শুরু করেন এভাবে,

الدب معروف بسوء الظن فاستمعْ حديثه العجيب عنّي
لَمّا استطال المكث في السفينة ملَّ دوام العيشة الظنينه
و قال : إن الموت في انتظاري و الماء لا شك به قراري
ثم رأى موجا على بعد علا فظنّ أن في الفضاء جبلا [৭৬]

ভালুক খারাপ ধারণার জন্য প্রসিদ্ধ
অতএব আমার কাছ থেকে তার আশ্চর্যজনক গল্প শোন।
যখন নৌকায় অবস্থান সুদীর্ঘ হল
সন্দেহময় জীবনের ধারাবাহিকতায় সে বিরক্ত হল।
আর সে বলল, মৃত্যু আমার অপেক্ষায়
আর পানিই আমার ঠিকানা।
অতঃপর সে দূরে একটি বড় ঢেউ দেখতে পেল
সে ধারণা করল, সম্মুখে একটি পাহাড়।

কবি আহমদ শাওকী এ ধরণের বেশ কিছু রাজনৈতিক কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। এ রাজনৈতিক কাহিনীগুলোতে পশুপাখির চরিত্র প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল প্রতিপাদ্য হলো দখলদার ইংরেজদের হটাও, স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম কর। এ ধরণের কাহিনীগুলোর মূলভাব শিশুদের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হয়। যেমন আহমদ যালাত বলেন,

يستطيع الأطفال في الحكاية السابقة – قد أثبتنا كاملة – أن يدركوا المعنى القريب لأول وهلة بل و أن يضحكوا عند سماعها أو قراءتها ، على عكس إمكانية إدراكهم للمغزى السياسي الذي ترمز إليه الحكايات المماثلة التي تتناول مواقف الحكام و الساسة ، و شؤون السياسة ، و قضايا حرية الفرد ، و استقلال الوطن ، من مثل حكايات : (أمة الأرانب و

---

[৭৬] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

الفيل — الأسد و الضفدع — النعجة و أولادها — ملك الغربان و ندور الخادم — البغل و الجواد — الحمار و الجمل —
السلوقي و الجواد — الجمل و الثعلب و غيرها .[৭৭]

(পূর্ববর্তী কাহিনীটি যা সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরা হয়েছে তা শিশুরা শোনা বা পড়ার সাথে সাথেই অর্থ বুঝে ফেলবে এবং তারা হেসে দেবে। তবে হ্যাঁ ঐ সমস্ত কাহিনী যেখানে রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেগুলো তাদের বোধশক্তির বাহিরে। এ সকল কাহিনীগুলো হল : ملك الغربان و ,النعجة و أولادها ,الأسد و الضفدع ,أمة الأرانب و الفيل ندور الخادم, البغل و الجواد, الحمار و الجمل, السلوقي و الجواد, الجمل و الثعلب ইত্যাদি।)

৪.১.২ নৈতিক ও শিক্ষামূলক কাব্যকাহিনী (الحكايات الأخلاقية التربوية)

আহমদ শাওকীর অধিকাংশ কাব্য ও কাব্য-কাহিনীগুলো শিশুদের উন্নত চরিত্র গঠনমূলক এবং শিশুদের জীবন চলার পথে শিক্ষণীয় পাথেয়। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। ভবিষ্যত জীবনে শিশুরা যেন কোন প্রকার ধোকা বা প্রতারণার শিকার না হয় এ বিষয়ে সতর্ক করে কয়েকটি কাব্য-কাহিনী রচনা করেন। ড. আলী আল হাদীদী আহমদ শাওকীর শিক্ষামূলক কাব্যকাহিনীগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

قد منح شوقي لونا من المعرفة الواعية بنوع الأدب الذي يقدمه للأطفال . فأعطاهم به صورا من مجتمعهم الذي سيعيشون فيه ، و ألوانا من مشكلات الحياة التي سيواجهونها فيما بعد . فمثلا حذرهم من غدر الطبائع البشرية و بصرهم بخير الوسائل في التعامل معها في قصة بعنوان (السفينة و الحيوانات) . و وقفهم على حيل الإنسان الثعلب في المجتمع ، و ذلك في حكاية عنوانها (الثعلب و السفينة) . و علمهم فضيلة سوء الظن بالعدو في قصة عنوانها (الأرنب و بنت عرس في السفينة) ، و نهاهم عن الغفلة و سوء التقدير في قصة بعنوان (الأسد و الثعلب و العجل) . و في قصة (البقرة و ابنها) يعرض لهم أنه من تأني نال ما تمنى ، و أن العجلة في الندامة . و نظم قصصا لتسلية الصغار كقصة (البغل و الجواد) ، و (الثعلب و أم الذئب) ، و غير ذلك من القصص التي تقدم للأطفال الحكمة ، و التجربة ، و الفكاهة ، عن طريق التسلية .[৭৮]

---

[৭৭] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুল নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৫৩।

[৭৮] ড. আলী আল হাদীদী, *ফী আদাবিল আতফাল* (কায়রো: মাকতাবাতুল আনজিলূ আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯২), পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

(আহমদ শাওকী শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুদেরকে সচেতনতা ও সতর্কতার জ্ঞান প্রদান করেছেন। তিনি শিশুদের নিকট তারা যে সমাজে বসবাস করবে সে সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হবে তা তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি শিশুদেরকে মানব স্বভাবের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তাদেরকে আচার আচরণের উত্তম পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন 'السفينة و الحيوانات' নামক কাহিনীতে। তাদেরকে অবগত করিয়েছেন সমাজে খেঁকশিয়ালরূপ মানুষের ছল-চাতুরি ও ফন্দি 'الثعلب و السفينة' নামক কাহিনীতে। শত্রু সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের তাৎপর্য ও মহত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন 'الأرنب و بنت عرس في السفينة' নামক গল্পে। অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হতে নিষেধ করেছেন 'الأسد و الثعلب و العجل' নামক কাহিনীতে। যে ধীর স্থিরভাবে কাজ করে সে সফল হয় আর যে কাজে তাড়াহুড়া করে সে লজ্জিত হয়। এ দীক্ষা তিনি শিশুদের 'البقرة و ابنها' নামক গল্পে শিক্ষা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে শিশুদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দানের জন্য 'البغل و الجواد' এবং 'الثعلب و أم الذئب' নামক গল্পদ্বয় সহ অন্যান্য গল্প রচনা করেন যেগুলোর মাধ্যমে শিশুদেরকে প্রজ্ঞাময় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ও বিনোদন প্রদান করা হয়।)

আহমদ শাওকীর পশুপাখির ভাষায় রচিত কাব্যকাহিনীগুলোর মধ্যে বিরাট একটি অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষামূলক কাহিনী। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা হলো:

ক. শাওকীর শিক্ষণীয় চমৎকার একটি গল্প হলো اليمامة و الصياد (কবুতর ও শিকারী)। এ গল্পটি যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এটি শিশুদের মধ্যে চারিত্রিক সৌন্দর্যের উন্মেষ ঘটাবে। গল্পটিতে ফুঠে উঠেছে একটি কবুতরের কাহিনী। যে নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজেকে নিজেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। গল্পটি হলো: একদা এক কবুতর গাছের মাথায় নিরাপদে তার বাসায় লুকিয়ে ছিল। একদিন এক শিকারী পাখি শিকার করতে আসল। সারা বাগান হন্যে হয়ে পাখি খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও কোন পাখির সন্ধান না পেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে যাচ্ছিল। কবি গল্পটি এভাবে শুরু করেন:

يمامة كانت بأعلى الشجرة　　آمنة في عشها مستترة

فأقبل الصيادُ ذات يوم　　و حامَ حول الروض أيَّ حوم

فلم يجد للطير في ظلا　　و همَّ بالرحيل حين ملا

Dhaka University Institutional Repository

فبرزت من عشها الحمقاء   و الحمق داء ما له دواء

... تقول قول عارف محقق :   ملكت نفسي لو ملكت منطقي [৭৯]

এক কবুতর গাছের উঁচু চূড়ায়

তার নীড়ে নিরাপদে লুক্কায়িত ছিল।

একদিন এক শিকারী এলো

সে শিকারের জন্য বাগানে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল।

সে পাখির কোন সন্ধান পেল না

সে নিরাশ হয়ে ফিরে আসার ইচ্ছা করল।

অতঃপর বোকা পাখিটি তার নীড় থেকে বের হয়ে আসল

নির্বুদ্ধিতা হলো এমন এক রোগ যার কোন ঔষধ নেই।

... যদি আমার কথা নিয়ন্ত্রণে থাকত তাহলে আমিও নিয়ন্ত্রণে থাকতাম।

শিকারী চলে যাচ্ছে এটি দেখে কবুতরটি তার নীড় থেকে বের হয়েছিল। এ বের হওয়াই তার জন্যে কাল হয়ে পড়ল। শিকারীর তীর বিদ্ধ হয়ে সে নিচে পড়ে গেল এবং শিকারীর ছুরিতে জীবন দিতে হলো। এ গল্পের মাধ্যমে কবি শিশুদের যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তা হল, ধৈর্য, সতর্কতা, শান্ত-শিষ্টতা, অপেক্ষা এবং বুদ্ধির সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়া।

নিম্নোক্ত পংক্তিটিতে কবি কবুতরের নির্বুদ্ধিতা তুলে ধরেছেন,

فبرزت من عشها الحمقاء   الحمق داء ماله دواء

... فسقطت من عرشها المكين   و وقعت في قبضة السكين [৮০]

অতঃপর বোকা পাখিটি তার নীড় থেকে বের হয়ে আসল

নির্বুদ্ধিতা হলো এমন এক রোগ যার কোন ঔষধ নেই।

... সে তার মজবুত (নিরাপদ) বাসা থেকে পড়ে গেল

আর (শিকারীর) ছুরির আওতায় চলে আসল।

---

[৭৯] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৪৫।

[৮০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কবি গল্পটি শেষ করেছেন পাখির কণ্ঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের মাধ্যমে। আর তা হলো: কবুতরটি আক্ষেপ করে বলল,

تقول قول عارف محقق ملكت نفسي لو ملكت منطقي [৮১]

অর্থাৎ কবুতরটি প্রকৃত জ্ঞানী লোকের মত বলল যে, হায়! যদি আমার কথা নিয়ন্ত্রণে থাকত, তাহলে আমি নিরাপদে থাকতাম।

কাহিনীটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে আহমদ যালাত বলেন,

أما اللغة الحكاية في مجملها ففصيحة قريبة التناول و الفهم ، و الموسيقي موقعة منغمة ، لكن الشاعر أودع حكايته بعض المفردات الصعبة على الأطفال غير أن موهبته و وعيه الفني مكناه من شرح تلك المفردات اللغوية من خلال السياق اللغوي القصصي عن طريق التكرار مثل : (حام حول الروض أي حوم) (صوب الصوت : و نحوه سدد) ، (المكين) . [৮২]

(গল্পটির ভাষা সাবলীল, অলঙ্কারপূর্ণ, সহজেই অনুধাবনযোগ্য, ছন্দময়, সুরেলা এবং শ্রুতিমধুর। কিন্তু কবি এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো শিশুরা বুঝতে পারবে না। যেমন: 'حام حول الروض أي حوم', 'صوب الصوت : و نحوه سدد' এবং 'المكين' ইত্যাদি। হ্যাঁ, তবে পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপট ও গল্প পরম্পরা থেকে শিশুরা অর্থ বুঝে নিতে সক্ষম হবে।)

খ. শিশুদের সহজে বোধগম্য শিক্ষামূলক কাব্যকাহিনীগুলোর মধ্যে অপর একটি কাব্যকাহিনী হলো النملة و المقطم (পিপীলিকা ও মুকাত্তম পাহাড়)। এটি একটি কল্পকাহিনী। কাহিনীটির বিবরণ হলো: একদা এক পিপীলিকা মিশরের আল মুকাত্তাম নামক সুউচ্চ পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে যাচ্ছিল। এত বড় পাহাড় দেখে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, আজ আমি শেষ হয়ে যাব। যদি এ পাহাড় আমার উপর হেলে পড়ে তবে আমি কোথায় যাব? কীভাবে পরিত্রাণ পাব? কবি বলেন,

كانت النملة تمشي مرة تحت المقطم
فارتخى مفصلها من هيبة الطود المعظم
و انثنتْ تنظرُ حتى أوجد الخوفُ و أعدم
قالت : اليومَ هلاكي حلَّ يومي و تحتم !
ليت شعري : كيف أنجو – إن هوى هذا — و أسلم ؟ [৮৩]

---

[৮১] প্রাগুক্ত।

[৮২] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুল নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

একটি পিঁপড়া হাঁটছিল

একবার মুকাত্তাম পাহাড়ের নিচ দিয়ে।

তার অঙ্গের জোড়াগুলো শিথিল হয়ে গেল

বিরাট পাহাড়ের ভয়ে।

সে নিচু হয়ে পাহাড় দেখতে লাগল

তখন ভয় তাকে পেয়ে বসল।

সে বলল: আজ আমার ধ্বংসের দিন

আজ আমার দিন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে (মারা যাবে)।

হায় আফসোস! কীভাবে আমি মুক্তি পাব

যদি এ আমাকে ধ্বংস করতে চায়, কীভাবে আমি নিরাপদ থাকব?[৮৩]

অতঃপর উক্ত পিপীলিকাটি পাহাড়ের পাদদেশ ভয়ে ভয়ে পাড়ি দিচ্ছে আর পাহাড়ের দিকে এক পলকে নেত্রে তাকিয়ে র'ল। পাহাড়টি হেলে তার উপর পড়ে যাচ্ছে কি না? অতঃপর ভয়ে কেঁদে চিৎকার করতে করতে সামনে চলল। কবি পিপীলিকাটির কণ্ঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে কাহিনীটির ইতি টানেন। উপদেশটি হলো: বিপদে পড়ে অস্থির না হয়ে এবং হায় হুতাশ না করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা অধিক শ্রেয়। যেমন কবি বলেন,

ثم قالت و هي أدري　　　بالذي قالت و أعلم

ليتني سلمت فعا　　　قل من خاف فسلم [৮৪]

অতঃপর সে বলল, যখন সে বুঝতে পারল

এবং জানতে পারল, তার সাথে যে ছিল তাকে।

যদি আমি নিরাপদ হতাম !

যে তাওয়াক্কুল করে সেই নিরাপদে থাকে।

পরিশেষে পিপীলিকাটি তার সাথীকে ডেকে বলল,

صاحِ لا تخشَ عظيماً　　　فالذي في الغيب أعظم [৮৫]

---

[৮৩] আশ শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১২৯।

[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

[৮৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হে বন্ধু! বড় কিছু দেখে ভয় পেয় না। কেননা অদৃশ্য জগতে যিনি আছেন তিনি সবচেয়ে বড়। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

কাহিনীটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে আহমদ যালাত বলেন,

و من الحكايات الشعرية التي يقدرها الأطفال بسهولة ، حكاية ((النملة و المقطم)) فقد لجأ أحمد شوقي إلى الخيال التصويري المحمود ، و اللغة الصافية ، و الإيقاع الموسيقي المنغوم ، أما المضمون فيطرح الحكمة ، أو العظة على الأطفال على لسان النملة .[৮৬]

অর্থাৎ শিশুদের সহজে বোধগম্য কাব্যকাহিনীমালার মধ্যে অপর একটি কাহিনী হলো 'النملة و المقطم' (পিপীলিকা ও মুকাত্তাম পাহাড়)। এটি একটি কল্পকাহিনী। এ কাহিনীর ভাষা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তার ছন্দ ও সুর খুবই হৃদয়গ্রাহী। উক্ত কাহিনীতে পিপীলিকার ভাষায় শিশুদেরকে উপদেশ দেয়া হয়।

গ. অন্যের উপকার করলে নিজেরও উপকার হয় এই মূল্যবান শিক্ষা শিশুদেরকে দেওয়ার জন্য কবি আহমদ শাওকী 'الكلب و الحمامة' (কুকুর ও কবুতর) নামক কাব্যকাহিনীটি রচনা করেন। কাহিনীটি হলো :

একদা একটি কুকুর ঘুমে নিমগ্ন ছিল। এমতাবস্থায় একটি অজগর সাপ তাকে কামড় দিতে আসল। কবুতর দূর থেকে এ অবস্থা দেখে উড়াল দিয়ে কুকুরটির নিকট আসল এবং তাকে বাঁচানোর জন্য ঠোকরাতে লাগল। ফলে কুকুর জাগ্রত হয়ে গেল এবং সাপের দংশন থেকে বেঁচে যায়। কবি বলেন,

حكاية الكلب مع الحمامه	تشهد للجنسين بالكرامه
يُقال : كان الكلب ذات يوم	بين الرياض غارقا في النوم
فجاء من ورائه الثعبان	منتفخا كأنه الشيطان
و نزلتْ توًا تغيث الكلبا	و نقرتْه نقرةً ، فهبّا
فحمد الله على السلامه	و حفظ الجميلَ للحمامه [৮৭]

[৮৬] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৬৫।

[৮৭] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

কবুতরের সাথে এক কুকুরের কাহিনী
তুমি প্রত্যক্ষ করবে এখানে দুটি প্রজাতির মহত্ব।
বলা হয়ে থাকে : একদিন একটি কুকুর ছিল
একটি বাগানে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত।
তার পেছনে আসল এক অজগর সাপ
সে ছিল শয়তানের ন্যায় ভয়ঙ্কর।
কবুতরটি তৎক্ষণাৎ কুকুরটিকে সাহায্য করতে নেমে এল
সে তাকে ঠোকরাতে লাগল এবং কুকুরটি জেগে উঠল।
তখন সে নিরাপদে থাকার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করল
এবং কবুতরটিকে ধন্যবাদ জানাল।

অতঃপর আরেকদিন এক বাদশাহ বাগানে শিকার করতে আসল। তখন উক্ত কবুতরটি অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। এ অবস্থা দেখে কুকুরটি দৌড়িয়ে গাছের কাছে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। ফলে কবুতরটি সতর্ক হয়ে যায় এবং উড়াল দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। ফলে কবুতরটি বাদশাহর গুলির আঘাত থেকে বেঁচে যায়। কবি বলেন,

إذ مرّ ما مرّ من الزمانِ ثم أتى المالكُ للبستانِ
فسبق الكلب لتلك الشجرهْ لينذرَ الطيرَ كما قد أنذرهْ
و اتخذ النبح له علامهْ ففهمتْ حديثهُ الحمامهْ
و أقلعتْ في الحال للخلاص فسلمتْ من طائر الرّصاص

অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল
অতঃপর বাগানে এক রাজা আসল।
কুকুরটি তখন ঐ গাছের নিকটে গেল
পাখিটিকে সতর্ক করার জন্য যেভাবে সে সতর্ক করেছিল।
সে ইঙ্গিত হিসেবে ঘেউ করে উঠল
আর কবুতরও তার কথা বুঝতে পারল।
সে তখনই বাঁচার জন্য উড়ে গেল
অতঃপর সে গুলি থেকে বেঁচে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে কবি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে কাহিনীর ইতি টানেন এভাবে,

هذا هو المعروف يا أهل الفطن　　　　الناسُ بالناس ، و من يعن يُعَنْ

হে জ্ঞানীগণ, প্রসিদ্ধ কথা হলো

মানুষ মানুষের তরে। আর যে অপরকে সাহায্য করে সে নিজেও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

৪.১.৩ সমগোষ্ঠীয় ও জাতীয় মূল্যবোধমূলক কাব্যকাহিনী (الحكايات الوطنية القومية)

আহমদ শাওকী শিশুদের মধ্যে স্বগোত্রীয় ও জাতীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কাব্যকাহিনী ও সঙ্গীত রচনা করেন। তৎকালীন সময়ে মিসরে উপনিবেশ শাসক ছিল। তাই বিদেশী দখলদারদের হাত থেকে দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এ ধরণের কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক কাব্যকাহিনী উদাহরণস্বরূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. বিপদে পড়ে বিজাতি বা ভিনদেশী শত্রুর নিকট সাহায্য তলব না করে ধৈর্য ধারণ করে বিলম্বে হলেও স্বজাতি বা আপনজনদের নিকট হতে সাহায্য নেয়া উচিত। শিশুদের মনে এ মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে আহমদ শাওকী الأرنب و بنت عرس في السفينة (নৌকায় খরগোশ ও বেজী) নামক কাহিনীটি রচনা করেন। কাহিনীটি হলো:

একদা নূহ আ. এর নৌকায় এক খরগোশের সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্তী হল। উক্ত খরগোশ ব্যথার কারণে কান্নায় অস্থির হয়ে পড়ে- সাথে সাথে যাত্রীরাও অস্থির হয়ে যায়। এমন সময় একজন বয়স্ক বেজি ধাত্রীর বেশ ধারণ করে এসে বলে যে, আমি একজন দক্ষ ধাত্রী। আমি আমার প্রতিবেশীকে কষ্ট হতে পরিত্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত। যেমন কবি বলেন,

قد حملت إحدى نسا الأرنب　　　　و حلّ يوم وضعها في الركب

فقلق الركاب من بكائها　　　　و بينما الفتاة في عنائها

... جاءت عجوز من بنات عرس　　　　تقول : أفدي جارتي بنفسي

أنا التي أرجى لهذي الغاية　　　　لأنني كنت قديما (داية)[৮৮]

"একদা এক স্ত্রী খরগোশ গর্ভবতী হলো

এবং নৌকায় তার প্রসবের সময় হলো।

তার প্রসব বেদনার কান্নার আওয়াজে আরোহীগণ বিরক্ত হয়ে গেল

---

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আর যুবতীটি তার কষ্টে অস্থির হয়ে আছে।
একজন বয়স্ক বেজি হাজির হয়ে বলল যে,
আমি আমার প্রতিবেশীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।
আমি এ উদ্দেশ্য সাধনে প্রত্যাশী।
কেননা পূর্বে আমি ধাত্রী ছিলার্মা।"

খরগোশ প্রসব বেদনায় কাতর হলেও তার হুঁশ জ্ঞান যথাযথ ছিল। চিরশত্রু বেজির পক্ষ হতে সহায়তার আশ্বাস শুনে সে চিন্তা করল, এ তো সহায়তার আশ্বাস নয়, এ সহায়তার অন্তরালে রয়েছে ধোকা ও প্রতারণা। কারণ সুযোগ পেয়ে সে আমার সন্তানকে শেষ করবে এবং সম্ভব হলে আমাকেও রেহাই দিবে না। তখন সে ধৈর্য ধারণ করল এবং তার সমজাতীয় ধাত্রীর অপেক্ষায় থাকল এবং চিরশত্রু প্রতারক বেজির সহায়তা প্রত্যাখ্যান করে বলল,

فقالت الأرنب : لا يا جاره　　　فإن بعد الألفة الزيارة

ما لي و ثوق ببنات عرس　　　إني أريد داية من جنس

"অতঃপর খরগোশ বলল হে আমার প্রতিবেশী! এ ভালবাসার পশ্চাতে রয়েছে বিপদ।
আমি বেজির প্রতি আস্থাশীল না। তাই আমি খরগোশ ধাত্রীর প্রত্যাশা করছি।"

এ কাব্য-কাহিনী কবি শিশুদেরকে শত্রুর সম্পর্কে সতর্ক থাকার শিক্ষা প্রদান করেছেন। শত্রু অনেক সময় মিত্রের লেবাস ধারণ করে ক্ষতি সাধন করতে চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে স্বজাতীয় লোকদেরকে প্রাধান্য দিবে। বিদেশীদের তুলনায় দেশীদেরকে আপন মনে করবে। বিদেশীরা যতই আপনের লেবাস ধারণ করে তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না। এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা শিশুরা এ কবিতা থেকে পেয়ে থাকে।

খ. অনুরূপভাবে কবি আহমদ শাওকী الوطن (জন্মভূমি) নামে একটি কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। জন্মভূমির প্রতি মায়া-মমতা, বিদেশে আরাম আয়েশে থাকার চেয়ে নিজের দেশে কষ্ট করে থাকা অধিক উত্তম। জন্মভূমির মূল্যমান অনেক বেশি, কোন কিছুর বিনিময়ে তা পরিত্যাগ করা যায় না। এ কথাগুলো উক্ত কাব্য-কাহিনীতে চমৎকার করে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহিনীটি সাজিয়েছেন এভাবে যে, হিজাজের দুইটি চড়ুই পাখি রিয়াদের একটি বাগানে থাকে যেখানে নেই কোন পানি, নেই কোন খাবার এবং নেই কোন সুন্দর পরিবেশ। যেমন কবি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

عصفورتان في الحجا　　　　زحلتا على فنن

في خامل من الريا　　　　ض لاندٍ و لا حسن[৮৯]

হিজাজের দুইটি চড়ুই পাখি

একটি ডালে অবতরণ করল।

রিয়াদের এক অনুন্নত বাগানে

যেখানে নেই পানি, নেই সুন্দর পরিবেশ।

রাতে উভয়ে গল্প করছিল। এমন সময় ইয়েমেন হতে প্রবাহিত একটি শীতল বাতাস তাদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। উক্ত বাতাস তাদের দুইজনকে দেখে বলল: অবহেলিত পাত্রে দুইটি মূল্যবান মণিমুক্তা অযত্নে পড়ে আছে। কবি বলেন,

حيًا و قال : درّتا　　　　ن في وعاء ممتهن ![৯০]

সে অভিবাদন জানাল এবং বলল,

দুটি মুক্তা পড়ে আছে একটি অবহেলিত পাত্রে।

অতঃপর উক্ত প্রবহমান বাতাসটি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আমি তো ইয়েমেনের সানআ ও আদন নামক দুইটি সবুজ শ্যামল বাগান দেখতে পেলাম। যা অত্যন্ত সুন্দর । যা দেখতে ইয়েমেনের রাজপ্রাসাদের মত মনে হয়। যার শস্য মিষ্টি এবং তার পানি ও দুধ মধুর মত সুমিষ্ট। কোন পাখি দেখে নি এবং শুনেও নি। তোমরা উভয়ে আমার উপর উঠ। আমি অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের সেখানে বহন করে নিয়ে যাব। তাদের মধ্যে বিচক্ষণ পাখিটি বলে উঠল, হে প্রবহমান বাতাস, তুমি তো মুসাফির, তোমার তো কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই, নেই কোন বাসা-বাড়ি। নেই কোন জন্মভূমি। তাই তুমি জন্মভূমির কদর কি বুঝ? জন্মভূমির সমতুল্য কিছুই নেই। যেমন কবি বলেন,

يا ريح أنت ابن السبي　　　　ل ، ما عرفت ما السكن

هب جنة الخلد اليمن　　　　لا شيئ يعدل الوطن ![৯১]

---

[৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

[৯০] প্রাগুক্ত।

[৯১] প্রাগুক্ত।

"হে বাতাস! তুমি তো মুসাফির।
তুমি জান না নিজস্ব বাসস্থান কী ?
ইয়েমেনকে তুমি জান্নাত মনে করতে পার।
জন্মভূমির সমতুল্য কোন কিছু হতে পারে না।"

জন্মভূমির মর্যাদা বিষয়ে উক্ত কাব্য-কাহিনীটি আহমদ শাওকী এক চমৎকার সৃষ্টি। এ কবিতাটি একটি কাব্যকাহিনী। এটা 'الحكايات' নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করা উচিত ছিল। অথচ ইহা 'ديوان الأطفال' নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ড. আহমদ যালাত বলেন,

فالمقطوعة التي تحمل عنوان ((الوطن)) من القصائد و ليست من الأناشيد فهي حكاية شعرية متخيلة على لسان الطير ، تعمق الإحساس بمفهوم الوطن و الذود عنه . [৯২]

(অতঃপর আল ওয়াতান নামক কবিতাটি গীতিকবিতার অন্তর্ভূক্ত। এটি সঙ্গীত নয়। কেননা ইহা পাখির মুখ থেকে নির্গত কাল্পনিক কাব্যকাহিনী যা জন্মভূমির তাৎপর্য ও তা রক্ষা করার অনুভূতি জাগ্রত করে।)

গ. আহমদ শাওকীর দেশাত্মবোধক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত হলো نشيد مصر (মিশর সঙ্গীত)। মিশরের সন্তানদের দেশ গড়ার দায়িত্ব নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানিয়ে সঙ্গীতটি শুরু করেন। কবি সঙ্গীতটির সূচনায় বলেন :

بني مصر مكانكمو تهيا   فهيا مهدوا للملك هيا [৯৩]

হে মিসরের সন্তানেরা! তোমাদের স্থান প্রস্তুত হয়েছে।
এসো, রাষ্ট্রকে প্রস্তুত করো, সুবিন্যস্ত করো, এসো।"

জন্মভূমির প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা এবং জীবনের বিনিময়ে হলেও জন্মভূমির রক্ষার দীপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করে কবি বলেন,

لنا وطن بأنفسنا نقية   و بالدنيا العريضة نفتديه
إذا ما سيلت الأرواح فيه   بذلنا ها كأن لم نعط شيئا [৯৪]

---

[৯২] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১২৪।
[৯৩] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৬৩।
[৯৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

"আমাদের একটি জন্মভূমি আছে,

আমরা সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ে হলেও তা রক্ষা করব।

যদি প্রাণ বিসর্জন দেয়ার প্রয়োজন পড়ে,

তবে আমরা তা অকুণ্ঠ চিত্তে বিসর্জন দিব।"

শেষ পংক্তিতে মৃত্যুর পরও নিজ মাতৃভূমিতে সমাধিত হওয়ার মনবাসনা ব্যক্ত করে কবি বলেন :

إليك نموت – مصر – كما حيينا   و يبقى وجهك المفديّ حيًا [৯৫]

"হে (প্রিয় জন্মভূমি) মিশর! তোমার ক্রোড়ে মৃত্যুবরণ করে যেমন ছিলাম জীবিত

তোমার পৃষ্ঠদেশে আর তোমার উৎসর্গকৃত চেহারা চিরঞ্জিব হউক।"

৪.১.৪ সামাজিক ও রসিকতামূলক কাব্যকাহিনী (الحكايات الفكاهية الاجتماعية)

আহমদ শাওকী হাস্য-রসাত্মক ও কৌতুকমূলক কয়েকটি কাব্যকাহিনী রচনা করেন। এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেমন, তাঁর কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর ৪র্থ খন্ডের 'الحكايات' নামক অধ্যায়ের প্রথম কাব্যকাহিনী 'أنت و أنا' (তুমি ও আমি) কৌতুকচ্ছলে রচনা করেন। ঘটনাটি হচ্ছে, বিশালদেহী এক কুর্দি ব্যক্তি মানুষকে ভয় দেখাত যে তার পকেটে অনেক গোলাবারূদ রয়েছে। ভয়ে তার কাছ থেকে সবাই পলায়ন করত। সে শুধু বলত, আমি ! আমি ! যেমন কবি বলেন,

يحكون أنّ رجُلا كرديا   كان عظيم الجسم همشريا

و كان يلقي الرُّعبَ في القلوب   بكثرة السلاح في الجيوب

و يُفزِعُ اليهود ، و النصارى   و يُرعبُ الكبارَ و الصغارا

و كلما مرّ هناك و هنا   يصيح بالناس : أنا ؟ أنا ! أنا ! [৯৬]

এক কুর্দি লোক ছিল

তার ছিল বিশাল এক দেহ।

সে মানুষদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করত

এই বলে যে, তার পকেটে অনেক অস্ত্র আছে।

সে ইহুদী নাসারাদের ভয় দেখাত

---

[৯৫] প্রাগুক্ত।

[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

বড় ছোট সকলকে সন্ত্রস্ত করে রাখত।

যখন মানুষের মধ্যে চলাফেরা করত তখন বলত, আমি! আমি!! আমি!!!

অতঃপর একদিন এক সাহসী ছোট বালক তাকে জড়িয়ে ধরে তাকে ধরাশায়ী করে। এবং তার বুকের উপরে বসে পড়ে। তখন গত্যন্তর না পেয়ে উক্ত লোকটি কানে কানে বালকটিকে বলল, এখন থেকে আমি আর তুমি (অর্থাৎ আমরা দুজনই সেরা)। কবি বলেন,

نمى حديثُه إلى صبيٍّ	صغيرِ جسم ، بطلٍ ، قويٍّ
لا يعرفُ الناسُ له الفُتُوّه	و ليس ممن يدّعون القوّه
فقال للقوم : سأدريكم به	فتعلمون صدْقَه من كِذبه
و سار نحوَ الهمشريِّ في عجلْ	و الناس مما سيكونُ في وَجَلْ
و مدَّ نحوَ يمينا قاسيهْ	بضربةٍ كادتْ تكونُ القاضِيهْ
فلم يُحَرِّكْ ساكنا ، و لا ارتبْك	و لا انتهى عن زعمه ، و لا تركْ
بلْ قال للغالب قولاً ليِّنا	الآن صرْنا اثنين : أنت و أنا [৯৭]

তার কথা জানতে পারল এক বালক
ছোট দেহের অধিকারী, সাহসী, শক্তিশালী।
মানুষ তার বীরত্ব সম্পর্কে জানত না
সেও তার শক্তি কারো কাছে প্রদর্শন করত না।
সে লোকদেরকে বলল, আমি তার সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব
অতঃপর তার সত্যমিথ্যা জানতে পারবে।
সে দ্রুততার সাথে ঐ বিশালদেহী লোকটির কাছে গেল
মানুষেরা তখন ভয়ে কাঁপছিল।
সে (বিশালদেহী) মজবুত ডান হাতটি বাড়িয়ে দিল
ঘুষি দেয়ার জন্য, যা হয়েছিল অত্যন্ত মারাত্মক।
সে (ছেলেটি) নড়াচড়া করল না, স্থির থাকল এবং দিশেহারাও হল না
সে তার সংকল্প থেকে সরে আসল না এবং তাকে ছেড়েও দিল না।
তখন বিজয়ী ছেলেটিকে লোকটি বলল, নরম সুরে
আমরা তো দুজনই : তুমি ও আমি।

শুধুমাত্র কৌতুক ও হাস্যচ্ছলে এই কাব্যকাহিনীটি রচিত হয়েছে।

---

[৯৭] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ শাওকীর রচিত 'الحمار في السفينة' নামক কবিতাটিও তাঁর কৌতুকমূলক কাব্যকাহিনী। ঘটনাটি সত্যিই হাস্যকর। নূহ আ. এর নৌকায় একটি গাধা ছিল। একদিন রাতের আঁধারে গাধাটি নৌকা হতে পানিতে পড়ে যায়। তার বন্ধুরা তাকে হারানোর বেদনায় কাঁদতে লাগল। অতঃপর সকালে একটি ঢেউ তাকে নিয়ে নৌকার কাছে এসে বলল, তোমরা তাকে নিয়ে যাও। সে নিরাপদে আছে। আমি তাকে গ্রাস করি নি। কারণ আমি তাকে ভক্ষণ করে আমার পেট নষ্ট করতে চাই না। কবি বলেন,

سقط الحمار من السفينة في الدجى　　　فبكى الرفاقُ لفقده ، و ترحّموا

حتى إذا طلع النهارُ أتت به　　　نحو السفينة موجةٌ تتقدمُ

قالت : خُذُوا كما أتاني سالما　　　لم أبتلعه ، لأنه لا يُهضَمُ ![৯৮]

গাধাটি জাহাজ থেকে রাতের আঁধারে পড়ে গেল

অতঃপর বন্ধুরা তার বিরহে কাঁদতে লাগল এবং সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল।

যখন দিবস উদিত হল তখন তাকে নিয়ে আসল

জাহাজের দিকে ধাবমান একটি ঢেউ।

এবং বলল, তোমরা তাকে গ্রহণ করো অক্ষত অবস্থায় যেরূপ আমার কাছে এসেছিল

আমি একে গ্রাস করি নি। কারণ এ জিনিস আমার পেটে হজম হবে না।

৪.২ আহমদ শাওকীর কবিতার আকার-আকৃতি

আহমদ শাওকীর অধিকাংশ শিশুতোষ কবিতা আকারের দিক থেকে মাঝারি ধরণের অর্থাৎ ১১-২৪ পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সবচেয়ে বড় কবিতাটি হলো (لعبة) যা ৩৬ পংক্তিবিশিষ্ট। অতঃপর কবিতাটি তাঁর একমাত্র কন্যা আমীনার পুতুল খেলাকে কেন্দ্র করে রচনা করেন। শুরুতে কবি বলেন,

صغار لحُلوانَ تستبشرُ　　　و رُؤيتها الفرحُ الأكبرُ[৯৯]

ছোটদেরকে উপহারের সুসংবাদ দাও

আর তাদের স্বপ্নই হলো বড় আনন্দ।

অতঃপর বড় কবিতার মধ্যে রয়েছে 'حكاية الخفاش و مليكة الفراش' (বাদুর ও রাণী প্রজাপতির কাহিনী) ৩১ পংক্তি, অতঃপর 'فأر الغيظ و فار البيت' (মাঠের ও ঘরের ইঁদুর) ২৬ পংক্তি। সবচেয়ে ছোট

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

কবিতাটি হলো 'أبو علي' (আলীর পিতা) ও 'يوم فراقه' (বিচ্ছেদের দিবস) ২ পংক্তি বিশিষ্ট। এছাড়া ছোট কবিতার মধ্যে রয়েছে 'الزمن الأخير' (শেষ মূহুর্ত) ও 'الحمار في السفينة' (জাহাজে গাধা) ৩ পংক্তি, 'الغزالة و الأتان' (হরিণী ও গাধা) ও 'الغصن و الخنفساء' (গাছের ডাল ও গোবরে পোকা) ৫ পংক্তি। ৬ পংক্তি বিশিষ্ট কবিতার মধ্যে রয়েছে 'الأرنب و بنت عرس في السفينة' (জাহাজে খরগোশ ও বেজি), 'ثعالبة و الحمار' (খেঁকশিয়ালী ও গাধা) ও 'البغل و الجواد' (খচ্চর ও ঘোড়া)। আর বাকী অধিকাংশ কবিতাগুলো ১১-২৪ পংক্তিবিশিষ্ট।

৪.৩ আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতায় ছন্দের ব্যবহারশৈলী

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতার অধিকাংশ الرجز ছন্দে রচিত। অর্থাৎ ৭৬ টি কবিতার মধ্যে ৪০টি الرجز ছন্দে রচিত। অর্ধেকের চেয়েও বেশি কবিতা الرجز ছন্দে রচনা করা হয়েছে। কোন কোন কবিতায় 'রাজায' ছন্দের ব্যবহার পূর্ণরূপে হয়েছে আর কোন কোন কবিতায় খণ্ডিতরূপে 'مجزوء الرجز' ব্যবহৃত হয়েছে। الرمل ছন্দে ৭টি কবিতা রচনা করেন। السريع ও الكامل ছন্দে ৫টি করে কবিতা রচনা করেন। অন্যান্য ছন্দে এক বা একাধিক কবিতা রচনা করেন।

৪.৪ ধর্মীয় মূল্যবোধে রচিত কাব্যকাহিনী

তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বেশ কিছু কাব্যকাহিনী রচনা করেন। তিনি নূহ আ. এর নৌকা নিয়ে ৯টি কাব্যকাহিনী রচনা করেন । যেমন: ১. الدب في السفينة (নৌকায় ভালুক) ১৩ পংক্তি, ২. الثعلب في السفينة (নৌকায় শৃগাল) ১০ পংক্তি, ৩. الليث و الذئب في السفينة (নৌকায় সিংহ ও নেকড়ে বাঘ) ১১ পংক্তি, ৪. الثعلب و الأرنب في السفينة (নৌকায় শৃগাল ও খরগোশ) ১০ পংক্তি, ৫. الأرنب و بنت عرس في السفينة (নৌকায় খরগোশ ও বেজি) ৬ পংক্তি, ৬. الحمار في السفينة (নৌকায় গাধা) ৩ পংক্তি, ৭. السفينة و الحيوانات (নৌকা ও প্রাণী) ১২ পংক্তি, ৮. نوح عليه السلام و النملة في السفينة (নূহ আ.ও নৌকার পিঁপড়া) ১১ পংক্তি, ৯. القرد في السفينة (নৌকায় বানর) ১৭ পংক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ড. সা'আদ আবুর রিদা বলেন,

هنا يحاول أحمد شوقي أستلهام القصص القرآني فيوظف سفينة نوح عليه السلام في تسع قصص .[১০০]

অর্থাৎ কবি আহমদ শাওকী কুরআনের বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নূহ আ. এর নৌকা সম্পর্কে ৯টি কাব্যকাহিনী রচনা করেন।

অনুরূপভাবে হযরত সুলাইমান আ. কে কেন্দ্র করে ৩টি কাব্যকাহিনী রচনা করেন। যেমন: ১. سليمان و الهدهد (সুলাইমান আ. ও হুদহুদ), ২. سليمان و طاؤوس (সুলাইমান আ. ও ময়ুর), ৩. سليمان عليه السلام و الحمامة (সুলাইমান আ. ও কবুতর)।

৪.৫ আহমদ শাওকীর কাব্যকাহিনীগুলোর চরিত্র

তার অধিকাংশ দুইটি প্রাণী নিয়ে তথা দুইটি চরিত্র নিয়ে রচিত। তবে কোন কোন কবিতায় তিনটি প্রাণীর চরিত্র রয়েছে। যেমন: ১. الأسد و الثعلب و العجل (সিংহ, শিয়াল ও গো-বাছুর), ২. الكلب و القط و الفأر (কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুর), ও ৩. الثعلب و الأرنب و الديك (শিয়াল, খরগোশ ও মোরগ)।

চারটি প্রাণীর চরিত্র নিয়েও একটি কবিতা রচনা করেন। যেমন: الغزال و الخروف و النيس و الذئب (হরিণ, ভেড়া, ছাগ ও নেকড়ে)।

কবি কখনো সমগোত্রীয় প্রাণীদের নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন: 'فأر الغيظ و فأر البيت' (মাঠের ও ঘরের ইঁদুর), 'الديك الهندي و الدجاجة البلدي' (ভারতীয় মোরগ ও দেশি মুরগী), 'الأفعى النيلية و العقرب الهندية' (মিশরীয় সাপ ও ভারতীয় বিচ্ছু)।

আবার কখনো বিপরীত মেরুর প্রাণী যাদের মধ্যে দা-কুমড়া সম্পর্ক ,এ ধরণের প্রাণী নিয়ে কবিতা রচনা করেন। যেমন: الفأرة و القطة (ইঁদুর ও বিড়াল) الثعلب و الديك (শিয়াল ও মোরগ), الغزال و الكلب (হরিণ ও কুকুর)।

শিয়ালের চরিত্র নিয়ে প্রায় সকল ভাষায় অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে। কারণ প্রাণী জগতের মধ্যে খেঁকশিয়ালের অবস্থা বৈচিত্র্যময়। তাই এ প্রাণীটি বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন চরিত্রে আবির্ভূত হয়। আর

---

[১০০] ড. সা'দ আবুর রিদা, পৃ. ২০৬।

এ পথ ধরে আহমদ শাওকীও এ প্রাণী নিয়ে ৮টি কাব্যকাহিনী রচনা করেন। যেমন: ১. الثعلب و الديك (শৃগাল ও মোরগ), ২. الثعلب في السفينة (নৌকায় শৃগাল), ৩. الثعلب و الأرنب في السفينة (জাহাজে শৃগাল ও খরগোশ), ৪. الثعلب الذي انخدع (প্রতারিত শৃগাল), ৫. ثعالبة و الحمار (শৃগালী ও গাধা), ৬. الثعلب و الأرنب و الديك (শৃগাল, খরগোশ ও মোরগ), ৭. الثعلب و أم الذئب (শৃগাল ও নেকড়ের মা), ৮. الجمل و الثعلب (উট ও শৃগাল)।

৪.৬ বয়স অনুযায়ী আহমদ শাওকীর কবিতাসমূহ

আহমদ শাওকীর অধিকাংশ কাব্যকাহিনী কিশোরকাল (مرحلة الطفولة المتأخرة) অর্থাৎ ৯ থেকে ১২ বছরের শিশুদের উপযোগী। কিছু কবিতা ও কাব্যকাহিনী শৈশবোত্তর কাল (مرحلة الطفولة الوسطى) অর্থাৎ ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুদের উপযোগী। যেমন: 'الجدة' (দাদী), 'المدرسة' (বিদ্যালয়), 'الأم' (মা), 'الهرة و النظافة' (বিড়াল ও পরিচ্ছন্নতা), 'أنت و أنا' (তুমি ও আমি), 'سليمان و هدهد' (সোলাইমান ও হুদহুদ) ইত্যাদি। আর শৈশবকাল (مرحلة الطفولة المبكرة) অর্থাৎ ৩ থেকে ৬ বছরের শিশুদের উপযোগী 'الرفق بالحيوان' (প্রাণীর প্রতি দয়া) নামক একটি মাত্র কবিতা রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

الحكايات - (কাব্যকাহিনী)

আহমদ শাওকী রচিত পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনীগুলোর শিরোনাম, কবিতার ধরণ, বয়সভেদে উপযোগিতা, পংক্তি সংখ্যা, ছন্দ ও অন্ত্যমিল ইত্যাদির একটি তালিকা এক নজরে দেখার জন্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ক্রমিক	শিরোনাম	কবিতার ধরণ	যে বয়সের শিশুদের জন্য উপযোগী	পংক্তি সংখ্যা	ছন্দ (البحر)	অন্ত্যমিল (قافية)
০১	أنت و أنا (তুমি ও আমি)	কাব্যকাহিনী	৭-৯	১১	الرجز	همشريا (الياء المفتوحة)
০২	نديم البازنجان (বেগুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু)	কাব্যকাহিনী	৯-১২	১৪	الرجز	اختلاف (الفاء المكسورة)
০৩	ضيافة القطة (বিড়ালের আপ্যায়ন)	কাব্যকাহিনী	৯-১২	৩৪	مجزوء الرجز	مرة (التاء المكسورة)
০৪	الصياد و العصفور (শিকারী ও চড়ুই পাখি)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী		২১	الرجز	صورة (الراء المفتوحة)
০৫	البلابل التي رباها البوم (পেঁচার পালিত বুলবুল)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	৭	البسيط	ناجاها (الهاء المفتوحة)
০৬	الديك الهندي و الدجاجة البلدي (দেশী মুরগী ও ভারতীয় ভারতীয় মোরগ)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৫	الرجز	طريف (الفاء المكسورة)
০৭	العصفور و الغدي المهجور (চড়ুই ও পরিত্যক্ত পুকুর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৪	الرجز	الألفاف (الفاء المكسورة)
০৮	الأفعى النيلية و العقرب الهندية (মিশরীয় সাপ ও ভারতীয় বিচ্ছু)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৮	الرجز	العقربة (الياء المفتوحة)

Dhaka University Institutional Repository

০৯	السلوقي و الجراد (শিকারী কুকুর ও ফড়িং)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৩	السريع	القياد (الدال الساكتة)
১০	فأر الغيط و فأر البيت (মাঠের ও ঘরের ইঁদুর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	২৬	الرجز	الفيران (النون المكسورة)
১১	ملك الغربان و ندورالخادم (কাক রাজা ও সেবকের দুষ্প্রাপ্যতা)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১৫	الرمل	أريك (الكاف الساكتة)
১২	الظبي و العقد و الخنزير (হরিণ, মালা ও শুকর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৬	الرجز	السماء (الهمزة المكسورة)
১৩	ولي عهد الأسد و خطبة الحمار (সিংহ যুবরাজ ও গাধার ভাষণ)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৫	الرجز	الأنجال (اللام المكسورة)
১৪	الأسد و الثعلب والعجل (সিংহ, শৃগাল ও গো-বাছুর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	২৪	الرمل	أمين (النون الساكنة)
১৫	القرد و الفيل (বানর ও হাতি)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৬	الرجز	التعويق القاف المكسورة)
১৬	الشاة و الغراب (ছাগল ও কাক)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৫	المنسرح	الفطيم (الميم المضمونة)
১৭	أقة الأرايف و الفيل (খরগোশ জাতি ও হাতি)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	২৪	الرجز	بجانب (الباء المكسورة)
১৮	حكاية الخفاش و مليكة الفراش (বাঁদুর ও রাণী প্রজাপতি কাহিনী)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	৩১	مجزوء الرجز	الفراش (الشين المكسورة)
১৯	الأسد و وزيره الحمار (সিংহ ও তার গাধা-মন্ত্রী)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৬	المجتث	الصماري (الراء المكسورة)
২০	النملة و المقطم (পিপিলিকা ও মুকাত্তম পাহাড়)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১২	مجزوء الرمل	المقطم (الميم الساكنة)

Dhaka University Institutional Repository

২১	الغزال و الكلب (হরিণ ও কুকুর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৪	الخفيف	غزال (اللام المضمونة)
২২	الثعلب و الديك (শৃগাল ও মোরগ)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১৩	مجزوء الرمل	الواعظينا (النون المفتوحة)
২৩	النعجة و أولادها (ভেড়ী/দুম্বী ও তার সন্তান)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১০	البسيط	واعي (العين المكسورة)
২৪	الكلب و القط و الفأر (কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১৫	الرجز	الحصار (الراء المكسورة)
২৫	سليمان و الهدهد (সুলাইমান আ. ও হুদহুদ)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১০	مجزوء الرمل	بذله (اللام المفتوحة)
২৬	سليمان و طاؤوس (সুলাইমান আ. ও ময়ুর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৮	الهجز	سليمانا (النون المفتوحة)
২৭	الغصن و الخنفساء (গাছের ডাল ও গোবরে পোকা)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	৫	السريع	المنفرد (الدال الساكنة)
২৮	القبرة و ابنها (ভারুই পাখি ও তার তনয়)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১০	الرجز	الشجرة (الراء المفتوحة)
২৯	النعجتان (দুই ভেড়ী)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১১	الرجز	ترعيان (النون المكسورة)
৩০	السفينة و الحيوانات (নৌকা ও প্রাণী)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১২	الرجز	العينه النون المفتوحة)
৩১	القرد في السفينة (নৌকায় বানর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১২	الرجز	النبي (الياء الساكنة)
৩২	نوح عليه السلام و النملة في السفينة (নূহ আ.ও নৌকার পিঁপড়া)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১১	الكامل	الحيوان (النون المكسورة)
৩৩	الدب في السفينة (নৌকায় ভালুক)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৩	الرجز	عنيَ (النون المكسورة)

Dhaka University Institutional Repository

৩৪	الثعلب في السفينة (নৌকায় শৃগাল)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১০	الرجز	السمينه (النون المفتوحة)
৩৫	الليث و الذئب في السفينة (নৌকার সিংহ ও নেকড়ে বাঘ)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১১	الرجز	الموره (الدال المفتوحة)
৩৬	الثعلب و الأرنب في السفينة (জাহাজের শৃগাল ও খরগোশ)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-৯	১০	الرجز	المذنب (الباء المضمونة)
৩৭	الأرنب و بنت عرس في السفينة (জাহাজের খরগোশ ও বেজি)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-৯	৬	الرجز	المركب (الباء المكسورة)
৩৮	الحمار في السفينة (জাহাজের গাধা)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-৯	৩	الكامل	و ترحموا (الميم المضمونة)
৩৯	سليمان عليه السلام و الحمامة (সুলাইমান আ. ও কবুতর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৭	مجزوء الكامل	حمامه (الميم المفتوحة)
৪০	الأسد و الضفدع (সিংহ ও ব্যাঙ)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১০	السريع	المجمع (العين المكسورة)
৪১	النملة و الزاهدة (সন্নাসী পিঁপড়া)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৬	الرجز	للسعاده (الدال المفتوحة)
৪২	اليمامة و الصياد (ঘুঘু ও শিকারী)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	৮	الرجز	مستتره (الراء المفتوحة)
৪৩	الكلب و الحمامة (কুকুর ও কবুতর)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১১	الرجز	بالكرامة (الميم المفتوحة)
৪৪	الكلب و الببغاء (কুকুর ও তোতা/টিয়া)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১১	الرجز	الإصغاء (الهمزة الضمونة)
৪৫	الحمار و الجمل (গাধা ও উট)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	১০	الرجز	ملل (اللام الساكنة)

Dhaka University Institutional Repository

৪৬	دودة القز و الدودة الوضاءة (রেশম পোকা ও নির্মল কীট)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	২১	الرجز	الأضواء (الهمزة المكسورة)
৪৭	الجمل و الثعلب (উট ও শৃগাল)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১২	الرجز	يحمل (اللام المضمونة)
৪৮	الغزالة و الأتان (হরিণী ও গাধা)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	৫	الرجز	الأسنان (النون المكسورة)
৪৯	الثعلب الذي انخدع (প্রতারিত শৃগাল)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	৮	السريع	ثعلب (الباء المضمونة)
৫০	ثعالبة الحمار (শৃগাল/ খেকশেয়ালী ও গাধা)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	৬	المضارع	حمار (الراء المضمونة)
৫১	البغل و الجواد (খচ্চর ও ঘোড়া)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	৬	الرجز	مسره (الراء المفتوحة)
৫২	الفأرة و القطة (ইঁদুর ও বিড়াল)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী		৯	الرجز	نتاها (الهاء المفتوحة)
৫৩	الغزال و الخروف و النيس و الذئب (হরিণ, ভেড়া, ছাগ ও নেকড়ে)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	১৩	الرجز	الظريف (الفاء المضمونة)
৫৪	الثعلب و الأرنب و الديك (শৃগাল, খরগোশ ও মোরগ)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৯-১২	৮	الرجز	الثعلبا (الباء المفتوحة)
৫৫	الثعلب و أم الذئب (শৃগাল ও নেকড়ে মা)	পশুপাখির ভাষায় কাব্য কাহিনী	৭-১২	৮	مجزوء الرمل	عظمه (الميم المفتوحة)

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ নিম্নে আহমদ শাওকীর পশুপাখির ভাষায় রচিত দুইটি শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হলো:

الأرنب و بنت عرس في السفينة (নৌকায় খরগোশ ও বেজী)

قد حملت إحدى نسا لأرانب	و حل يوم وضعها في المركب
فقلق الركاب من بكائها	و بينهما الفتاة في عنائها ...
...جاءت عجوزمن بنات عرس	تقول : أفدى جارتي بنفسي
أنا التي أرجى لهذي الغايه	لأنني كنت قديما ((دايه))
فقالت الأرنب : لا يا جاره	فإن بعد الألفة الزيره
ما لي وثوق ببنات عرس	إني أريد داية من جنسي[১০১]

ঘটনাঃ কবি আহমদ শাওকী কুরআনের বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হযরত নূহ আ. এর নৌকা সম্পর্কে ৯টি কাহিনী কাব্য রচনা করেছেন। তন্মধ্যে الأرنب و بنت عرس في السفينة (নৌকার খরগোশ ও বেজী) অন্যতম কবিতা।

এ জাতীয় রচনার উদ্দেশ্য

আহমদ শাওকী হযরত নূহ আ. এর নৌকা কেন্দ্রিক কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন দুটি উদ্দেশ্যে। ১. কাহিনী ঘটার স্থল হিসেবে হযরত নূহ আ. এর নৌকা সহজে শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ২. হযরত নূহ আ. এর নৌকায় সংগঠিত ঘটনা উহার আরোহীদের মাঝে সাহায্যের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে।

এ ঘটনার মধ্যে খরগোশের গর্ভপাতের সময় ব্যাথা ও কান্নার কারণে আরোহীদের অস্থির হওয়া বেজী খরগোশকে সহযোগিতা করার সঙ্গত কারণ হয়েছে। যাতে সে ধাত্রী হয়ে খরগোশের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কাজে সাহায্য করতে পারে। অত্র কাহিনীর প্রারম্ভে গর্ভবতী খরগোশের গর্ভপাতের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। মধ্যভাগে বেজী খরগোশকে সহযোগিতার প্রস্তাব প্রদান করেছে এবং শেষাংশে সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[১০১] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

এ জাতীয় কাহিনীকে 'সরল কাহিনী' বলা হয়, যা মধ্য বয়সের (৭-৯) শিশুদের জন্য উপযোগী। ইহা শিশুদের আয়ত্ব করতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মত বুদ্ধিবৃত্তিক কোন কাজের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এ কাহিনীতে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কোন جملة معترضة (পূর্বাপর সম্পর্কহীন অতিরিক্ত বাক্য) নেই। ফলে শিশুদের জন্য গল্প পঠন এবং তা আয়ত্বকরণ সহজতর হয়।

কাহিনীর চরিত্র

উল্লেখিত কাহিনী কাব্যটি মধ্যবয়সের (৭-৯) শিশুদের উপযোগী । কারণ এ কাহিনীতে চরিত্রের সংখ্যা কম তথা এ গল্পের চরিত্র মাত্র দুটি। খরগোশ ও বেজী। যাদের উভয়ে প্রাণী। এ জাতীয় চরিত্র শিশুদের আকৃষ্ট করে। এই দুই চরিত্রের প্রথমটি (খরগোশ) নম্রতা, সহনশীলতা ও সতর্কতার প্রতীক। পক্ষান্তরে বেজী হল ধূর্ততা, অপহরণ ও হামলার প্রতিচ্ছবি। একই সময়ে উভয় প্রাণী ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্বের সীমা সম্পর্কে অবহিত করে। সে দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে খরগোশ কর্তৃক বেজীর সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে। ফলে খরগোশের উপর বেজীর শত্রুতার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং ভালো মন্দের উপর জয়ী হয়। এ বিষয়গুলো শিশুদের আনন্দ দেয় ও মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং ভবিষ্যত জীবনে সতর্কতা অবলম্বন করার গুরুত্ব বহন করে এবং বিপদে আপদে সমজাতীয়দের থেকে সহযোগিতা গ্রহণের শিক্ষা দেয়।

ভাষা ও পারস্পরিক কথোপকথন

আহমদ শাওকীর এ কাহিনীটির ভাষা সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়। কবি এ কাহিনীতে শৈল্পিক কাঠামো, পারস্পরিক কথোপকথন এবং ধারাবাহিক বর্ণনার মাঝে চমৎকার সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। প্রথম দুই পংক্তিতে ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে কবিতার সূচনা হয়েছে। পরবর্তী চার পংক্তি পারস্পরিক কথোপকথন , যা গল্পের প্রধান দুই চরিত্রের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ করে। প্রথম দুই পংক্তি গল্পের প্রকৃতি ও পরিবেশের ভূমিকা স্বরূপ। পরবর্তী পংক্তিগুলোতে গল্পের প্রধান দুই চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথন উভয়ের অবস্থা প্রকাশ করে দেয়। এই কবিতার কাঠামো সরল বাক্য দিয়ে গঠিত। ইহাতে কোন যৌগিক বাক্য নেই। শব্দাবলী সুপরিচিত। এমনকি কবি ধাত্রী অর্থে داية শব্দ ব্যবহার করেছেন ظئرة এর পরিবর্তে। কারণ ظئرة এর অর্থ বুঝতে শিশুদের কখনো কখনো কষ্ট হয়। কবি আহমদ শাওকী

Dhaka University Institutional Repository

বাক্যের দুই মূল অংশের মাঝে কোন দূরত্ব রাখেননি, ফলে চিন্তা-চেতনাগুলো বিন্যস্তভাবে বিকশিত হয়েছে। তথায় বিন্যাস ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করার মত কোন جملة إعتراضية নেই।

যদি আমরা কবিতাটির শেষোক্ত চারটি পংক্তির شطر এর শেষে দৃষ্টিপাত করি তবে আমরা দেখতে পাই যে, কবি সেখানে সুরারোপের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। শুধু কাব্যিক ছন্দের মাধ্যমে নয়; বরং প্রতিটি شطر এর শেষাংশে মিল সৃষ্টির মাধ্যমেও তিনি সুরারোপের প্রয়াস চালান। সাথে সাথে এই মিল বা সাদৃশ্যতার বিধান শুধু বর্ণ পর্যায়ে রেখেই ক্ষান্ত হন নি, বরং শব্দ পর্যায়েও মিল সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। যেমন: جنس – عرس – جارة – زيارة – داية – غاية – نفس – عرس এভাবেই কবিতার মধ্যে আহমদ শাওকীর সুরারোপের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে[১০২]।

এ কাহিনীটি শিশুদের অপরিচিত কারো সাথে আচার আচরণের এবং কারো প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের দীক্ষা প্রদান করে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কবিতাটি মধ্যম বয়সের (৭-৯) শিশুদের উপযোগী একটি চমৎকার কাব্যকাহিনী।

---

[১০২] ড. সা'দ আবুর রিদা, *আন নাস আল আদাবী লিল আতফাল*

Dhaka University Institutional Repository

الثعلب و الديك

(শিয়াল ও মুরগী)

برز الثعلب يوما	في شعار الواعظين
فمشى في الأرض يهذي	و يسب الماكرين
و يقول : الحمد لله	إله العالمين
يا عباد الله ، توبوا	فهو كهف التائبين
و ازهدوا في الطير؛ إن ال	عيش عيش الزاهدين
و اطلبوا الديك يؤذن	لصلاة الصبح فينا
فأتى الديك رسول	من إمام الناسكينا
عرض الأمر عليه	وهو يرجو أن يلينا
فأجاب الديك : عذرا	يا أضلّ المهتدينا !
بلغ الثعلب عني	عن جدودي الصالحينا
عن ذوي التيجان ممن	دخل البطن اللعينا
أنهم قالوا و خير ال	قول قول العارفينا
(مخطئ من ظن يوما	أن للثعلب دينا) [১০৩]

এ কবিতাটি শেষ বয়সের (৯-১২) শিশুদের উপযোগী। এ কবিতার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী রয়েছে যা এ কবিতাকে পূর্বের কবিতা থেকে আলাদা করে। আর পূর্বের কবিতাটি (الأرنب و بنت عرس في السفينة) মধ্য বয়সের (৭-৯) শিশুদের জন্য উপযুক্ত।

কাহিনীঃ

এ গল্পের কাহিনী যৌগিক, যাতে দুটি সম্বন্ধ রয়েছে। একটি শিয়াল ও তার দূতের মাঝের সম্পর্ক। দ্বিতীয়টি দূত ও মোরগের মাঝের সম্পর্ক। ফলে পূর্বের গল্পের মত এটি সরল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। পূর্বের গল্পের মধ্যে সম্বন্ধ মাত্র একটি। খরগোশ ও বেজীর সম্বন্ধ। এ কারণে ইহা মধ্য

---

[১০৩] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

বয়সের (৭-৯) শিশুদের উপযোগী। পক্ষান্তরে الثعلب و الديك কবিতাটিতে দুটি সম্বন্ধ রয়েছে যা শেষ বয়সের (৯-১২) শিশুদের জন্য উপযুক্ত।

এই যৌগিক কাহিনীটি পূর্ব সম্পর্ক বা পূর্ব আলোচনা ব্যতিরেকে শুরু হয়েছে। শিয়াল তার চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত ধর্মীয় উপদেশদাতা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিয়ালের মুখে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর কাছে তওবা করা, পক্ষীকূল থেকে বিরত থাকা এবং মোরগকে ফজরের আযানের জন্য আহবান করা শিয়ালের স্বভাবের পরিবর্তনকে আরো জোরদার করে। এই কাহিনীর প্রথম অংশ রচনায় কবি الأفعال المضارعة ব্যবহার করেছেন। যা বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় কালকে বুঝায়। যেমনঃ يهدي ، يسب ، يقول ، يؤذن । এগুলো কবি শিয়ালের নব্য পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করার নিমিত্তে ব্যবহার করেছেন। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে শিয়াল স্বীয় অতীতের ধোকা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এবং পক্ষীকূলের প্রতি লালসার চিরাচরিত স্বভাব পরিত্যাগ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

কবি আহমদ শাওকী এই বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলার জন্য ছোট, সরল, সুস্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন, في الأرض يهدي ، يسب الماكرين، يقول الحمد لله ، يؤذن للصلاة ।

কাহিনীর দ্বিতীয়াংশেও পূর্বাপর সম্পর্কহীনতা লক্ষ্য করা যায়। যখন শিয়ালের দূত বার্তা নিয়ে মোরগের কাছে গমন করে। এখানেও কবি الفعل المضارع ব্যবহার করেছেন। যেমনঃ و هو يرجو أن يلينا। কাহিনী এভাবেই এগিয়ে চলতে চলতে তাতে গিঁট সৃষ্টি হয়।

এখানে মোরগ শিয়ালের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতার পুঁজির উপর নির্ভর করে । ফলে তার সামনে শিয়ালের প্রতারণা , প্রবঞ্চনা ও খারাপ উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে এবং ধোকাবাজ , প্রতারক ও লোভী হিসেবে তার চিরাচরিত স্বভাব প্রকাশ পেয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কবি এ অংশটি الفعل الماضي ব্যবহার করেছেন। যেমন: قالوا , دخل , أجاب । যাতে মোরগ ও মুরগির সাথে শিয়ালের অতীত ইতিহাস উন্মোচিত হয়ে যায়। শিয়ালের ব্যাপারে অনেক অভিযোগ রয়েছে। তার কোন ধর্ম নেই। এ কারণে মোরগ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার মুখোশ খুলে দেয়। ফলে শিয়ালের কৌশল কোন কাজে আসে নি।

কবিতার শেষাংশে কাহিনীর জটের সমাধান হয়, যা শিশুদের আনন্দ দেয়। বিশেষ করে দুষ্টু কেউ যখন প্রতারণা করে এবং তার ধূর্ততা প্রকাশ পেয়ে যায় ফলে তার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এ বিষয়টি শিশুদের পরিতুষ্ট করে এবং আনন্দ যোগায়।

চরিত্র

এ কাহিনী কাব্যের চরিত্র তিনটি। শিয়াল, তার দূত ও মোরগ। এ কারণে এ গল্পটি শেষ বয়সের (৯-১২) শিশুদের জন্য অধিক উপযোগী। প্রধান দুই চরিত্র হল শিয়াল ও মোরগ। প্রথম চরিত্র হলো ধূর্ত, ধোকাবাজ, প্রতারক , প্রবঞ্চক ও অধিক লোভী। এ চরিত্রটি সঙ্গতি ও ভারসাম্যপূর্ণ। কারণ, শিয়ালের বাস্তব চরিত্র ও গল্প চরিত্রে কোন পার্থক্য নেই। কাব্যিক গঠন এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে। প্রথম ছয় পংক্তির প্রত্যেক পংক্তি এই ধূর্ততার চিত্র তুলে ধরেছে এবং জোরালো ভাবে উপস্থাপন করেছে। প্রত্যেকটি পংক্তির প্রথমাংশে শিয়ালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দ্বিতীয় অর্ধাংশে আরো স্পষ্ট ও জোরালো করা হয়েছে। এভাবে শিয়ালের বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয়েছে, যদ্বারা সে কৌশল অবলম্বন করে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো واعظ (উপদেশদাতা), هادي (পথ প্রদর্শক), حامد (প্রশংসাকারী), تائب (তওবাকারী), زاهد (দুনিয়া বিমুখ)। শেষ পর্যন্ত কবি শিয়ালকে إمام الناسكينا (তাপসী নেতা) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১০৪] এই চরিত্রের মাধ্যমে শিয়াল ধূর্ততা ও কপটতার চরম সীমায় পৌঁছে যায়। কিন্তু মোরগের বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির কারণে কপটতা ও ধূর্ততা উন্মোচিত হয়ে যায়।

অপর দিকে মোরগ ছিল বিচক্ষণ। সে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে উপকৃত হয়। ফলে সে ধোঁকায় না পড়ে রক্ষা পেয়েছে। এই চরিত্রটি মানুষের সমপর্যায়ের চরিত্র। কেননা, মোরগ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেছে এবং অন্যের সাথে আচার আচরণের অভিজ্ঞতা হতে উপকৃত হয়েছে।

এ কাহিনীটি কোন স্থানে ঘটেছে তা অস্পষ্ট, তবে সেখানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যদ্বারা বুঝা যায় যে , স্থানটি একটি শহর বা গ্রাম। সেখানে আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছে, যাদেরকে শিয়াল উপদেশ দিত, তওবা , হেদায়েত ও দুনিয়া বিমুখতার দিকে আহবান করত। সেখানে রয়েছে একটি মসজিদ, সেখানে আযান দেয়ার জন্য মোরগকে ডাকা হয়েছিল। রয়েছে একটি রাস্তা , যে রাস্তায় শিয়ালের দূত চলাচল করেছিল। এ ছাড়াও আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নির্ধারিত নয়। আর গল্পটি শেষ বয়সের

---

[১০৪] ড. সা'আদ আবুর রিদা, পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

(৯-১২) শিশুদের জন্য উপযুক্ত । কারণ তারা একটি স্থান কল্পনা করে তা হতে উপকৃত হতে পারে। যা মধ্য বয়সের (৭-৯) শিশুদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ গল্পের মধ্যে সময়ের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো প্রভাত পূর্ব সময়, যখন মোরগকে ফজরের আযানের জন্য ডাকা হয়। এভাবে এ কাহিনীতে সময় ও স্থানের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে না দিয়ে ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে; যা শেষ বয়সের শিশুদের উপযোগী।

ভাষা ও কথোপকথন

শিশুদের গল্পের মধ্যে কথোপকথনের কার্যকারিতা রয়েছে। ইহা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। গল্প পাঠ সাবলীল করে। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। কবি আহমদ শাওকীর গল্পমালা এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তন্মধ্যে الثعلب و الديك। গল্পটি অন্যতম। এ গল্পে পারস্পরিক কথোপকথনের সাথে ধারাবাহিক বর্ণনা মিলিত হয়ে গল্পের সুন্দর একটি রূপ তৈরী হয়েছে। যা গল্পের উপাদানগুলোর সংযুক্তি এবং উহার চারিত্রিক ও শৈল্পিক উদ্দেশ্য প্রকাশ করে।

কবি আহমদ শাওকীর ভাষাশৈলী খুব মজবুত, যার উপর তিনি শিশুর রুচিবোধ লালনের এবং যদ্বারা তাদের আবেগ-অনুভূতিকে মসৃণ করার প্রচেষ্টা করেছেন। আহমদ শাওকীর রচনার শব্দাবলী বিশেষভাবে পরস্পর সংযুক্ত, যা এমন সুর সৃষ্টি করে যে, উহা কাহিনী বর্ণনার সাথে এসে একীভূত হয়ে যায়। ফলে খুব সাবলীলভাবে পংক্তিমালা এসে শিয়ালের কৌশল এবং মোরগকে রাজি করাতে তার দূতের প্রচেষ্টার বিষয় প্রকাশ করে দেয়। মোরগ শিয়ালের ধোকাবাজি ও কৌশল বুঝতে পারে। কারণ সে জানে যে, ধূর্ত-প্রতারকের কোন নীতি-নৈতিকতা নেই।

উল্লেখিত কবিতার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হলোঃ চিত্রায়ন, নিবিড়করণ ও সুদৃঢ়করণ ، تكثيف ، (تصوير (تركيز চিত্রায়ন, জোরদার করণ ও কেন্দ্রীভূতকরণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্বের কবিতা (الأرنب و بنت। عرس في السفينة) এর থেকে অত্র কবিতা (الثعلب و الديك) এর মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। যে কারণে এ কবিতাটি শেষ বয়সের (৯-১২) শিশুদের উপযোগী। সুদৃঢ়করণ (تكثيف) ও কেন্দ্রীভূত করণ (تركين) মেধা সমৃদ্ধ কাজ এবং সুদৃঢ়করণের সাথে চিত্রায়ন আবেগ-অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। এভাবে আলোচ্য কবিতার মধ্যে উপভোগের অনেক উপাদান বিদ্যমান ।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ সে ধূর্ত, প্রবঞ্চক শিয়ালের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল। ফলে এই রূপটি প্রতারিত হওয়া ও নীতিহীন কপট, ধোকাবাজদের বিশ্বাস করার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করে । ইহাই হলো এই পুরো গল্পের মূল উদ্দেশ্য। ইহা চারিত্রিক আদর্শ, ইসলাম ধর্ম যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী آية المنافق ثلاث অর্থাৎ 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি', আরো স্পষ্ট করে।

কবি আহমদ শাওকী ধর্মীয় চারিত্রিক মূল্যবোধ সমর্থন এবং তৎপ্রতি আহ্বান করে কবিতা ও গল্প রচনা করেছেন। এবং তা ইসলামী মূল্যবোধ ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের মাঝে সমন্বয় করে, শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে।

পরিসমাপ্তি

কবি আহমদ শাওকী ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নত বিশ্বের শিশু সাহিত্যের মত আরব শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনার আওয়াজ তিনিই প্রথম তোলেন। এবং আরব কবি ও সাহিত্যিকদের শিশুতোষ সাহিত্য রচনার উদাত্ত আহবান জানালেন। কিন্তু তৎকালীন কবি ও লেখকগণ থেকে তেমন সাড়া মিলে নি, সবাই বড়দের সাহিত্য রচনা করে সুনাম অর্জনে ব্যস্ত ছিল। পরিশেষে তিনি নিজেই লিখা শুরু করেন। তবে শিশুদের জন্য তাঁর রচিত কবিতা আরব শিশুদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিল না। তিনি এ সাহিত্যের আহবায়ক হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তার সাহিত্যকর্ম ছিল খুব অল্প। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে শিশুদের জন্য তাঁর ভাষান্তরিত সাহিত্যকর্ম কিংবা কবি উসমান জালালের রচিত সাহিত্য কর্মের এক তৃতীয়াংশও রচনা করেন নি। তাঁর প্রাণীর ভাষায় গল্পমালা, কাহিনী কাব্য এবং শিশুসঙ্গীত সব মিলেও সংখ্যা ৮০ পর্যন্ত পৌঁছে নি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্যের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য

১. ভূমিকা

২. শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর বৈশিষ্ট্য

২.১ কাহিনীমালার উৎসের বিচিত্রতা (تنوع مصادر الحكايات)

২.২ কাহিনীমালার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা (تعدد مضمون الحكايات)

২.৩ সহজ-সরল ও ছোট ছন্দের ব্যবহার (استعمال البحور الشعرية القصيرة و الخفيفة)

২.৪ সুর ও ছন্দের ঐক্য (وحدة الإيقاع اللغوي و الموسيقي)

২.৫ প্রজ্ঞাময় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার (استدراف الأمثال الحكيمة)

২.৬ প্রাণী ও পাখি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা (خبرة الشاعر بالحيوان و الطير)

২.৭ অনেক গল্প শিশুদের বোঝার অনুপযোগিতা (عدم ملاءمة أغلب الحكايات لإدراك الأطفال)

২.৮ জটিল দুর্বোধ্য ও আঞ্চলিক শব্দ পরিহার (عدم الكلمات الصعبة و العامية)

৩. শিশুতোষ কবিতা ও সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

৩.১ অপ্রতুল গান ও সঙ্গীত (قلة نتاج الشاعر في الأناشيد و الأغاني)

৩.২ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিচিত্রতার অনুপস্থিতি (عدم تنوع الشاعر في طرح الضامين)

৩.৩ কতিপয় গান ও সঙ্গীত শিশুদের অনুপযোগী (عدم ملائمة بعض المقطوعات)

৩.৪ কঠিন ভাষা, ইঙ্গিতবাহী শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার (الصعوبة اللغوية و استعمال الرمز)

৩.৫ উন্নত গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে ভাষাশৈলীর দৃঢ়তা (ثبات مستوى الأداء اللغوي عند جودة السبك)

৩.৬ উচ্চমানের সুরের উপাদানের উপস্থিতি (جودة مستوى عناصر الإيقاع)

৩.৭ আঞ্চলিক শব্দ পরিহার (عدم الكلمات العامية)

৪. পরিসমাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্যের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রারম্ভিকা

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক কবির একটি নির্দিষ্ট ধারা বা গতিপথ রয়েছে। যে ধারা বা গতিপথে কবি তার কবিতা রচনা করে থাকেন। আর কবিতা হলো কবির অদৃশ্য মানসপটের দৃশ্যমান চিত্র, হৃদয়ের ব্যাকুলতার চাপ, বেদনার করুণ সুর ও আনন্দ উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ।

তাই কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক কবির রয়েছে স্বতন্ত্র ধারা বা বৈশিষ্ট্য, যার কারণে তার কবিতা অন্য কবি হতে ভিন্নতর। আহমদ শাওকীর কবিতার মধ্যেও রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য ও শিল্পরূপ। উল্লেখ্য যে, আহমদ শাওকী ছিলেন আরব কবি সম্রাট । আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গন তথা আধুনিক কবিতা, নাটক ও কাব্য-নাটকসহ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তাঁর অনেক অবদান রয়েছে, যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। তবে এ অধ্যায়ে আমরা শাওকীর শুধু শিশুতোষ কবিতার বৈশিষ্ট্য বা শিল্পরূপ উপস্থাপন করব। আহমদ শাওকীর রচিত শিশুতোষ কবিতাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. শিশুতোষ কাব্যকাহিনী, ২. শিশুতোষ গান ও সঙ্গীত। আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতার বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে পশুপাখির ভাষায় রচিত কাব্য-কাহিনী। তিনি ছোট-বড় মোট ৫৫টি কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ৫২টি কাব্য পশুপাখির ভাষায় রচনা করেন। যেগুলো তাঁর সুবৃহৎ কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর চতুর্থ খন্ডে 'الحكايات' নামক অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে। তিনি শিশুদের জন্য ১০টি গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। যেগুলো তাঁর 'আশ শাওকিয়্যাত' এর চতুর্থ খন্ডে 'ديوان الأطفال' নামক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশিত রয়েছে। আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হবে দুই পর্বে। প্রথম পর্বে কাব্যকাহিনীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হবে। আর দ্বিতীয় পর্বে শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হবে। পশু পাখির কণ্ঠে কাহিনী বলা - এ ধারাটি হচ্ছে আহমদ শাওকীর স্বতন্ত্র ধারা। এবং এটি তাঁর শিশুতোষ কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া তার ঐ সকল কাহিনীমালার উৎস, বিষয়বস্তুর

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নতা, ছন্দ প্রকরণ, সুর সঙ্গীত বিষয়ক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল :

২. আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্যের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতাগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যাবলী পাওয়া যায়:

এক. কাহিনীমালার উৎসের বিচিত্রতা (تنوع مصادر الحكايات)

দুই. কাহিনীমালার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা (تعدد مضمون الحكايات)

তিন. সহজ-সরল ও ছোট ছন্দের ব্যবহার (استعمال البحور الشعرية القصيرة و الخفيفة)

চার. সুর ও ছন্দের ঐক্য (وحدة الإيقاع اللغوي و الموسيقي)

পাঁচ. প্রাণী ও পাখি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা (خبرة الشاعر بالحيوان و الطير)

ছয়. প্রজ্ঞাময় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার (استخدام الأمثال الحكيمة)

সাত. অনেক গল্প শিশুদের বোঝার অনুপযোগিতা (عدم ملاءمة أغلب الحكايات لإدراك الأطفال)

নিম্নে এ সকল বৈশিষ্ট্যের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

১.১ কাহিনীমালার উৎসের বিচিত্রতা (تنوع مصادر الحكايات)

কবি আহমদ শাওকী বিভিন্ন উৎস হতে প্রভাবিত হয়ে কাহিনীগুলো গ্রহণ করেছেন। কখনো কখনো বিদেশী লেখক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কখনো কখনো ইসলামী ও আরব ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, আবার কখনো কখনো তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে কাহিনী রচনা করেছেন[১]।

নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

---

[১] এ সম্পর্কে ড. আহমদ যালাত বলেন,

استقى الشاعر مصادر حكاياته من روافد متنوعة تبعا لدرجة تأثره . و مصادرها هي على الترتيب : ١) التأثر بحكايات لا فونتين ، ٢) التأثر بالتراث العربي الإسلامي ، ٣) التجارب الذاتية للشاعر ، ٤) التأثر بأمثال محمد عثمان جلال في (العيون اليواقظ) .

(*আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল*, মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

এক. ফরাসি প্রখ্যাত কথাশিল্পী লাফুনতিনের কাহিনীর প্রভাব (التأثر بحكايات لافونتين)

ফ্রান্সে অধ্যয়নকালে সেখানকার শিশুতোষ সাহিত্য কবি আহমদ শাওকীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এগুলো অধ্যয়ন করে তিনি বেশ আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষ করে পশু-পাখির ভাষায় রচিত ফ্রান্সের প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক লাফুনতিনের কবিতা পড়ে এতটাই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমি দেশে ফিরে মিশরের শিশুদের জন্য লাফুনতিনের মত পশু-পাখির কণ্ঠে কাহিনী রচনা করব। যেমন শাওকী বলেন,

"و جريت بخاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير."[২]

আমি লাফুনতিনের প্রসিদ্ধ স্টাইলে বিভিন্ন কাহিনী রচনার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আহমদ শাওকীর পূর্বে উসমান জালালও লাফুনতিনের কবিতা পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এবং তিনি লাফুনতিনের কাহিনীগুলো আরবীতে অনুবাদ করেন এবং এ অনুবাদ কর্মটি 'العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ' নামে সংকলন করেন।[৩]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, লাফুনতিনের পশু-পাখির ভাষায় রচিত কাব্যকাহিনী অধ্যয়নে প্রভাবিত হয়ে আহমদ শাওকী ফ্রান্সের শিশুদের মত আরব শিশুদের জন্য এ রূপ কাব্যকাহিনী রচনার প্রয়াস চালান। অপর দিকে উসমান জালালও লাফুনতিনের কাব্যকাহিনীতে মুগ্ধ হয়ে তা অনুবাদ করেছেন। ফলে আহমদ শাওকীর অনেক কাহিনী, শিরোনাম, কাহিনীর চরিত্র ইত্যাদি লাফুনতিনের কাহিনী, শিরোনাম, কাহিনীর চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে। যেমনটি উসমান জালালের সাথেও রয়েছে। নিম্নে এ সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল। যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হবে যে, শাওকী লাফুনতিনের কাব্যকাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সামান্য কিছু পরিবর্তন করে অনুরূপ কাহিনী গ্রহণ করেছেন।

ক. লাফুনতিন, উসমান জালাল ও আহমাদ শাওকীর সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কাহিনী হচ্ছে فأر المدينة و فأر الريف (শহুরে ইঁদুর ও গ্রাম্য ইঁদুর)। লাফুনতিন কাহিনীটির নাম দিয়েছেন LERAIDE VILLERATDES

---

[২] আহমদ শাওকী, আল মুকাদ্দিমা *'দিওয়ানুশ শাওকিয়্যাত'*, (কায়রো: তাবআতুল মুয়াইয়্যাদ ওয়াল আদাব, ১৮৯৮)।

[৩] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (কায়রো: দারুন নাশর, তা.বি.), পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

CHAMPS । উসমান জালাল নাম দিয়েছেন فأر الخلا و فأر المدينة , আর আহমাদ শাওকী ঐ কাহিনীটির নাম দিয়েছেন فأر الغيط و فأر البيت [৪]। তবে শাওকীর কাহিনীর বিষয়বস্তু অন্য দুই কবির বিষয়বস্তুও চেয়ে ভিন্ন। উসমান জালাল লাফুনতিনের প্রধান চিন্তাটির অনুসরণ করেছেন এবং সামান্য পরিবর্তন সহকারে আরবীতে অনুবাদ করেছেন। পরিবর্তনটি হল, তিনি গল্পের বর্ণনায় বিড়ালের প্রসঙ্গ এনেছেন। এটি নতুন একটি চরিত্র যা একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আবিস্কার করা হয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ

একদা শহুরের ইঁদুর গ্রাম্য ইঁদুরের জন্য ভোজের আয়োজন করেছিল। সে আয়োজনে বিড়ালের উপস্থিতি উভয় ইঁদুরের জন্য ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আমন্ত্রিত ইঁদুর বিড়ালের আক্রমণের ভয়ে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে পলায়ন করে। এ বর্ণনাটি কবি এভাবেই তুলে ধরেন :

و ترك الأكل و عاف اللذة   و وقعت من يده الأرزه

وقال و القلب يذوب بالغصص   لا خير في اللذة يعورها النغص [৫]

লাফুনতিনও অনুরূপ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন: চিঠির মাধ্যমে গ্রাম্য ইঁদুর ও শহুরে ইঁদুরকে দাওয়াত দেওয়া হয়। আর উক্ত দাওয়াতের সাড়া দিয়ে শহুরে ইঁদুর আপ্যায়নে অংশগ্রহণ করে। তবে খাওয়ার মাঝে বাহির থেকে যে একটি ভীতিকর আওয়াজ শোনার প্রসঙ্গ উসমান জালাল এনেছেন, লাফুনতিন ঐ প্রসঙ্গটি আনেন নি। লাফুনতিন কাহিনীর শুরুতে বলেন:

Autrefois Ie ret de ville invirta Ia rat des champs d'une Facon Fort civile, A des reliefs d'ortolans Sur un tapis de Turquie Le couvert se Trouva mis. Je Iaisse a penser Ia vie Que frent ces deux amis. [৬]

যদিও ভোজের শেষ পরিণাম বেদনাদায়ক কিন্তু লাফুনতিন এ শেষ পরিণামকে আরো গভীর ভাবাবেগ ও বিস্তারিতভাবে চিত্রায়িত করেছেন। বিশেষ করে শহুরে ইঁদুরের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে অর্থাৎ গ্রাম্য ইঁদুর প্রজ্ঞার সাথে দ্বিতীয় দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে । এ জিনিসটি লাফুনতিন গ্রাম্য ইঁদুরের মুখে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি গ্রাম্য ইঁদুরের কণ্ঠে বলেন, 'শান্তিতে একটি ভুট্টার দানা খাওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়, তোমার পরিবেশিত সুস্বাদু খাবারের চেয়েও। আমি বাড়িতে অল্প খাদ্যই

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

[৫] উসমান জালাল, *আল উয়ূনুল ইওয়াকিয*, ১ম সংস্কারণ, পৃ. ৩০।

[৬] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফ্লাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৫০; FABLES DE LA FONTAIN, *LE RATE DE VILLE ET RAT DES CHAMPS*, p. 57.

Dhaka University Institutional Repository

খাই তবে খুব উপভোগ করে খাই, কারণ সেখানে আমাকে ভয় দেখানোর কেউ নেই। তুমি যদি চাও তাহলে তুমি আমার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যেতে পার। এ বলে গ্রাম্য ইঁদুর গ্রামে ফিরে আসল। তার অভিজ্ঞতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। আহমাদ শাওকীরও এই উদ্দেশ্য ছিল। উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আহমদ শাওকীর 'فأر الغيط و فأر البيت' নামক কাহিনীটিতে লাফুনতিনের কাহিনীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

খ. আহমাদ শাওকী الدب في السفينة নামক কাহিনীটির চিত্রে دب (ভাল্লুক) এর বোকামি, অন্যায়, হঠকারিতা, মূর্খতা, খারাপ ধারণা, নির্বুদ্ধিতা, ভীরুতা ইত্যাদি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

অপর দিকে লাফুনতিন دب (ভাল্লুক) নিয়ে দুটি কাহিনী রচনা করেছেন। সেগুলো হলো ১. L'OURSETLES DEUXCOMPAGNONS ২. LOURS ET L'AMATEUR DES JARDINS

উসমান জালাল লাফুনতিনের এ দুটি কাহিনী অনুবাদ করেছেন নিম্নোক্ত শিরোনামে,

১. في الدبة و صاحبها, ২. الدب و الصاحبين

এই কাহিনীটি বর্ণনার ক্ষেত্রে আহমাদ শাওকী অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি الدب في السفينة কাহিনী বর্ণনায় যে শৈল্পিক উৎকর্ষতার প্রমাণ দেখিয়েছেন, তা লাফুনতিন ও উসমান জালালের সৃষ্ট চরিত্র থেকে অনেক উত্তম। আহমাদ শাওকী এখানে মানবিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে دبة তার স্বামীকে হত্যা করেছে এমন বর্ণনা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি চিত্রটিকে এভাবে রূপ দিয়েছেন যে, সে (স্বামী) ডুবে মারা গেছে। এ তিনজনের বর্ণনা ধারার মধ্যে আহমদ শাওকীর বর্ণনা ধারাটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

و من الإنصاف الكشف عن براعة التناول في ذات الحكاية عند أحمد شوقي ، فالتجويد الفني لحكاية ((الدب في السفينة)) يتفوق من حيث فكرة الصورة المتخيلة عند كل من ((لافونتين)) و ((عثمان جلال)) فلم يعرض لنا أحمد شوقي الحكاية المتداولة في الآداب الإنسانية عن قتل الدبة لصاحبها ، و إنما جعلها تموت غرقا .[৭]

---

[৭] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

(আমাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত হবে এই কাহিনীটি বর্ণনায় আহমদ শাওকীর দক্ষতাকে স্বীকার করে নেয়া। তিনি الدب في السفينة কাহিনীটি বর্ণনায় যে শৈল্পিক উৎকর্ষতার প্রমাণ দেখিয়েছেন তা লাফুনতিন ও উসমান জালালের সৃষ্ট চরিত্র থেকে উত্তম। আহমদ শাওকী এখানে মানবিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে دب তার স্বামীকে হত্যা করেছে এমন উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি চিত্রটিকে এভাবে রূপ দিয়েছেন যে, সে ডুবে মারা গেছে।)

এ গল্পে কবি আহমদ শাওকী دب কে তার পশুগত গঠন ও স্বভাব ঠিক রেখে তার কিছু চারিত্রিক সৌন্দর্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন একটি জাহাজের উপর, যা জীব-জন্তুর জন্য একটি অপরিচিত স্থান বললেই চলে। এটা আহমাদ শাওকীর আবিস্কার। লাফুনতিন এর কাহিনীতে دبة কে এমন একটি চরিত্রে উপস্থাপন করেছেন যে, সে মানুষের সাথে বসবাস করে। পরে তাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, এরপর বিয়ে। অবশেষে কাহিনীটির ইতি ঘটে একটি হিংস্র প্রাণীর মাধ্যমে। লাফুনতিন কাহিনীর শেষ করেছেন এভাবে,

Que nous avons mouhe appele
us jour que le viellard dormait d'un profond some, sour le bout de son nes une allant se placer Mit jours au desepoir; il eut beau la chaser.
"Je t'attraperai bien; dit – il; et vici comme.".
Aussiot fait que dit – le fidele emoucheur
Vous empoigne an pave, le lance raideur,
Casse la tete a l'homme en ecrasant la mouche Et, non moins bon archer que mauvais raisonneur, Raide most etendu sur la place il le vouvhe[৮].

লাফুনতিন যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন, সে অনুযায়ী دبة তার স্বামীকে হত্যা করেছে বোকামী ও অজ্ঞতাবশত। কাহিনীটি হল : তার স্বামীর মুখে একটি মাছি বসেছিল। সে ঐ মাছিটিকে তাড়াচ্ছিল। যতই

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

তাড়াচ্ছিল ততই মাছিটি বারবার এসে তার মুখে বসছিল। এক পর্যায়ে دبة খুব রেগে যায়, এবং মাছিটি যখন পুনঃরায় তার মুখে বসল তখন একটি পাথর ছুড়ে মারল। এ পাথরের আঘাতে তার স্বামীর মৃত্যু হয়।

উসমান জালাল তাঁর অনুবাদকর্মে কাহিনীর সারমর্ম কবিতার শেষ পংক্তিতে ব্যক্ত করেছেন এভাবে,

عدو عاقل خير من صديق جاهل

دب সম্পর্কে দ্বিতীয় কাহিনীটির শিরোনাম : الشقيقان و الدب , এ কাহিনীর শুরুতে লাফুনতিন বলেন:

L'ours ETDEX COMPNONS
Deux comp agno's presos d'arggent,
A leur voisin fourreur vendirent,
Mais qu'ils fueraient bientot, du moins a ce au'ila dirent
Cetait je roi des curs; au comple de ces gens
La marchand a sa devait faire fortune [৯].

উসমান জালাল উক্ত কাহিনীটি الدب و الصاحبان নামক শিরোনামে অনুবাদ করেছেন। তিনি লাফুনতিনের মূল চিন্তা ধারায় কোন পরিবর্তন আনেননি। তবে নাম ও স্থানের নামের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করেছেন।

অন্যদিকে, শাওকীর الدب في السفينة (নৌকায় ভাল্লুক) নামক কাহিনীটি সৃজনশীল একটি কাহিনী। কারণ, নৌকা বন নয়। অথচ লাফুনতিন ও উসমান জালাল তাদের কাহিনীকে এভাবেই চিত্রায়ণ করেছেন। ড. আহ্‌দ যালাত বলেন,

أما حكاية الدب في السفينة عند شوقي ، حكاية مبتكرة في فكرتها و أحداثها ، فالسفينة ليست الغابة كما صورها لافونتين أو نقلها عثمان جلال ، بل رمز للحياة و الحركة في لجة البحر .[১০]

(الدب في السفينة (নৌকায় ভালুক) নামক কাহিনীটি আহমদ শাওকীর একটি সৃজনশীল কাহিনী। কারণ নৌকা বন নয়। অথচ লাফুনতিন ও উসমান জালাল তাদের কাহিনীকে এভাবে চিত্রায়ণ করেছেন। বরং ইহা গভীর সমুদ্রে নড়াচড়া ও জীবনের ইঙ্গিত বহন করে।)

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।
[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাওকীর বর্ণনায় دب পুরুষ, মহিলা নয়। তিনি লাফুনতিন ও উসমান জালালের ন্যায় কাল্পনিক বিবাহেরও অবতারনা করেন নি। বরং তিনি চিত্রটি এভাবেই চিত্রায়িত করেছেন, دب নৌকাতে দীর্ঘকাল অবস্থান করার কারণে একজন বিজ্ঞ ও দক্ষ নাবিকে পরিণত হয়। সে প্রচণ্ড বাতাস ও বিশাল ঢেউয়ের মাঝে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাতাস, ঢেউ ও সমুদ্রের উত্তালতা নৌকাকে বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছিল। এজন্য কবি دب এর চরিত্রকে পুরুষ চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন এমন এক চরিত্র দিয়ে যেখানে প্রকাশ পেয়েছে শক্তি, দক্ষতা, অত্যাচার, হঠকারিতা, খারাপ ধারণা যা নৌকার জন্য বিপদ ডেকে নিয়ে আসে এবং মৃত্যু ছাড়া তার আর কোন পথ নেই।

আহমাদ শাওকী লিখেছেন,

و قال : إن الموت في انتظاري　　　و لماء لا شك به قراري

قد قال من أدبه اختباره　　　السعي للموت و لا انتظاره [১১]

আর (ভাল্লুক) বলল: মৃত্যু আমার জন্য অবধারিত, আর পানিই হল আমার শেষ ঠিকানা

যে তাকে শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিয়েছে সে তাকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করার উপদেশ দিয়ে বলেন, 'দ্রুত ঝাঁপ দাও, দেরী কর না'।

নৌকার উপর নৈরাশ্য এবং কষ্টময় জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়ার মানসিকতা ব্যতীতও এ গল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত অপরের হুকুমের বশীভূত হয়ে যাওয়া। যদি সে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিত তাহলে হয়ত তার নদীতে ডুবে জীবন বিপন্ন করার প্রয়োজন হত না।

কবি এ বিষয়টি চিত্রায়িত করে বলেন,

ما كان ضرني لو امتثلت　　　مثلما قد فعلوا فعلت [১২]

আমি ক্ষতিগ্রস্ত হতাম না যদি আমি তাদের মত ধীরস্থির সিদ্ধান্ত নিতাম।

الدب তথা নায়ক আহমাদ শাওকীর গল্পে এমন এক চরিত্র যে, গভীর সমুদ্রের উত্তালতা, বাতাস, ঢেউয়ের মুকাবিলা করতে গিয়ে সমুদ্রের অথৈ পানিতে সলিল সমাধি হয়েছিল। এ চরিত্র উসমান জালাল ও

[১১] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত* (বৈরূত: দারু সুবহ, ২০০৮), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৩৯।
[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

লাফুনতিনের স্ত্রী دب এর মূর্খতার কারণে পাথরের আঘাতে নিহত স্বামী دب এর ন্যায় নয়। এ ক্ষেত্রেও আহমদ শাওকীর বিচক্ষণ্তা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া কোন কোন অবস্থা, কোন চরিত্র উপস্থাপন করলে যথাযথ হবে এ ক্ষেত্রে আহমদ শাওকীর দক্ষতা প্রশংসনীয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, আহমদ শাওকীর 'الدب في السفينة' নামক কাব্যকাহিনীটি লাফুনতিনের রচিত কাহিনীদ্বয়ের সাথে বেশ সামঞ্জস্য ও মিল পাওয়া যাচ্ছে। তাই বলা যায় ইহা লাফুনতিনের কাব্যকাহিনীর প্রভাবের ফসল।

গ. শাওকী সাতটি গল্পে খেঁকশিয়ালের চরিত্র এনেছেন। প্রত্যেটি গল্পেই খেঁকশিয়ালকে তিনি একটি ধোকাবাজ, প্রতারক প্রাণী হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পগুলো হলো:

الثعلب في السفينة ، الثعلب و الأرنب في السفينة ، الأسد و الثعلب و العجل ، الثعلب و الديك ، الجمل و الثعلب ، الثعلب و أم الذئب

এগুলোর মধ্যে الثعلب و الديك নামক গল্পটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এখানে তিনজনের চিন্তা-ধারার পার্থক্য, রচনাশৈলীর ভিন্নতা ইত্যাদি ফুটে উঠেছে। লাফুনতিনের গল্প উপাদান ও চরিত্র চিত্রায়নে পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

লাফুনতিন الثعلب و الديك নামক কাব্যকাহিনীটি শুরু করেন এইভাবে।

Sur la branch ed'un arbre etait en sentinelle un vieux coq adroit et matois.
Frere, dit un renard, adoucissant sa voix, Nous ne sommes plus en
qurelle: paix generale cette fois.
...
Car c'est double plaisir de tromperle.[১৩]

উসমান জালালের الديك و الثعلب কাহিনীটি লাফুনতিনের গল্পের গঠন ও বিষয়বস্তু থেকে তেমন ভিন্ন নয়। যদিও উসমান জালালের ভাষা কিছুটা সহজ এবং বিষয়বস্তু স্পষ্ট।

---

[১৩] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফুলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১১৯-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

উসমান জালাল তাঁর অনুবাদ কর্মে শিয়ালের মোরগের সাথে হঠকারিতার চিত্র এভাবে এঁকেছেন। শিয়াল গাছের উপর থেকে মোরগ খেতে নেমেছে, এটা মোরগ বুঝতে পেরে চিৎকার করতে থাকে, ফলে দুইটি কুকুর দৌড়িয়ে এসে হাজির হয়। আর কুকুর দুটি দেখে শিয়ালের ভয় পায় এবং পালিয়ে যায়। যেমন কবি বলেন,

و ها أي كلبين مقبلين　　　　عسى يكونان ساعيين

ففرع الثعلب الكلبين　　　　و فر يشكو لغراب البين [১৪]

মোরগ এ নাটকটি সাজিয়েছে ধূর্তবাজ শিয়ালকে ধোকা দিতে। শিয়াল তার ধূর্তামি থাকা সত্ত্বেও মোরগের পাতানো ফাঁদে আটকা পড়ে এবং ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে আহমাদ শাওকীর গল্পটি সুন্দর কাল্পনিক ইঙ্গিতবহ কবিতা। এখানে তিনি লাফুনতিনের পথ হুবহু অনুসরণ করেন নি। শাওকীর কবিতায় শিয়াল থেকে আত্মরক্ষার্থে মোরগ যে গাছে আশ্রয় নিয়েছিল সেই গাছের উল্লেখ নেই, , কবি শিয়ালকে উপদেশদাতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আর এখানে দুই কুকুরের প্রসঙ্গ আসেনি।

برز　الثعلب　يوما　　　　في الشعر الواعظينا

فمشى في الأرض يهذي　　　　و يَسُبُّ الماكرينا

و يقول　:　الحمد للّ　　　　ہِ إلهِ　العالمينا [১৫]

একদিন শিয়াল উপদেশ দাতার লেবাসে প্রকাশিত হল
অত:পর রাস্তায় হাটে আর পাগলের মত আবল তাবল বকে এবং প্রতারণাকারীদেরকে গাল মন্দ করে।
আর বলে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের অধিপতি আল্লাহ তায়ালার জন্য।

লাফুনতিন ও উসমান জালালের কবিতায় শিয়াল ভালবাসার প্রলোভন দেখিয়ে মোরগকে ঘায়েল করার যে চেষ্টা করেছিল তা শাওকীর কবিতায় শিয়ালের অনুশোচনায় রূপ নিয়েছে। তার কবিতায় দুই কুকুরের প্রসঙ্গ আসেনি। কবি এভাবেই লিখেছেন,

مخطئ من ظن يوما　　　　أن للثعلب دينا [১৬]

---

[১৪] উসমান জালাল, পৃ. ৯২।

[১৫] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. কবি আহমাদ শাওকী লাফুনতিন থেকে الأسد و الضفدع নামক গল্পটির উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি গল্পটিতে অল্প পরিবর্তন এনেছেন। লাফুনতিন এ গল্পটির শিরোনাম দিয়েছেন :
LA GRENOUILE AUI VEUTSE FAIRE AUSSI GROSSE QUELEBOEUF

উসমান জালালও কাহিনীটি আরবীতে অনুবাদ করেছেন الضفدع التي تريد أن تساوي الثور শিরোনামে। লাফুনতিনের গল্পে ষাঁড়ের চরিত্রটিকে শাওকী সিংহের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। তিনজন কবিরই গল্পের ভাবনা ও চিত্রায়ন যদিও এক কিন্তু শৈল্পিক অবকাঠামোতে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। গল্পটির বিষয়বস্তু 'অতি লোভে মৃত্যু'। এ বিষয়টি কবিরা ব্যাঙের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যাঙ বিশাল ষাঁড়ের সমান হতে চেয়েছিল। অবশেষে ফুলতে ফুলতে মৃত্যুই হল ব্যাঙের শেষ পরিণতি:
উসমান জালাল লিখেন,

و أخذت تتبع شرب الماء — و ملأت فوارغ الأحشاء
فانتفخت لوقتها وانفقعت — و حملتها أختها و رجعت
و هكذا ضلالها أوقعها — و النفس لا تحمل إلا وسعها [১৭]

অনুরূপভাবে, আহমদ শাওকীর বেশ কিছু কাহিনী আছে যার শিরোনাম, কাহিনী ও কাহিনীর চরিত্র প্রখ্যাত ফরাসি কথাশিল্পী লাফুনতিনের কাহিনীর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে পুরোপুরি মিল পাওয়া যায়।

দুই. আরব ও ইসলামী ঐতিহ্যের প্রভাব (التأثر بالتراث العربي الإسلامي)

আহমদ শাওকী আরব ও ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। আরব মর্যাদাবোধ ও ইসলামী প্রাচীন ঐতিহ্যবোধ তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয়। তিনি বেশ কিছু কাহিনী প্রাচীন আরব ঐতিহ্য ও ইসলামী ভাবধারার আলোকে রচনা করেছেন। দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ.) এর কিস্তি ও মহাপ্রলয়কারী প্লাবন যা সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করেছিল। এ ঐতিহাসিক বাস্তব কাহিনী নিয়ে আহমদ শাওকী নয়টি কাব্য কাহিনী রচনা করেন।

---

[১৬] প্রাগুক্ত।
[১৭] উসমান জালাল, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

যে গুলো নিম্নরূপ:

১. الدب في السفينة (নৌকায় ভালুক), ২. الثعلب في السفينة (নৌকায় শৃগাল), ৩. الليث و الذئب في السفينة (নৌকায় সিংহ ও নেকড়ে বাঘ), ৪. الثعلب و الأرنب في السفينة (নৌকায় শৃগাল ও খরগোশ), ৫. الأرنب و بنت عرس في السفينة (নৌকায় খরগোশ ও বেজি), ৬. الحمار في السفينة (নৌকায় গাধা), ৭. السفينة و الحيوانات (নৌকা ও প্রাণী), ৮. نوح عليه السلام و النملة في السفينة (নূহ আ.ও নৌকার পিঁপড়া), ৯. القرد في السفينة (নৌকায় বানর)।

যেমন কবি الثعلب في السفينة (নৌকায় শৃগাল) নামক কবিতায় বলেছেন,

أبو الحصين جال في السفينه　　فعرف السمين و السمينه

يقول : إن حاله استحالا　　و إن ما كان قديما زالا [১৮]

এ কাহিনীগুলো শিশু হৃদয়ে ইসলামী ঐতিহ্যের মূল্যবোধ জাগ্রত করবে এবং ভবিষ্যত জীবনে শিশুরা সব ধরণের প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় লাভ করবে।

অনুরূপভাবে হযরত সুলাইমান (আ.) যিনি পশু-পাখির কথা বুঝতেন এবং পশু-পাখির সাথে কথা বলতেন - যে যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শুধু সুলাইমান (আ.) কে দান করেছেন। এ ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা নিয়ে ৩টি কাহিনী কাব্য রচনা করেন। যেমন:

১. سليمان و الهدهد (সুলাইমান আ. ও হুদহুদ), ২. سليمان و طاؤوس (সুলাইমান আ. ও ময়ূর), ৩. سليمان عليه السلام و الحمامة (সুলাইমান আ. ও কবুতর)।

যেমন কবি আহমদ শাওকী . سليمان و طاؤوس (সুলাইমান আ. ও ময়ূর) নামক কবিতায় বলেন,

سمعت بأن طاووسا　　أتى يوما سليمانا

يجرّر دون وفْد الطي　　ر أذيالا و أردانا [১৯]

---

[১৮] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৪০।
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে কবি আহমদ শাওকী প্রাচীন আরবী সাহিত্য হতে একটি কাহিনী গ্রহণ করেছেন। যার শিরোনাম القُبَّرَة و ابنها (ভারুই পাখি ও তার তনয়)। এটি একটি শিক্ষণীয় কাহিনীকাব্য, যা পাখির ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

গল্পটি হলো: এক বাগানে এক ভারুই পাখি তার ছোট ছানাকে গাছের উপর থেকে উড়াল শেখানোর উদ্দেশ্যে উড়িয়ে দিল এবং বলতে লাগল, হে প্রিয় বৎস! দুর্বল ডানার উপর নির্ভর করে বসে থাকবে না। দাঁড়াও, আমার মত এক ডাল হতে অপর ডালে উড়াল দাও। কবি বলেন,

رأيت في بعض الرياض قبره   تُطيّر ابنها بأعلى الشجره

و هْيَ تقول : يا جمالَ العُشّ   لا تعتمدْ على الجناح الهشّ

و قفْ على عود بجنبِ عودِ   و افعل كما أفعلُ في الصُّعودِ [২০]

আমি এক বাগানে ভারুই পাখি দেখতে পেলাম

সে তার বাচ্চাকে গাছের উপর হতে উড়িয়ে দিল।

এবং সে বলতে লাগল, হে নীড়ের সৌন্দর্য অর্থাৎ প্রিয় বৎস!

দুর্বল ডানার উপর ভরসা করে বসে থেকো না।

এক ডাল হতে অপর ডালে যাও

আমি যেভাবে উপরের দিকে আরোহন করি তুমিও অনুরূপ কর।

কবি মূলত শিশুদের উপদেশ ও নসিহত করার উদ্দেশ্যে এ কাহিনীকাব্যটি রচনা করেন। প্রতিটি বস্তু পরিপূর্ণতা লাভ করতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন। তাকে অতটুকু সময় না দিয়ে তাড়াহুড়ো করলে বিপদে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু ছানাটি তখনও ভালোভাবে উড়াল শিখে নি, ফলে সে উপর থেকে বিভিন্ন ডালে ডালে আঘাত পেয়ে পেয়ে নিচে পড়ে গেল এবং তার হাঁটুদ্বয় ভেঙে যায়। ফলে তার আর উড়াল দেয়া হল না। অতঃপর বলতে লাগল, হায় আফসোস! যদি একটু বিলম্ব করতাম তাহলে উদ্দেশ্য সাধিত হত। কবি বলেন,

لكنه قد خالف الإشاره   لما أراد يُظْهِرُ الشطاره

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

و طار في الفضاء حتى ارتفعا   فخانه جناحُه فوقعا

فانكـ..ـرتْ في الحال رُكبتاه   و لم يَنَلْ من العُلا مُناهُ

و لو تأني نال ما تمنّى   و عاش طول عمره مُهَنّا [২১]

কিন্তু ছানাটি মার নির্দেশ লঙ্ঘন করল

যখন তার দক্ষতা জাহির করার খায়েশ হলো

এবং সে শূণ্যে উড়াল দিল যাতে উপরে উঠতে পারে

কিন্তু তার ডানা পরিপক্ক না হওয়ায় সে নিচে পড়ে গেল

তার হাঁটুদ্বয় ভেঙে যায়। তার উপরে উঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হল না।

হায়! যদি বিলম্ব করতাম, আমার উদ্দেশ্য সফল হত

আর সুদীর্ঘ সৌভাগ্য জীবন লাভ করতাম।

পরিশেষে একটি মূল্যবান উপদেশবানী দিয়ে গল্পটি ইতি টানলেন,

لكل شيئ في الحياة وقته   و غاية المستعجلين فوتُه!

জীবনে প্রতিটি বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

তাড়াহুড়াকারীদের উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, আহমদ শাওকী প্রাচীন ইসলামী ঐতিহ্য ও আরব মূল্যবোধে প্রভাবিত ছিলেন। তাই উক্ত বিষয়ে তিনি কাব্যকাহিনী রচনা করেন।

তিন. কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতা (التجارب الذاتية للشاعر)

আরবী সাহিত্য গগণে আহমদ শাওকীর মত অপর একটি নক্ষত্র অদ্যবধি উদিত হয় নাই। যাদের অবদানে আরবী সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্য দরবারে একটি সম্মানজনক স্থান দখল করে রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম আহমদ শাওকী। তাই তাঁর সমকালীন সকল কবি ও সাহিত্যিকগণ তাকে أمير الشعراء কবি সম্রাট

[২১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সুবিশাল। সে অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বেশ কিছু শিশুতোষ কবিতা ও কাব্যকাহিনী রচনা করেন।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো: الجدة (দাদী), الأم (মা), الهرة و النظافة (বিড়াল ও পরিচ্ছন্নতা), الرفق بالحيوان (প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ) ইত্যাদি। যেমন الجدة (দাদী) নামক কবিতার শুরুতে কবি বলেন,

لي جدة ترأفُ بي   أحنى عليّ من أبي

و كلُّ شيئ سرّني   تذهب فيه مذهبي [২২]

আমার একজন দাদী আছে, আমাকে খুব আদর করে, আমার পিতার চেয়েও আমার প্রতি অধিক দয়াশীল। যে সব কিছু আমাকে আনন্দ যোগায়, সে বিষয়ে সে আমার সাথে একমত পোষণ করে (অর্থাৎ আমি যা পছন্দ করি তা করতে দেয়)

উল্লেখযোগ্য কাব্যকাহিনী হলো: أنت و أنا (আমি ও তুমি), نديم البازنجان (বেগুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু), الفارة و القط (ইঁদুর ও বিড়াল), الثعلب و الديك (শৃগাল ও মোরগ), الغزال و الكلب (হরিণ ও কুকুর) ইত্যাদি। যেমন কবি الثعلب و الديك (শৃগাল ও মোরগ) নামক কাব্যকাহিনীটি শুরু করেন এভাবে,

برز الثعلب يوما   في شعار الواعظينا

فمشى في الأرض يهذي   و يسبُّ الماكرينا [২৩]

একদিন শিয়াল উপদেশ দাতার লেবাসে প্রকাশিত হল

অত:পর রাস্তায় হাটে আর পাগলের মত আবল তাবল বকে এবং প্রতারণাকারীদেরকে গাল মন্দ করে।

সঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: نشيد مصر (মিশরী সঙ্গীত), نشيد الكشافة (স্কাউট সঙ্গীত)। نشيد مصر (মিশরী সঙ্গীত) নামক সঙ্গীতের শুরু হয় এভাবে,

بني مصرٍ مكانُكمو تهيّا   فهيّا مهِّدوا للملك هيّا

خذوا شمس النهار له حليّا   ألم تكُ تاج أوّلكم مليّا ؟ [২৪]

---

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ওহে মিশরের সন্তানেরা, তোমাদের স্থান প্রস্তুত হয়েছে। এসো, তোমাদের রাজত্বের পথ সুগম করার জন্য তাড়াতাড়ি এসো।

দিনের সূর্যকে তোমরা তার (রাজত্বের) জন্য অলংকার হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের পুরুষদের রাজত্বের মুকুট কি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এ সবগুলো তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত।

২.২ কাহিনীমালার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা : (تعدد مضمون الحكايات)

আহমদ শাওকী তাঁর কাব্যগুলো হরেক রকম বিষয়ে সাজিয়েছেন। আর এর পশ্চাতে রয়েছে হরেক রকম উদ্দেশ্য সাধন। কোন কোন কাব্য শিশুদের চারিত্রিক দীক্ষা ও মানবিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে রচিত। কোন কোন কাব্য রাজনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে রচিত । কোন কোন কাব্য শিশুদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার মানসে রচিত। আবার কোন কোন কাব্য আনন্দ ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে রচিত। আহমদ শাওকী লাফুনতিন ও উসমান জালালের মত একটি বিষয়ে কাব্য রচনা করেন নাই। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত এর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

ولم تقف حكايات شوقي عند قيمة واحدة ، أو فكرة واحدة ، كما صنع لافونتين أو محمد عثمان جلال .[২৫]

(আহমদ শাওকীর কাব্যকাহিনীগুলো একটি মূল্যবান বিষয়ে অথবা একটি চিন্তাধারায় সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমনটি করেছিলেন লাফুনতিন অথবা মুহাম্মদ উসমান জালাল।)

আর শিশুরা একটি বিষয়ে একাধিক গল্প পড়তে গিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তাই শিশুদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখার জন্য আহমদ শাওকী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর কাব্যকাহিনীগুলো সাজিয়েছেন। তাঁর কাব্যকাহিনীগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মূলতঃ ৪টি লক্ষ্য সামনে রেখে এগুলো রচনা করেছেন। বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

১. المغزي السياسي (রাজনৈতিক তাৎপর্য)

২. المغزي الأخلاقي التربوي (নৈতিক ও শিক্ষামূলক তাৎপর্য)

---

[২৫] আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুল নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৬৮।

৩. المغزي الوطني القومي (স্বদেশী ও জাতীয় মূল্যবোধের উদ্দেশ্যে)

৪. المغزي الفكاهي الاجتماعي (সামাজিকভাবে রসিকতা ও আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে)

নিম্নে উপরোক্ত ৪টি উদ্দেশ্যে রচিত আহমদ শাওকীর কাব্যকাহিনীগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল-

এক. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য (المغزي السياسي)

আহমদ শাওকী তৎকালীন মিশরীয় রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসকবর্গের কার্যকলাপ নিয়ে বিভিন্ন কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

نديم الباذنجان (বেগুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু), سليمان و الطاؤوس (সুলাইমান আ. ও ময়ূর), ولي العهد الأسد (সিংহ, যুবরাজ ও গাধার ভাষণ), الدب في السفينة (নৌকায় ভালুক) ও الثعلب و الديك (মোরগ ও শিয়াল), أمة الأرنب و الفيل (খরগোশের মা ও হাতি), الأسد و الضفدع (সিংহ ও ব্যাঙ) ইত্যাদি। এ সকল কাহিনীগুলোতে পশু বা পাখির চিত্র প্রতীকী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ সকল কাহিনীগুলোর মর্ম শিশুরা সহজে অনুধাবন করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

يستطيع الأطفال في الحكاية السابقة – قد أثبتنا كاملة – أن يدركوا المعنى القريب لأول وهلة بل و أن يضحكوا عند سماعها أو قراءتها ، على عكس إمكانية إدراكهم للمغزى السياسي الذي ترمز إليه الحكايات المماثلة التي تتناول مواقف الحكام و الساسة ، و شؤون السياسة ، و قضايا حرية الفرد ، و استقلال الوطن[২৬]

(উল্লেখিত কাহিনীটি শিশুরা শোনা বা পড়ার সাথে সাথেই অর্থ বুঝে ফেলবে এবং তারা হেসে দিবে। তবে হ্যাঁ ঐ সমস্ত কাহিনী যেখানে রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেগুলো শিশুদের বোধশক্তির অনেক বাইরে।)

দুই. শিক্ষণীয় ও চারিত্রিক তাৎপর্য (المغزي الأخلاقي التربوي)

আহমদ শাওকী অধিকাংশ কাব্য ও কাব্য-কাহিনী শিশুদের উন্নত চরিত্র গঠনমূলক এবং শিশুদের জীবন চলার পথে শিক্ষণীয় পাথেয়। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। ভবিষ্যত জীবনে শিশুরা যেন

---

[২৬] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ধোকা বা প্রতারণার শিকার না হয় এ বিষয়ে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কাব্যকাহিনী রচনা করেন। যেমন:

- الثعلب و الديك। নামক কাহিনীতে ধোকাবাজ ও প্রতারকদের উপদেশ ও নসীহত কর্ণপাত না করার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা এটি একটি প্রতারণার ফাঁদ বা কৌশল। যেমন তিনি উক্ত কাহিনীর শেষ পংক্তিতে উল্লেখ করেন,

مخطئ من ظن يوما　　　أن للثعلب دينا

যে ধারণা করে যে, শিয়ালের ধর্ম আছে তবে সে ভুলের মধ্যে আছে।

- الكلب و الحمامة। নামক কাহিনীতে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে অন্যের উপকার করে একদিন সে নিজেও উপকৃত হবে। কাহিনীটির ইতি টানেন এ বলে,

الناس بالناس　　　من يُعِنْ يُعَنْ

মানুষ মানুষের তরে। যে উপকার করে সে উপকার পায়।

- اليمامة و الصياد নামক কাহিনীতে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কথা বলে সে নিরাপদে থাকে। অন্যথায় তার কথা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কবি কাহিনীটি শেষ করেন কবুতরের কণ্ঠে:

ملكت نفسي　　　لو ملكت منطقي

যদি আমার কথা নিয়ন্ত্রণে থাকত তাহলে আমি নিরাপদ থাকতাম।

- الكلب و الببغاء। নামক কাহিনীটি রচনা করেন হিংসুক ও পরশ্রীকাতর ব্যক্তিদের থেকে সতর্ক থাকার উপদেশ প্রদান করে। টিয়া পাখির সুন্দর কথার দরুন সবাই তাকে ভালোবাসে। এটা কুকুর সহ্য করতে পারছেনা। একদিন কৌশল করে টিয়া পাখির জিহ্বা কামড় দিয়ে কেটে ফেলল আর বলতে লাগল,

و ما لها عندي من ثأر يعدّ　　غير الذي سموه قدما بالجسد !

কোন প্রতিশোধ হিসেবে আমি এ কাজ করেছি তা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বরং আমি হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ তার জিহ্বা কেটে দিয়েছি। তার সাথে আমার হিংসা বিদ্বেষ ছাড়া কোন প্রতিশোধ ছিল না।

- الثعلب الذي انخدع নামক কাহিনীতে মিথ্যার কুফল বর্ণনা করা হয়েছে।
- القبرة و ابنتها নামক কাহিনীতে তাড়াহুড়ার কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রতিটি বস্তু বা কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। উক্ত সময়ের আগে কেহ যদি কোন কিছু তাড়াতাড়ি পেতে চায় তাহলে হতাশ হবে। শেষ পর্যায়ে কবি বলেন,

لكل شيئ في الحياة وقته و غاية المستعجلين فوته !

জীবনে প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তাড়াহুড়াকারীদের উদ্দেশ্য বিফল হয়।

এভাবে তাঁর অধিকাংশ কাব্যকাহিনীগুলোতে গল্প বলার ছলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যা শিশুদের ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজে দিবে। ড. আলী আল হাদীদী বলেন,

قد منح شوقي لونا من المعرفة الواعية بنوع الأدب الذي يقدمه للأطفال . فأعطاهم به صورا من مجتمعهم الذي سيعيشون فيه ، و ألوانا من مشكلات الحياة التي سيواجهونها فيما بعد [২৭]

অর্থাৎ আহমদ শাওকী শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুদেরকে সচেতনতা ও সতর্কতার জ্ঞান প্রদান করেছেন। তিনি শিশুদের নিকট তারা যে সমাজে বসবাস করবে সে সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হবে তা তুলে ধরেছেন।

আহমদ শাওকীর পশু পাখির কণ্ঠে এ সকল কাহিনী রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশুরা এ সাহিত্য অধ্যয়নে সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদনের পাশাপাশি তারা প্রজ্ঞাময় জ্ঞান লাভে ধন্য হবে। আহমদ শাওকীর তাঁর দীওয়ান 'আশ শাওকিয়্যাত' এর ভূমিকায় বলেন,

و أتمنى لو وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين ، ممثلا جعل الشعراء للأطفال في البلاد المتمدنة ، منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة و الأدب من خلالها على قدر عقولهم.[২৮]

---

[২৭] ড. আলী আল হাদীদী, *ফী আদাবিল আতফাল* (কায়রো: মাকতাবাতুল আনজিলূ আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯২), পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

[২৮] কবি তার দিওয়ান, ديوان الشوقيات যা ১৩১৭ হি./১৮৯৮ খ্রি. তে সর্বপ্রথম প্রকাশ হয়। তার প্রথম মুদ্রণে অতিরিক্ত সংযোজিত ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে এই আহ্বান ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

(আমি আকাঙ্খা করলাম যে, আল্লাহ তাওফীক দিলে আমি মিশরীয় শিশুদের জন্য উন্নত বিশ্বের শিশুদের ন্যায় সহজ বোধগম্য কবিতা রচনা করব, যার মাধ্যমে শিশুরা স্বীয় মেধা ও প্রজ্ঞা অনুপাতে সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করবে।)

তিন. স্বদেশী ও জাতীয় মূল্যবোধ মূলক তাৎপর্য (المغزى الوطني القومي)

আহমদ শাওকী শিশুদের মধ্যে স্বদেশের মর্যাদা ও জাতীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কাব্যকাহিনী ও সঙ্গীত রচনা করেন। তৎকালীন সময়ে মিসরে উপনিবেশ শাসক ছিল। তাই বিদেশী দখলদারদের হাত থেকে দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এ ধরণের কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। যেমন الديك و الثعلب নামক কাব্যকাহিনীতে জাতীয় মূল্যবোধের আহ্বান জানানো হয়েছে। কবি এখানে মোরগ ও শিয়ালের চরিত্র প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। মোরগকে তলব করা হয়েছে ফজরের আযান দেয়ার জন্য। মূলতঃ এ আযান নামাজের জন্য নয়। এ আযান হলো মিশরবাসীকে তাদের জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের আযান। তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

فالحكاية في أحد مقاصدها ترمز إلى الوعي القومي الذي بدأ ينمو – يومئذ – في نفوس المصريين ، فالديك نبوءة الفجر ، و يقظة الصباح و الإطلال الجديدة على الوعي ، و المطالبة بالاستقلال و هو أيضا البشارة التي تفصح عن نجاح الشعب في مقاومة احتيال المحتل / الثعلب ،[২৯]

(এ কাহিনীটি জাতীয় সচেতনতার প্রতি ইঙ্গিত করে যা তৎকালীন মিশরবাসীদের অন্তরে দানা বাঁধতে শুরু করছিল। এখানে মোরগ নতুন ঊষা, নব জাগরণ ও স্বাধীনতাকামী মনোভাবের পূর্বাভাস। এ কবিতাটি শিয়ালের হঠকারিতা প্রতিরোধের আড়ালে যেন উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।)

অনুরূপভাবে الأرنب و بنت عرس في السفينة (নৌকায় খরগোশ ও বেজী) নামক কাহিনীতে সমগোত্রীয় বা স্বদেশীদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিপদে পড়ে বিজাতি বা ভিনদেশী শত্রুর নিকট সাহায্য তলব না করে ধৈর্য ধারণ করে বিলম্বে হলেও স্বজাতি বা আপনজনদের নিকট হতে সাহায্য নেয়

---

[২৯] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

উচিত। শিশুদের মনে এ মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে আহমদ শাওকী الأرنب و بنت عرس في السفينة (নৌকায় খরগোশ ও বেজী) নামক কাহিনীটি রচনা করেন।

কাহিনীটির শেষ প্রান্তে খরগোশের কণ্ঠে বিজাতিকে প্রত্যাখ্যান করে স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় আস্থার বর্ণনা এভাবে এসেছে,

ما لي و ثوق ببنات عرس　　　　إني أريد داية من جنس

"অতঃপর খরগোশ বলল হে আমার প্রতিবেশী। এ ভালবাসার পশ্চাতে রয়েছে বিপদ। আমি বেজির প্রতি আস্থাশীল না। তাই আমি খরগোশ ধাত্রীর প্রত্যাশা করছি।"

এ ধরণের কাব্য-কাহিনীতে কবি শিশুদেরকে শত্রুর সম্পর্কে সতর্ক থাকার শিক্ষা প্রদান করেছেন। শত্রু অনেক সময় মিত্রের লেবাস ধারণ করে ক্ষতি সাধন করতে চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে স্বজাতীয় লোকদেরকে প্রাধান্য দিবে। বিদেশীদের তুলনায় দেশীদেরকে আপন মনে করবে। বিদেশীরা যতই আপনের লেবাস ধারণ করে তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না।

এ ধরণের স্বদেশী ও জাতীয় মূল্যবোধ মূলক তাৎপর্যপূর্ণ বেশ কিছু কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন।

চার. সামাজিকভাবে রসিকতা ও আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে (المغزي الفكاهي الاجتماعي)

আহমদ শাওকী হাস্য-রসাত্মক ও কৌতুকমূলক কয়েকটি কাব্যকাহিনী রচনা করেন। এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেমন, তাঁর কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর ৪র্থ খন্ডের 'الحكايات' নামক অধ্যায়ের প্রথম কাব্যকাহিনী 'أنت و أنا' (তুমি ও আমি) কৌতুকচ্ছলে রচনা করেন।

অনুরূপভাবে আহমদ শাওকীর রচিত 'الحمار في السفينة' নামক কবিতাটিও তাঁর কৌতুকমূলক কাব্যকাহিনী। ঘটনাটি সত্যিই হাস্যকর। নূহ আ. এর নৌকায় একটি গাধা ছিল। একদিন রাতের আঁধারে গাধাটি নৌকা হতে পানিতে পড়ে যায়। তার বন্ধুরা তাকে হারানোর বেদনায় কাঁদতে লাগল। অতঃপর সকালে একটি ঢেউ তাকে নিয়ে নৌকার কাছে এসে বলল, তোমরা তাকে নিয়ে যাও। সে নিরাপদে আছে। আমি তাকে গ্রাস করি নাই। কারণ আমি তাকে ভক্ষণ করে আমার পেট নষ্ট করতে চাই না। কবি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

سقط الحمار من السفينة في الدجى   فبكى الرفاقُ لفقده ، و ترحّموا

حتى إذا طلع النهارُ أتت به   نحو السفينة موجةٌ تتقدمُ

قالت : خُذُوا كما أتاني سالما   لم أبتلعه ، لأنه لا يُهضَمُ ! [৩০]

গাধাটি জাহাজ থেকে এক রাতে পড়ে গেল

অতঃপর বন্ধুরা তার বিরহে কাঁদতে লাগল এবং সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল।

যখন দিবস উদিত হল তখন আসল

নদীর ঢেউগুলো জাহাজের দিকে।

তারা বলল, তোমরা একে নাও যেভাবে আমার কাছে ছিল নিরাপদে

আমি একে গ্রাস করি নাই। কারণ সে আমার পেটে হজম হবে না।

২.৩ সহজ-সরল ও ছোট ছন্দের ব্যবহার (استعمال البحور الشعرية القصيرة و الخفيفة)

কবি আহমদ শাওকী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শিশুতোষ কাব্য-কাহিনীগুলো রচনা করেছেন। তিনি শিশুদের বয়স, মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে ছোট ও সহজ بحر (ছন্দের)[৩১] ব্যবহার করেছেন। তাঁর অধিকাংশ শিশুতোষ কাব্য رجز ছন্দে রচিত। তাঁর ৫৫টি শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর মধ্যে ৩৯টি رجز ছন্দে রচিত। কখনো কখনো সহজ সরল করার লক্ষ্যে رجز ছন্দের খণ্ডিত (مجزوء الرجز) রূপে কবিতা রচনা করেন। যেমন: الوطن (মাতৃভূমি), الأم (মা), ضيافة القطة (বিড়ালের আপ্যায়ন), حكاية الخفاش و مليكة الفراش (বাঁদুড় ও রাজা প্রজাপতির কাহিনী) নামক কবিতাগুলো رجز ছন্দের খণ্ডিতরূপে (مجزوء الرجز) রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন:

---

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

[৩১] সাইয়্যেদ আহমদ হাশেমী بحر বা ছন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, البحر هو الوزن الخاص الذي على مثاله يجري الناظم অর্থাৎ البحر এমন একটি নির্দিষ্ট وزن যার অনুসরণে কবি তার করিতা রচনা করেন। (*জাওয়াহিরুল বালাগাহ*,কায়রো, ১৯২২)। আরবীতে بحر বা ছন্দ মোট ১৬টি। যথা: ১. 'আত তাবীল' (الطويل), ২. 'আল মাদীদ' (المديد), ৩. 'আল বাসীত' (البسيط), ৪. 'আল ওয়াফির' (الوافر), ৫. 'আল কামিল' (الكامل), ৬. 'আল হাযাজ' (الهزج), ৭. 'আর রাজায' (الرجز), ৮. 'আর রামাল' (الرمل), ৯. 'আস সারী' (السريع), ১০. 'আল মুনসারিহ' (المنسرح), ১১. 'আল খাফীফ' (الخفيف), ১২. 'আল মুদারি' (المضارع), ১৩. 'আল মুকতাদাব' (المقتضب), ১৪. 'আল মুজতাছ' (المجتث), ১৫. 'আল মুতাকারিব (المتقارب), ১৬. 'আল মুতাদারিক' (المتدارك)।

Dhaka University Institutional Repository

فطن الشاعر إلى جانب موهبته الشعرية في الإبداع إلى أهمية النظم في القوالب الشعرية ذات البحور الشعرية القصيرة و المجزوءة و الخفيفة ... ينظم أكثر من خمسين بالمائة من الحكايات من بحر الرجز (في صيغته التامة و المجزوءة)

অনুবাদ: কবি আহমদ শাওকী তার কাব্যিক প্রতিভার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত, খণ্ডিত এবং সহজ সরল ছন্দে কবিতা রচনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে নতুনত্ব সৃষ্টিতে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তার রচিত কাব্যকাহিনীগুলোর মধ্যে শতকরা ৫০টি কবিতা الرجز ছন্দে রচনা করেন। (কখনো কখনো পূর্ণরূপে আবার কখনো কখনো সহজতর করার লক্ষ্যে খণ্ডিত রূপে কাব্য-কাহিনী রচনা করেন।

الرجز ছন্দের কাব্যকাহিনী

الرجز ছন্দের تفعيلة (মাত্রা নিরূপক ছন্দ) হলো :

مستفعلن مستفعلن مستفعلن   مستفعلن مستفعلن مستفعلن[৩২]

আর এটাই হলো رجز ছন্দের وزن

১. নিম্নে الرجز ছন্দের রচিত কয়েকটি কাব্যকাহিনীর বিবরণ তাকতী'[৩৩] (ছন্দ বিশ্লেষণ) সহ উপস্থাপন করা হলো।

---

[৩২] এই بحر এ خبن, طي , التذييل, القطع এবং خبل ইত্যাদি تغييرات বা পরিবর্তন হতে পারে। সুতরাং مُسْتَفْعِلُنْ - خبن এর সময় مُتَفْعِلُنْ/مُفَاعِلُنْ , طي এর সময় مُفْتَعِلُنْ/مُسْتَعِلُنْ এবং خبل এর সময় فَعِلَتُنْ/مُتَعِلُنْ , قطع এর সময় مَفْعُوْلُنْ/مُسْتَفْعِلْ এবং تذييل এর সময় مُسْتَفْعِلَانْ/مُسْتَفْعِلُنْنْ হয়ে যাবে।

[৩৩] التقطيع শব্দটি قطع শব্দ হতে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো কর্তন করা, পৃথক করা। পরিভাষায় التقطيع হলো:

التقطيع هو تقسيم البيت إلى أقسام بقدر أجزاء ميزانه بحيث أن كل قسم يطابق الجزء المقابل له مطابقة تامة في عدد الحروف المتحرك منها و الساكن مع قطع النظر عن خصوص الحرف و الحركة . (সাইয়্যেদ আহমাদ আল হাশেমী, জাওয়াহিরুল বালাগাহ, পৃ. ২৬২)

التقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ) করতে গিয়ে সব সময় البيت এর উচ্চারণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। উচ্চারিত অক্ষরই কেবল মাত্রা নির্ণয়ে ধরা হবে যদিও সেটা আক্ষরিক ভঙ্গিতে লিখিত আকারে প্রকাশ না পায়। যেমন حرف المشدد এর মধ্যে দুইটি হরফ থাকে। প্রথমটি ساكن আর দ্বিতীয়টি متحرك । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, مُحَمَّدٌ শব্দটি লিখতে যদিও মাঝখানের ميم অক্ষরটি একবার লেখা হয়েছে, তবুও সেখানে দুইটি ميم রয়েছে। প্রথমটি ساكن আর দ্বিতীয়টি متحرك । যথা: مُحَمْمَدٌ । আর ছন্দ নির্ণয়ে এভাবেই লিখতে হয়।

تنوين কে نون ساكن ধরা হয়। যথা: فاعلٌ - فَاعِلُنْ । এছাড়া البيت এ লেখা হলেও যদি কোন অক্ষর পড়ার সময় উচ্চারিত না হয়, তবে ছন্দ নির্ণয়ে ধরা হবে না। মনে করতে হবে তা যেন লেখাই হয়নি। যথা: حرف المشددة এর পূর্বে ব্যবহৃত معرفة এর ال । যেমন نظمت الشّعر ।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) কবির الحكايات (কাব্য-কাহিনী) নামক অধ্যায়ের প্রথম কাব্য-কাহিনীটি "أنت و أنا" رجز ছন্দে রচিত।

যেমন:

১. يحْكُوْنَ أنّ رَجُلاً كُرْدِيًّا   كَانَ عَظِيْمُ الْجِسْمِ هَمْشَرِيًّا [৩৪]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

هَمْشَرِيْيَنْ	مُلْجِسْمِي	كَانَعَظِيْ		كُرْدِيْيَنْ	نَرجُلَنْ	يحْكُوْنَ أَنْ
فَاعِلاَتُنْ	مفعولن (القطع)[৩৭]	مُفْتَعِلُنْ (الطي)[৩৬]		مَفْعُوْلُنْ (القطع)	فَعِلَتُنْ (الخبل) [৩৫]	مُسْتَفْعِلُنْ

২. وَ كَانَ يُلْقِيْ الرُّعْبَ فِي الْقُلُوْبِ   بِكَثْرَةِ السِّلاَحِ فِي الْجُيُوْبِ . [৩৮]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

جُيُوْبِيْ	سِلاَحِفِلْ	بِكَثْرَتِسْ		قُلُوْبِيْ	قِرْرُعْبَفِيْ	وَ كَانَ يُلْ
مُتَفْعِلْ	مُتَفْعِلُنْ (الطي)	مُتَفْعِلُنْ		مُتَفْعَلْ	مُسْتَفْعِلُنْ	مُتَفْعِلُنْ (الطي)

(খ) অনুরূপভাবে نديم البازنجان নামক দ্বিতীয় কাহিনীকাব্যটিও رجز ছন্দের রচিত। যেমন:

১. كَانَ لِسُلْطَانٍ نَدِيْمٌ وَافِ   يُعِيْدُ مَا قَالَ بِلاَ اخْتِلاَفِ . [৩৯]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

এখানে الشعر শব্দের ال ধর্তব্য নয়। কারণ উচ্চারণ যেভাবে হবে تقطيع এর সময় সেভাবেই লিখতে হবে। যেমন نَظْمُشْ شِعْرْ । (মীযানুয যাহাব ফী সানা'আতি শি'ইরিল আরব, পৃ. ২১।)

[৩৪] আহমদ শাওকী, আশ শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১০৫।

[৩৫] শব্দের ছাকিন বিশিষ্ট দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ বিলুপ্ত হলে তাকে خبل বলা হয়।

[৩৬] শব্দের ছাকিনবিশিষ্ট চতুর্থ বর্ণ বিলুপ্ত হলে তাকে الطي বলা হয়।

[৩৭] الوتد المجموع এর শেষ বর্ণ বিলুপ্ত করে তার পূর্বের বর্ণকে ساكن করাকে القطع বলা হয়।

[৩৮] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১০৫।

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

كان لِسُلْ	طَانِنْدي	مُنْوَافِنْ		يُعِيْدُمَا	قَالِبَلَخْ	تِلَافِي
مُسْتَعِلُنْ (الطي)	مُسْتَفْعِلُنْ	مَفْعُوْلُنْ (القطع)		مُفَاعِلُنْ (الخبن)[80]	مُسْتَعِلُنْ (الطي)	مُفَاعِلْ

২. وَ قَدْ يَزِيْدُ فِيْ الثَّنَا عَلَيْهِ   إِذَا رَأَى شَيْئًا حَلاَ لَدَيْهِ.[81]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

وَقَدْيَزِي	دُفِثْثَنَا	عَلَيْهِي		إِذَا رَأَا	شَيْئَنْحَلَا	لَدَيْهِي
مُتَفْعِلُنْ (الخبن)	مُفَاعِلُنْ (الخبن)	مُفَاعِلْ		مُفَاعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ	مُفَاعِلْ

(গ) مجزوء الرجز (رجز ছন্দের খণ্ডিত রূপ)

কবি কখনো কখনো رجز ছন্দের পুরো وزن এ কবিতা রচনা না করে খণ্ডিত রূপে কবিতা রচনা করেছেন।

مجزوء الرجز এর রূপ হলো

مستفعلن مستفعلن   مستفعلن مستفعلن

ضيافة القطة (বিড়ালের আপ্যায়ন) নামক কাব্য-কাহিনীটি مجزوء الرجز রূপে রচিত। কবি বলেন:

১. لَسْتُ بِنَاسٍ لَيْلَةً   مِنْ رَمَضَانَ مَرَّ تِ[82]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

لَسْتُبِنَا	سِنْلَيْلَتَنْ		مِنْرَمَضَا	نَمَرْرَتِي
مُفْتَعِلُنْ (الطي)	مُسْتَفْعِلُنْ		مُفْتَعِلُنْ	مُفَاعِلُنْ (الخبن)

২. تَطَاوَلَتْ مِثْلَ لَيَا   لِي الْقُطْبِ وَ اكْفَهَرَّتِي[83]

---

[80] শব্দের ছাকিনবিশিষ্ট দ্বিতীয় বর্ণ বিলুপ্ত হলে তাকে الخبن বলা হয়।

[81] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১০৬।

[82] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

فَهَرْرَتِي	لِلْقَطْبُوكْ		بِتْلَلِيَا	تَطاوَلتْ
مُفَاعِلُنْ (الخبن)	مُسْتَفْعِلُنْ		مُفْتَعِلُنْ (الطي)	مُفاعِلُنْ (الخبن)

(ঘ) الصياد و العصفورة নামক কাব্য-কাহিনীটিও رجز ছন্দে রচিত। যার শুরু

১. حِكَايَةُ الصَّيَّادِ وَ الْعُصْفُوْرِهِ   صَارَتْ لِبَعْضِ الزَّاهِدِيْنَ صُوْرَهْ [৪৪]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

نَصُوْرَهُوْ	ضِرْزَاهِدِيْ	صَارَتْلِبَعْ		عُصْفُوْرِهِيْ	صَيْيَادِوَلْ	حِكَايَتُصْ
مُفَاعِلُنْ (الخبن)	مُسْتَفْعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ		مُسْتَفْعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ	مُفَاعِلُنْ (الخبن)

২. مَا هَزَؤُوْا فِيْهَا بِمُسْتَحِقٍّ   وَ لاَ أَرَادُوْا أَوْلِيَاءَ الْحَقِّ . [৪৫]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

ءَلْحَقْقِيْ	دُوْأَوْلِيَا	وَلاَأَرَا		تَحِقْقِنْ	فِيْهَابِمُسْ	مَاهَزَؤُوْ
مَفْعُوْلُنْ (القطع)	مُسْتَفْعِلُنْ	مُفَاعِلُنْ (الخبن)		مُفَاعِلْ	مُسْتَفْعِلُنْ	مُفْتَعِلُنْ (الطي)

(ঙ) العصفور و الغدير المهجور নামক কাব্য-কাহিনীটিও رجز ছন্দে রচিত।

১. أَلَمَّ عُصْفُوْرٌ بِمَجْرَى صَافِ   قَدْ غَابَ تَحْتَ الغَابِ فِي الْأَلْفَافِ . [৪৬]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

---

[৪৩] প্রাগুক্ত।
[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
[৪৫] প্রাগুক্ত।
[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

أَلْمَغْص	فَوْرَنْ بِمَجْ	رَنْصافِي		قَدغَابَتَحْ	تَلْغَابِفِلْ	أَلْفَافِي
مُفاعِلُنْ (الخبن)	مُسْتَفْعِلُنْ	مَفْعُوْلُنْ (القطع)		مُسْتَفْعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ	مَفْعُوْلُنْ (القطع)

২. يَسْقِي الثَّرَى مِنْ حَيْثُ لاَ يَدْرِي الثَّرَى   خَشْيَةَ أَنْ يُسْمَعَ عَنْهُ ، أَوْ يُرَى [৪৭]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

يَسْقِثْثَرَا	مِنْحَيْ ثُلاَ	يَدْرِثْثَرَا		خَشْيَتَأَنْ	يُسْمَعَ عَنْ	هُأَوْيُرَا
مُسْتَفْعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ		مُفْتَعِلُنْ (الطي)	مُفْتَعِلُنْ (الطي)	مُفاعِلُنْ (الخبن)

(চ) الأفعي النيلية و العقربة الهندية নামক কাব্য-কাহিনীটিও الرجز ছন্দে রচিত। যার সূচনা হলো:

১. وَ هذِهِ وَاقِعَةٌ مُسْتَغْرِبَةٌ   فِي هَوَسِ الأَفْعَى وَ خُبْثِ العَقْرَبَةِ [৪৮]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

وَهَاذِهِي	وَاقِعَتُنْ	مُسْتَغْرِبَهْ		فِيْ هَوَسِلْ	أَفْعَاوَخُبْ	ثِلْعَقْرَبَهْ
مُفاعِلُنْ	مُفْتَعِلُنْ (الطي)	مُسْتَفْعِلُنْ		مُفْتَعِلُنْ (الطي)	مُسْتَفْعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ

২. رَأَيْتُ أَفْعَى مِنْ بَنَاتِ النَّيْلِ   مُعْجَبَةً بِقَدِّهَا الْجَمِيلِ [৪৯]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

رَأَيْتُ أَفْ	عَامِنْ بَنَا	تِنْنِيْلِي		مُعْجَبَتَنْ	بِقَدْدِهَلْ	جَمِيْلِي
مُفاعِلُنْ (الخبن)	مُسْتَفْعِلُنْ	مَفْعُوْلُنْ (القطع)		مُفْتَعِلُنْ (الطي)	مُفاعِلُنْ (الخبن)	مَفَاعِلْ

এভাবে তিনি ৩৯টি কাব্য رجز ছন্দের রচনা করেছেন।

(ছ) অনুরূপভাবে حكاية الخفاش و مليكة الفراش নামক কাব্য-কাহিনীটিও مجزوء الرجز ছন্দরূপে রচিত।

---

[৪৭] প্রাগুক্ত।

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

[৪৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

١. مرّت على الْخُفَاش   مَلِيْكَةُ الفَرَاش [৫০]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

فَرَاشِيْ	مَلِيْكَتُلْ		خُفَاشِيْ	مَرْرَتْعَلَل
مَفَاعِلْ	مَفَاعِلُنْ (الخبن)		مَفَاعِلْ	مُسْتَفْعِلُنْ

٢. تَطِيْرُ بِالْجُمُوْعِ   سَعْيًا إِلَى الشُّمُوْعِ [৫১]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

شُمُوْعِي	سَعْيَنْ إِلَشْ		جُمُوْعِيْ	تَطِيْرُبِلْ
مَفَاعِلْ	مُسْتَفْعِلُنْ		مَفَاعِلْ	مَفَاعِلُنْ

(২) الرمل ছন্দের কাব্যকাহিনী

কবি الرمل ছন্দেও বেশ কিছু কাব্য-কাহিনী রচনা করেন। তিনি ৭টি কাব্য الرمل ছন্দে রচনা করেন। الرمل ছন্দের وزن হলো:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن   فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن [৫২]

(ক) কবির আশ শাওকিয়্যাতের حكايات নামক অধ্যায়ে العجل و الثعلب و الأسد নামক কবিতাটি الرمل ছন্দে রচিত:

١. نَظَرَ اللَّيْثُ إِلَى عَجَلٍ سَمِيْنْ   كَانَ بِالقُرْبِ عَلَى غَيْطٍ أَمِيْنْ [৫৩]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

---

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

[৫১] প্রাগুক্ত।

[৫২] এই بحر এর حشو পর্বে خبن হতে পারে। সুতরাং فاعلاتن তখন فعلاتن হয়ে যাবে। এটাই উত্তম।

[৫৩] আহমদ শাওকী, আশ শাওকিয়্যাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

طِنَأْمِيْنْ	بعَلى غيْ	كانَ بالقُرْ		لنْسِمِيْنْ	ثُبالا عَ	نَظرَلْلِي
فَاعِلاَنْ	فَعِلاَتُنْ	فَاعِلاَتُنْ		فَاعلاتْ (الكف)[৫৫]	فَعلاتُ (الشكل)[৫৪]	فَعِلاتُنْ

২. فَاشْتَهتْ مِنْ لَحْمِهِ نَفْسُ الرَّئِيْسْ   وَكَذَا الْأَنْفُسُ يُصْبِيْهَا النَّفِيْسْ [৫৬]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

هُنْنَفِيْسُوْ	فُسُيُصْبِيْ	وَكَذَلْأَنْ		سُرْرَئِيْسِيْ	لَحْمِهِيْ نَفْ	فَشْتَهَتْ مِنْ
فَاعِلاَتُنْ	فَعِلاَتُنْ (الخبن)	فَعِلاَتُنْ (الخبن)		فَاعِلاَتُنْ	فَاعِلاَتُنْ	فَاعِلاَتُنْ

(খ) অনুরূপভাবে কবি কখনো কখনো مجزوء الرجز (رجز ছন্দের খণ্ডিতরূপ) এর মত مجزوء الرمل (رمل এর খণ্ডিতরূপে) কবিতা রচনা করেছেন। যেমন: الثعلب و أم الذئب (শৃগাল ও নেকড়ের মা) নামক কাব্য-কাহিনীটি مجزوء الرمل ছন্দে রচিত।

১. كَانَ ذِئْبٌ يَتَغَذَى   فَجَرَتْ فِي الزَّوْرِ عَظْمَهْ [৫৭]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

زَوْرِعَظْمَهْ	فَجَرَتْ فِزْ		يَتَغَدْدَى	كَانَ ذِئْبُنْ
فَاعِلاَتُنْ	فَعِلاَتُنْ (الخبن)		فَعِلاَتُنْ (الخبن)	فَاعِلاَتُنْ

২. أَلْزَمَتْهُ الصَّوْمَ حَتَّى   فَجَعَتْ فِي الرُّوْحِ جِسْمَهْ [৫৮]

---

[৫৪] শব্দের ছাকিনবিশিষ্ট দ্বিতীয় ও সপ্তম বর্ণ বিলুপ্ত হলে তাকে الشكل বলা হয়।

[৫৫] শব্দের ছাকিনবিশিষ্ট সপ্তম বর্ণ বিলুপ্ত হলে তাকে الكف বলা হয়।

[৫৬] আহমদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১২০।

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

[৫৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

رُوْحِ جِسْمَهْ	فَجْعَتْ فِرْ		صَوْمِ حَتْتَا	أَلْزَمْتَهِصْ
فَاعِلَاتُنْ	فَعِلَاتُنْ (الخبن)		فَاعِلَاتُنْ	فَاعِلَاتُنْ

(৩) السريع ছন্দের কাব্যকাহিনী

السريع ছন্দের ৪টি কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন। আর السريع ছন্দের ওযন হলো:

مستفعلن مستفعلن مفعلات   مستفعلن مستفعلن مفعلات

(ক) السلوقي و الجواد (শিকারী কুকুর ও ফড়িং) নামক কাব্য-কাহিনীটি السريع ছন্দে রচিত।

١. قَالَ السَّلُوْقِيُّ مَرَّةً لِلْجَوَادْ   وَ هُوَ إِلَى الصَّيْدِ مَسُوْقُ الْقِيَادْ [৫৯]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

قُلْقِيَادْ	صَيْدِمَسُوْ	وَ هُوَ إِلَصْ		لِلْجَوَادْ	قِيْمَرْرَتَنْ	قَالَسْسَلُوْ
مَفْعُلَاتُ	مُفْتَعِلُنْ (الطي)	مُفْتَعِلُنْ (الطي)		مَفْعُلَاتُ	مُسْتَفْعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ

(৪) কবি الكامل নামক ছন্দেও ৪টি কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন।

نوح عليه السلام و النملة في السفينة (নূহ আ. ও নৌকার পিঁপড়া) নামক কাব্য-কাহিনীটি كامل নামক ছন্দে রচিত।

١. قَدْ وَدَّ نُوْحٌ أَنْ يُبَاسِطَ قَوْمَهُ   فَدَعَا إِلَيْهِ مَعَاشِرَ الْحَيَوَانِ [৬০]

تقطيع (ছন্দ বিশ্লেষণ)

---

[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

حَيَوَانِيْ	هِمَعَاشِرَلْ	فَدَعَاإِلَيْ		سِطَقَوْمَهُوْ	حُنَانْ يُبَا	قَدْ وَدْدَنُوْ
مُتَفَاعِلْ	مُتَفَاعِلُنْ	مُتَفَاعِلُنْ		مُتَفَاعِلُنْ	مُسْتَفْعِلُنْ (الإضمار)[৬১]	مُسْتَفْعِلُنْ (الإضمار)

তাছাড়া الحمار في السفينة (জাহাজের গাধা), سليمان عليه السلام و الحمامة (সুলাইমান আ. ও কবুতর), ولد الغراب (কাক ছানা) নামক কাব্য-কাহিনীগুলো كامل ছন্দে রচিত।

অন্যান্য ছন্দে এক বা একাধিক কাব্য রচনা করেছেন যার বিবরণ পূর্ববর্তী তালিকায় দেয়া আছে।

২.৪ সুর ও ছন্দের ঐক্য (وحدة الإيقاع اللغوي و الموسيقي)

আহমদ শাওকীর কাব্যকাহিনীগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সুর ও ছন্দের মধ্যে মিল ও চমৎকার সমন্বয়। তাঁর বিভিন্ন কাব্যকাহিনী পর্যালোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভাষাগত সুর ও সঙ্গীতের মধ্যে সংহতি সৃষ্টিতে পারদর্শী ছিলেন। এ কারণে তাঁর লেখনীতে শব্দ ও বর্ণমালার (হরকতবিশিষ্ট কিংবা সাকিনবিশিষ্ট) কোন অসঙ্গতি বা অমিল ছিল না। ফলে কোন শ্রোতা বা পাঠকের কাছে ভাষাগত সুর ও সঙ্গিতের মাঝে কোন বৈপরিত্য ধরা পড়েনি। নিম্নে উদারহণস্বরূপ দুইটি কবিতা উপস্থাপন করা হলো:

الثعلب و الديك

(শিয়াল ও মুরগী)

برز الثعلب يوما   في شعار **الواعظين**

فمشى في الأرض يهذي   و يسب **الماكرين**

و يقول : الحمد لله   إله **العالمين**

يا عباد الله ، توبوا   فهو كهف **التائبين**

و ازهدوا في الطير؛ إن ال   عيش عيش **الزاهدين**

و اطلبوا الديك يؤذن   لصلاة الصبح **فينا**

فأتى الديك رسول   من إمام **الناسكينا**

---

[৬১] হরকতবিশিষ্ট দ্বিতীয় বর্ণকে ছাকিন করাকে الإضمار বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

عرض الأمر عليه	وهو يرجو أن **يلينا**
فأجاب الديك : عذرا	يا أضلّ **المهتدينا** !
بلغ الثعلب عني	عن جدودي **الصالحينا**
عن ذوي التيجان ممن	دخل البطن **اللعينا**
أنهم قالوا و خير ال	قول قول **العارفينا**
(مخطئ من ظن يوما	أن للثعلب **دينا**)[৬২]

এই কবিতাটি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এ কবিতায় প্রথম পর্যায়ে الماكرين , الزاهدين الناسكينا, العارفينا, اللعينا, الصالحينا, المهتدينا, يلينا, دينا, فينا এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে الواعظين , التائبين , العالمين , এই শব্দগুলোতে সুর ও ছন্দের চমৎকার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। এবং সুর ও ছন্দের মধ্যে কোন বৈপরিত্য দেখা যায় না। এখানে প্রতিটি ছন্দের শেষে তান ও সুরের ব্যবহার চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অনুরূপভাবে নিম্নে আরেকটি কবিতা উপস্থাপন করা হলো:

الرفق بالحيوان

(জীবের প্রতি দয়া)

الحيوانُ **خلْقُ**	له عليْكَ **حقُّ**
سَخّرَه اللهُ **لكا**	و للعبادِ **قبلكا**
حَمُولةُ **الأثقال**	و مُرْضِعُ **الأطفال**
و مُطْعِمُ **الجماعهْ**	و خادمُ **الزِّراعه**
من حقِّهِ أن **يُرفقا**	به و ألا **يُرهَقا**
إن كَلَّ دعْهُ **يستَرحْ**	و داوه إذا **جُرِحْ**
و لا يَجُعْ في **داركا**	أو يَظْمَ في **جِواركا**
بهيمةٌ **مسكينُ**	يشكو فلا **يُبِينُ**
لسانُه **مقطوعُ**	و ما له **دُموعُ** !

---

[৬২] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত কবিতার মধ্যেও সুর ও ছন্দের মধ্যে সুসংহত পরিলক্ষিত হয়। এ কবিতায় প্রতিটি মিসরা' (শ্লোকার্ধ) এর মধ্যে চমৎকার মিল ও ঝংকার পাওয়া যায়। যেমন: خلْقُ - حقُّ , لكا - قبلكا , الأطفال - الأثقال , دُموع - مقطوعُ , يُبينُ - مسكينُ , جواركا - داركا , جُرحْ - يستَرحْ , يُرهَقا - يُرفقا , الجماعةْ - الزُّراعه । এভাবে অনেক কবিতায় তাঁর সুর ও ছন্দের ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। এজন্য শাওকীকে আরব কবিদের মধ্যে সুর সম্রাট (سيد الموسقي) বলে অভিহিত করা হয়।[৬৩]

তবে সামান্য কিছু কবিতায় সুর ও ছন্দের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

(১) النملة و المقطم গল্পের মধ্যে কবির কথা

فسعت تجري و عينا ها ترى الطود فتندم[৬৪]

উপরোক্ত পংক্তির وزن বা ছন্দ সঠিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা এর الإيقاع বা সুরের মধ্যে দুটি অসঙ্গতি দেখতে পাই। প্রথমতঃ উক্ত চরণের শেষোক্ত দুটি শব্দের (الطود فتندم) মধ্যে সাকিন ও হরকত বিশিষ্ট حرف একত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ قافية এর প্রয়োজন কবিকে (فتندم) শব্দ ব্যবহারে বাধ্য করেছে অথচ গল্পের বর্ণনাভঙ্গিতে نملة (পিঁপড়া) এর সাথে ندم (লজ্জা) শব্দের ব্যবহার সঙ্গত নয়।

(২) অনুরূপভাবে الأسد و الضفدع (সিংহ ও ব্যাঙ) নামক কাব্যকাহিনীতে কবি বলেন,

و قيل للسلطان هذي التي بالأمس آذت عالي المسمع[৬৫]

উক্ত চরণে المسمع (কর্ণ) শব্দের সাথে عالي (উঁচু) শব্দের ব্যবহার অযৌক্তিক। তবে বাহ্যিক قافية রক্ষার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ضفدع কোন অবস্থাতেই سلطان এর বধির হওয়া বা শ্রবণ শক্তি দুর্বল করার কারণ হতে পারে না। এতদ্বসত্ত্বেও কবির এ ব্যবহার الموسقي রক্ষার্থে। কারণ তিনি ছিলেন سيد الموسقي (সঙ্গীত সম্রাট)।

---

[৬৩] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফ্ল্লাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৭০।

[৬৪] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১২৯।

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ শাওকীর কাব্যকাহিনীগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, আহমদ শাওকীর ভাষা ও সুর তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যখন যেভাবে প্রয়োজন তখন সেভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন। এ বৈশিষ্ট্যটি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। অনেক কবির ভাষা ও সুর তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ফলে দেখা দেয় অসঙ্গতি। অনেক সময় তাল হারিয়ে বেতাল হয়ে যায়। এ ত্রুটি আহমদ শাওকীর কবিতার মধ্যে দেখা যায় না। আর হলেও তা খুবই নগণ্য। এ বিষয়টি ড. আহমদ যালাত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

ثبت من تحليل الحكايات عند شوقي ، قدرته على إيجاد ائتلاف في الإيقاع اللغوي و الموسقي و هذا الائتلاف يتسم بالثياب في الإيقاع الموسيقي المنغوم و في الإيقاع اللغوي المتماثل ، فلا تنافر بين الكلمات أو الحروف (متحركة أو ساكنة).. لذلك لا تقع حواس المستمع أو القارئ على تباين في الإيقاع اللغوي أو الموسقي إلا في أحيان قليلة – ربما نادرة [৬৬].

(আহমদ শাওকীর বিভিন্ন গল্প পর্যালোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভাষাগত সুর ও সঙ্গীতের মধ্যে সংহতি সৃষ্টিতে পারদর্শী ছিলেন। এ কারণে তাঁর লেখনীতে শব্দ ও বর্ণমালার বিন্যাস (হরকতবিশিষ্ট কিংবা সাকিনবিশিষ্ট) কোন অসঙ্গতি বা অমিল ছিল না। ফলে কোন কোন শ্রোতা বা পাঠকের কাছে ভাষাগত সুর ও সঙ্গীতের মাঝে কোন বৈপরিত্য ধরা পড়ে নি কদাচিৎ ব্যতিক্রম ছাড়া।)

২.৫ প্রজ্ঞাময় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার (استرداف الأمثال الحكيمة)

আহমদ শাওকীর কাব্যকাহিনীগুলোর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো: এগুলোতে প্রজ্ঞাময় প্রবাদ ও প্রবচনের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কেননা তাঁর অধিকাংশ কাব্যকাহিনীগুলো শিশুদের উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে। তাই তাঁর অধিকাংশ কাহিনী বর্ণনার শেষ পর্যায়ে এসে পশু পাখির ভাষায় মূল্যবান প্রবাদ ও প্রবচন পাওয়া যায় যা কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য। এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে ড. আহমদ যালাত বলেন,

نجد في الحكايات بعض الأمثال المقتضبة من تأليف الشاعر ابتداءً أو من استرفاه للأدب الوعظي الحكيم . [৬৭]

---

[৬৬] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফ্‌লাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৬৯-১৭০।

[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

(আমরা কবির কাব্যকাহিনীগুলো অধ্যয়ন করে দেখতে পাই যে গল্পগুলোর মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে।)

এগুলোর মধ্যে কোন কোন প্রবাদ নিজেই রচনা করেছেন আর কোন কোনটি আরবদের মাঝে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন থেকে গ্রহণ করেছেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি প্রবাদ প্রবচনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

(ক) কবি سليمان و الهدهد গল্পে বলেন ঃ

إن لظالم صدرا   يشتكي من غير علة [৬৮]

জালেমের অন্তর কোন কারণ ব্যতীতই অভিযোগ করে

(খ) কবি الجمل و الثعلب গল্পের শেষ প্রান্তে এসে বলেন,

ليس بحمل ما يملُّ الظهرُ   ما الحمل إلا ما يعاني الصدر [৬৯]

পিঠে যা বহন করে তা বোঝা নয়, হৃদয় যা বহন করে তাই বোঝা। (অর্থাৎ বোঝা বহনের কারণে পিঠে যে ব্যথা অনুভব হয় তার চেয়ে হৃদয়ে আঘাতের বোঝ অনেক বড়)।

(গ) তিনি سليمان عليه السلام و الحمامة নামক গল্পে বলেন,

من خان خانته الكرامة [৭০]

আমানতের খিয়ানতেরকারীর সাথে মর্যাদা খিয়ানত করে।

(ঘ) القرد في السفينة নামক কাব্যকাহিনীতে কবি বলেন,

أكذب ما يلقى الكذوب إن صدق [৭১]

মিথ্যুকের সত্য কথা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।

(ঙ) আহমদ শাওকী الثعلب و الأرنب و الديك কাব্যকাহিনীতে বলেনঃ

ما كل ينفعه لسانه ... في الناس من ينطقه مكانه [৭২]

---

[৬৮] *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৩৪

[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেককে তার কথা উপকার করে না, তবে এমন মানুষ আছে যার অবস্থান তার সাথে কথা বলে।

(চ) الكلب و الحمامة। কাব্যকাহিনীতে কবি বলেনঃ

الناس بالناس من يعن يعن [৭৩]

মানুষ মানুষের জন্য, যে সাহায্য করে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

(ছ) কবি القبرة و ابنها কাব্যকাহিনীতে আলঙ্কারিক ভাষায় في التأني السلامة و في العجلة الندامة প্রসিদ্ধ প্রবাদের পুনরাবৃত্তি করেছেন স্বীয় ভাষায়

لكل شئ في الحياة وقته و غاية المستعجلين فوته [৭৪]

প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য মানব জীবনে নির্ধারিত সময় রয়েছে (নির্ধারিত সময়েই সবকিছু হয়, তাড়াহুড়া করলে কাজ হয় না) আর দ্রুত কর্মসম্পাদনের ইচ্ছাকারী চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যর্থ হয়।

(জ) তিনি গল্পে النملة و المقطم আরো বলেন ঃ

ليتني سلمت فالعا قل من خاف فسلّم ! [৭৫]

এ ধরণের প্রজ্ঞাময় প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার করে কবি তাঁর কাব্যকাহিনীগুলোকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন।

২.৬ প্রাণী ও পাখি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা (خبرة الشاعر بالحيوان و الطير)

কবি আহমদ শাওকী তার কাব্যকাহিনীগুলোতে পশুপাখিকে নায়ক হিসেবে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাদের কর্মকাণ্ড ও স্বভাব-চরিত্র সুনিপুনভাবে অঙ্কন করেছেন, যা প্রাণীজগত সম্পর্কে কবির ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, আহমদ শাওকী এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর কিতাব আল কুরআন থেকে উপকৃত হয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

و ما هذه الحيوة الدنيا إلا لهو و لعب و إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون [৭৬]

[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।
[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

(এই পার্থিব জীবন তো খেলাধূলা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন

و ما من دابة في الأرض و لا طائر يطير بجناحيه الا أمم امثالكم [৭৭]

(আর যতপ্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদেরই মত এক একটি উম্মত।)

এক্ষেত্রে কবি كليلة و دمنة পাঠ করে উহার নীতি, উপস্থাপনা ও গল্পের অনুসরণ করতঃ তা হতে উপকৃত হয়েছেন। আহমদ শাওকীর 'الحمار و الجمل' (গাধা ও উট) নামক কবিতাটি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, গাধা ও উটের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাহিনীটির বিবরণ নিম্নরূপঃ

এক লোকের একটি গাধা ও উট ছিল। মালিকের আচার আচরণে একদিন বিরক্ত হয়ে উট ও গাধা পলায়ন করে উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে চলে যায়। সেখানকার উন্মুক্ত পরিবেশ, ঘাস ও পানি দেখে উভয়ে আজীবন সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এক রাত কাটানোর পর গাধা বলল, আমার এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমি মালিকের আস্তানায় ফিরে যাই। তখন উট বলল,

فقال سر و الزم أخاك الوتدا فإنما خُلقتَ كي تُقيَّدا !

"তুমি চলে যাও, এবং তোমার ভাইয়ের মত খুঁটিতে আবদ্ধ থাক। আর তোমাকে আবদ্ধ থাকার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এ ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আবদ্ধ থাকাই গাধার প্রকৃতি। এ সম্পর্কে কবি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই কবিতাটিতে গাধাকে এভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এভাবে কবি অনেক কাহিনীতে পশু পাখির এমন চরিত্র অঙ্কিত করেছেন যদ্বারা অনুধাবন করা যায় আহমদ শাওকীর পশু পাখির জীবনযাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা না হলে পশু পাখির এ ধরণের চরিত্র তুলে ধর সম্ভব হতো না।

---

[৭৬] আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল আনকাবুত:৬৪

[৭৭] আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল আনআম:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ অনেক গল্প শিশুদের বোঝার অনুপযোগিতা (عدم ملاءمة أغلب الحكايات لإدراك الأطفال)

পক্ষান্তরে কতিপয় কাহিনী ছোট ও মধ্যবয়সী শিশুদের উপযোগী নয়। কারণ সেগুলোর বিষয়বস্তু ও ভাষা উচ্চ মানের যা ছোট ও মধ্যবয়সী শিশুদের বোধগম্য নয়। কারণ:

১. কাহিনীতে রাজনৈতিক সংকেতের ব্যাপকতা। (ربوع الرمز السياسي في الحكايات) : যেমন ঃ نديم السلطان و خطبة الحمار،نديم البازنجان ، سليمان و الطاؤوس ، ولي العهد الأسد এ জাতীয় আরো কাহিনীমালায় পশু পাখির চরিত্র প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তা শিশুরা সহজে অনুধাবন করতে পারে না। যেমন الثعلب و الديك নামক কাব্যকাহিনীতে রাজনৈতিক সংকেত প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

فالحكاية في أحد مقاصدها ترمز إلى الوعي القومي الذي بدأ ينمو – يومئذ – في نفوس المصريين ، فالديك نبوءة الفجر ، و يقظة الصباح و الإطلال الجديدة على الوعي ، و المطالبة بالاستقلال و هو أيضا البشارة التي تفصح عن نجاح الشعب في مقاومة احتيال المحتل / الثعلب ،[৭৮]

অনুরূপভাবে الدب في السفينة কাব্যকাহিনীতে বর্ণিত রাজনৈতিক সচেতনতামূলক সংকেত সম্পর্কে ড. আহমদ যালাত বলেন,

إن حكاية الدب في السفينة كما صاغها أحمد شوقي تحمل المغزي السياسي و لا تقصد إلى استرفاد (مضمون) قصة سيدنا نوح عليه السلام بل تحمل الغاية الرمزية من مثل القصص الشعري الحكيم من خلال بث الوعي القومي و عدم الإذعان أو الامتثال و التسليم بما هو كائن عاشم و كفي .[৭৯]

২. গল্পের দীর্ঘতা (طول الحكايات) : স্বভাবতঃ শিশুরা চঞ্চল। এক কাজে দীর্ঘ সময় তাদের মনোযোগ ধরে রাখা যায় না। ফলে তারা কোন দীঘ কাহিনীর পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কাহিনীর নাম নিম্নে বর্ণনা করা হলো। যেমনঃ أمة الأرنب و الفيل ، الأسد و الثعلب و العجل ، الأفقى

---

[৭৮] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৬২।

[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

النيلة و العقربة الهندية এর মত আরো অন্যান্য গল্প, যেগুলো শিশুরা তাদের মেধায় আয়ত্ব করতে পারে না। তাই আহমদ শাওকীর কতিপয় কাব্যকাহিনী দীর্ঘ হওয়ার কারণে শিশুদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

৩. উঁচুমানের ভাষা (ارتفاع المستوى اللغوي في بعض الحكايات) : আহমদ শাওকীর কতিপয় কাব্যকাহিনীতে উঁচুমানের ভাষার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপঃ السلوقي و الجواد ، حكايات الخفاش و مليكة الغراب ، العصفور و الغدير المهجور ইত্যাদি কাব্যকাহিনীতে কবি এমন কঠিন শব্দমালা ব্যবহার করেছেন যা শিশুদের বোধগম্যের বাহিরে। আর কবিতায় এমন কিছু রূপ ব্যবহার করেছেন, যা শিশুদের সামনে ব্যাখ্যা করা বা কোন টীকা টিপ্পনী উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ শিশুকে ভাষার অভিধানের কিংবা কোন সাহায্যকারী মাধ্যমের শরণাপন্ন হতে হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

ارتفاع المستوى اللغوي في بعض الحكايات أمثال : (السلوقى و الجواد ، العصفور و الغدير المهجور ، حكاية الخفاش و مليكة الفراش) و غيرها من الحكايات التي لجأ الشاعر في نظمها إلى استعمال مفردات صعبة أو صورة شعرية مكثفة مما يحتاج الشارح أو القارئ على مسامع الأطفال إلى تفسيرها أو تذييلها بالهامش ، أي أن الطفل بحاجة إلى قاموس لغوي ، أو وسيط يعاونه .[৮০]

২.৮ জটিল, দুর্বোধ্য ও আঞ্চলিক শব্দ পরিহার (عدم الكلمات الصعبة و الغريبة و العامية)

আহমদ শাওকীর রচিত শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন জটিল, দুর্বোধ্য ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন নি। তিনি শিশুদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এ কাহিনীগুলো রচনা করেছেন আর শিশুরা আঞ্চলিক শব্দ খুব তাড়াতাড়ি এবং অনায়াসে বুঝতে পারে কেননা তারা তাদের দৈনন্দিন কথা-বার্তায় এগুলো বলে ও শুনে থাকে। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে মিশরে আঞ্চলিক শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তারপরও তিনি তাঁর কোন কাব্যকাহিনীতে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন নি। অনুরূপভাবে তিনি কোন জটিল বা দুর্বোধ্য শব্দও ব্যবহার করেন নি। তবে কোথাও কোথাও কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলো শিশুদের বোধগম্যের বাইরে। তবে বড়রা সহজেই বুঝতে পারে। তাই এ শব্দগুলোকে দুর্বোধ্য বা জটিল শব্দ বলা যায় না। এটি তাঁর কাব্যকাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

[৮০] ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফূলাহ, পৃ. ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আহমদ শাওকীর শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কাব্যকাহিনী রচনার পাশাপাশি কিছু সংখ্যক শিশুতোষ গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন যেগুলো শিশুদের আনন্দ ও জাতীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে। তবে শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর মত এ অঙ্গনে অর্থাৎ শিশুতোষ গান ও সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে আহমদ শাওকীর শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্বের ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। কারণ এ অঙ্গনে তাঁর বিচরণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। আরব শিশুদের প্রয়োজনের তুলনায় এ অঙ্গনে শাওকীর রচিত সাহিত্যকর্ম খুবই নগণ্য। আবার যেগুলো রচনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক ভাষা ও ভাবগত বিচারে শিশুসাহিত্যের আওতায় পড়ে না। তাঁর রচিত শিশুবিষয়ক গান ও সঙ্গীতগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্নের বৈশিষ্ট্যাবলী ফুঠে ওঠে।

৩.১ অপ্রতুল গান ও সঙ্গীত (قلة نتاج الشاعر في الأناشيد و الأغاني)

আহমদ শাওকীর রচিত গান ও সঙ্গীতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর রচিত গান ও সঙ্গীতের সংখ্যা অতি নগন্য। মাত্র দশটি গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন যেগুলোর পংক্তি সংখ্যা সর্বমোট ১২৩। তন্মধ্যে সাতটি গান আর তিনটি হলো সঙ্গীত। গানগুলো হলো: ১. 'الهرة و النظافة' (বিড়াল ও পরিচ্ছন্নতা), ২. 'الجدة' (দাদী), ৩. 'الوطن' (মাতৃভূমি), ৪. 'الرفق بالحيوان' (প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ), ৫. 'الأم' (মা), ৬. 'ولد الغراب' (কাকসন্তান), ৭. 'المدرسة' (বিদ্যালয়)। এবং সঙ্গীত তিনটি হলো: ১. 'نشيد مصر' (মিশরী সঙ্গীত), ২. 'نشيد الكشافة' (স্কাউট সঙ্গীত) ৩. 'النيل' (নীল নদ) ইত্যাদি। এই দশটি কবিতায় সর্বমোট পংক্তি সংখ্যা ১২৩ টি যা আরব শিশুদের প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগন্য। এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ড. আহমদ যালাত বলেন,

و في واقع الأمر أن الشاعر لم ينظم في هذا اللون الأدبي مقطوعات كثيرة ، فهو مقل في هذا الجانب بدرجة ملحوظة ، فبضع منظومات تركها شوقي حول أناشيد الأطفال و أغانيه ، لا تتناسب مع عمق دعوة الشاعر و مقصده لإقامة أدب مستحدث للطفل .[৮১]

---

[৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিচিত্রতার অনুপস্থিতি (عدم تنوع الشاعر في طرح المضامين)

শাওকীর রচিত গান ও সঙ্গীতগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রচলিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। কবি শিশুদের স্তর অনুযায়ী তাদের উপযোগী নতুন নতুন চিন্তা ও বিষয়ের সমাবেশ ঘটান নি। যেমন: খেলাধূলা, বিভিন্ন উপলক্ষ্য, ঈদ, শিল্প, আধুনিক আবিস্কার, জাতীয় বিষয়, আরবী জাতীয়তা, সাম্রাজ্যবাদ, ফিলিস্তিন ইত্যাদি বিষয়ে শিশুদের উপযোগী করে কোন গান বা সঙ্গীত রচনা করেননি। অথচ এই বিষয়গুলো শিশুদের চেতনাবোধকে আরো শাণিত করতো। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

إن الأغراض أو المضامين التي وقف عندها أحمد شوقي أناشيد للأطفال أو أغانيه لهم ، كانت محدودة و قليلة ، و كان باستطاعة الشاعر أن يضيف إلى الطفل من فيض شاعريته مضامين جديدة من حيث (الكيف) أو يتنوع كذلك من حيث (الكم) لسائر مراحل الطفولة ، فقد أهمل أطفال مرحلة الطفولة المبكرة ممن لم يصل إدراكهم إلى الاستقرار اللغوي ، فلم ينظم لهم أغانيه ، أو أناشيده التي تصاحب هؤلاء الأطفال في ألعابهم و مناسباتهم و أعيادهم أما أطفال و فتيان المدارس و الشبيبة فقد خصهم بالأناشيد القليلة التي وقفنا عندها فحسب . لقد تهيأت أمامه لهم أيضا الفرصة تلو الفرصة ليطرح عليهم الأفكار المتجددة ، كتناوله الفنون و المخترعات الحديثة ، أو اقترابه من عالم الأطفال ، و نظمه الأناشيد الاجتماعية و غيرها من الأغراض التي توسع فيها و برز معاصره محمد الهراوي كما سنوضح في الفصل الأخير من الكتاب .[৮২]

(আহমদ শাওকী যে সমস্ত উদ্দেশ্যে ও বিষয়বস্তু নিয়ে শিশুদের জন্য গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন তা অতি স্বল্প। অথচ কবি চাইলে পারতেন শিশুদেরকে তাঁর অসাধারণ কাব্য প্রতিভা থেকে তাদের মনোভাব অনুসারে নতুন নতুন অনেক বিষয়বস্তু উপহার দিতে এবং শিশুদের প্রত্যেক স্তরের জন্য আলাদা আলাদা কবিতা বা গান রচনা করতে। কিন্তু তিনি ঐ সমস্ত শিশুদের জন্যে কিছু রচনা করেন নি যারা শৈশবের একেবারে প্রাথমিক স্তরে এবং ভাষাগত স্থিতি বোঝার যোগ্যতা যাদের হয় নি। তিনি তাদের জন্য এমন কোন গান রচনা করেন নি যা তারা খেলাধূলা, আনন্দ-দুঃখ ও বিভিন্ন উপলক্ষে গেয়ে বেড়াবে। তবে বিদ্যালয়ের শিশু কিশোরদের নিয়ে তিনি অল্প কতক কবিতা ও গান রচনা করেছেন যা এখানে আমরা উল্লেখ করেছি। তার সামনে একের পর এক সুযোগ এসেছিল শিশুদের জন্য নতুন নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচন করার। শিশুদের বুঝতে সহজ এমন শৈল্পিক সৌন্দর্য ও নব আবিস্কারের রোমাঞ্চ উপস্থাপনের পাশাপাশি প্রয়োজন ছিল

---

[৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জন্য অনেক সুন্দর সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়াবলী সম্বলিত গান ও সঙ্গীত রচনা করা। তবে এক্ষেত্রে তার সমসাময়িক মুহাম্মদ আল হারাভী এগিয়ে এসেছেন।)

৩.৩ কতিপয় গান ও সঙ্গীত শিশুদের অনুপযোগী (عدم ملائمة بعض المقطوعات)

তার অধিকাংশ গান ও কবিতাগুলো কিশোরদের উপযোগী। প্রাথমিক ও মধ্যবয়সী শিশুদের উপযোগী নয়। তবে শুধুমাত্র الرفق بالحيوان এ কবিতাটি অল্পবয়সী (৩-৬) শিশুদের উপযোগী। তিনি তরুণ ও যুব সমাজের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো সঙ্গীত ও গান রচনা করেন। তাঁর লিখিত সঙ্গীত ও গানগুলো ভাষা ও ভাবগত বিচারে তরুণদের উপযোগী; তাছাড়া সেখানে যে আশা আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে এবং যে স্বপ্ন সাধনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে এবং যে আনন্দের চিত্র অংকিত হয়েছে তা তরুণদের উপযোগী। শিশুদের উপযোগী নয়। যেমন আহমদ যালাত বলেন,

لقد أوقف أحمد شوقي أناشيده لمصلحة الفتيان مع طلائع الطفولة دون الصغار لغة ، و مضمونا .[৮৩]

এদিকে ইঙ্গিত করে ড. শাওকী দায়ফ তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করে বলেন যে,

كنا نرجو لو طوف بها أحمد شوقي و نظم أناشيده أيضا لصغار الأطفال يرددونها و يترنمون بها و يفيدون منها على قدرة أفهامم و مداركهم .[৮৪]

(আমাদের প্রত্যাশা যে, যদি আহমদ শাওকী শিশুদের উপযোগী কিছু গান বা সঙ্গীত লিখে যেতেন তা হলে শিশুরা তা বারবার গাইত, এবং অনেক উপকার লাভ করত।)

কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ الشوقيات এর ৪র্থ খন্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ديوان الأطفال নামক শিরোনামে কতিপয় কবিতা উল্লেখ করেছেন যেগুলো শৈল্পিক ও ভাষাগত বিচার-বিশ্লেষণে গান ও সঙ্গীতের মধ্যে পড়ে না। যেমন: الوطن নামক কবিতাটি গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত। ইহা সঙ্গীত নয়। ইহা পশুপাখির মুখে নির্গত একটি কাল্পনিক কাব্যকাহিনী যা জন্মভূমির তাৎপর্য ও তা রক্ষার অনুভূতি জাগ্রত করে।

---

[৮৩] ড. আহমাদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল*, (মিসর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১১৮।

[৮৪] প্রাগুক্ত পৃ

Dhaka University Institutional Repository

কবি উক্ত কবিতাটি শুরু করেন এভাবে:

عصفورتان في الحجا   ز حلتا على فنن

- অনুরূপভাবে ولد الغراب নামক কবিতাটি প্রাথমিক ও মধ্যবয়সী শিশুদের উপযোগী নয়। এ প্রসঙ্গে

ড. আহমদ যালাত বলেন,

لا نستطيع القول بأن الشاعر كتب هذه الحكاية للطفولة ابتداء بل هي نصيحة تربوية موجهة ، للأمهات للرفق بالصغار و حثهن على ضرورة توخي الحذر .[৮৫]

অর্থাৎ আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, কবি এ কবিতাটি মূলত শিশুদের জন্য রচনা করেছেন। তবে এটি শিশু পালন বিষয়ক উপদেশমূলক একটি সুন্দর কাহিনী যা মায়েদেরকে তাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল ও কোমল আচরণের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা বহন করে।

- অনুরূপভাবে الأم নামক কবিতাটিও শিশুদের কথা চিন্তা করে রচনা করা হয় নি। বরং এ কবিতাটিতে মাতৃত্বের গুরুত্বের দিকে বেশি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ কবিতাটি বড়দের কথা চিন্তা করে রচনা করা হয়েছে।[৮৬]

এভাবে তাঁর রচিত কতিপয় গান ও সঙ্গীত শিশুদের উপযোগী নয়। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

عدم ملائمة بعض المقطوعات لخصائص أناشيد الأطفال و أغانيهم : من مثل (الوطن) ، و (الأم) ، و (ولد الغراب) .[৮৭]

অর্থাৎ কিছু কিছু কবিতা শিশুসংগীত ও কবিতার বৈশিষ্ট্যের সাথে অসামঞ্জস্যশীল। এগুলো মূলত কাব্যকাহিনীর আওতায় পড়ে। যেমন: الوطن (জন্মভূমি), الأم (মা) এবং ولد الغراب (কাকের ছানা) ইত্যাদি।

---

[৮৫] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১২৮।
[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৩.৪ কঠিন ভাষা, ইঙ্গিতবাহী শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার (الصعوبة اللغوية و استعمال الرمز)

আহমদ শাওকী তার কবিতায় কঠিন কঠিন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন। যা ছোটদের উপযোগী অভিধানসমূহে পাওয়া যায় না এবং এ সকল শব্দ ও বাক্য তাদের শিশুরা বুঝতে পারে না। যেমন তিনি ولد الغراب কবিতায় কাকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এমন অবস্থার বর্ণনা করেছেন যা বাস্তব নয়। যেমন তিনি উক্ত কবিতায় বলেন,

ثلثاه منقار ورأ　　　　س و الأظافر ما بقي

কাকের দুই তৃতীয়াংশ ঠোঁট ও মাথা আর বাকী অংশ হচ্ছে নখ যা বাস্তবতার বিপরীত।

অনুরূপভাবে نشيد الكشاف নামক সঙ্গীতেও বেশ কিছু কঠিন ও অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন : مناة, ترف, تأسو, أني, الغير, الحصن ও الجج ইত্যাদি[৮৮]।

অনুরূপভাবে الأم নামক কবিতায় কিছু জটিল শব্দ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা শিশু জগতের বাইরে। শিশুরা এগুলোর অর্থ সহজে বুঝতে পারে না। যেমন কবি বলেন,

لو لا التقي لقيت لم　　　　يخلق سواك الولدا

إن شئت كان العير أو　　　　إن شئت كان الأسد

অপর এক পংক্তিতে কবি বলেন,

و كالقضيب اللدن : قد　　　　طاوع في الشكل العدا

উক্ত কবিতার শুরুতে উল্লেখিত (التقي) এর অর্থ বুঝা শিশুদের জন্য কষ্টকর। অনুরূপভাবে القضيب اللدن এর অর্থ বোঝাও তাদের পক্ষে কঠিন। কবি আহমদ শাওকী এখানে বুঝাতে চেয়েছেন যে, মা তার সন্তানকে গঠন করে লৌহ টুকরোর মত, যা নির্দিষ্ট ফ্রেমে তৈরী হয়।

আহমদ শাওকীর মত এত বড় মাপের কবির জন্য এ ধরণের উদাহরণ শোভা পায় না। কারণ এ ধরণের উপমা শিশুরা যেমন বুঝতে পারে না তেমন এই উপমার ব্যবহারও বিরল। সন্তান লালনপালনে

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের ভূমিকার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে এ ধরণের উপমা না এনে আরো অনেক তাৎপর্যপূর্ণ উপমা উপস্থাপন করা যেত।

৩.৫ উন্নত গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে ভাষাশৈলীর দৃঢ়তা (ثبات مستوى الأداء اللغوي عند جودة السبك)

আহমদ শাওকীর গান ও সঙ্গীতগুলোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উন্নতর গঠনশৈলীর পাশাপাশি ভাষাশৈলীর যথার্থতা। তাঁর রচিত গান ও সঙ্গীতগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ভাষার মানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি শিশুদের জন্য সহজতর করার প্রয়াস চালিয়েছেন- কিন্তু সহজ করতে গিয়ে মানের পদস্খলন ঘটে নি। কোথাও হয়তো বা উচ্চমানের ব্যবহার দেখা গিয়েছে কিন্তু নিম্নমানের ব্যবহার কোথাও পরিলক্ষিত হয় নি। তাছাড়া তাঁর ভাষা ব্যবহারের মধ্যে দ্বৈততার চিত্র পাওয়া পাওয়া যায় না, যে কোথাও উচ্চমানের আবার কোথাও নিম্নমানের ব্যবহার করেছেন। তিনি সহজ করেছেন তবে মানও ঠিক রেখেছেন। যেমন তাঁর রচিত সহজতর সঙ্গীতের মধ্যে অন্যতম হলো نشيد الشبان المسلمين।

কবি বলেন,

العز للإسلام   منارة الوجود
هداية الإمام   و مطلع السعود
عصابة الصِّدِّيق   و رايةُ الفاروق
و الحق و الوسيلة   و السُّمعة الظليله [৮৯]

এ সঙ্গীতে উন্নত রচনাশৈলীর পাশাপাশি ভাষার শৈলীও যথাযথ। এখানে নিম্নমানের ভাষার প্রয়োগ করা হয় নি। অনুরূপভাবে তাঁর অপর একটি সহজতর গান হলো نشيد المدرسة । এ সঙ্গীতটিতে কবি মাদরাসার কণ্ঠে আবৃত্তি করেন,

أنا المصباح للفكر   أنا المفتاح للذهن
أنا الباب إلى المجد   تعال ادخلْ على اليمن
غدا ترتعُ في حوشي   و لا تشبعُ من صحني [৯০]

---

[৮৯] আহমদ শাওকী, *আল মাওসূ'আহ আশ শাওকিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৯৮), পৃ. ১৯০।
[৯০] আশ শাওকিয়্যাত, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ সঙ্গীতটি শিশুরা প্রায়শই তাদের প্রতিষ্ঠানে আবৃত্তি করে থাকে। এ সঙ্গীতটির গঠনশৈলী সহজতর হওয়ার পাশাপাশি ভাষাগত মানও যথাযথ। এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ড. আহমদ যালাত বলেন,

لم ينزل الشاعر إلى درك الضعف اللغوي حافظ على قوة ديباجته – مع التيسير اللغوي أحيانا – من مثل نشيد المدرسة و نشيد الشبان المسلمين ، و لم يقع الشاعر أسيرا للازدواجية أو الثنائية أو العامية .[৯১]

অর্থাৎ কবি তাঁর রচনাশৈলীর দৃঢ়তা সংরক্ষণ করতে গিয়ে দুর্বল ভাষা প্রয়োগ করেন নাই। তবে সহজতর করার প্রয়াস ছিল। যেমন المدرسة ও نشيد الشبان المسلمين নামক সঙ্গীতদ্বয় এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া কবি যুগল, দ্বৈত বা আঞ্চলিক ভাষার বন্দিশালায় আবদ্ধ ছিলেন না।

৩.৬ উচ্চমানের সুরের উপাদানের উপস্থিতি (جودة مستوى عناصر الإيقاع)

আহমদ শাওকীর রচিত শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতগুলোর অন্যতম অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর তান ও সুর লহরির মান উন্নত ও উচ্চতর। কবির রচিত গান ও সঙ্গীতগুলোর কোথাও কোন ছন্দ বা অন্ত্যমিলের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় নি। যেমনিভাবে পরিলক্ষিত হয় নি বর্ণ ও শব্দের তান ও সুরের লহরিতে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ যালাত বলেন,

جودة مستوى عناصر (الإيقاع) في ديوان الأطفال عند شوقي في عناصره الداخلية و الخارجية (اتساق الوزن و القافية ، و الهيكل الموسقي المنغوم لأصوات الكلمات و الحروف) .[৯২]

অর্থাৎ আহমদ শাওকীর বিরচিত শিশুতোষ কাব্যসংকলনের কবিতাগুলোতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সুর ও তানের উপাদানগুলো উন্নতমানের (ছন্দ ও অন্ত্যমিল এবং বর্ণ ও শব্দ-ধ্বনির সুরের সুবিন্যস্ততা)।

৩.৭ দুর্বোধ্য ও আঞ্চলিক শব্দ পরিহার (عدم الكلمات الغريبة و العامية)

আহমদ শাওকীর রচিত গান ও সঙ্গীত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি গান ও সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে কোন আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন নি। অনুরূপভাবে তিনি কোন জটিল বা দুর্বোধ্য শব্দও ব্যবহার করেন নি। তবে কোথাও কোথাও কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলো শিশুদের বোধগম্যের বাইরে। তবে বড়রা সহজেই বুঝতে পারে। তাই এ শব্দগুলোকে দুর্বোধ্য বা জটিল শব্দ বলা যায় না। তিনি গান ও

---

[৯১] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১৪৩-১৪৪।

[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে ছন্দ ও অন্ত্যমিল এবং সুর ও তানের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে কোন আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন নি যদিও কোন কোন সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গের ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি তাঁর গান ও সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিসমাপ্তি

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, আহমদ শাওকী তাঁর রচিত পশুপাখির কণ্ঠে শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলো আরব শিশুদের নিকট খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। তারা এসব কাহিনীর মাধ্যমে সাহিত্যের রস আস্বাদনের পাশাপাশি আনন্দ ও নৈতিক দীক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এবং এ কাব্যকাহিনীগুলোর মাধ্যমে কবি আহমদ শাওকী আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত (رائد أدب الأطفال العربي) উপাধিতে ভূষিত হন।

পরবর্তীতে তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই এ ধরণের সাহিত্য রচনার প্রয়াস চালান। তবে তাঁর রচিত শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় গান ও সঙ্গীত ভাষা ও ভাবগত বিবেচনায় শিশুকিশোরদের উপযোগী নয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে কবি হয়তো বা এগুলো প্রথমত শিশুদের উদ্দেশে রচনা করেন নাই। যদিও পরবর্তীতে এগুলো শিশুদের পছন্দের তালিকায় স্থান পায়। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ আলী আল হাদীদী বলেন,

و الحقيقة أن شوقي لم يوفق في أكثر أغنياته و أناشيده للأطفال توفيقه في قصصه و حكاياته لهم . و ذلك لارتفاع المستوى اللغوي عن إدراك الطفل . فكثير من الأغنيات لا تتناسب كلماتها مع محصولهم اللغوي ... و لعل السبب الرئيسي في عدم نجاح أغنيات شوقي و أناشيده أنه لم ينظم أكثرها ابتداء للأطفال ، بل نظمها لمناسبتها ثم أرادها لتكون مما ينشده الناشئة .[৯৩]

অর্থাৎ বাস্তব কথা হলো, আহমদ শাওকীর অধিকাংশ গান ও সঙ্গীতগুলো শিশুদের উপযোগী করে রচনা করা হয় নি যেমনটি করা হয়েছে কাব্যকাহিনীগুলোতে। কারণ তাঁর অধিকাংশ গান ও সঙ্গীতগুলোতে ভাষার ব্যবহার উচ্চাঙ্গের ছিল যা শিশুদের বোঝার অনুপযোগী। ... সম্ভবত এর প্রধান কারণ হল, কবি এগুলোকে প্রথমত শিশুদের জন্য রচনা করেন নি বরং দেশীয় ও জাতীয় বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে এগুলো রচনা করেন। পরবর্তীতে এগুলো শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতে রূপ নেয়।

---

[৯৩] ড. আলী আল হাদীদী, ফী আদাবিল আতফাল, পৃ. ৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আহমদ শাওকীর সমসাময়িক কতিপয় শিশু সাহিত্যিক

১. ভূমিকা

২. রিফাআহ্ আত তাহ্তাভী (১৮০১-১৮৭৩)

৩. মুহাম্মদ 'উসমান জালাল (১৮২৮-১৮৯৮)

৪. মোহাম্মদ আল-হারাভী (১৮৮৫-১৯৩৯)

৫. কামিল কীলানী (১৮৯৭-১৯৫৯)

৬. মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরয়ান (১৯০৫-১৯৬৪)

৭. 'আলী ফিকরী (১৮৭৯-১৯৫৩)

৮. ইবরাহীম আল 'আরব (১৮৬৩-১৯২৭)

৯. মা'রুফ আর রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫)

১০. সমসাময়িক শিশুসাহিত্যিকদের মাঝে আহমদ শাওকীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আহমদ শাওকীর সমসাময়িক কতিপয় শিশুসাহিত্যিক

১. প্রারম্ভিকা

আরব বিশ্বে আধুনিক শিশুসাহিত্যের আগমন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে যখন ইউরোপের সাথে আরব বিশ্বের সম্পর্ক ও যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছিল। আরব বিশ্বে শিশুসাহিত্যের যাত্রা যখন শুরু হয় তখন অবশ্য ইউরোপে শিশুসাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে উপনীত। আরববিশ্বে শিশুসাহিত্যের আগমন ঘটে অনুবাদের মাধ্যমে। আর সর্বপ্রথম অনুবাদকর্ম নিয়ে আসেন মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অনুবাদক রিফা'আহ্ আত তাহতাভী। তিনি ফ্রান্সে অধ্যয়নকালে ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে ইংরেজি শিশুসাহিত্য আরবীতে অনুবাদ করেন। অনূদিত আরবী শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আরো একজন খ্যাতনামা কবি হলেন উসমান জালাল। তিনি ফরাসি কথাশিল্পী লাফুনতিনের কাব্যকাহিনী العيون اليواقظ নামক শিরোনামে অনুবাদ করেন। উসমান জালালের মাধ্যমে অনুবাদ পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর শুরু হয় মৌলিক শিশুসাহিত্য রচনার পর্ব। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকী। ইউরোপে আধুনিক শিশুসাহিত্য সূচনার প্রায় দুই শতক পরে আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা ঘটে। ইউরোপে মৌলিক শিশুসাহিত্যের সূচনা ঘটে ১৬৯৭ সালে Oye-mother Goose tale (রাজহাঁসের গল্প) নামক গল্প সংকলনের মাধ্যমে যা রচনা করেন প্রখ্যাত ফরাসি কথাসাহিত্যিক Charles Perot । পক্ষান্তরে মৌলিক আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা ঘটে ১৮৯৮ সালে আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকীর রচিত শিশুতোষ কাব্যকাহিনী, গান ও সঙ্গীতের মাধ্যমে যা তাঁর দীওয়ানের চতুর্থ খন্ডে উল্লেখিত হয়েছে। এ দীওয়ানটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে। এ জন্য আহমদ শাওকীকে আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত (رائد أدب الأطفال العربي) বলা হয়। এটা হলো মৌলিক রচনা পর্বের শুভসূচনা।

অতঃপর অনেকেই শাওকীর অনুসরণে শিশুসাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মোহাম্মদ আল-হারাভী, কামিল কীলানী, মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরয়ান, 'আলী ফিকরী, মা'রুফ আর রুসাফী, ইবরাহীম আল 'আরব প্রমুখ। তবে এদের মধ্যে কামিল কীলানীর অবদান অনেক বেশি। তিনি দুইশতের অধিক শিশুতোষ গল্প ও কাহিনী রচনা করেন। তাই তাঁকে

আরবী শিশুসাহিত্যের বিধিসম্মত জনক (الأب الشرعي لأدب الأطفال) বলে অভিহিত করা হয়। নিম্নে এ সকল শিশুসাহিত্যিকদের পরিচিতি ও তাদের শিশুতোষ কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

২. রিফাআ'হ আত্ তাহতাভী (رفاعة الطهطاوي : ১৮০১-১৮৭৩)

ইউরোপে শিশুসাহিত্য যখন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত তখনও আরববিশ্ব আধুনিক শিশু সাহিত্য সম্পর্কে তেমন অবগত ছিলনা। যিনি সর্বপ্রথম আরব বিশ্বে শিশু সাহিত্যের বার্তা নিয়ে আসেন তিনি হলেন মিশরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও খ্যাতিমান অনুবাদক রিফাআ'হ বেক আত্ তাহতাভী। তিনি ইউরোপে অধ্যয়ন কালে সেখানকার শিশুতোষ গল্প, কবিতা, কাব্যকাহিনী ইত্যাদি অধ্যয়ন করে বিমোহিত হন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে আরব শিশুদের জন্য ইংরেজি ভাষা হতে কতগুলো গল্প আরবীতে অনুবাদ করে 'উকলাতুস সাবা' (عقلة الصباع) শিরোনামে গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেন। মিফতাহ মুহাম্মাদ দায়াব বলেন,

فإن أول من قدم كتابا للأطفال العرب هو رفاعة الطهطاوي و ذلك عقلة الصباع [১]

আধুনিক যুগে আরবী সাহিত্যে নতুন প্রাণ দানকারী এই মহান সাহিত্যিকের পুরো নাম হল রিফাআ'হ রাফি' ইবনে বাদাবী ইবনে রাফে'[২]। পিতৃকুলের দিক থেকে তিনি হুসাইন (রা.) এর বংশধর ছিলেন। একদা তিনি তাঁর বংশধরের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

حسيني السلالة قاسمي   بطهطا معشري و بها مهادي [৩]

তিনি ১৮০১ সালে মিশরের 'তহতা' নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সরকারি চাকুরিজীবী হওয়ায় কখনোই এক জায়গায় স্থায়ী ছিলেন না। তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি ও তার পুরো পরিবার নিজ জন্মভূমি (তহতা) এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি ধর্ম, ভাষা, ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর কায়রো চলে যান এবং আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ফিকহ ও তাত্বাতাত্তিক বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। এখানে তিনি প্রায় আট বছর পড়াশুনা করেন। আযহারে থাকা অবস্থায় তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন শাইখ হাসান আত্তার এর মাধ্যমে।[৪]

---

[১] মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব, *মুকাদ্দামাতু আদাবিল আতফাল* (ত্রিপলী: আল মানশাআতুল আম্মাহ, ১৯৮৫), পৃ.

[২] হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আদাবিল আরাবী* (আল আদাবুল হাদীস), পৃ. ৭০।

[৩] উমর আদ দাসূকী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩২।

[৪] খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, *আল আ'লাম*, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

আযহারে শিক্ষা সমাপনের পর ১৮২৪ সালে রিফাআহ মিসরীয় সেনাবাহিনীতে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। সেনাবাহিনীতে চাকুরি তার জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ১৮২৬ সালে মুহাম্মদ আলী পাশা যখন একদল শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনের জন্য ফ্রান্সে পাঠান তখন তাদের সাথে ধর্মীয় শিক্ষক, আলোচক ও উপদেশদাতা হিসেবে রিফা'আকে ও পাঠান। ফ্রান্সে যেয়ে রিফাআ'হ শুধু শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় আলোচনা ও উপদেশ দিয়েই যান নি বরং সেখানে যেয়ে তিনি ফরাসি ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান জানার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাই তিনি ফরাসি ভাষা শিখে বিভিন্ন জ্ঞানার্জনের জন্য নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান ও পণ্ডিতদের নিকট আসা যাওয়া করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তার দেশে অনুপস্থিত এমন অনেক জ্ঞান অর্জন করলেন এবং সেগুলো অনুবাদ করতে লাগলেন এবং অনুবাদে প্রসিদ্ধিও পেলেন।

ছয় বছর বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন শেষে ১৮৩১ সালে মিশরে ফিরে আসেন।[৫] মিশরে ফিরে এসে অনুবাদ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন[৬] এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ফরাসি ভাষা পাঠদানে নিয়োজিত থাকেন। এবং এ সময় তিনি ইউরোপীয় চিকিৎসকদের অনেক বই ও অভিজ্ঞতা আরবীতে অনুবাদ করেন। একে একে অনেকগুলো মেডিকেল কলেজে ফরাসি ভাষা পাঠদান ও অনুবাদের কাজ করেন। যেমন: مدرسة التجهيزية তে পরে ১৮৩৩ এ مدرسة المدفعية তে, ১৮৩৫ সালে مدرسة التجهيزية بالقصر তে, তারপর অনুবাদক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র مدرسة الألسن এর প্রশিক্ষক, তারপর ১৮৪১ সালে قلم الترجمة এর পরিচালক হন।[৭]

শাইখ রিফাআ'হ ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পরে মুহাম্মদ আলী পাশা মিসরের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব কার্যত তাঁর হাতেই তুলে দেন। রিফাআ'হ ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত ভাষা ইনস্টিটিউট (مدرسة الألسن) এর জড়িত ছিলেন। অতঃপর ১৮৪৯ সালেই আব্বাস (১ম) এর শাসনামলে তাকে সুদানের খার্তুমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিদর্শক হিসেবে বদলি করা হয় । তারপর ১৮৫৬ সালে ইসমাঈলের শাসনামলে মিসরে ফিরে আসেন এবং সামরিক কলেজের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।[৮] ১৮৬১ সালে মিসরে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশকারী কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। সাহিত্য চর্চা ও

---

[৫] উমর আদ দাসূকী, পৃ. ৩৬।
[৬] খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, *আল আ'লাম*, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৮।
[৭] হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি'*, পৃ. ৭১।
[৮] প্রাগুক্ত।

অনুবাদের পাশাপাশি রিফাআ'হ সাংবাদিকতায়ও কাজ করেন। তিনি ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত الوقائع المصرية সংবাদপত্রের প্রধান তথা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। পরে ইসমাঈলের শাসনামলে روضة المدارس সাময়িকীর দায়িত্ব নেন এবং আমৃত্যু (১৮৭৩ সাল পর্যন্ত) এ পদে বহাল থাকেন।[৯]

ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি যেমনি ছিলেন কর্মতৎপর তেমনি ছিলেন জানার প্রতি উৎসুক। জানার আগ্রহের কারণেই আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা শেষ করার পরও ফ্রান্সে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন।

আবার তিনি যেমনি ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী তেমনি বিভিন্ন কলাকুশল, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় ছিলেন পরিপূর্ণ। শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রশাসন পরিচালনাসহ সর্বত্রই তার সফল পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক, বিনয়ী ও দূরদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

সাহিত্যকর্ম

সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে তার পদচারণা ছিল। তার কিছু কর্ম স্বরচিত কিছু অনুদিত।

স্বরচিত গ্রন্থসমূহঃ

১. ইলমুল কালাম তথা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কিছু উরযুজা (أرجوزة : 'রাজায' ছন্দে রচিত কবিতা)

২. চার মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা মূলক গ্রন্থ।

৩. ইলমে নাহু সম্পর্কে جمال الأجرومية নামক কাব্যগ্রন্থ।

৪. সমাজ , রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে তার প্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ হলো

- مناهج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية
- تلخيص الإبريز إلى تلخيص الباريز

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

অনূদিত কর্ম

তার অনুদিত গ্রন্থ অনেক। তিনি সমাজের প্রায় সব বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। যেমনঃ ভূগোল, মহাকাশ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খনিজবিজ্ঞান, সামরিক বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে। বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে তার অবদান অপরিসীম।

শিশুসাহিত্যে রিফাআর অবদান

ফ্রান্সে থাকাকালীন সময়ে রিফাআ'হ সাহিত্যের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পান। সেখানে এমন অনেক বিষয়ে সাহিত্য চর্চা হতে দেখেন যেগুলো তৎকালীন আরব সমাজ বা সাহিত্যে চর্চা হয় নি কিংবা আগেও হয়নি। সে সমস্ত বিষয়গুলোর মধ্যে শিশুসাহিত্যের বিষয়টিও অন্যতম। তিনি সেখানে শিশুসাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং এর প্রতি খুব আকৃষ্ট হন।

মিসরে ফিরে আসার পর তিনি নানা অনুবাদমূলক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সে সময়ই মিসরীয় শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য যখন রিফাআ'হকে বিদেশী শিশুসাহিত্য অনুবাদের জন্য সরকারের পক্ষ হতে নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি লন্ডনে অবস্থিত মিসরীয় রাষ্ট্রদূত সালাহদার ইবরাহীম পাশাকে ১২৪৩ হিজরীর ১২ রবিউস সানী তারিখে শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে এ রকম গল্প কবিতার বই পাঠাতে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রদূত বইগুলো পাঠানোর কয়েক বছরের মধ্যেই রিফাআ'হ ও তার নেতৃত্বে ভূগোল, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং, উত্তম চরিত্র ও পাঠোদ্দীপক গল্প ও কবিতা সম্বলিত বেশ কিছু বই অনুবাদ করে ফেলেন এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের তা বিতরণও করা হয়।[১০] সে সময়ের প্রসিদ্ধ দুইটি বই হলো حكايات الأطفال[১১] ও عقلة الصباع[১২]। রিফাআ'হ তহতবী জীবিত থাকা অবস্থায় আরবী শিশু-সাহিত্যের যে ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি ছড়িয়ে পরেছিল তা তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে নিভে যায়। তার পরপরই এই সাহিত্যাঙ্গনে কোন পথ প্রদর্শক সহসাই পাওয়া যায়নি।[১৩]

---

[১০] ড. আলী হাদীদী, পৃ. ৩৬৪।

[১১] حكايات الأطفال নামক গ্রন্থটি অনুবাদ করেন আব্দুল লতীফ আফিন্দী। আর এ গল্প সংকলনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর শিশুদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। (আলী আল হাদীদী)

[১২] عقلة الصباع নামক অনূদিত গ্রন্থটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীর উপযোগী। (আলী আল হাদীদী)

[১৩] ড. আলী আল হাদীদী, পৃ. ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক রচনা

রিফা'আহ আত তাহতাভী শিশুদের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষাদানের জন্য المرشد الأمين في تربية البنات و البنين নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা ১৮৭৬ সালে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়। তবে এর আগে روضة المدارس নামক সাময়িকীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়। ড. আহমদ যালাত বলেন,

لقد توفر تلاميذ الطهطاوي على إصدار كتابه الموسوم المرشد الأمين في عام ١٨٧٦م بعد أن نشره فصولا فوق صفحات روضة المدارس ، و في سلسلة ملاحقها الدورية ، و هذا الكتاب الذي يعده نفر من الدارسين البذرة الأولى .[১৪]

المرشد الأمين গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একাডেমিক শিক্ষক মরহুম মুহাম্মদ আব্দুল গণী হাসান বলেন, المرشد الأمين গ্রন্থটি মৌলিকভাবে চারিত্রিক শিক্ষামূলক গ্রন্থ যার মাধ্যমে শিশুরা সাহিত্য রস আস্বাদনের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রিফা'আহ আত তাহতাবী এ গ্রন্থটিকে ভূমিকা, একাধিক পরিচ্ছেদ সম্বলিত কতগুলো অধ্যায় ও পরিশিষ্টে সাজিয়েছেন। অধ্যায়গুলোতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টি জীবের সাথে তার সম্পর্ক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারী-পুরুষের যৌথ বৈশিষ্ট্য ও উভয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাদান ও উহার প্রকরণ, চতুর্থ অধ্যায়ে স্বতন্ত্র মাতৃভূমি বিষয়ক, পঞ্চম অধ্যায়ে বিবাহ ও উপপত্নী, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঘরবাড়ি নির্মাণের উপকরণ এবং সপ্তম অধ্যায়ে আত্মীয় স্বজন, তাদের পারস্পরিক অধিকার ও পিতামাতার সাথে সদাচার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তাঁর রচিত কতিপয় শিশুতোষ কাব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

في حب الوطن

(দেশ প্রেম)

يا صاح حب الوطن — حلية كل فطن
محبة الأوطان — من شعب الأيمان
و مصر أبهي مولد — لنا و أزهى محيّد
مصر لها أيادي — عليا على البلاد

[১৪] ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফূলাহ, (বৈরূতঃ আশ শারিকাতুল 'আরাবিয়্যাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯০), পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

الكون من مصر أقتبسْ   نورا و ما عنه احتبسْ

دار نعيم .. زاهية   و معدن الرفاهية

تحنو على القريب   تحلو لدى الغريب

قوة مصر القاهرة   على سواها ظاهرة

...

أبناؤها رجال   لم يثهم مجال

و جندهم صنديد   و قدرهم مرفوع

و ذوقهم مطبوع   و قدرهم مرفوع

كل فتى جليل   يعشق وادي النيل[১৫]

দেশ প্রেম

দেশ প্রেম

বিবেকবানের অলঙ্কার

দেশ প্রেম

ঈমানের জুয তার

মিশর উজ্জ্বল জন্মভূমি মোদের

নিরপেক্ষতা নিয়ে আছে গর্ব মোদের

মিশরের রয়েছে অনেক ক্ষমতা অন্যান্য দেশে

পৃথিবী আলো গ্রহণ করে মিশর হতে

মিশর উজ্জ্বলতার নিয়ামতপূর্ণ দেশ

মিশর সুখ ও কল্যাণের দেশ

মিশরের প্রভাব অন্যান্যদের উপর দৃশ্যমান

...

তার নাগরিকেরা সুপুরুষ

টলায় না কোন বাধা

---

[১৫] আহমদ সুলাইম, গুআরাউন কাতাবৃ লিল আতফাল, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সৈন্যরা একেকজন নেতা

তাদের মর্যাদা অনেকটুকু

তাদের রুচি সহজাত

আর সম্মান ও উন্নতি

প্রত্যেক যুবকই ভদ্র

তারা ভালোবাসে নীল উপত্যকা

جنود مصر

(মিশরের সেনাবাহিনী)

يا جند مصر لكم فخار	بين الورى عالى المنار
كالشمس في وسط النهار	صيت لكم في الكون سارْ
ما مجدكم إلا قديم	و العزّ فيكم مستديم
و عدوكم أبدا عديم	أما الحبيب أو النديم
مبنعهيدكم قهر العدا	و سقاهم كأس الردى
أسلامكم حازوا الشرف	سالف مضى نعم السلف
كونوا لهم أسمى خلف	كل بفضليكم اعترف
ضباطكم غرّ كرام	و لهم لدى الهيجا عرام
الجبن عندهم حرام	و هموا إذا سلّوا الحأم
تجد الرؤوس من العدا	خرّت ركوعا سجّدا [১৬]

মিশরের সেনাবাহিনী

হে মিশরীয় সেনাবাহিনী! পৃথিবীবাসীদের মাঝে

তোমাদের রয়েছে গৌরবের সুউচ্চ মিনার

ভর দুপুরের সূর্যের ন্যায় তোমরা

পৃথিবীময় বিস্তৃত সুখ্যাতি তোমাদের

তোমাদের সম্মান অতি প্রাচীন

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

আর তোমাদের মর্যাদা স্থায়ী

তোমাদের শত্রু প্রায়ই শূন্য

আর বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী তো অনেক।

৩. মুহাম্মদ উসমান জালাল (محمد عثمان جلال : ১৮২৮-১৮৯৮)

আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্য যাদের অবদানে শুভাগমন ঘটে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুহাম্মদ উসমান জালাল। তিনি বিখ্যাত ফরাসি কথাশিল্পী লাফুনতিনের পশুপাখির ভাষায় রচিত শিশুতোষ কাব্যকাহিনী অনুবাদের মাধ্যমে আরবী শিশু সাহিত্যের সূচনা করেন। তাই ড. আহমদ যালাত তাঁকে আরবী শিশু সাহিত্যের সর্বপ্রথম প্রবর্তক বলে মনে করেন।

আরবী শিশুসাহিত্যের প্রাথমিক পথ প্রদর্শক মহান সাহিত্যিক মুহাম্মদ উসমান জালালের জন্ম হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি মিশরের বনী সুয়াইফ জেলার কেন্দ্রস্থল 'উনা আল কাইস' (ونا القيس) শহরে জন্ম গ্রহণ করেন[১৭]। তাঁর পুরো নাম হলো : মুহাম্মদ বিন উসমান বিন ইউসুফ। আল হুসাইনী বংশধারা হিসেবে বলা হয় এবং উপাধি হিসেবে আল জালালী বলা হয়।[১৮] আর দশজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মত একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি বড় হতে থাকেন। শৈশবে বাবা মায়ের কাছে প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞান ও লেখালেখির হাতে খড়ি। তারপর স্থানীয় কুত্তাবে আরবী পড়তে শিখেন এবং পবিত্র কোরআনুল কারীম হিফজ করেন। খুব কম বয়সেই পুরো কুরআন হিফজ করে তিনি তার প্রখর মেধার স্বাক্ষর রাখেন। সেখানেই তিনি গণিতসহ আরো অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। প্রাথমিক স্তর শেষ করার পর তিনি মাধ্যমিক স্তরও তাঁর নিজ শহর আল কাইসেই অধ্যয়ন করেন। এখানেও তিনি কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পাশ করেন, এবং প্রচন্ড মেধার পরিচয় দেন। তার এই মেধা দেখে রিফাআহ তাহতাবী মুগ্ধ হন এবং তাকে নিয়ে মাদরাসাতুল আলসিন (ল্যাংগুয়েজ স্কুলে) ভর্তি করিয়ে দেন[১৯]। সেখানে তিনি আরবীর পাশাপাশি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। এখান থেকে পাশ করার পর তিনি খুদাইভী প্রশাসনে যোগ দেন। এখানে তিনি ফরাসী ভাষার শিক্ষক ও অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। দীর্ঘদিন খুদাইভী প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অনুবাদক হিসেবে কাজ করে যান।

---

[১৭] খাইরুদ্দীন আয যারকালী, *আল আ'লাম*, (বৈরূতঃ দারুল ইলমিল মালাঈন, ১৯৮৬), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৭ম খন্ড, পৃ. ২৬২; ড. আহমদ যালাত, পৃ. ১৯।

[১৮] প্রাগুক্ত।

[১৯] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল*, পৃ. ১৯।

সর্বশেষে তিনি কায়রোর আপীল আদালতে বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। অবশেষে তিনি কায়রোতে ১৮৯৮ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন[২০]।

আরবী সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি স্বরচিত ও অনুদিত অনেক কর্মই সম্পাদন করেন। উপন্যাস, নাটক, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তার পদ চারণা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মগুলো নিম্নরূপঃ

العيون اليواقظ ، الأماني و المنة ، التحفة السفينة ، بول و فرجيني ، الإسكندر الأكبر[২১]

শিশু সাহিত্যে উসমান জালালের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল العيون اليواقظ । এটি একটি দিওয়ান। আর এই দিওয়ানটিকে আরবী শিশুসাহিত্যিকদের পথ চলার প্রথম সোপান হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর এই প্রচেষ্টাটি আহমদ শাওকীর অনেক পূর্বের এক কীর্তি। যদিও কিছু মত পার্থক্য রয়েছে এর প্রকাশ সন নিয়ে।

العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ নামক দিওয়ানটি ফরাসী সাহিত্যিক লাফুনতিনের লেখালেখিতে প্রভাবিত হওয়ার ফসল। উসমান জালাল ফরাসী এই সাহিত্যিকের গল্প ও কাহিনীগুলোই অনুবাদ করে আরবীতে রূপ দান করেন। এ প্রসঙ্গে العيون اليواقظ এর ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেন:

... أخذت أترجم في الأوقات الخالية كتاب العلامة الفرنسية الكبير لافونتين ... و هو من أعظم كتب الأدب الفرنسي المنظومة على لسان الحيوان على نسق كتب الصادح و الباغم ، و فاكهة الخلفا ... و سميتها (العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ)[২২]

"অবসর সময়ে আমি মহান ফরাসি সাহিত্যিক লাফুনতিনের কাব্যাকারে লিখিত প্রাণীদের কথপোকথনের মাধ্যমের গল্পের বইটি অনুবাদ করতে থাকি আর এর নাম দেই " العيون اليواقظ في الأمثال و المواعظ "।"

উসমান জালাল তাঁর দীওয়ানের শুরুতে প্রথম কয়েকটি পংক্তিতে উক্ত কাব্য সংকলনটি রচনার উদ্দেশ্য, কাব্যকাহিনী সংখ্যা, এটি একটি উপদেশমূলক কাব্যকাহিনী এসব কিছু বর্ণনা করেছেন। যেমন কবি বলেন,

---

[২০] আল আ'লাম, পৃ. ২৬২; ড. আহমদ যালাত, পৃ.

[২১] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল*, পৃ. ১৯।

[২২] ড. আহমদ যালাত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

و أنظر فتلك روضة المعاني　　　و دوحة المنطق و البيان

نظمت فيها مائتي حكاية　　　و كلها بالحسن في نهاية

فيها إشارات إلى مواعظ　　　نافعة لكل واع حافظ

অর্থাৎ দেখ, এ অর্থের বাগিচা কথা ও বর্ণনার বিশাল বৃক্ষ।
আমি এখানে দুইশতটি কাহিনী সংকলন করেছি, প্রত্যেকটির পরিশেষে একটি সুন্দর বাণী রয়েছে।
এখানে রয়েছে উপদেশমালা যা প্রত্যেক মনোযোগী ও সংরক্ষণকারীর উপকারী।

উক্ত গ্রন্থে দুইশতটি কাব্যকাহিনী রয়েছে। তন্মধ্যে ১৬৫টি কবিতা 'রাজায' (الرجز) ছন্দে রচনা করেছেন যেগুলোর ক্বাফিয়া ছিল। আর বাকী ৩৫টি কবিতা বিভিন্ন ছন্দে রচনা করেছেন। তার কিছু প্রসিদ্ধ শিশুতোষ কবিতার নাম নিচে উল্লেখ করা হলো। যেমন :

১. الضفدع التي تريد أن تساوي الثور (ষাঁড়ের মত হতে চাওয়া ব্যাঙ)
২. الغراب و الثعلب (কাক ও শিয়াল)
৩. السلحفاة و الأرانب (কচ্ছপ ও খরগোশ)
৪. الديك الذي لقي لؤلؤ (মুক্তাপ্রাপ্ত মোরগ)
৫. الغلام و الثعبان المثلج (বালক ও বরফাবৃত অজগর)।

নিম্নে তাঁর কয়েকটি কবিতার নমুনা উপস্থাপন করা হলো।

(ক) কবি উসমান জালাল কাক ও শিয়াল সম্পর্কে কবিতা রচনা করেছেন যার শিরোনাম الغراب و الثعلب। এখানে কবি কাকের গোশতের টুকরা পাওয়া এবং শেয়ালের কৌশলে তা ছিনিয়ে নেয়ার কাহিনী অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

الغراب و الثعلب

(কাক ও শিয়াল)

كان الغراب حط فوق شجره　　　و جبنة في فمه مدوره

فشمها الثعلب من بعيد　　　لما رآها ... كهلال العيد

و قال : يا غراب ، يا ابن قيصر　　　وجهك هذا ، أم ضياء القمر ؟

Dhaka University Institutional Repository

كنت أظن أن فيك ريشا — هذا حرير قد رأى منقوشا

و جرمة الود الذي من بيننا — محبة فيك ... أتيت ها هنا

و ها أنا أرجوك أن تغني — عسى بك الهم يزول عني

لله ما أحلاك حيث تنجلي — صوتك أحلى من صباح البلبل

فاختدع الغراب من كلامه — و جاء للخصم على مرامه

و قال (يا ليل) بدون اللقيمه — فسقطت من فمه ... الغنيمه

قبضها الثعلب قبض الروح — و قال في بطني حلالا روحي !

ثم رنا بعينه من فوقه — رأى الغراب طارشا من حلقه

قال له يا سيد الغربان — إني بريئ ، و لأنت الجاني

خذ بدل الجبنة مني مثلا — و احفظه عني سندا متصلا

من ملق الناس عليهم عاشا — و أكل الجبنة و الجلاشا

فاعتبر الغراب من ذي التوبه — و تاب لكن لات حين توبه ![২৩]

কাক ও শিয়াল

একটি কাক এসে বসল এক গাছের ডালে

মুখে ছিল তার পনিরের টুকরা

দূর থেকে তার ঘ্রাণ পেল শিয়াল

কাছে এসে দেখতে লাগল ঈদের চাঁদের মিছাল

বলল শিয়াল: ওহে কাক ওহে কায়সার যাদাহ

তোমার এই চেহারা এতো চেহারা নয় যেন চাঁদের উজ্জ্বলতা

ভেবে ছিলাম তোমার মুখে শুধুই পশম

কিন্তু এ যে নকশী রেশম

আমাদের মাঝের ভালোবাসার দাবী

আর তোমার টানই আমায় এখানে নিয়ে এসেছে।

এখন আমি চাই তুমি আমায় গান শুনাবে

[২৩] উসমান জালাল, আল উয়ূনুল ইওয়াকিয়, ১ম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

আর আমার চিন্তাগুলোকে দূর করে দিবে।

শপথ আল্লাহর তোমার কণ্ঠ যে কি সুমধুর

তোমার কণ্ঠ তো বুলবুলের চেয়ে ভারী সুন্দর।

এভাবেই কাক ধোকা দিল তার কথা দিয়ে

আর পৌঁছে গেল তার মনজিলে মকসুদে।

কাক গান ধরল খাবার হাতে না নিয়েই

অমনি পড়ে গেল তার মুখ হতে ... গনীমত।

(খ) عثمان جلال এর আরেকটি প্রসিদ্ধ শিশুতোষ কবিতা হল في الغلام و الثعلب المثلج। এই কবিতায় কবি একটি বালক ও অজগরের গল্প চিত্রায়ন করেছেন। এক বালক প্রচন্ড শীতে জমে যাওয়া এক অজগরকে তার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন অজগরটি সুস্থ হয়ে বালকটি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। এই কবিতাটির কিছু পংক্তি অর্থসহ উল্লেখ করছি।

في الغلام و الثعلب المثلج

(এক বালক ও বরফাবৃত এক অজগর)

حكوا أن ثعبانا تثلج في الشتا	فمر غلام و اتسعد لنقله
و جاء به يسعى إلى الدار طائشا	و أدفاه ، فانظر لقلة عقله
فلما أحس الوحش بالنار و الدفا	و ساحت سموم الموت في الجسم كله
و فتح عينيه و حرك رأسه	على الولد المسكين يتغي لقتله
أتاه أبوه عاجلا قط رأسه	و دس عليه في الحضير بنعله
و قال : بني احذر غُبيا لقيت	و لا تصنع المعروف في غير أهله

<u>এক বালক ও বরফাবৃত এক অজগর</u>

কথিত আছে, একবার শীতে একটি অজগর বরফে জমে গেল

এক বালক তা দেখে অজগরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করল।

বালক অজগরটিকে ঘরে নিয়ে এল

ঘরে এনে তাপ দিল, আর অবুঝ শিশু অজগরকে দিল সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

অজগর যখন তাপ ও আগুন টের পেল

এবং মৃত্যুর লু হাওয়া সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

তখন অজগর চোখ খুলে মাথা উঁচু করে ফনা তুলল

হতভাগ্য বালককে দংশন করার মানষ করল।

তৎক্ষণাৎ তার বাবা এসে সাপের মাথায় আঘাত করল

আর পায়ের জুতা দিয়ে তাকে চেপে ধরল।

পরে বাবা বললেন: হে বৎস! নির্বোধ কাজ হইতে সাবধান থেকো

আর অনুপযুক্তের সাথে ভাল ব্যবহার কর না।

(গ) عثمان جلال এর আরেকটি মজার শিশুতোষ কবিতা আছে ব্যাঙ সম্বন্ধীয়। একটি ব্যাঙ একটি ষাঁড়কে দেখে তার মত বড় হতে চেয়েছিল। কিন্তু বড় হতে গিয়ে সে যে বিপদে পড়েছিল তারই একটি চমৎকার চিত্র তিনি এ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতাটি অর্থসহ নিচে বিবৃত করা হলো:

الضفدع التي تريد أن تساوي الثور

(ষাঁড়ের মত হতে চাওয়া এক ব্যাঙ)

عنى اسمعوا حكاية الضفدعه	فإنها تحكي مكان أربعه
و من بها في الفعل أضحى يقتدي	فظالم لنفسه ، و معتدي
لأنها قد خرجت مع أختها	يوما إلى السوق لسوء بختها
فنظرت ثورا عظيم الجرم	و استصغرت جثتها في الحجم
قالت : و من لي أن أكون مثله	عالية ، كبيرة كالعجله ؟
و قالت : أختي : إسمعي لي و انظري	هل أنني ساويته في الكبر ؟
قالت لها أختها : اتركي ذنانا[২৪]	و امشي بنا ، نبحث عن غدانا
فاشتعلت بالنار حبا في الكبر	و شرعت تفعل هاتيك العبر
و أخذت تتبع شرب الماء	و ملأت فوارغ الأحشاء
فانتفخت لوقتها فانفقعت	و حملتها أختها ، و رجعت
و هكذا ضلالها أوقعها	و النفس لا تحمل إلا وسعها[২৫]

---

[২৪] মূল সংকলনে এভাবেই লেখা আছে।

[২৫] উসমান জালাল, আল উয়ুনুল ইওয়াকিয, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

ষাঁড়ের মত হতে চাওয়া এক ব্যাঙ

একটি ব্যাঙের ঘটনা শুন আমার কাছে

আরও চার জায়গায়ও এটি বলা হয়েছে

বাস্তবে যে এই ঘটনা অনুসরণ করবে

সে নিজেই নিজের উপর জুলুম করবে এবং সীমালংঘন করবে।

ব্যাঙটি একদিন বেরিয়েছিল তার বোনের সাথে

বাজারের দিকে, ভাগ্য খারাপ থাকায়

ব্যাঙটি এক প্রকান্ড ষাঁড় দেখতে পেল,

আর নিজেকে সে তুলনায় খুবই ছোট মনে করল।

ব্যাঙ বলল আমি কেন এই গো বৎসের

ন্যায় মোটা তাজা ও উঁচু হতে পারব না?

ব্যাঙটি তার বোনকে বলল: আপু শোন, দেখ আমি কি

এই ষাঁড়ের সমান হতে পারব না?

বোন বলল: বাদ দাও এসব, আমার সাথে চল

আমরা আমাদের খাদ্য খুঁজি।

মোটা ও বড় হওয়ার আশায় ব্যাঙ

নিজেকে আগুনে ঝলসে নিয়ে হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করতে লাগল।

আর লাগাতার পানি খেতে লাগল

পরিপাকতন্ত্রের খালি জায়গাগুলো ভরে গেল।

তৎক্ষণাৎ তার শরীর ফুলে ফেটে গেল

অবশেষে তার বোন তাকে কোলে নিয়ে ফিরে গেল।

এভাবেই অজ্ঞতা বিপদে ফেলে

আর কেউ সাধ্যের বেশি সহ্য করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মোহাম্মদ আল-হারাভী (محمد الهراوي : ১৮৮৫-১৯৩৯)

আরবী শিশু সাহিত্যের সূচনালগ্নে যাঁরা জীবন বাজি রেখে শিশু সাহিত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব হলেন মুহাম্মাদ আল হারাভী। যখন শিশুদের জন্য লেখা অপচয় বা সময় নষ্ট বলে মনে করা হত, যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত এহেন পরিস্থিতিতে তিনি সকল সমালোচনা উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলেন। মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব বলেন,

إنهم كانوا ينظرون إلى الكتابة للأطفال و أدب الأطفال نظرة استخفاف و استهانة و استهزاء ... و من هنا كانت الكتابة للأطفال و التأليف لهم في ذلك الوقت تعد تضحية كبيرة .[২৬]

আধুনিক আরবী সাহিত্যের এই দিকপাল সাহিত্যিকের পুরো নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে ডক্টর মুহাম্মদ আল হারাভী (محمد بن حسين ابن الدكتور محمد الهراوي)। তিনি ১৮৮৫ সালে মিসরের পূর্ব প্রদেশের রাজধানী যাকাযিক এর নিকটবর্তী 'হুরয়া রাযনাহ' (هرية رزنة) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[২৭] তার দাদা ছিলেন অত্যন্ত সনামধন্য পণ্ডিত। তিনি মিসর হতে ইউরোপে প্রেরিত প্রথম শিক্ষা মিশনের ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। ছাত্র জীবনেই 'মাজাল্লাতুর রসূল' নামক সাময়িকী প্রকাশ করেন। আরবী ভাষার পাশাপাশি তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় সমান পারদর্শীতা অর্জন করেন।

তিনি শিক্ষা জীবন শেষে কর্ম জীবনের শুরু করেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা পদে যোগ দান করেন। তখন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক ছিলেন তাঁর খালু শাইখ মোহাম্মদ শরীফ সালীম। তিনি সেখানে ১৯০২ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯১১ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে 'দারুল কুতুব'এর প্রধান হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এখানেই এই পদে কর্মরত ছিলেন।[২৮] ১৯৩৯ সালে এই মহান সাহিত্যিক কায়রোতে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং কায়রোতেই তাকে দাফন করা হয়[২৯]। মারা যাওয়ার সময় এক স্ত্রী, তিন মেয়ে ও দুই ছেলে রেখে যান।

---

[২৬] মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব, পৃ. ১১৮।

[২৭] ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফুলাহ, পৃ. ৪৫; খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, পৃ. ১০৬।

[২৮] খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, পৃ. ১০৬

[২৯] ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফুলাহ, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পড়াশোনা করা অবস্থায়ই তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। পড়াশোনা শেষ করে কর্ম জীবনেও তিনি সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখেন। বিশেষ করে শিশুসাহিত্য চর্চায় তিনি গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আরব শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনার পথে যারা উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন তিনি তাদের অন্যতম। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ড. আলী হাদীদী বলেন,

أما الهراوي فيعد من الرواد الأول الذين وضعوا علامات على الطريق لأدب الأطفال في اللغة العربية .[৩০]

হারাভী প্রকৃতপক্ষে একজন শিশুতোষ কবি ছিলেন। তাই তিনি শিশুদের জন্য অত্যন্ত সাবলীল ও সহজ ধারায় কবিতা লিখতেন। যাতে তারা স্কুল ও বাড়িতে সেগুলো সহজেই মুখস্ত করে আবৃত্তি করতে পারে। সূক্ষ্মগীতিময় ছন্দ, সুমিষ্ট শব্দের সাবলীল বর্ণনা, সহজ বোধগম্য, গ্রহণযোগ্য মর্মের নিত্যনতুন কবিতা রচনা করেন, যা শিশুদের আনন্দ ও প্রফুল্লতা যোগায়। শিশুদের মন মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়ে অবতারণা করেন যা তাদের অনুভূতি শক্তির উন্নয়নে সহায়ক।

হারাভী যখন শিশুদের জন্য লেখালেখি করতেন তখন অন্যান্য সাহিত্যিকগণ মনে করতেন যারা বড়দের জন্য লিখতে অক্ষম তারাই শিশু সাহিত্য লিখে। তারা শিশু সাহিত্যকে তুচ্ছ মনে করত। এই পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গি যখন আরবে চলছিল তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিশু সাহিত্য উচ্চ মর্যাদার শিখরে পৌঁছেছিল। এহেন পরিস্থিতে শিশুদের জন্য রচনা করা বড় ত্যাগ বলে গণ্য করা হয়। এটি ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যে বিশ্বাস করে যে, শিশু সাহিত্য সাহিত্যের একটি অংশ এবং শিশুদের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, আনন্দ-বিনোদন তাদের চিন্তা-চেতনায় প্রবেশের ক্ষেত্রে শিশু সাহিত্যের বড় প্রভাব রয়েছে। তিনি কোন ঠাট্টা-বিদ্রুপের প্রতি লক্ষ্য না করে স্বীয় লক্ষ্য পানে এগিয়ে গিয়েছেন। শিশু সাহিত্যে তার লক্ষ্য ছিল শিশু-কিশোরদের সঠিকভাবে লালন-পালন, সৎ ও সরল পথের দিক নির্দেশনা প্রদান, প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক সম্ভার সরবরাহ যা ভবিষ্যতের পথ রচনায়, সমাজ ও জাতি গঠনে অংশগ্রহণে সহযোগিতা করবে।

[৩০] ড. আলী হাদীদী, পৃ. ৩৬৯ ; খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী

হারাভী গদ্য ও পদ্য ধারায় শিশুতোষ সাহিত্য রচনা করেন। তবে পদ্য ধারায় তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করেন। নিম্নে তাঁর রচিত শিশুতোষ সাহিত্য কর্মের তালিকা উপস্থাপন করা হল।

পদ্যধারা :

হারাভী ছেলে শিশুদের জন্য বেশ কিছু কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। যেগুলো পাঠ করে শিশুরা আনন্দ উপভোগ করে। নিম্নে তাঁর রচিত শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর গ্রন্থগুলোর তালিকা তুলে ধরা হল।

১. سمير الأطفال للبنين : কাব্যগ্রন্থ, ১৯২২ সালে যা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

২. سمير الأطفال للبنات : কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯২৩ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৩. ديوان أبناء الرسل নামক কাব্যগ্রন্থ বাদশাহ ফারুকের শাসনামলের শুরুর দিকে প্রকাশিত হয়।

৪. أغاني الأطفال : ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ এর মধ্যে 8 খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক খণ্ডই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বই হিসেবে নির্ধারিত ছিল। ১ম টি ১ম শ্রেণীর, ২য় টি ২য় শ্রেণীর, ৩য় টি ৩য় শ্রেণীর এবং ৪র্থ টি ৪র্থ শ্রেণীর[৩১]।

৫. الذئب و الغنم নামক কিশোর কাব্য-উপন্যাস ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. حلم الطفل ليلة العيد নামক কিশোর উপন্যাসটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. الحق و الباطل নামক আরেকটি উপন্যাস ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. ديوان الطفل الجديد নামক কাব্য সংকলনটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

গদ্যধারা

তিনি কিছু গল্প রচনা করেন। যেমন:

'بائع الفطير' ও 'حجا و الأطفال' নামক গল্প দুটি ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়।[৩২]

[৩১] ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফুলাহ, পৃ. ৪৭।
[৩২] ড. আলী আল হাদীদী, পৃ. ৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

হারাভীর কবিতার বিষয়বস্তু

হারাভী শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কবিতা, গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর এ সকল কবিতাগুলো আলোচ্য বিষয়ের আলোকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ধর্মীয় কবিতা: তিনি বিভিন্ন যুগের নবী ও রাসূলদের কাহিনী নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন: 'الله' (আল্লাহ), 'معرفة الله' (আল্লাহর পরিচয়), 'قصة أهل الكهف' (গুহাবাসীদের গল্প) ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তাঁর রচিত أبناء الرسل নামক কাব্য সংকলনটি এ ধরণের অনেক নবীর কাহিনী নিয়ে সাজিয়েছেন। যেমন: 'آدم' (আদম আ.), 'نوح' (নূহ আ.), 'إبراهيم' (ইবরাহীম আ.), 'سليمان' (সুলাইমান আ.), 'يوسف' (ইউসুফ আ.), 'موسى' (মূসা আ.), 'عيسى' (ঈসা আ.) এবং 'محمد صلى الله عليه و سلم' (মুহাম্মাদ সা.) ইত্যাদি।

২. বর্ণনামূলক কবিতা: তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন সুন্দর দৃশ্য নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন এবং আধুনিক নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়েও বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন যেগুলো শিশুরা খুব আগ্রহ ভরে পড়ে। যেমন: 'شم النسيم' (বাতাসের ঘ্রাণ), 'الأزهار و الطفل' (ফুল ও শিশু), 'وصف بستان' (বাগানের বর্ণনা), 'وصف المحمل' (পালকির বর্ণনা), 'وصف الهر' (বিড়ালের বর্ণনা), 'وصف الترام' (ট্রামের বর্ণনা), 'الباخرة' (স্টীমার) এবং 'الدراجة' (সাইকেল) ইত্যাদি।

৩. শিক্ষণীয় কবিতা: তিনি শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'المدرسة' (বিদ্যালয়), 'الكتاب' (বই), 'حروف الهجاء' (বর্ণমালা), 'الحساب' (গণনা), 'الحروف من ألف إلى ياء' (আলিফ থেকে ইয়া), 'الحروف المجردة من النقط' (নুকতা বিহীন বর্ণমালা), 'الحروف النقطة' (নুকতা বিশিষ্ট বর্ণমালা), 'حروف على ألسنة الحيوان' (প্রাণীর ভাষায় বর্ণমালা), 'الحروف على ألسنة الطفل' (শিশুর ভাষায় বর্ণমালা), 'الحروف في الأسرة' (পরিবারে বর্ণমালা), 'الحروف واحدة بعدّة كلمات' (এক বর্ণে একাধিক শব্দ) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কাব্যিক গল্প : তিনি আহমদ শাওকীর মত পশুপাখির ভাষায় কিছু কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। যেমন: 'حيلة' (কৌশল), 'العطف الأخوي' (বন্ধুসুলভ দয়া), 'الكلب و الحصان' (কুকুর এবং ঘোড়া) ইত্যাদি।

৫. মাতৃভূমি বিষয়ক গল্প : তিনি মাতৃভূমির প্রতি গুরুত্বারোপ করে বেশ কিছু গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। যেমন: 'الوطن' (স্বদেশ), 'العلم' (জ্ঞান), 'النيل' (নীল নদ), 'الأهرام' (পিরামিড), 'الآثار' (প্রত্নতত্ত্ব) ইত্যাদি।

৬. চারিত্রিক ও নৈতিক বিষয়ক গল্প : তিনি শিশুদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য কতিপয় কবিতা রচনা করেছেন। যেমন: 'أخلاق فاطمة' (ফাতেমার চরিত্র), 'الكمال في السوق' (কামাল বাজারে), 'آداب الفتاة في الطريق' (রাস্তায় যুবতীদের শিষ্টাচার), 'الهدية' (উপহার), 'الأمانة' (আমানত), 'قلبي للجميع' (আমার হৃদয় সকলের জন্য) ইত্যাদি।

কবি হারাভী قلبي للجميع নামক কবিতায় বলেন,

لا تظنوني صغيرا　　　ليس قلبي بالصغير

يسمع الناس ودادا　　　من صغير و كبير

৭. সমাজ ও পরিবার বিষয়ক কবিতা : কবি হারাভী সমাজ ও পরিবার নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। যেমন: 'المحكمة و بنك مصر' (আদালত ও মিশরের ব্যাংক), 'الأب و الأم' (পিতা-মাতা), 'الفتى و الفتاة' (যুবক-যুবতী), 'عيد الأم' (মায়ের খুশী), 'العام الجديد' (নববর্ষ) ইত্যাদি।

৮. খেলাধূলা বিষয়ক গান : কবি খেলাধূলা বিষয়ে কতিপয় গান রচনা করেছেন। যেমন: 'كرة القدم' (ফুটবল), 'لعبة الغمامة' (মুখোশ খেলা), 'الحلقة الدوارة' (লাটিমের আসর) ইত্যাদি।

৯. ছন্দময় গান : কবি হারাভী বেশ কিছু ছন্দময় গান রচনা করেছেন। যেমন : 'ليلة قمر' (চাঁদের রাত), 'شمس الضحى' (দিনের সূর্য) ইত্যাদি। এ গানগুলোতে হারাভী একটি শব্দ বারবার উল্লেখ করেছেন যাতে শিশুরা নতুন শব্দ সহজে আত্মস্থ করতে পারে এবং শিশুদের শব্দভান্ডার বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন شمس الضحى নামক সঙ্গীতে হারাভী বলেন,

أشرقت شمس الضحى		في السماء . في السماء
أشرقت شمس الضحى		في السماء الصافية
و هي تعطي من صحا		صحة . صحة [৩৩]

হারাভীর শিশুতোষ কাব্যের নমুনাঃ

কবি মুহাম্মদ আল হারাভী শিশুদের জন্য অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। নিম্নে তার কবিপয় কবিতা উল্লেখ করা হলো।

(ক) তার রচিত 'سمير الأطفال للبنين' এর প্রথম খন্ড থেকে এক শিশু শ্রমিক শিক্ষার্থী সম্পর্কে কয়েক লাইন তুলে দিচ্ছি :

أنا في الصبح تلميذ		و بعد الظهر نجار
فلي قلم و قرطاس		و أزميل و منشار
و علمي ان يكن شرفا		فما في صنعتي عار
فللعلماء مرتبة		للصناع مقدار [৩৪]

অর্থাৎ "আমি সকালে ছাত্র আর দুপুরের পরে কর্মকার
আমার আছে কলম ও কাগজ, বাটালী ও করাত।
আমার জ্ঞান যদি সম্মান হয় তবে কাজে কোন অসম্মান নেই।
জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে মর্যাদা আর শ্রমিকের জন্য রয়েছে ...

(খ) কবি মুহাম্মদ আল হারাভী শিশুদের জন্য আরবী ২৮ টি বর্ণমালা নিয়ে একটি ছড়া রচনা করেছেন। আর তা হলোঃ

[৩৩] মুহাম্মদ আল হারাভী, আগানী লিল আতফাল, ১ম সংস্করণ, ১৯২৮।
[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

الحروف في القصيدة

(ছড়ায় বর্ণমালা)

ألف ألف	نظمتْ إبرة
باء باء	لفّت بكره
تاء تاء	أكلتْ تمره
ثاء ثاء	قطعت ثمره
جيم جيم	ملأت جَرّه
حاء حاء	لبستْ حَبَرَه
خاء خاء	زرعتْ خُضْرَه
دال دال	ملكت دُرّه
شين شين	غرستْ شَجَرَه
صاد صاد	ربطت صُرّه
ضاد ضاد	منعت ضَرّه
طاء طاء	قفزتْ طَفْرَه
ذال ذال	نفختْ ذرّه
راء راء	رأس الهرّه
زاي زاي	قطعتْ زَهْرَه
سين سين	خاطتْ سِتْرَه
ظاء ظاء	قصت ظُفْرَه
عين عين	عدت عَشَرَه
غين غين	سكنت غَمْرَه
فاء فاء	أبدتْ فِكْرَه
قاف قاف	ألقت قِشْرَه
كاف كاف	طعمتْ كِسْرَه
لام لام	لبن البَقَرَه

Dhaka University Institutional Repository

ميم ميم	مصر الحرّه
نون نون	صادت نَمِرَه
هاء هاء	حملتْ هِرُه
واو واو	وجهُ الْمُهْرَه
ياء ياء	يدكم عَطِرَهْ [৩৫]

আলিফ আলিফ	ইবরা (إبرة : সুঁই) গেঁথেছে।
বা বা	বাকরাতুন (بكرة : চরকি) পেঁচিয়েছে।
তা তা	তামারাতুন (تمرة : খেজুর) খেয়েছে।
ছা ছা	ছামারাতুন (ثمرة : ফল) কেটেছে।
জীম জীম	জাররাতুন (جرة : কলস) পূর্ণ হয়েছে।
হা হা	হাবারাহ (حبرة : বোরকা) পরিধান করেছে।
খা খা	খুদরাহ (خضرة : শাক শবজি) জন্মেছে।
দাল দাল	দুররাহ (درة : মুক্তো) এর মালিক হয়েছে।
শীন শীন*	শাজারাহ (شجرة : গাছ) লাগিয়েছে।
সোয়াদ সোয়াদ	সুররাহ (صرة : থলি) বেঁধে রেখেছে।
দোয়াদ দোয়াদ	দাররাহ (ضرة : দুঃখ) থেকে নিস্কৃতি পেয়েছে।
ত্বোয়া ত্বোয়া	তাফরাহ (طفرة : উঁচু) তে লাফ দিয়েছে।
যাল যাল	যাররাহ (ذرة : ধূলো) ঝেড়ে ফেলেছে।
রা রা	বিড়ালের রা'স (رأس : মাথা)।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

* আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় নি। এভাবেই উল্লেখ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

যা যা	যাহরাহ (زهرة : ফুল) ছিঁড়েছে।
সীন সীন	সিতরা (سترة : পর্দা) সেলাই করেছে।
যোয়া যোয়া	যুফরাহ (ظفرة : নখ) ছোট করেছে।
আইন আইন	আশারাহ (عشرة : দশ) পর্যন্ত গণণা করেছে।
গাইন গাইন	গামরাহ (غمرة : কষ্ট) তে আছে।
ফা ফা	ফিকরাহ (فكرة : চিন্তাধারা) প্রকাশ করেছে।
ক্বাফ ক্বাফ	কিশরাহ (قشرة : ছাল) ফেলে দিয়েছে।
লাম লাম	গরুর লাবান (لبن : দুধ)।
মীম মীম	স্বাধীন মিশর (مصر)।
নূন নূন	নামিরাহ (نمرة : বাঘ) শিকার করেছে।
হা হা	হিররাহ (هرة : বিড়াল) গর্ভবতী হয়েছে।
ওয়াও ওয়াও	ছোট ঘোড়ার ওয়াজহ (وجه : মুখ)।
ইয়া ইয়া	তোমাদের ইয়াদ (يد : হাত) সুগন্ধিযুক্ত।

(গ) এছাড়া মুহাম্মাদ আল হারাভী পিতাকে নিয়েও ছড়া রচনা করেছেন। শিশু তার পিতাকে নতুন বছরে, ঈদের দিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

للأب

(পিতার জন্য)

تحية يا والدي   في عامك الجديد

أهدي إليك زهرة   فيها تهاني العيد

تعرب عن محبتي   من قلبي الودود[৩৬]

---

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

পিতার জন্য

হে পিতা আপনাকে অভিনন্দন
আপনার নতুন বছরে
আমি আপনাকে উপহার দিচ্ছি ফুল
এতে আছে ঈদের শুভেচ্ছা
আপনি আমার ভালোবাসা প্রকাশ করবেন
আমার স্নেহপরায়ন হৃদয় থেকে।

(ঘ) কবি মুহাম্মদ আল হারাভী নীল নদ সম্পর্কেও কবিতা রচনা করেছেন। যেমন:

النيل

(নীল নদ)

النيل سلسبيل ليس له مثيل
نهر كريم طيب يروى الثرى فيخصب
واديه روض أخضر يناسب فيه الكوثر
يفيض بالإحسان في مصر و السودان
و النيل في القطرين حياة توءمين
فليحيى نيل مصرا مدى الزمان حرا [৩৭]

নীল নদ

নীল নদ হলো সুমিষ্ট পানীয়
এর কোন তুলনা নেই।
পবিত্র সম্মানিত নদ
মৃত্তিকাকে সিক্ত করে অতঃপর তা উর্বর হয়।
এর উপত্যকা হলো সবুজ বাগান
কাওসারের সাথে যা মিল রাখে।
কল্যাণের সাথে প্রবাহিত হয়েছে
মিশর ও সুদানের মধ্য দিয়ে।

---

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

আর নীল নদ দুই অঞ্চলেই

দুটি জমজ প্রাণ।

অতএব নীল মিশরকে জীবিত রেখেছে

উষ্ণ সময়ের মাঝেও।

(ঙ) মুহাম্মদ আল হারাভী কিতাব নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। যেমন,

الكتاب

(বই)

أنا فتى ذو أدب	أقرأ خير الكتب
إن غابت الأصحاب	فصاحبي الكتاب
فيه حديث السمر	مزينا بالصور
أسأله يجيبني	عن كل ما يريبني
يحلو به البيان	و ما له لسان
كم قص لي حكاية	لطيفة للغاية
يروى لي الأشعارا	و الأدب المختارا
فالعلم في السطور	يسرى إلى الصدور[৩৮]

বই

আমি একজন ভদ্র বালক

আমি ভালো বই পড়ি।

যদি আমার বন্ধুরা না থাকে

তবে বইই হলো আমার বন্ধু।

এতে আছে রাতের গল্পগুজব

ছবি দ্বারা সুসজ্জিত।

আমি তাকে প্রশ্ন করি, সে উত্তর দেয়

আমার কাছে যা সন্দেহযুক্ত ।

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

সে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে
কিন্তু তার কোন জিহ্বা নেই।
আমাকে সে কতই না গল্প শুনিয়েছে
যার উদ্দেশ্য চমৎকার।
সে আমাকে অনেক কবিতা বর্ণনা করেছে
আর নির্বাচিত সাহিত্য।
অতএব জ্ঞান হলো ছত্রে ছত্রে
ছড়িয়ে পড়ে তা বুকের মাঝে।

অনুরূপ বিভিন্ন বিষয়ে মোহাম্মদ আল হারাভী বিভিন্ন কাব্য রচনা করেন যা আরবী শিশুসাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর এ কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ড. হাদী নু'মান আল হাইতী বলেন,

و يعد الهراوي من أوائل من انصرفوا بجد نحو كتابة الشعر للأطفال .[৩৯]

(শিশুতোষ কাব্য রচনায় যারা আত্মনিবেদন করেছেন, তাদের মধ্যে প্রথম সারির ব্যক্তি হিসেবে হারাভীকে গণ্য করা হয়।)

ড. আহমদ যালাত বলেন,

في عام ١٩٢٢م أوقد الشاعر محمد الهراوي أول شمعة مصرية ناضجة في ميدان التأليف للأطفال ، لأنه انفرد بكتابة مجموعة دواوين للأطفال تأليفا عربيا خالصا ،[৪০]

(মোহাম্মদ হারাভী ১৯২২ সালে শিশুতোষ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সফল মিশরীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করেন। কেননা তিনি শিশুদের জন্য বেশ কিছু মৌলিক আরবী কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন।)

---

[৩৯] ড. হাদী নু'মান আল হাইতি, ছাকাফাতুল আতফাল, (আলামুল মা'রিফাহ), পৃ. ২০৩।
[৪০] ড. আহমদ যালাত, মাদখাল ইলা আদাবিত তুফুলাহ, (রিয়াদঃ আল ই'লাম, ২০০০), পৃ. ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কামিল কীলানী (كامل كيلاني : ১৮৯৭-১৯৫৯)

আধুনিক আরবী সাহিত্য গগণে নব উদিত শাখা তথা আরবী শিশু সাহিত্যকে সূচনালগ্নে যিনি যথাযথ পরিচর্যা করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তিনি হলেন কামিল কীলানী। তাঁর রচিত ও অনূদিত শিশুতোষ গল্প, নাটক, সঙ্গীত আরবী শিশু সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য দরবারে উন্নীত করে। তিনি দুইশতেরও বেশি গল্প ও নাটক রচনা করেন। তাই তাকে আরবী শিশু সাহিত্যের বিধিসম্মত জনক (الأب الشرعي لأدب الأطفال) বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. আলী আল হাদীদী বলেন,

و أما كامل كيلاني فيعتبر بحق الأب الشرعي لأدب الأطفال في اللغة العربية ، و زعيم مدرسة الكاتبين للناشئة في البلاد العربية كلها . فهو أول من أزال من طريق هذا الفن الجديد في الأدب العربي أوشابه و صعوباته ، و أرساه على أرض صلبة من الموهبة و الدراسة الأدبية و الفنية ، و فتح به آفاقاً جديدة من المتعة و المعرفة للطفل العربي لم يكن لآبائه أو أجداده عهد بها من قبل .[৪১]

তাঁর পরিচিতি ও শিশুতোষ কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

আরবী শিশু সাহিত্যের অন্যতম এই পুরোধা ১৮৯৭ সালের ২০ অক্টোবর কায়রো শহরের কিল্লা (حي القلعة) এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন[৪২]। তার বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। খুব ছোট বয়সেই পবিত্র কোরআন হিফজ করে ফেলেছিলেন। কোরআন হিফজ করার পর ১৯০৭ সালে 'উম্মু আব্বাস আল আউয়ালিয়্যাহ' (أم عباس الأولية) নামক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে পড়া অবস্থায় আরবী সাহিত্যের সাথে পরিচয় হয় এবং তিনি এ সময় অসংখ্য আরবী কবিতা মুখস্ত করেন।[৪৩] পরে ১৯১৭ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। এখানে পড়াশুনা করার সময় তিনি ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পরও ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য ও যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য 'আযহারে'ও কিছুদিন পড়াশুনা করেন। তার শাইখদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন 'শাইখ সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী আল মুরসাফা' (الشيخ السيد سيد محمد علي المرصفى) ও 'আশ শাইখ আস সাহরাতী' (الشيخ السحرتي)।[৪৪]

---

[৪১] ড. আলী আল হাদীদী, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫।
[৪২] খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, আল আ'লাম, ৫ম খন্ড, পৃ. ২১৭; ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফূলাহ, পৃ. ৯১।
[৪৩] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ বাইনা কামিল কিলানী ওয়া মুহাম্মদ আল হারাভী*, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৯১।
[৪৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পড়াশুনা শেষ করে প্রথমেই তিনি কায়রোর 'তাহদীর' বিদ্যালয়ে অনুবাদ ও ইংরেজি ভাষার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর ১৯২০ সালে এই স্কুল ছেড়ে বুহাইরা প্রদেশের রাজধানী দামানহুরের মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে দুই বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯২২ সালে আবার কায়রো ফিরে আসেন এবং ওয়াক্বফ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা পদে চাকুরি নেন। এখান থেকেই চাকুরি শেষ করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি এই মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন[৪৫]। কামিল কীলানী ৯ অক্টোবর ১৯৫৯ সালে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৬]

সাহিত্য চর্চা

চাকুরী জীবন কায়রোয় স্থায়ী হওয়ার পর কীলানী পুরোদমে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। এবং সাংবাদিকতাও শুরু করেন। প্রথমে তিনি ১৯২২ সালে 'আর রাজা' (الرجاء) পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং এই পত্রিকার মাধ্যমে তার সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখেন।[৪৭] ১৯২২ সালে তিনি 'রাবিতাতুল আদবিল হাদীছ ওয়া লি নাশাতাতিল আদাবিল মালহূয' (رابطة الأدب الحديث و لنشاطة الأدبي الملحوظ) নামক সংস্থায় যোগদান করেন। এই সংস্থাটি আধুনিক আরবী সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশে বেশ অবদান রাখে। পরে ১৯২৯ সালে তিনি এ সংস্থার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এবং ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। আর তিনি ১৯২৭ সালে শিশুদের জন্য সর্বপ্রথম গল্প লেখায় হাত দেন এবং তাঁর প্রথম শিশুতোষ গল্পটি ছিল 'আস সিন্দাবাদ আল বাহরী' (السندباد البحري)। মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব বলেন,

كامل كيلاني أول من كتب القصص للأطفال في اللغة العربية في العصر الحديث .[৪৮]

অনুরূপভাবে ড. আহমদ যালাত বলেন,

في عام ١٩٢٧م أطلق كامل كيلاني الشرارة الأولى في ميدان التأليف القصصي للأطفال العرب عندما أصدر قصته الشهيرة (السندباد البحري) .[৪৯]

---

[৪৫] খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, *আল আ'লাম*, পৃ. ২১৭।
[৪৬] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল*, পৃ. ৯১; খাইরুদ্দীন আয যিরকিলী, *আল আ'লাম*, পৃ. ২১৭।
[৪৭] প্রাগুক্ত।
[৪৮] মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব, *মুকাদ্দামাতুন ফী আদাবিল আতফাল*, পৃ. ১১৯।
[৪৯] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা আহমদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল*, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

'আস সিন্দাবাদ আল বাহরী' প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর শিশুতোষ কর্মের শুভ সূচনা ঘটে এবং এতে তিনি অনেক সুনাম কুড়াতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর কর্মস্পৃহা বেড়ে যায় এবং শুরু হয় শিশুতোষ লেখনী। কামিল কীলানী তাঁর গল্পের বিষয় নির্বাচনে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর পান্ডিত্য বা তাঁর কাব্যিক প্রতিভা প্রকাশের জন্য শিশুতোষ সাহিত্য রচনা করেন নাই বরং শিশুদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে তাদের বয়স, মেধা, ভাষা-দক্ষতা, আবেগ-অনুভূতি ও বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনা করে শিশুতোষ সাহিত্য রচনা করেছেন। ড. আহমদ যালাত বলেন,

إن (كامل) لم يكتب مقطوعاته الشعرية للأطفال ليستعرض قدرته في النظم أو ليؤكد بها شاعريته ، و إنما وظف مقطوعاته ليسد حاجة الطفل العربي و يحببه في لغته و يتدرج به تبعا لعمره ، يغذي ميوله و طموحه و ينمى قدراته و ملكاته مثلما سار مع الطفل في فن الحكايات القصصية .[৫০]

তিনি মাত্র বত্রিশ বছরে প্রায় দুইশতের বেশি গল্প ও নাটক রচনা করেছেন। ড. আল হাদীদী বলেন,

فظهرت مكتبة الطفل للكيلاني في أكثر من مائتي قصة و مسرحية على مدى اثنين و ثلاثين عاما ، بدأ بأول قصة منها و هي قصة السندباد البحري عام ١٩٢٧م ، و لم يلق قلم من يده و هو يكتب في هذا ميدان حتى وافته منيته عام ١٩٥٩م .[৫১]

কামিল কীলানীকে আরব ভূখণ্ডের তরুণদের উপযোগী রচনাধারার জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি সাহিত্যের প্রতি আরব শিশুদের চাহিদা বুঝতে সক্ষম হন। তিনি মনে করেন শিশু সাহিত্য আরব শিশুদের ভাষার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে। তাদের মধ্যে প্রতিভা ও যোগ্যতা সজাগ করবে। আসক্তি ও উচ্চাকাঙ্খা শক্তিশালী করে তুলবে এবং পাঠ ও পাঠ সাধনার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি করবে। কীলানী তৎকালীন আরবের দুর্ভিক্ষের অবস্থা উপলব্ধি করেন। শিশুদের নিম্নমানের জীবনযাত্রা অবলোকন করেন এবং তিনি কিশোরদের মধ্যে আরবী ভাষাকে এড়িয়ে চলার প্রবণতাও লক্ষ্য করেন। তাই তিনি মনে করেন শিশুরা আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হল শিশু-কিশোর ও তরুণদের উপযুক্ত পূর্নবাসন না করা, যে পূর্নবাসন তাদেরকে আরব সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্য হতে উপকৃত হতে শক্তি যোগাবে। তাই শিশুদের চাহিদা ও মন মানসিকতা অনুধাবন করে তিনি তাদের জীবন কালের সাথে মিল রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসরমান সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেন।

---

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

[৫১] ড. আলী হাদীদী, পৃ. ৩৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

কীলানী আধুনিক গল্প রচনা, গল্পের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন। শিশুদের জন্য শৈশবের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত গল্প উপাখ্যান রচনা করেন। এগুলো শিশুদের ভাষা ও চিন্তার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল ছিল। যার বর্ণনা ভঙ্গি শিশুদের গল্প পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তুলে। কীলানী শিশুসাহিত্যে ভাষাগত প্রাচুর্য সরবরাহে গুরুত্বারোপ করেন, যা ছিল স্তর ভিত্তিক, বাগবাগিচার গল্প থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের যৌবনের গল্পের দিকে এগিয়ে যাবে। যাতে করে শিশুটি যখন বড় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে তখন যেন মৌলিক গ্রন্থাবলীর সাথে সাক্ষাৎ মিললে সে কোন আকস্মিকতা অনুভব না করে ও কাঠিন্যতার মুখোমুখী না হয়।

শিশুতোষ গ্রন্থাবলী

কামিল কীলানী শিশুদের জন্য দুই শতের বেশি গল্প ও নাটক লিখেছেন। তার গল্পগুলোর কিছু নিজস্ব প্রণীত, কিছু সংগৃহীত, কিছু অনুদিত। তার প্রথম গল্পটি হল السندباد البحري ১৯২৭ সালে প্রকাশিত। সর্বশেষ গল্পটি হল النعجة اللجيل ।

- শিশুদের জন্য লিখিত ধর্মীয় গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছিল 'من حياة الرسول' শিরোনামে।
- শিশুদের জন্য প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে রচিত কাহিনীমালা قصص الحيوان শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত হয়।
- পাশ্চাত্যের গল্প অবলম্বনে লিখিত কাহিনীগুলো روائع من قصص الغرب নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন।
- দেশীয় গল্প অবলম্বনে লিখেছেন قالت شهرزاد ।
- আরো লিখেছেন :

১. حجا و حكاياته (হোজ্জা ও তার গল্প), ২. مصارع الخلفاء (খলীফাগণের পতন), ৩. مصارع الأعيان (নেতৃবৃন্দের পতন), ৪. على هامش الغفران (ক্ষমার দ্বারপ্রান্তে) ৫. قصص من ألف ليلة (হাজার রজনীর গল্প) ৬. حي بن يقظان (ইবনে ইয়াকযান মহল্লা), ৭. نوادر حجا (হোজ্জার বিরল ঘটনাবলী), ৮. ابن جبير (জুবাইরের পুত্র), ৯. نشيد مصر (মিশরের সঙ্গীত), ১০. هذا صياد (ইনি শিকারী), ১১. نجاة الأرنب (খরগোশের মুক্তি), ১২. وراء النجم (নক্ষত্রের পিছনে), ১৩. عنقود العنب (আঙ্গুরের থোকা), ১৪.

Dhaka University Institutional Repository

سميرة (সামীরা), ১৫. الغراب الغادر (প্রতারক কাক), ১৫. البيت الجديد (নতুন বাড়ি), ১৬. الوقت (সময়) ইত্যাদি।

তিনি বিদেশী অনেক গল্প আরবীতে অনুবাদ করেছেন। যেমন:

১. قصص شكسبير (শেক্সপিয়রের কাহিনীমালা), ২. أشهر القصص العالمية (প্রসিদ্ধ বিদেশি গল্পমালা), ৩. بعض القصص الهندية (কিছু ভারতীয় গল্প) ইত্যাদি।

এভাবে তিনি শিশুদের জন্য প্রায় দুইশতের বেশি গল্প ও নাটক রচনা করে আরবী শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কামিল কীলানীর কৃতিত্ব ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কবি সম্রাট আহমদ শাওকী কয়েকটি চরণ রচনা করেছেন। তিনি বলেন,

يا (كامل) الفضل قد أنشأت مكتبةً

يسير في هديها شيبٌ و أطفال

جمال طبعك حلّاها و زينها

فأصبحتَ بجميل الطبع تختال [৫২]

অর্থাৎ

ওহে অনুগ্রহপ্রাপ্ত 'কামিল' তুমি একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছো,

সেখানে আসা যাওয়া করে বৃদ্ধ ও শিশুরা।

তোমার সুন্দর স্বভাব উহাকে সুশোভিত করেছে,

তোমার সুন্দর স্বভাব নিয়ে তুমি অহংকার করছো।

পরিশেষে বলা যায়, আরবী শিশু সাহিত্যে কামিল কীলানীর অবদান অপরিসীম। তিনি আরবী শিশু সাহিত্যকে পূর্ণতা দানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি আমরণ শিশু সাহিত্যের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। ড. আলী হাদীদী বলেন,

و قد أنفق الكيلاني زهرة عمره و أكثر سنواته حياته في خدمة الأطفال فأعطى لهم من وقته و ثمرات قلبه و ثقافته ما لم يعطه أحد غيره . [৫৩]

---

[৫২] ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফূলাহ বাইনা কামিল কিলানী ও মুহাম্মাদ আল হারাভী, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ১৩০।

এছাড়া তিনি কামিল কীলানী প্রথম শিশুতোষ গল্প রচনা করেন। তিনি প্রথম শিশুতোষ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথম রেডিও এর মাধ্যমে শিশুদেরকে উপদেশমালা প্রদান করেন। এ সকল অবদানের কারণে তিনি আরবী শিশুসাহিত্যের জনক হিসেবে পরিচিত। ড. আহমদ যাকী আবু শাদী 'আল মুকতাতফ' (المقتطف) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কামিল কীলানী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

و قد كان كامل كيلاني والدا قبل أن يكون مؤلفا قصصيا للأطفال ، و لذلك بث في تأليفه روح الأبوة و الشغف بتهذيب ولده ، و كان خير من يؤلف في هذا الباب .[৫৪]

কামিল কীলানী রচিত কতিপয় ছড়া ও গান

(ক) কামিল কীলানীর রচিত গানগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি গান হলো 'نشيد الغراب' (কাকের গান)। কবি বলেন,

نشيد الغراب

أيها الرِّفاق　　　أيها الأصحاب

لا تصدقوا　　　(دِنْدِشَ) الكذاب

غاق غاق غاق

أيها الأحباب　　　أيها الرفاق

كل ثعلب　　　طبعه النفاق

غاق غاق غاق

لا تصدقوا　　　كل ما يقال

كل ثعلب　　　خادع محتال

غاق غاق غاق[৫৫]

---

[৫৩] ড. আলী হাদীদী, পৃ. ৩৭৯।

[৫৪] ড. মুহাম্মদ আলী আল হারফী, আদাবুল আতফাল (রিয়াদ: দারুল মা'লিম, ১৯৯৬), পৃ. ৫০।

[৫৫] ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফূলাহ, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কাকের গান

ওহে বন্ধুরা ! ওহে সাথীরা !!

মিথ্যাবাদী 'দিনদিশ' (শিয়াল) এর সাথে বন্ধুত্ব করো না।

কা ! কা !! কা !!!

ওহে প্রিয় ! ওহে বন্ধুরা !!

সমস্ত শিয়ালের স্বভাব হলো কপটতা।

কা ! কা !! কা !!!

যাদের কথা বলা হলো তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না

প্রত্যেক শিয়ালই ধোকাবাজ, ধূর্ত।

কা ! কা !! কা !!!

(খ) কামিল কীলানী তাঁর জন্মভূমি মিশরকে নিয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন। তার রচিত উক্ত সঙ্গীতের শিরোনাম হলো 'নাশীদু মিশর' (نشيد مصر)। এই সঙ্গীতের অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

نشيد مصر

سماؤكِ يا مصر أصفى سماء

و أرضكِ أرض الغنى و الرخاء

و نيلكِ يا مصر جم العطاء

فمنه الغذاء و منه الكساء

على ضفتيه نما مجدنا

و منه عرفنا فنون الوفاء

يفيض علينا بخيراته

فيسقي الغراسَ و يروي الظماء

و تسري الحياة فيزكو النباتُ

و يحيا الموات و يحيا الرجاء

أعزّ الغوالي ، حياتي و مالي

و أهلي جميعا : لِ مصرَ الفداء

Dhaka University Institutional Repository

سماؤك يا مصر أصفى سماء

و أرضُك أرضُ الغنى و الرخاء [৫৬]

মিশর সঙ্গীত

হে মিশর ! তোমার আকাশ, সবচেয়ে নির্মল আকাশ
আর তোমার ভূমি সম্পদ ও সমৃদ্ধির ভূমি।
তোমার নীল নদ, হে মিশর ! সবচেয়ে বড় দান
সেখান থেকেই খাদ্য আসে, সেখান থেকেই পোশাক।
উহার দুই তীরে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে
সেখান থেকেই আমরা জানতে পেরেছি হরেক রকম কাজ।
তার কল্যাণ আমাদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে
ফসলাদি সিক্ত হয় এবং পিপাসার্ত তৃষ্ণা মেটায়।
জীবন সচল হয়েছে আর শস্য বৃদ্ধি পেয়েছে
নির্জীবতা প্রাণ ফিরে পায় আর আশা জেগে ওঠে।
মূল্যবান সম্মানিত বস্তু, আমার জীবন, সম্পদ
এবং আমার পরিবারের সবাই মিশরের জন্য নিবেদিত।
তোমার আকাশ, হে মিশর ! সবচেয়ে নির্মল আকাশ
আর তোমার ভূমি সম্পদ ও সমৃদ্ধির ভূমি।

(গ) কবি কামিল কীলানী আঙ্গুর নিয়েও চমৎকার কবিতা রচনা করেছেন। আঙ্গুর নিয়ে তার কবিতার শিরোনাম হলো عنقود العنب (আঙ্গুরের থোকা)। উক্ত কবিতাটি শুরু করেন অত্যন্ত সুন্দর একটি ভূমিকা দিয়ে। ভূমিকাটি হলো:

عنقود العنب

(আঙ্গুরের থোকা)

قصة عنقود العنب　　عجيب من العجب

و طُرْفَةٌ من الطُرف　　و تحفة من التحف

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

نادرة ظريفةْ	شائقة لطيفةْ
تردعُ كل خائن	همّ بفعل شائن
و كل ما فيها عبر	لعاقل إذا اعتبرْ
أقُصُّها عليكم	هديّةً إليكم
فإنها مثال	يحفظه الأطفال [৫৭]

আঙ্গুরের থোকা

আঙ্গুরের থোকার গল্প	একটি তাজ্জব ব্যাপার।
একটি মজার ব্যাপার	একটি উপহার।
একটি দুর্লভ বুদ্ধিদীপ্ত গল্প	একটি সুন্দর হাসির গল্প।
হটিয়ে দেয় সমস্ত বিশ্বাসঘাতককে	যে করতে চায় কোন অপকর্ম।
প্রত্যেক ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে	যে বুদ্ধিমান তা থেকে শিক্ষা নেয়।
আমি তোমাদের কাছে এ গল্পটি বলছি	তোমাদের জন্য উপহার স্বরূপ।
কারণ এটি একটি দৃষ্টান্ত	শিশুরা তা মনে রাখবে।

অতঃপর ভূমিকা শেষ করে মূল গল্প বলা শুরু করেন। কবি বলেন,

قد أقبلتْ (سميره)	واجمة حسيره
و فكرت مليًا	ثم اعتلتْ كرسيا
و هي تروم العنبا	ما استأذنت فيه أبا
و اندفعتْ في جرمها	من غير إذن أمها
و صمّمتْ ، فأقدمتْ	و اضطربت ، فأحجمت
و صارت المسكينه	مذعورة حزينه
حائرة العينين	مرعشة اليدين
ترمقه فتحسبه	جمرا تلظّى لَهَبُهْ
فَهْيَ تخافُ مسّه	و لا تطيق لسه [৫৮]

---

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।
[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সামীরা এসেছে বিষণ্ন হয়ে, মুখ ভার করে।
দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করল অতঃপর চেয়ারে বসল।
সে চাচ্ছে আঙ্গুর সে বাবার কাছে অনুমতি চেয়েছিল।
সে অপরাধ করেছিল তার মায়ের কাছে অনুমতি না নিয়ে
সে কিছুই শুনল না বরং উদ্যোগী হলো সে অস্থির হয়ে গেল এবং বিরত থাকল।
সে হয়ে গেল নিঃস্ব ভীত, স্বন্ত্রস্ত।
চোখ দুটো অস্থির কম্পিত দুই হাত
সে তাকিয়ে থাকল, চিন্তা করতে থাকল আঙ্গুরগুলো যেন আগুনের শিখা
সে সেগুলো ছুঁতে ভয় পাচ্ছে এবং ধরতে সাহস করছে না।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরইয়ান (محمد سعيد العريان : ১৯০৫-১৯৬৩)

মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরইয়ান মিশরের একজন প্রখ্যাত লেখক ও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন। এ প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিকের জন্ম হয় মিশরের 'আল গারবিয়্যা' (الغربية) জেলার মহল্লা হাসান নামক গ্রামে ১৯০৫ সালের ২ ডিসেম্বর ঈদুল ফিতরের সকালে তিনি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখতে পান[৫৯]। তাঁর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বাবার বয়স ছিল প্রায় ৯০ বছর। তখনও তার কোন সন্তান হয় নি। ঈদুল ফিতরের দিনে জন্মেছেন বলে তাঁর নাম মুহাম্মদ সায়ী'দ রাখা হয়। আর আল 'উরইয়ান বলা হয় তাঁর দাদা শাইখ আহমদের একজন বড় শায়েখ ছিলেন আল 'উরইয়ান নামে এবং তাঁর প্রতি নেসবত করে। তার দাদা আযহারের শাইখ ছিলেন এবং আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন। পরে ইংরেজদের রোষানলে পড়ে তিনি পায়ে হেঁটে তানতায় পালিয়ে যান। তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর। তানতায় গিয়ে আহমদী বিশ্ববিদ্যালয়ে যা আযহারের শাখা ছিল সেখানে অধ্যাপনায় যোগদেন।[৬০]

কিশোর মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরইয়ান এ শৈশব কেটেছে তাঁর নিজ পরিবারেই। তার পরিবারটি ছিল শিক্ষা-বান্ধব ও ধর্মভীরু। তাঁর বাবার কাছেই শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি। এগার বৎসর বয়সেই পবিত্র কোরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি আহমদী ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। এখানে পড়াশুনা অবস্থায়ই ১৯১৯ সালে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এই আন্দোলনের কারণে তার মেধা থাকা সত্ত্বেও তাকে এক শ্রেণী হতে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হত না। কারণ মৌখিক পরীক্ষায় তাঁকে অনুত্তীর্ণ করে রাখা হত।[৬১] অথচ তিনি লিখিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। যার ফলে তার প্রাথমিক স্তর শেষ করতে করতে হয়ে যায় ১৯২০ সাল। এদিকে তাঁর সহপাঠী অনেকেই মাধ্যমিক স্তরের কয়েক শ্রেণী উপরে চলে গেলে তিনি আর মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে তিনি নিজে নিজেই শুরু করলেন মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা। চার বৎসরের সিলেবাস আট মাসেই সম্পন্ন করে ফেলেন। মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আগে সরকার তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আবার নেমে আসে তার জীবনে দুর্যোগ।[৬২] পরে ১৯২৫ সালে তিনি মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অর্জন করেন। তারপর দারুল উলুম কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে

---

[৫৯] মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব, *মুকাদ্দামাতু ফী আদাবিত তুফূলাহ* (ত্রিপলীঃ আল মানশাআতুল আলাম, ১৯৮৫), পৃ. ১২২; খাইরুদ্দীন আয যিরিকলী, *আল আ'লাম*, পৃ ১৪৪।

[৬০] http : // ar. Wikipedia. Org/wiki …

[৬১] প্রাগুক্ত।

[৬২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ সালে পাশ করে বের হন অতঃপর লন্ডনে সরকারী খরচে পড়তে যাওয়ার জন্য মনোনীত হন। কিন্তু বৃদ্ধা দাদীর আবদারের কারণে আর লন্ডনে যাওয়া হয়নি তার।[৬৩]

১৯৩০ সালে স্নাতক ডিগ্রী নেয়ার পর এ বৎসরেই শারবীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে তার কর্ম জীবনের সূচনা হয়। ১৯৩২ সালে বদলি হন তানতায় আল বাসিদ বিদ্যালয়ে। এখান থেকে ১৯৩৬ সালে শিবরা বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি হন। সেখান থেকে সালাহদার বালক বিদ্যালয়ে। তারপর ১৯৪২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংস্কৃতি পরিদর্শক পদে উন্নতি লাভ করেন।

১৯৪৫ সালে শিক্ষামন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক সানহুরীর কয়েকটি শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সমালোচনার কারণে শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে তাঁকে একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে বদলি করে দেয়া হয় এবং তার মেয়েদেরকে বিদ্যালয় হতে বহিষ্কার করা হয়।[৬৪] পরে ১৯৪৬ সালে শিক্ষামন্ত্রী মুহাম্মদ হাসান আল 'আশমাভীর আমন্ত্রণে আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে পুনরায় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের হস্তক্ষেপে তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বদলির আদেশ দিলে তিনি আর সরকারী চাকুরি করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। পরে মন্ত্রী আলী আইয়ুবের মধ্যস্থতায় তিনি পুনরায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিল্প বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করতে সম্মত হন। তারপর ড. তহা হুসাইন যখন শিক্ষামন্ত্রী হন তখনও তিনি তার সাথে কাজ করেন। ১৯৫২ সালের সেনা বিদ্রোহের পর কামালুদ্দীন হুসাইনের মন্ত্রী হওয়ার পর সায়ীদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বর্হিবিশ্ব সম্পর্কীত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন। এবং ১৯৬১ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আযহার বিষয়ক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন। আযহারের উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আলী সবরীর সাথে মতানৈক্যের ফলে ১৯৬১ সালের শেষ দিকে নিজ পদ হতে পদত্যাগ করেন।[৬৫]

কর্মজীবনের সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন সংগঠন ও তৎপরতার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি মিসরের শিক্ষক সমিতি গঠন করেন এবং এর পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দেন। পরে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ পদেই থাকেন। মিসর শিক্ষক সমিতির সাধারণ

---

[৬৩] প্রাগুক্ত।
[৬৪] প্রাগুক্ত।
[৬৫] প্রাগুক্ত।

সম্পাদক থাকার সাথে সাথে তিনি সমগ্র আরব শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। অবশেষে এই মহান কর্মোদীপ্ত লেখকের জীবনাবসান হয় ১৯৬৪ সালের ১৩ই জুন।[৬৬]

মুহাম্মদ সায়ীদ আল উরয়ান তার কর্ম ব্যস্ততার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখেন। তিনি সাহিত্যের নানা অঙ্গনে বিচরণ করেছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধসহ ইতিহাস, আত্মজীবনী, শিক্ষা বিষয়ক লেখালেখিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার সকল কর্ম ও লেখালেখির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরবী ভাষার মৌলিকত্ব রক্ষা করা এবং আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর বন্ধন সুদৃঢ় করতঃ আরবী ও ইসলামী মর্যাদার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলো প্রায় মুসলিম ইতিহাস ও কোরআন-হাদীসের তথ্য নির্ভর। ইসলামী চিন্তা চেতনায় প্রভাবিত হওয়ার কারণ হল তিনি নিজে ধর্মকে মানতেন। তাছাড়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাফেয়ী তার জীবনে বড় ধরণের প্রভাব ফেলেছিলেন। তিনি রাফেয়ীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন যার কারণে তাকে রাফেয়ীর ওহীর লেখক বলা হয়।

মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরইয়ানের শিশুতোষ রচনাবলী

মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরইয়ান সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গনের তুলনায় বেশি অবদান রেখেছেন শিশুসাহিত্যে। শাওকী, কিলানী এবং হারাবীর পাশাপাশি সায়ীদকে আরবী শিশুসাহিত্য লেখকদের সুউচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। ড. আলী হাদীদী বলেন,

فإن محمد سعيد العريان يعد القمة التي لم يسامها أو يدانها أحد من الكاتبين بالعربية للأطفال من قبله أو في عصره ، فقد وصل بهذا الفن إلى درجة من الكمال الفني جعلته مثلا للذين يكتبون للأطفال بعده .[৬৭]

শিশুতোষ লেখালেখির কারণে তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তার গল্পগুলো ছিল সুবিন্যস্ত, উজ্জ্বল বাক্যাবলী সম্বলিত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিশুদের জন্য আকর্ষণীয়। তার অধিকাংশ গল্পগুলো ছিল ধর্মীয়, সামাজিক ও চারিত্রিক তাৎপর্যপূর্ণ, যেগুলো শিশুকে অন্যায় ও অপকর্ম হতে দূরে রেখে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে তুলতে সহায়তা করে[৬৮]।

ড. মুহাম্মদ সালিহ আশ শানতী বলেন,

---

[৬৬] খাইরুদ্দীন আয যিরিকলী, আল আ'লাম, পৃ ১৪৪।
[৬৭] ড. আলী হাদীদী, পৃ. ৩৮২-৩৮৩।
[৬৮] মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

و اعتبر محمد سعيد العريان المتوفي عام ١٩٦٤ المؤصل الثاني لأدب الأطفال ، و يتمثل دوره فيما أرساه من منهج و ما قدمه من وسائل ، و ما اصطفاه من محتوى يتناسب مع المستوى الإدراكي و الذوقي و الوجداني للطفل في مراحله العمرية المختلفة .[৬৯]

মুহাম্মদ সায়ীদ তার প্রথম শিশুতোষ সংকলন প্রকাশ করেন ১৯৩৪ সালে। ঐ সংকলনের শিরোনাম ছিল القصص المدرسية[৭০]। যাতে ২৪টি গল্প ছিল। এটি রচনায় তাঁর সাথে রয়েছেন আমীন দুয়াইদার ও মাহমুদ যাহরান। القصص المدرسية এর কিছু গল্প নিম্নরূপ-

المدمس أكسفورد ، الصياد التائه ، الطيور البيضاء ، بنت الأميرة ، الزعيم الصغير ، البيت الجديد ، تاجر دمشق

ইত্যাদি

তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলনটির শিরোনাম ছিল كان يا ما كان । এতে চারটি বড় বড় গল্প রয়েছে। গল্পগুলো হলো:

محسن و محاسن ، بير زويلة ، الرسوم بريشة حسين بيكار ، مغامرات ارنباد

মিসরে যখন শিশুতোষ লেখালেখি বৃদ্ধি পায়, তখন دار المعارف المصرية একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়। তারা একটি শিশুতোষ সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং এর সম্পাদক হিসেবে মুহাম্মদ সায়ীদকে পছন্দ করেন। তার সম্পাদনায় ৩ জানুয়ারী ১৯৫২ থেকে مجلة سندباد নামে একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশ পায়, যা প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হত। এ শিশুতোষ পত্রিকাটি ৭ জুলাই ১৯৬০ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটিতে হারাকাতসহ বিভিন্ন ছোট গল্প, ধারাবাহিক গল্প ও কিশোর উপন্যাস প্রকাশ পেত। যেমন: ألف ليلة و ليلة ও رحلات سندباد।

পরবর্তীতে এই ধারাবাহিক সংখ্যাগুলো একত্রে ৪ খণ্ডে একটি সংকলন বেরিয়েছিল رحلات سندباد নামে। এর ভেতরের গল্পগুলো ছিল নিম্নোক্ত শিরোনামে -

الإنسان الوحشي ، الرجل المجهول ، سر الجزيرة المهجورة ، اللقاء الغريب ، طريق الأهوال ইত্যাদি

- তাছাড়াও তিনি যৌথভাবে নিম্নোক্ত ৪টি শিশুতোষ গল্পের বই রচনা করেন। যথা:

---

[৬৯] ড. মুহাম্মদ সালিহ আশ শানতী, *ফী আদাবিল আতফাল*, (সৌদি আরব: দারুল আনদালুস, ১৯৯৬), পৃ. ১৮৪।
[৭০] ড. আলী হাদীদী, পৃ. ৩৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

১. القراءة الجديدة للمدارس الابتدائية : সংকলনটি ১ম শ্রেণী হতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী করে রচিত।

২. المعلم لتعليم القراءة و الكتابة من كتاب القراءة الجديدة

৩. كتاب دروس القصص لتلاميذ السنة الأولى الابتدائية

৪. التربية الدينية لتلاميذ المدارس الابتدائية : এ গল্প সংকলনটি তৃতীয় শ্রেণী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে।

অন্যান্য রচনাবলী

শিশু সাহিত্য ছাড়া আরো অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে। বিশেষ করে ছোট গল্প ও ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি ইতিহাস নিয়ে গল্পাকারে লিখেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো:

১. قطر الندى - (১৯৪৫), ২. علي بابا زويلة - (১৯৪৬) ও ৩. شجرة الدر - (১৯৪৭) ও ৪. بنت قسطنطين - (১৯৪৮) ইত্যাদি।

حياة الرافعي নামক তাঁর একটি জীবনী গ্রন্থ ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

সম্মাননা

তিনি তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পুরস্কার পেয়েছেন।

- ১৯৬২ সালে শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার ' جائزة الدولة التقديرية في الآداب' লাভ করেন[৭১]।
- তিনি ১৯৫৯ সালে জর্ডানের وسام النهضة الأردني পদক পেয়েছেন।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

তিনি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বেশ কিছু গ্রন্থের সম্পাদনা করেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা লেখেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. ইবনু আবদু রাব্বিহির রচিত গ্রন্থ : العقد الفريد (৪ খন্ড)।

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইবনু খালদুনের রচিত الأمصار و العمران। ইহা মুকাদ্দিমাতু ইবনি খালদুনের চতুর্থ অধ্যায়।

৩. আবদুল ওয়াহিদ আল মারাকিশীর রচিত المعجب في تلخيص أخبار المغرب নামক গ্রন্থ।

তাছাড়া তিনি আধুনিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। যেমন প্রখ্যাত লেখক মুস্তফা সাদিক আর রাফিঈ' এর রচিত প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। যেমন :

১. إعجاز القرآن و البلاغة النبوية

২. أوراق الورد

৩. تاريخ آداب العرب

৪. تحت راية القرآن

৫. حديث القمر

৬. رسائل الأحزان في فلسفة الحب و الجمال

৭. السحاب الأحمر

৮. كتاب المساكين

৯. وحي القلم

অনুরূপভাবে তিনি আহমদ শাওকীর দীওয়ানের চতুর্থ খন্ডটিও সম্পাদনা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন।

প্রবন্ধ সংকলন

তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে এগুলো প্রবন্ধ সংকলন নামে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ সংকলন হলোঃ 'الحياد الإيجابي', 'مهمة الأزهريين', 'عيد العلم بدأ دعوة الكواكبي', ' مفهوم القومية العربية عند الكواكبي', 'الإسلام في ظل الإسلام', 'العلاقات بين العرب و الأتراك', 'مستقبل الإسلام', 'وحدة الفكر العربي', ' الكتاب المدرسي' ইত্যাদি।

রাজনৈতিক প্রবন্ধ

তিনি বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কেননা তিনি অল্প বয়সে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক প্রবন্ধ হলো:

Dhaka University Institutional Repository

১. أضواء على الحبشة

২. أفريقيا حلم الاستعمار البريطاني

৩. البترول و السياسة العربية

৪. شمال أفريقيا بين الماضي و الحاضر و المستقبل

৫. حقيقة الشيوعية

৬. تركيا و السياسة العربية

৭. قصة الكفاح بين العرب و الاستعمار

তিনি এ সকল রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলো যৌথভাবে অর্থাৎ অন্যান্য লেখকদের সাথে নিয়ে রচনা করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরইয়ান আরবী শিশুসাহিত্য নামক নব উদিত শাখাটিকে অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর রচিত এ শিশুতোষ কবিতা ও কাহিনীগুলো শিশুদেরকে সাহিত্যরস আস্বাদনের পাশাপাশি নৈতিক ও চারিত্রিক দীক্ষা লাভ করতে সহায়তা করবে। তাছাড়া তাঁর রচিত এ সকল শিশুতোষ কর্মগুলো পরবর্তী লেখকদের পাথেয় ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে।

৭. আলী ফিকরী (علي الفكري : ১৮৭৯-১৯৫৩)

আরবী শিশু সাহিত্যাকাশের আরেক উজ্জল নক্ষত্র হলেন আলী ফিকরী। তিনি ১৮৭৯ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন[৭২]। স্নাতক পড়াশুনা শেষ করেই চাকুরি জীবনে প্রবেশ করেন। শিক্ষকতা পেশা দিয়েই চাকুরি জীবনের শুরু। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদেও দায়িত্ব পালন করেন। তারপর বদলি হয়ে দারুল কুতুবের পরিচালক পদে ১৯১৩ সালে কাজ করেন[৭৩]। ব্যস্ত জীবনের মাঝে তিনি সাহিত্য চর্চাও সমানভাবে চালিয়ে যান। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থ যেমন -

১. القرآن ينبوع العلوم و العرفان (কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস) ২. الآداب الإسلامية (ইসলামী শিষ্টাচার), ৩. عظة النساء (নারীর সম্মান), ৪. النصح المبين (সুস্পষ্ট উপদেশ), ৫. تقويم الأخلاق (শক্তিশালী চরিত্র), ৬. تربية البنين (ছেলেদের শিক্ষা), ৭. آداب الفتى (যুবকদের শিষ্টাচার), ৮. آداب الفتاة (যুবতীদের শিষ্টাচার), ৯. مسامرات البنات (মেয়েদের গল্পগুজব) ইত্যাদি[৭৪]।

তার লেখা শিশুতোষ গ্রন্থ সমুহের মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি ছিল مسامرات البنات । এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৩ সালে[৭৫]। এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন যে, সমাজে প্রচলিত নানা কল্প-কাহিনী যে গল্প ও উপন্যাসের বইগুলোতে রয়েছে সেগুলো সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে ও হারামে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন এই বইগুলো তথা مسامرات البنات এর প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে গল্পচ্ছলে কিশোররা নামাজ-রোজাসহ ধর্মীয় হুকুম আহকাম জানতে পারবে। ১৯১৬ সালে শিশুদের জন্য তাঁর ২য় গ্রন্থটি লেখেন যার নাম হল النصح المبين في محفوظات البنين । এতে বিভিন্ন মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য স্থান পায়।

'আলী ফিকরীর النصح المبين في محفوظات البنين গ্রন্থটি ছিল শিশুদের জন্য একটি চমৎকার গ্রন্থ। এতে গদ্য ও পদ্যের চমৎকার মিশেল রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বইটি উপাদেয়। এতে

---

[৭২] খাইরুদ্দীন আয যিরিকলী, *আল আ'লাম*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩১৭।
[৭৩] ড. আলী আল হাদীদী, পৃ. ৩৬৭; ড. আহমদ যালাত, আদাবুত তুফূলাহ, পৃ. ২৫।
[৭৪] প্রাগুক্ত।
[৭৫] খাইরুদ্দীন আয যিরিকলী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তীদের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও সহজ সহজ ছড়াও স্থান পেয়েছে। রয়েছে কিছু সঙ্গীতও। তেমনি একটি সঙ্গীত যার শিরোনাম হল في طاعة الله و الوالدين এতে বলা হয়েছে

أطع الإله كما أمر   و املأ فوادك بالحذر

و أطع أباك لأنه   رباك من عهد الصغر

و اخضع لأمك ارضها   فعقوقها إحدى الكبر

فإذا مرضت فإنها   تبكي بدمع كالمطر[৭৬]

তোমার প্রভূর নির্দেশাবলী মান্য কর

তোমার অন্তর পূর্ণ রাখো তাঁর ভয়ে

তোমার বাবাকে মেনে চলে

তিনি তোমায় শৈশব হতে প্রতিপালন করেছেন।

তোমার মায়ের অনুগত হও

তাঁর অবাধ্যতা কবীরা গুনাহ

তুমি যখন অসুস্থ হও

সে কাঁদে বৃষ্টির মত।

আলী ফিকরী এ ধরণের বেশ কিছু কবিতা সংকলন ও গল্পের বই রচনা করেন। যেগুলো সমাজে প্রচলিত ভূত-প্রেত ও রূপকথার কাহিনীর তুলনায় অনেক উপকারী। আর এ ধরণের নৈতিক ও শিষ্টাচারমূলক কাহিনী সংকলন শিশুদের নৈতিকতা বিকাশে বেশ কার্যকর।

---

[৭৬] ড. আলী আল হাদীদী, পৃ. ৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ইবরাহীমুল 'আরব (إبراهيم العرب : ১৮৬৩-১৯২৭)

শিশু সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে যে সকল আরব সাহিত্যিক অবদান রেখেছেন ইবরাহীমুল 'আরব তাদের অন্যতম। তাঁর মূল নাম হলো 'ইবরাহীম মুস্তফা আল আরব' (إبراهيم مصطفى العرب)। প্রতিভাবান এই সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে।[৭৭] তিনি উসমান জালালের লেখা 'আল উয়ূনুল ইউওয়াকিয' (العيون اليواقظ) পড়ে মুগ্ধ হন এবং আরবী ভাষায় শিশু সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হন। তিনি উসমান জালালকে অনুসরণ করে একশতের বেশি ছোট ছোট কাব্যকাহিনী রচনা করেন। অতঃপর ১৯১১ সালে তার রচিত কাব্যকাহিনীগুলো 'আদাবুল আরব' (آداب العرب) নামক দিওয়ানে একত্রিত করেন। তখন মিশরের শিক্ষামন্ত্রণালয় এই দিওয়ানটি সরকারিভাবে প্রকাশ করে এবং দেশের বিদ্যালয়গুলোতে তা বিতরণ করে। ইবরাহীমুল 'আরব ফরাসি সাহিত্যিক লাফুনতিনের শিশুতোষ কাব্যকাহিনীও অধ্যয়ন করেছিলেন। ড. হাদী নোমান আল হাইতির মতে তিনি লাফুনতিনের কল্পকাহিনীর অনুসরণ করে ৯৯টি কাব্যকাহিনী রচনা করেন এবং ১৯১৩ সালে তার গ্রন্থ 'আদাবুল আরব'এর দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করেন।[৭৮] উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা ছিল,

هذا كتاب خدمت به نابتة الوطن المحبوب .. و أجريت فيه الأمثال و الحكم المأثورة .. ليأخذوا منها ما يربي نفوسهم .. و يقوم أخلاقهم و يطبعها على أصوب أراء المتقدمين .. إلخ [৭৯]

অর্থাৎ এই গ্রন্থটি দেশের প্রিয় প্রজন্মের কাছে নিবেদিত .. এই গ্রন্থে আছে অনেক উপমা ও শিক্ষামূলক ঘটনাবলী .. যাতে শিশুরা এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে গড়তে পারে .. এ গ্রন্থটি দ্বারা তাদের চরিত্র সুন্দর হবে এবং পূর্বপুরুষদের সঠিক মতের ছাপ তাদের মনে প্রতিফলিত হবে।

ইবরাহীমুল 'আরব তার প্রসিদ্ধ দিওয়ানের শেষ পর্যায়ে তার কাব্যকাহিনীগুলোর প্রশংসায় বলেন,

أمثال صدق تجلت لا مثيل لها   معنى صحيح و لفظ فيه تجويد
ضمنتها النصح و الأغراض شاهدة   و في لسان الفتى للحق تأييد
و هذه جمل مملوءة حكما   من دون نشر شذاها الند و العدو [৮০]

---

[৭৭] আহমদ সুলাইম, শুআরাউ *কাতাবূ লিল* আতফাল, পৃ. ২৯।
[৭৮] হাদী নুমান আল হাইতি, *ছাকাফাতুল আতফাল* (কায়রোঃ আলামুল মা'রিফাহ, তা.বি.), পৃ. ২০২।
[৭৯] ড. মুহাম্মদ সালিহ আশ শানতী, *ফী আদাবিল আতফাল*, পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইবরাহীম আল আরব এর উক্ত দীওয়ানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. আহমদ যালাত বলেন,

و الملاحظ أن شاعرية إبراهيم العرب تتجاوز سلبيات منظومات (نظم الجمان) لعبد الله فريج لإقترابها من روح الشعر و غاية الأدب التعليمي .[৮১]

অর্থাৎ উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম আল আরব এর কাব্য প্রতিভার মাঝে নেতিবাচক দিকগুলো দেখা যায় না যা আব্দুল্লাহ ফারীজের কাব্য 'নাযমুল জুমান' (نظم الجمان) এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিলো। তার কারণ হলো, ইবরাহীমুল আরবের সময়কালে আরবী শিশুতোষ কবিতা নতুন প্রাণ লাভ করে এবং শিক্ষণীয় শিশুসাহিত্যের বেশ সমাগম ঘটে (যা আব্দুল্লাহ ফারীজের সময় অনুপস্থিত ছিল)।

ইবরাহীম আল আরব তার দিওয়ানের শুরু করেন কাব্যিক ভঙ্গিতে। তিনি বলেন,

و بعد فهذي حكمة و مواعظ

لتذهيب أخلاق و إصلاح أحوال

بهن معان كالعيون سواحر

و ألفاظ در كل بحريها حال [৮২]

ইবরাহীমুল 'আরবের লিখিত শিশুতোষ কাব্যগুলো أدب العرب নামক কাব্য সংকলনে সংকলিত করা হয় এবং এ সংকলনটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ সালে। এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা অর্থসহ নিম্নে উপস্থাপন করছি।

(ক) এক ধনী ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানী ও পন্ডিত হিসেবে প্রকাশ করার ইচ্ছায় একটি গ্রন্থশালা নির্মাণ করে। যা দেখে অনেকের ধারণা জন্মে যে তিনি একজন বিরাট পন্ডিত। এ বিষয়টি নিয়ে العلم و الجهل নামক কাব্যকাহিনী সাজিয়েছেন। যেমন:

العلم و الجهل

حكاية عن غنًى ما له عملُ

حب التظاهر في الدنيا له شُغلُ

---

[৮০] আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফূলাহ* (কায়রোঃ আশ শারিকাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯০), পৃ. ১৫৮।

[৮১] প্রাগুক্ত।

[৮২] হাদী নুমান আল হাইতি, *ছাকাফাতুল আতফাল* (কায়রোঃ আলামুল মা'রিফাহ, তা.বি.), পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

بدا له أن دعْوى العلم رائحة
منه إذا بات للآداب ينتحلُ
فأحضر الكتبَ لأعلمَ لديه سِوى
أن الكتابَ خفيف أو به يثقلُ
و صار يحضر أهل العلم ساحته
على موائد فيها السمن و العسل
و من عوارفه لا من معارفه
صارت تصبّ على راحايه القبلُ
و لا معارضَ منهم إن بدا خطا
و لا مجادل فيهم إن بدا خطلُ
و بالتملق قالوا لم نجد أحدا
جاراك في العلم حتى النخبة الأولُ
فصار يعجب كيف المالُ أبلغهُ
تلك المكانة و الجهالُ لا تصلُ !! [৮৩]

জ্ঞান ও মূর্খতা

এক ধনী ব্যক্তির ঘটনা যার কোন কাজ ছিল না
পৃথিবীতে ভান করার ভালোবাসাই ছিল তার ব্যস্ততা।
তার কাছে মনে হলো জ্ঞানের দাবী হল একটি আকর্ষণীয় বস্তু
সে মনে করলো শিক্ষার জন্য রাত্রী জাগরণ করলেই সে তার অধিকারী হবে।
সে অনেক বই সংগ্রহ করলো তার অজ্ঞতাকে জানার জন্য
বই হালকা হোক বা ভারী;
জ্ঞানীরা তখন তার বাড়িতে আসতে শুরু করলো
তার খাবার টেবিলে ছিলো পনির ও মধু
তার অভিজ্ঞতা থেকে; তার জ্ঞান থেকে নয়।
তার হাতের তালুর উপর দিয়ে সুস্পষ্ট রাস্তা গড়িয়ে যাচ্ছিল।

---

[৮৩] আহমদ সুলাইম, *শু'আরাউন কাতাবু লিল আতফাল*, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় মনে হলেও তাদের কোন প্রতিপক্ষ নেই
বাচালতা মনে হলেও তাদের মাঝে কোন ঝগড়া বিবাদ নেই।
তোষামোদ করে তারা বলেছিল আমরা কাউকে পাই নাই
আপনার সমকক্ষ বিতরণের ক্ষেত্রে
তখন সে অবাক হলো কীভাবে সম্পদ তাকে পৌঁছে দিয়েছে
উক্ত স্থানে; আর মূর্খরা সেখানে পৌঁছুতে পারেনি।

(খ) এক বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন একজন ছেলে ছিল। একদিন ছেলেটি খেলার স্থলে শস্যক্ষেতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে শস্যক্ষেত্র ভস্মিভূত হয়ে যায়। বৃদ্ধ পিতা এ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করল কে এ কাজ করেছে? কোন শত্রু? পরিবারের লোকজন কিছুই বলছে না। এমন মূহুর্তে সেই ছেলেটি নিজের অন্যায় স্বীকার করে বলল : আমি করেছি। তখন বৃদ্ধ পিতা সন্তানকে তিরস্কার না করে পুরষ্কার দিল সত্য কথা বলার জন্য। সত্য কথা বলার প্রতি উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে কবি الشيخ و ولده و العبيد নামক কবিতাটি রচনা করেন। কবি বলেন,

الشيخ و ولده و العبيد
(বৃদ্ধ, তার সন্তান ও ভৃত্য)

شيخ عظيم في البرايا سعيد
له من الدنيا غلام وحيد
حلّ ابنه يوما .. بُستانه
و النور فيه عقدٌ نَضيدٌ
فعاثَ فيه لا يُبالى الأذى
و غادر الزرعَ هشيما حصيد
ثم أتى والده .. بعده
و شاهدَ الروضة كادت تبيدُ
و قال : من أتلفَ غرْسى .. و هلْ
سطا على الغرسِ عدو شديدٌ

Dhaka University Institutional Repository

فلم يُجيبوه .. و قد أطرقوا
خوفاً من النجل العزيز الفريدْ
فأقبل الابن .. مقرًا بما
جنى .. و قال أفعل أبي ما تريدْ
أنا الذي في الروض عاثت يدى
و خالقُ الكون عليم شهيرْ
ففرح الوالد من صدقه
و حصّه من عطفه بالمزيد
و قال يا نجلى بلغت الهدى
فيسر على النهج القويم السديد
عليك بالصدق و لو أنه
أحرقك الصدقُ بنار الوعيد [৮৪]

বৃদ্ধ, তার সন্তান ও ভৃত্য

পৃথিবীতে এক সুখী বৃদ্ধ ছিলো
দুনিয়ার তার ছিল একমাত্র পুত্র।
তার ছেলে একদিন তার বাগানে গেল
(খেলার ছলে) সে বাগানে আগুন ধরিয়ে দিল
ফলে বাগানের অনেক ক্ষতি সাধন হয়ে গেল
এবং শস্য খড়কুটায় পরিণত হলো
অতঃপর তার পিতা বাগানে আসল
এবং দেখতে পেল বাগানটি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে
অতঃপর সে বলল, কে আমার শস্য ক্ষেত ধ্বংস করেছে?
বড় শত্রু কি আক্রমণ করেছে?
পরিবারের সদস্যরা কোন উত্তর দিল না এবং মাথা নিচু করে রাখল
একমাত্র প্রিয় সন্তানের প্রতি মারধরের আশংকায়

---

[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর সন্তানটি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিল
যে সে অপরাধ করেছে এবং বলল, হে পিতা! আপনি যা চান তাই করুন।
আমি নিজ হাতে বাগানকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি।
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা
পিতা তার সততায় খুশী হলো
এবং তাকে আরো বেশী আদর করল
বলল, হে আমার বৎস! তুমি সঠিক কাজ করেছ (অন্যায় স্বীকার করে)।
তুমি সরল সঠিক পথে চলবে
সত্যের প্রতি অবিচল থাকবে যদিও
সততা তোমাকে শাস্তির অগ্নিতে ভষ্মিভূত করে।

(গ) শিশুদেরকে মধ্যমপন্থা গ্রহণের উপদেশ দেয়ার জন্য একটি সুন্দর গল্প রচনা করেন। তা হলোঃ

السمكة الطيارة
(উড়ন্ত মাছ)

من السمك الطيار واحدة شكتْ
إلى ألام ما تخشاه و هي تقومُ
إذا ماسمتْ في الجو .. فالنسر حائم
و إن هي غاصتْ فالوحوش تقيمُ
فكيف توقى نفسها شر ميتةٍ
و في وجهها في الحالتينْ خصومُ
فقالت لها الآمّ الرحيمة يا أبنتى
إذا شئت ألا تعتريك همومُ
فلا تعتلى في الجو فالجوّ عائلُ
و لا تسفلى في البحر فهو هضومُ
عليك أواسيط الأمور فإنها

Dhaka University Institutional Repository

طريق إلى لج الصواب قويمُ[৮৫]

উড়ন্ত মাছ

একদিন এক উড়ন্ত মাছ অভিযোগ করল
তার মায়ের কাছে; ধীরস্থিরভাবে সে জিনিস তাকে ভয় দেখায়
যখন সে আকাশে ওড়ে .. তখন সে দেখল একটি ঈগল তৃষ্ণার্ত
যদি সে ডুব দেয় তবে দৈত্যদানব ঝাঁপিয়ে পড়বে
অতএব সে কীভাবে নিজকে রক্ষা করবে অপমৃত্যু থেকে।
উভয় অবস্থায়ই তার সামনে রয়েছে শত্রু
তখন তার স্নেহময়ী মা তাকে বলল, আমার প্রিয় বৎস!
যদি তুমি চাও যে তুমি কোন বিপদের সম্মুখীন হবে না
তবে তুমি আকাশে উড়বে না ; কারণ আকাশ হলো নিঃস্ব
আর সাগরের গভীরেও যাবে না কারণ তা হলো ধ্বংসকারী
তোমার উচিত মধ্যপন্থা অবলম্বন করা; কারণ তা হলো
দৃঢ় সঠিক পথ।

(ঘ) ইবরাহীম আল আরবের আরেকটি উপদেশমূলক কবিতা হল الوالد و ولده। নিম্নে অর্থসহ কবিতাটি উল্লেখ করা হলো:

الوالد و ولده

(পিতা ও পুত্র)

عجوز به ولد لم يكن — شبيها له يسوي شخصه
بليد الوأد و ضعيف الحجا — تدل الفعال على نقصه
فأوفده في شؤون له — و عرفه الحكم من نصه
فلم يقض أمرا و ضاعت به — وصايا ابيه على حرصه
إذا كنت في حاجة مرسلا — فارسل حكيما و لا توصه
و إن باب أمر عليك التوى — فشاور عليما و لا تعصه[৮৬]

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
[৮৬] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুত তুফুলাহ বাইনা কামিল কীলানী ওয়া মুহাম্মদ হারাভী*, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

পিতা ও পুত্র

এক বৃদ্ধের ছিল এক ছেলে

তার আর দ্বিতীয়টি মেলা দুষ্কর

ছেলেটি অত্যন্ত হাবাগোবা ও নির্বোধ

যে কোন কাজকেই লোকসানে পরিণত করে।

একদা বাবা তাকে পাঠিয়েছিল কোন এক কাজে

বলে দিয়েছিল কাজের খুঁটিনাটি সবই

ছেলে ভুলে গেল বাবার উপদেশাবলী

ফলে সে ঐ কাজে আর সফল হয় নি

(উপদেশ) তোমার যদি কাউকে পাঠানোর প্রয়োজন হয়

তাহলে কোন প্রাজ্ঞ লোককে পাঠাও, উপদেশ দিও না।

তোমার নিকট যদি কোন কঠিন বিষয় আসে

তাহলে বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নাও, তার অবাধ্য হবে না।

(ঙ) তাঁর অপর একটি হাস্যকর কাব্যকাহিনী হলো الأعمى و المقعد :

الأعمى و المقعد
(অন্ধ ও খোঁড়া)

أعمى توطن في بعض المدن	و جاره مقعد في ذلك الوطن
كلاهما يتمني الموت معتقدا	بأنه منة من أعظم المنن
و بينما ذلك الأعمى يسير إلى	وجه الكريم بلا هاد و لا سكن
إذا به عثرت رجلا عن خطأ	بذلك المقعد المحفوف بالمحن
قال الضرير و قد ناده صاحبه	ما كان هذا الشقا لو كنت تصحبني
فقال كيف و عنك الضوء محتجب	و الداء أعيا مكان السعي من بدني[৮৭]

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধ ও খোঁড়া

এক শহরে থাকত এক অন্ধ

সেখানে তার পাশেই থাকত এক খোঁড়া

উভয়ে কামনা করত মৃত্যু নিজেদের

বিশ্বাস করত এ অবস্থা মৃত্যু অপেক্ষা খারাপ

একদা অন্ধ ঘর থেকে বেড়িয়ে হাটতে লাগল

সোজা কোন পথ প্রদর্শক ও সহায়তা ছাড়াই

হঠাৎ অন্ধ হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেল

ঐ খোঁড়া ব্যক্তির সাথে যে ব্যস্ত তার পেশায়

অন্ধ তার বন্ধুকে ডেকে বলল:

কি হল ঐ হতভাগ্যের! তুমি যদি আমার সঙ্গী হতে

সে বলল কিভাবে? তুমি নিজেই তো অন্ধ, আর আমার

শরীরের রোগ তো আমায় চলতে অক্ষম করে দিয়েছে।

তিনি এ ধরণের বেশ কিছু কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন যেগুলো একদিকে আরবী শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। অপরদিকে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করতে নীরব ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. মারুফ আর রুসাফী (معروف الرصافي : ১৮৭৫-১৯৪৫)

কবি মারুফ আর রুসাফী ১৮৭৫ সালে বাগদাদে এক সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন[৮৮]। তাঁর বাবার নাম আব্দুল গনী ও মায়ের নাম ফাতিমা। তাঁর বাবা ছিলেন কুর্দী এবং মা ছিলেন এক বেদুঈন রমণী।

বাগদাদের 'আর রুসাফা'[৮৯] (الرصافة) নামক স্থানে কবির শৈশব কাটে। তাঁর বাবা পুলিশের চাকরি করার কারণে প্রায়ই বাইরে থাকতেন। এ কারণে তিনি মায়ের কাছেই বেশি সময় কাটান এবং তাঁর জীবনে বাবার চেয়ে মায়ের প্রভাব অনেক বেশি ছিল।

তিন বছর বয়সে তিনি বাগদাদের একটি মক্তবে ভর্তি হন। মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি 'আর রশীদিয়্যা' (الرشيدية) সামরিক স্কুলে ভর্তি হন। তিনি সামরিক স্কুলে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণের পর আর সামনে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

সামরিক স্কুল ছেড়ে রুসাফী স্বাধীন পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বাগদাদের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মাহমূদ শুকরী আল আলূসীর নিকট ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এই শিক্ষকের সংস্পর্শে রুসাফী দীর্ঘ বারটি বছর অতিবাহিত করেন। তিনি এ সময়ের মধ্যেই অন্যান্য শিক্ষকের কাছ থেকে আইন ও তর্কশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। যৌবনে রুসাফী ধূমপান ও কফিখানার আড্ডায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

প্রথমে রুসাফী গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বাগদাদের বিভিন্ন স্কুলে আরবী ভাষার শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন। তিনি রাজকীয় বিদ্যালয়ে আরবী ভাষা শিক্ষাদান ও 'আল ইরশাদ' (الإرشاد) পত্রিকায় লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে ইস্তাম্বুলে চলে যান। ১৯২১ সালে ইরাক সরকার তাকে দেশে ফিরে আসার অনুরোধ করে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কর্মরত হন। ১৯২৩ সালে রুসাফী 'আল আমাল' (الأمل) নামক একটি রাজনৈতিক দৈনিক পত্রিকা বের করেন[৯০]। ১৯২৪ সালে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আরবী ভাষার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন[৯১]। তিনি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে

---

[৮৮] আহমদ কাবিশ, *তারীখুশ শি'রিল আরাবী আল হাদীস* (বৈরূতঃ দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ৪০০।
[৮৯] প্রাগুক্ত।
[৯০] প্রাগুক্ত।
[৯১] হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরূতঃ আল মাতবাআতুল বুলিসিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ১০১৬।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন। চাকরি জীবন শেষ করে মা'রুফ আর রুসাফী পাঁচবার ইরাকী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন[৯২]। ১৯৩৬ সালে তিনি মিশর সফর করেন। পার্লামেন্টের সদস্যপদ চলে যাওয়ার পরও তিনি সাত বছর জীবিত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি বাগদাদ ছেড়ে ফাল্লুজাতে বসবাস করা শুরু করেন। ১৯৪১ তিনি পুনরায় বাগদাদ ফিরে আসেন এবং 'আ'যামিয়্যাহ' (أعظمية) এলাকায় বসবাস করেন। এখানেই ১৯৪৫ সালের ১৬ মার্চ শুক্রবার ইন্তিকাল করেন[৯৩]।

'আরবী সাহিত্যে অবদান :

আরবী সাহিত্যে মারুফ আর রুসাফীর অবদান অপরিসীম। তিনি তার কবিতায় রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া অঙ্কশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, অনুবাদ, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব, বক্তৃতা, সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচনা সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে রুসাফী মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ

১. 'رواية الرؤيا' (স্বপ্ন বর্ণনা), ২. 'دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة' (বিদেশী ভঙ্গিতে আরবী উচ্চারণের ত্রুটি অপনোদন), ৩. 'دفع المراق في كلام العراق' (ইরাকী ভাষার বিবাদ অপনোদন), ৪. 'نفح الطيب في الخطابة و الخطيب' (বক্তৃতা ও বক্তা প্রসঙ্গে সুরভির বিচ্ছুরণ), ৫. 'دروس في تاريخ الأدب اللغة العربية' (আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠমালা), ৬. 'رسائل التعليقات' (সমালোচনা নিবন্ধমালা), ৭. 'على باب سجن أبي العلاء' (আবুল আলার কারাদ্বারে), ৮. 'آراء أبي العلاء' (আবুল আলার চিন্তাধারা), ৯. 'نظرة إجمالية في حياة المتنبي' (মুতানাব্বীর জীবনের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন), ১০. 'عالم الذباب' (মাছির জগৎ), ১১. 'الأدب الرفيع في ميزان الشعر و قوافيه' (কবিতার ছন্দ ও অন্ত্যমিল বিষয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য), ১২. 'خواطر و نوادر' (চিন্তাধারা ও বিরল সামগ্রী), ১৩. 'الرسالة العراقية' (ইরাকী বার্তা), ১৪. 'الآلة و الأداة' (যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র), ১৫. 'الشخصية المحمدية' (মুহাম্মদ (স.) এর ব্যক্তিত্ব), ১৬. 'مع الرصافي الثائر' (বিদ্রোহী রুসাফীর সাথে), ১৭. 'الأناشيد المدرسية' (বিদ্যালয় সঙ্গীত), ১৮. 'تمائم التعليم و التربية'

---

[৯২] আহমদ কাব্বিশ, পৃ. ৪০০।

[৯৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(শিক্ষার কবচ), ১৯. 'مختارات من معروف الرصافي' (মারুফ আর রুসাফীর নির্বাচিত কবিতা), ২০. 'منهل الصافي من شعر الرصافي' (রুসাফী-কাব্যের নির্মল ফোয়ারা), ২১. 'ديوان' (কাব্য-সংকলন) ইত্যাদি[৯৪]।

শিশুসাহিত্যে অবদান

শিশুসাহিত্যেও মারুফ আর রুসাফীর অনেক অবদান রয়েছে। তাঁর শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক মজার মজার ছড়া লিখেছেন। তাঁর ছড়াগুলো স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত 'মাজাল্লাতুল ফাতওয়া আল বাগদাদিয়্যা' (مجلة الفتوة البغدادية) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হত।[৯৫] ১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম শিশুতোষ ছড়া 'আশ শামছ' (الشمس) প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর ১৯৩২ সালে 'আল ওয়াতান' (الوطن) এবং 'আর রিফকু বিল হায়াওয়ান' (الرفق بالحيوان) প্রকাশিত হয়। মারুফ আর রুসাফীর শিশুদের জন্য রচিত ছড়াগুলো একত্রিত করে 'তামাইমুত তা'লীম ওয়াত তারবিয়্যাহ' (تمائم التعليم و التربية) নামক কাব্য সংকলন করা হয়। তাঁর রচিত শিশুতোষ ছড়াগুলোর মধ্যে রয়েছে 'الله' (আল্লাহ), 'أنشودة العرب' (আরবের গান), 'الأم و ابنها الصغير' (মা ও তার ছোট শিশু), 'ديك الأرملة و ابنها الجاهل' (বিধবা মোরগ ও তার অজ্ঞ পুত্র), 'اللعب بعد الدرس' (পড়াশুনার পরে খেলাধূলা), 'التلغراف و الكهربائية' (টেলিগ্রাফ ও বিদ্যুৎ), 'الأغنياء و الفقراء' (ধনী ও দরিদ্র), 'حق الأم' (মায়ের অধিকার), 'الديك في آخر الليل' (শেষ রাতের মোরগ), 'الوطن' (জন্মভূমি), 'العنكبوت و دودة القز' (মাকড়শা ও রেশমি পোকা), ' الدب و الذئب الهرم' (ভালুক ও বৃদ্ধ বাঘ), 'الفارة و أمها' (ইঁদুর ও তার মা), 'أغرودة العندليب' (বুলবুলের গান), 'الربيع' (বসন্তকাল), 'الصيف' (গ্রীষ্মকাল), 'المقعد الأعمى' (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী), 'حق المعلم' (শিক্ষকের অধিকার), 'البلبل و الورد' (বুলবুল এবং গোলাপ) ইত্যাদি।[৯৬]

---

[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।
[৯৫] হাদী নু'মান আল হাইতী, পৃ. ২০৮।
[৯৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নিচে কবি মারুফ আর রুসাফীর কয়েকটি কবিতা উপস্থাপন করা হলো:

(ক) কবি মহান আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টিজগৎ, তাঁর কুদরত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করে 'الله' শিরোনামে অত্যন্ত সহজ ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন,

انظر لتلك الشجرة　　ذات الغصون النضرة
كيف نمت من بذرة　　و كيف صارت شجرة
فانظر و قل من ذا الذي　　يخرج منها الثمرة
و انظر إلى الشمس التي　　جذوتها مستعرة
فيها ضياء و بها　　حرارة منتشرة
من ذا الذي كونها　　في الجو مثل الشررة
و انظر إلى الليل فمن　　أوجد فيه قمرة
و زانه بأنجم　　كالدرر المنتشرة
...
ذاك هو الله الذي　　ويل لمن قد كفره
ذو حكمة بالغة　　و قدرة مقتدرة [৯৭]

আল্লাহ

সজীব ডালপালাবিশিষ্ট গাছের প্রতি লক্ষ্য কর
কীভাবে তা বীজ থেকে উদগত হয়? এবং কীভাবে তা গাছে পরিণত হয়?
দেখ এবং বল, কে উহা থেকে ফল বের করেন?
তাকাও সূর্যের প্রতি যার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত
এতে আছে আলো এবং বিস্তৃত উষ্ণতা
কে উহাকে শূণ্যে তৈরী করেছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়?
রাতের প্রতি লক্ষ্য কর, কে উহাতে চাঁদ সৃষ্টি করেছেন?
তারকারাজি দ্বারা তিনি তাকে সুসজ্জিত করেছেন ছড়ানো মুক্তোর ন্যায়।
...

[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

তিনিই সেই আল্লাহ, যে তাকে অস্বীকার করে সে ধ্বংস হোক
তিনি পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) কবি শিশুদেরকে লেখপড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য 'اللعب بعد الدرس' (পড়াশুনার পরে খেলাধূলা) শিরোনামে একটি কবিতা রচনা করেছেন। কবিতাটির কয়েকটি চরণ নিম্নে দেয়া হলো:

اللعب بعد الدرس

(পড়াশুনার পরে খেলাধূলা)

جدوا بدرس العلم حتى تتعبوا   فإذا تعبتم بالدراسة فالعبوا
فاللعب ليس يبيحه يوما إلى   متعلم إلا اجتهاد متعب
و ملاعب الطلاب بعد فراغهم   من درسهم حق لهم مترتب
فهي التي تنمي لهم أبدانهم   و تريح من أذهانهم مل انصبوا
و الفكر منهكة و إن شفاءه   لعب يعاد به النشاط و يكسب
و الجسم يكسل عند طول جماحه   كالماء من طول الركود يُطَحْلِبُ
لولا متاعبنا لما حصلت لنا   في العيش راحتنا التي نتطلب
كل الحياة مشاغل لكنها   لولا المشاغل مرة لا تعذب
فالخبز دون المضغ يصعب أكله   و الماء دون تجرع لا يشرب
و سعادة الإنسان بنت شقائه   السعي و أم و الشقاء لها أب [৯৮]

পড়াশুনার পরে খেলাধূলা

ক্লান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা জ্ঞান চর্চায় পরিশ্রম করে যাও
যখন তোমরা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন খেলাধূলা কর।
খেলাধূলা একটি দিনকে বৈধ করবে না
ছাত্রের জন্য; যদি সে (পড়াশুনায়) কঠোর পরিশ্রম না করে।
আর ছাত্রদের সুসজ্জিত খেলার মাঠ তাদের অবসরে
লেখাপড়ার পরে তাদের অধিকার।

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

খেলাধূলা তাদের শরীরকে সবল করে তোলে
এবং তাদের মেধাকে ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম দেয়।
চিন্তাভাবনা ক্লান্তিকর আর এর চিকিৎসা হলো
খেলাধূলা; এর মাধ্যমে উদ্যম ও কর্মক্ষমতা ফিরে আসে।
শরীর অলস হয়ে পড়ে দীর্ঘ কর্মহীনতায়
যেমন পানি দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকলে শেওলা পড়ে যায়।
যদি আমাদের ক্লান্তি নাও থাকত
তবু জীবনে প্রশান্তির জন্য আমরা তা প্রয়োজন বোধ করতাম।
সমগ্র জীবনই ব্যস্ততা কিন্তু
যদি একটুকুও ব্যস্ততা না থাকত তবে তা সুখের হত না।
রুটি চিবানো ছাড়া খাওয়া যেমন কঠিন
এবং পানি যেমন গেলা ছাড়া পান করা যায় না।
মানুষের সৌভাগ্য হলো দুর্ভাগ্যের তনয়া
প্রচেষ্টা তার জননী এবং দুর্ভাগ্য তার (সৌভাগ্যের) জনক।

(গ) কবি দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তা বলার নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 'كل شيئ يتكلم' (প্রত্যেক বস্তুই কথা বলে) শীর্ষক কবিতায়।

كل شيئ يتكلم

(প্রত্যেক বস্তুই কথা বলে)

لا شيء مما نعلم	إلا له تكلم
تكلم مختصر	بفهمه من يفهم
فهو لقوم واضح	و هو لقوم مبهم
إن الغراب قد غدا	يقول غاق غاق
فكان معنى قوله	في نظر الحداق
من قام مثلي باكرا	لم يبلي بالإملاق
قد أخذ العصفور من	بعد وضوح الفلق

يقول قولا واضحا بصوته المزقزق

...

و الطبل عند ضربه يخرج صوتا دم دم

فكان معنى صوته كما رواه سردم

إن تفعل الخير فلا تدعه لكن دم دم[৯৯]

প্রত্যেক বস্তুই কথা বলে

আমাদের জ্ঞাত এমন কিছুই নেই যার কোন কথা নেই

সে কথা বলে সংক্ষেপে, যে বোঝে তাকে বুঝিয়ে

সে কথা জীবের অথবা জড়ের

কাক সকালে কা কা করতে করতে জাগে

বিচক্ষণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে তার কথার অর্থ হলো

যে আমার মত প্রত্যুষে জেগেছে সে দারিদ্রের দ্বারা ধ্বংস হয় নাই।

চড়ুই পাখি দিগন্ত পরিস্কার হওয়ার পর শুরু করে

তার কিচির মিচির শব্দে কথা বলা।

...

তবলায় আঘাত করলে তা দম দম আওয়াজ করে।

এর আওয়াজের অর্থ হলো; যেমন সারদাম মনে করেন

যদি ভালো কাজ করো তবে তা থেকে বিরত থেকো না।

কিন্তু খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে তা থেকে সরে এসো।

পরিশেষে বলা যায় যে, মা'রুফ আর রুসাফী ইরাকে এক প্রখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি প্রকৃতি বিষয়ক অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তাই তাঁকে প্রকৃতির কবি شاعر الطبيعة বলা হয়। এবং তাঁকে ইরাকের জাতীয় কবি বলে অভিহিত করা হয়। তিনি সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় শিশু বিষয়ক ও শিশুতোষ গান, ছড়া ও কবিতা রচনা করেছেন যেগুলো শিশুদের আনন্দের খোরাক। অপর দিকে ভবিষ্যত জীবনের পাথেয়।

---

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

১০. সমসাময়িক শিশুসাহিত্যিকদের মাঝে আহমদ শাওকীর অবস্থান

ইউরোপের সাথে আরবদের যোগাযোগ ও মেলামেশার ফসল হলো আধুনিক আরবী শিশুসাহিত্য। কারণ ইউরোপের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরবদের আধুনিক শিশুসাহিত্য সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিল না। যদিও কিছু নমুনা পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো বিচার-বিশ্লেষণে আধুনিক শিশুসাহিত্যের আওতায় পড়ে না। কারণ আধুনিক শিশুসাহিত্য শিশুদের বয়স, মেধা, ভাষাগত দক্ষতা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়। আরব বিশ্বে যখন শিশুসাহিত্যের আগমন ঘটে তখন ইউরোপে শিশুসাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে উপনীত। মিশরের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অনুবাদক রিফা'আহ আত তাহতাভী যখন ইউরোপে শিক্ষা মিশনের সাথে গমন করেন তখন তিনি ইউরোপের শিশুসাহিত্য দেখে অভিভূত হন। অতঃপর পড়াশুনা শেষ করে মিশরে ফিরে এসে আরব শিশুদের জন্য ইংরেজি ভাষা হতে কতগুলো গল্প আরবীতে অনুবাদ করে 'উকলাতুস সাবা' (عقلة الصباع) শিরোনামে গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেন। মিফতাহ মুহাম্মাদ দায়াব বলেন,

فإن أول من قدم كتابا للأطفال العرب هو ((رفاعة الطهطاوي)) و ذلك حينما رأى أن أطفال أوربا ينعمون بقراءة أنواع مختلفة من الكتب التي كتبت خصيصا لهم ، فقام بترجمة كتاب انجليزي إلى اللغة العربية و هو عبارة عن مجموعة من الحكايات و كان اسمه ((عقلة الصباع)) .[১০০]

(আরব শিশুদের জন্য সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছেন তিনি হলেন রিফা'আহ আত তাহতাভী। আর এ কর্মটি তিনি তখন সম্পাদন করেছেন যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, ইউরোপীয় শিশুরা তাদের জন্য বিশেষভাবে রচিত বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ পাঠ করে আনন্দ উপভোগ করছে। তিনি একটি কাহিনী সংকলন গ্রন্থ আরবী অনুবাদ করেন এবং তার নামকরণ করেন 'عقلة الصباع'।)

তাই বলা যায় যে, আরবী শিশুসাহিত্যও আধুনিক অন্যান্য শাখা তথা নাটক, গল্প ও উপন্যাসের ন্যায় অনুবাদের হাত ধরে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করে। আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের দিকে প্রখ্যাত আরব সাহিত্যিক রিফা'আহ আত্ তাহতাবী (رفاعة الطهطاوي :১৮০১-১৮৭৩)-এর হাত ধরে। তিনি ইংরেজি শিশু সাহিত্যের অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যে এ নতুন শাখার শুভ সূচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিত শিশুতোষ গ্রন্থ হল 'উকলাতুল আস্‌বা' (عقلة الأصبع)[১০১] ।

---

[১০০] মিফতাহ মুহাম্মদ দায়াব, *মুকাদ্দামাতু ফী আদাবিল আতফাল* (ত্রিপলীঃ আল মানশাআতুল আম্মাহ, ১৯৮৫), পৃ. ২০।

[১] মুহাম্মাহ বিন আস্ সাইয়্যিদ ফারাজ, *আল আতফাল ওয়া কিরাআতুহুম* (আল কুয়েতঃ শারিকাতুর রাবিআ'ন লিন নাশরি ওয়াত তাওযী' , ১৯৭৯) পৃ. ৫১, মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব, *মুকাদ্দিমাতুন ফী আদাবিল আতফাল* (ত্রিপলীঃ আল মুনশাআতুল 'আম্মাহ

Dhaka University Institutional Repository

রিফায়া আত তাহতাবীর ওফাতের পর আরবী শিশুসাহিত্য গগনে নেমে আসে এক অন্ধকার। অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে এ নব প্রকাশিত শাখাটি। সবাই বড়দের সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত। এ নব শাখাটিকে পরিচর্যা করার কেউ ছিল না। বেশ কিছু কাল পর এ অন্ধকার দূর হয়। আশার আলোকবর্তিকা নিয়ে হাজির হন আরব কবিসম্রাট আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২)। তিনি ফ্রান্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, ফ্রান্সে শিশুসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেখানে শিশুদের রচিত গল্প, কাহিনী ও সঙ্গীতের বেশ সমাগম দেখতে পেলেন। বিশেষ করে পশু-পাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী তাঁর নিকট খুব পছন্দ হয়েছিল এবং তাঁর মন কেড়ে নিয়েছিল। অতঃপর তিনি ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করে আরবকবি ও সাহিত্যিকদেরকে শিশুদের জন্য কিছু লিখার আহ্বান জানান। বিশেষ করে তাঁর বন্ধুবর তৎকালীন প্রখ্যাত কবি খলীল মুতরানকে লক্ষ্য করে বলেন,

(.. و لا يستغنى إلا الثناء على صديقي خليل مطران صاحب المنن على الأدب و المؤلف بين أسلوب الإفرنج في نظم الشعر و بين نهج العرب .. و المأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر للأطفال و النساء ، و أن يساعدنا سائر الأدباء و الشعراء على إدراك هذه الأمينة).[১০২]

অর্থাৎ "আমার বন্ধু খলীল মুতরানের প্রশংসা না করে উপায় নেই। তিনি সাহিত্যের অনেক উপকার সাধন করেছেন এবং কবিতা রচনায় পশ্চিমা ও আরবীয় রচনাশৈলীর মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। আশা রাখি, শিশু ও নারীদের জন্য কবিতা রচনায় আমরা পরস্পরে সহযোগী হব এবং এই প্রত্যাশা অনুধাবনে সকল কবি-সাহিত্যিক আমাদের সাহায্য করবে[১০৩]।"

আহমদ শাওকী শিশুসাহিত্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তৎকালীন কবি সাহিত্যিকদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু তাঁর এ আহ্বানে তেমন সাড়া মিলে নি বরং সকল কবি ও সাহিত্যিক বড়দের জন্য লিখে সুনাম অর্জনে ব্যস্ত। শিশুদের জন্য লেখার সময় তাদের নেই। কেউ কেউ মনে করেন, শিশুদের জন্য লিখে সাহিত্যিক-মর্যাদা লাভ করা যাবে না। ড. আলী আল হাদীদী বলেন,

---

লিন্ নাশরি ওয়াত তাওযী' ওয়াল ই'লান, ১৯৮৫) পৃ. ২০, ড. আলী আল্ হাদীদী, *ফী আদাবিল আতফাল* (কায়রো: মাকতাবাতুল্ আনজালুল্ মুদারারিয়াহ, ১৯৯২), সংস্ক. ৬, পৃ. ৩৪৫।

[১০২] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১০২।

[১০৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

التأليف للصغار يعد تضحية كبرى من الأدباء الكبار فهو لا يصل بالكاتب إلى ما يسمى بالمجد الأدبي . ولذلك أعرضوا ونأوا بمواهبهم عنه.[১০৪]

অর্থাৎ "তৎকালীন সময়ে শিশুদের জন্য লেখালেখিকে বড় সাহিত্যিকদের পক্ষ হতে বড় মাপের ত্যাগ মনে করা হত। কেননা শিশুদের জন্য লেখা সাহিত্যিককে সাহিত্য মর্যাদা উপনিত করবে না। ফলে সাহিত্যিকগণ শিশুদের জন্য লেখালেখি থেকে বিরত থাকে এবং তাদের প্রতিভাকেও এ অঙ্গন থেকে দূরে রাখে।"

কবিগুরু তাঁর এ আহ্বানে তৎকালীন কবি সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে তেমন সাড়া না পাওয়ায় হতাশ হয়ে গেলেন। তাঁর বুক ভরা আশা স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে তিনি নিজেই লিখতে শুরু করলেন, যেগুলো তাঁর সুবৃহৎ দীওয়ানের ৪র্থ খণ্ডে শেষাংশে স্থান পেয়েছে।

ড. আহমদ যালাত বলেন,

و لم تقف دعوة أحمد شوقي لإنشاء أدب الطفل عند حدود المبادرة لإرساء دعائم أدب للطفل العربي يماثل أدب الطفل الغربي ، بل أودع الجزء الرابع من ديوانه (الشوقيات) القديمة، العديد من المنظومات الشعرية التي قصد بها الطفل .[১০৫]

অর্থাৎ "পাশ্চাত্য শিশুসাহিত্যের আদলে আরবী শিশুসাহিত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি আহমদ শাওকীর আহবান শুধু উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তিনি নিজে কতিপয় শিশুতোষ কাব্য রচনা করেন যেগুলো তাঁর কাব্য সংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর চতুর্থ খন্ডে রয়েছে।"

অতঃপর শুরু হল মৌলিক রচনার পর্ব। এ মৌলিক পর্বের প্রথম ব্যক্তি কবি আহমদ শাওকী। এ সময় অন্য কেউ মৌলিক রচনার কাজ করে নাই। আর যারা করেছে তারা অনুবাদের মাধ্যমে করেছে। তাই আহমদ শাওকীকে আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত বলা হয়। তিনি শিশুদের জন্য প্রখ্যাত ফরাসি কথাশিল্পী লাফুনতিনের অনুকরণে পশুপাখির ভাষায় প্রায় ৫৫টি কাব্যকাহিনী রচনা করেন যা তাঁর দীওয়ান 'আশ শাওকিয়্যাত' এর চতুর্থ খন্ডে الحكايات নামক অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া দশটি শিশুতোষ গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন যা ديوان الأطفال নামক শিরোনামে তাঁর দীওয়ানের ৪র্থ খন্ডে রয়েছে। তিনি তাঁর সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদের সন্তানদেরকে নিয়ে ১১টি কবিতা রচনা করেছেন যেগুলো

---

[১০৪] *ফী আদাবিল আতফাল*, পৃ. ৩৬৬।

[১০৫] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

الخصوصيات নামক অধ্যায়ে রয়েছে। الشوقيات المجهولة এর মধ্যে আরো কয়েকটি কাব্যকাহিনী রয়েছে। সব মিলে তাঁর রচিত শিশুতোষ কবিতার সংখ্যা প্রায় আশিটি।

শিশুসাহিত্যে তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে আরবী শিশুসহিত্যের জনক বলা হয় (رائد الأدب الأطفال)।

এ পর্যায়ে আমরা আরবী শিশুসাহিত্যে আহমদ শাওকীর কৃতিত্ব ও অবদানের স্বীকৃতিমূলক বিভিন্ন শিশুসাহিত্যিকদের মূল্যায়ণধর্মী বক্তব্য পরিবেশন করছি যার মাধ্যমে আমরা আহমদ শাওকীর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হব।

ড. মুহাম্মদ আলী আল হারমী বলেন,

فقد كان رائدا من رواد أدب الأطفال في اللغة العربية ، و ذلك بأغنياته العديدة ، و قصصه الشعرية التي كتبها على ألسينة الطير و الحيوان ، و لم يتوقف عند ذلك فقد وجه الدعوة لجميع الأدباء و الشعراء ليتعاونوا في أيجاد أدب الأطفال في صورته الكاملة من شعر و نثر ، و ذلك انطلاقاً من معرفته الواسعة بشأن أثر القصة في التعريف بأبعاد الحياة المختلفة .[১০৬]

(আহমদ শাওকী আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃতদের অন্যতম। কারণ তিনি অনেক গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি এতে থেমে যান নি। বরং তিনি সফল কবি ও সাহিত্যিকদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন এ মর্মে যে, তারা যেন পরস্পর সহযোগিতা করে গদ্য ও পদ্য ধারায় পরিপূর্ণ শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে গল্পের প্রভূত প্রভাব সম্পর্কে শাওকীর গভীর জ্ঞান থাকার দরুণ তিনি এ আহ্বান জানিয়েছেন।)

ড. ফাওযী ঈসা বলেন,

يتمثل شوقي الطفولة في محورين أحدهما ، محور الحكايات ، و يضم مجموعة من القصائد ينحو منها منحى القص و قد حذا فيها حذو لافونتين فقال : ((وجريت خاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير ... و ثانيهما محور ديوان الأطفال الذي يعكس اهتمام أحمد شوقي بالطفولة ، و قد أفرد له قسما خاصا في الجزء الرابع من ديوان معنون ب (ديوان الأطفال) و يضم كما جاء في مقدمته (مجموعة من الشعر السهل ، نظمها لتكون للأطفال أدبا و ثقافة .[১০৭]

---

[১০৬] ড. মুহাম্মদ আলী আল হারমী, *আদাবুল আতফাল* (রিয়াদঃ দারুল মা'আলিম আছ ছাকাফিয়্যাহ, ১৯৯৬), পৃ. ৪৯।
[১০৭] ফাওযী ঈসা, *আদাবুল আতফাল* (আলেকজান্দ্রিয়া, মানশাআতুল মা'আরিফ বিল ইসকানদারিয়্যাহ, ১৯৯৮), পৃ. ৩৩ ও ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

(শাওকী শৈশবকালকে দুই কেন্দ্রীক চিত্রায়িত করেছেন। একটি হলো কাহিনী কেন্দ্রীক। তিনি কতিপয় গীতিকাব্য রচনা করেছেন যেগুলো কাব্যকাহিনীতে রূপ নেয়। এগুলো ফরাসি কথা শিল্পী লাফুনতিনের অনুকরণে রচনা করেন। যেমন কবি বলেন, "আমার হৃদয় লাফুনতিনের প্রসিদ্ধ স্টাইলে কাব্যকাহিনী রচনার প্রতি ধাবিত হল।" অপরটি হল শিশুতোষ কাব্যসংকলন কেন্দ্রীক। সেখানে শৈশবকালের প্রতি আহমদ শাওকীর গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি তাঁর কাব্য সংকলনের চতুর্থ খন্ডে 'শিশুসংকলন' নামক একটি স্বতন্ত্র বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছেন। যেমন ভূমিকাতে বলেন, "সেখানে শিশুদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য কতিপয় সহজ সরল কবিতা সংকলন করেছেন।")

ড. আলী হাদীদী বলেন,

و الملاحظة التي تشد الانتباه ، أن رائد ((أدب الأطفال)) في محيطه العالمي ((تشالز بيرو)) شاعر كبير ، و كتب أول مجموعة قصصية للأطفال عام ١٦٩٧ نظما ، و رائد أدب الأطفال في العالم العربي ((أحمد شوقي)).شاعر كبير كذلك ، بل أمير شعراء العربية في عصرها الحديث ، و كتب أول مجموعة قصصية للأطفال عام ١٨٩٨ نظما.[১০৮]

(যে বিষয়টি অধিক লক্ষণীয় তা হল, বিশ্বসাহিত্যের পরিমন্ডলে শিশুসাহিত্যের অগ্রদূত হলেন মহাকবি চার্লস প্যারো। তিনি ১৬৯৭ সালে কাব্যাকারে শিশুদের জন্য প্রথম একটি গল্প সংকলন রচনা করেন। আর আরব বিশ্বে শিশুসাহিত্যের অগ্রদূত হলেন অনুরূপ এক মহাকবি আহমদ শাওকী। বরং তিনি ছিলেন আধুনিক কালের আরব কবিসম্রাট। তিনি ১৮৯৮ সালে কাব্যাকারে প্রথম আরবী শিশতোষ কাহিনী সংকলন প্রকাশ করেন।)

ড. আহমদ যালাত বলেন,

على الرغم من أن الشاعر أحمد شوقي هو صاحب أول صيحة عربية واعية في نهاية القرن التاسع عشر لإيجاد أدب للطفل العربي مماثل لأدب الطفل في الدول المتحضرة ، إلا أن نتاجه الشعري للطفل لم يكن نموذجا كافيا لسد حاجة الطفل العربي ، فمنذ أطلق دعوته تلك ، اتسم نتاجه بالندرة ، إذ لم يؤلف — طوال حياته — للأطفال ثلث ما ترجمه أو ألفه الشاعر محمد عثمان جلال .[১০৯]

(কবি আহমদ শাওকী উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নত বিশ্বের শিশু সাহিত্যের মত আরব শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনার আওয়াজ তিনিই প্রথম তোলেন। কিন্তু শিশুদের জন্য তাঁর রচিত কবিতা আরব

[১০৮] ড. আলী আল হাদীদী, পৃ. ৩৬১।

[১০৯] ড. আহমদ যালাত, *আদাবুল আতফাল বাইনা শাওকী ওয়া উসমান জালাল* (মিশর: দারুন নাশরি লিল জামি'আত আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৪), পৃ. ১০৯।

শিশুদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিল না। তিনি এ সাহিত্যের আহবায়ক হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তার সাহিত্যকর্ম ছিল খুব অল্প। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে শিশুদের জন্য তাঁর ভাষান্তরিত সাহিত্যকর্ম কিংবা কবি উসমান জালালের রচিত সাহিত্য কর্মের এক তৃতীয়াংশও রচনা করেন নি।)

ড. নাজীব কীলানী বলেন,

يعدّ أمير الشعراء أحمد شوقي رائدا في مجال شعر الأطفال ، لما كتبه لهم خصيصا من قصص شعري على لسان الحيوان ، حيث امتزجت فيه الحكمة بالفكاهة ، و العبرة بالتوجيه ، و إبراز بعض القيم لسلوكية ذات العلاقة بالدين و الوطن . و قد ظهرت هذه القصائد في دواوينه ، عمم بعضها على طلبة المدارس ، فكانت فتحا جديدا في هذا الباب .[১১০]

(কবি সম্রাট আহমদ শাওকীকে শিশুতোষ কবিতার অঙ্গনে অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়; কারণ তিনি শিশুদের জন্য পশুপাখির ভাষায় বিশেষভাবে কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। সেখানে তিনি জ্ঞানের সাথে কৌতুকবোধের এবং উপদেশের সাথে দিক নির্দেশনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আর তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রচলন করেছেন যা ধর্ম ও স্বদেশের সাথে সম্পৃক্ত। এই কবিতাগুলো তার দীওয়ানে স্থান পেয়েছে যার কতগুলো বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপযোগী। এগুলো কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।)

ড. আবদুর রউফ আবূ সা'দ বলেন,

فإن أحمد شوقي استطاع أن يعبر عن كلام الطفولة ، و أن يقدم غذاء صحيا لشخصية الطفل التي تنمو خلال مراحلها بخصوصياتها النفسية و الإدراكية و الجسمانية ، و أن يحقق لعالم الطفولة ما نادى به المتحصصون في ميدان دراستها ، فقدم (أدبا) يحتوي على لغة قادرة على حمل الرسالة الإنسانية نحو الأطفال ، كما احتوى على ألوان من القصص المتنوعة بين الرمزية و التاريخية و الاجتماعية ، و حفل بالمادة الفنية و الجمالية و التعربيرية المناسبة ، و قدم المعلومات و الخبرات التي تكسب الطفل بعدا إيجابيا في إطار تكوين شخصيته ، و جمع بين الفن الموجه ، الأدب الموظف و الأدب الجميل الذي يخاطب المشاعر و الأحاسيس و يكشف عن الميول و الاستعدادات ، فكان نفسا في إطار الشخصية المبدعة .[১১১]

(শিশুসাহিত্যিক আহমদ শাওকী শিশুদের কথা ব্যক্ত করতে এবং শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষম খাদ্য উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। যে ব্যক্তিত্ব স্বীয় আঙ্গিক, অনুভূতি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে

[১১০] আহমদ ফযল শাবলূল, *আদাবুল আতফাল ফিল ওয়াতানিল আরাবী* (আলেকজান্দ্রিয়া, দারুল ওয়াফা, ১৯৯৮), পৃ. ২৪।
[১১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বেড়ে ওঠে। তিনি শিশুজগতের জন্য শিশুতোষ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের আহবান বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি এমন সাহিত্য রচনা করেন যার ভাষা শিশুদের প্রতি মানবীয় গুণাবলী বহনে সক্ষম। তার রচিত সাহিত্যে রয়েছে বিভিন্ন ইঙ্গিতবাহী, ঐতিহাসিক ও সামাজিক গল্পমালা এবং শৈল্পিক, নান্দনিক ও যথার্থ প্রকাশমূলক বিষয়াদি। আহমদ শাওকী এমন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছেন যা শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তিনি সুনিয়ন্ত্রিত শিল্প, সুবিন্যস্ত ও নান্দনিক সাহিত্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন, যা আবেগ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং ঝোঁক ও প্রবণতা উন্মোচন করেছে। ফলে তিনি অভিনব ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে মূর্তমানবে পরিণত হয়েছেন।)

ড. আহমদ যালাত মনে করেন,

أن نتاج شوقي الشعري للطفل لم يكن نموذجا أو لم يكن كافيا لسد حاجة الطفل العربي . أما شعر شوقي للأطفال على ألسنة الحيوان فيتمتع بظواهر فنية و أسلوبية منها : تنوع مصادر الحكايات ، و تعدد مضمونها و استعمال البحور الشعرية القصيرة و الخفيفة ، و وحدة الإيقاع اللغوي و الموسيقي ، و عدم ملاءمة أغلب الحكايات لإدراك الطفل ، و خبرة الشاعر بالحيوان و الطير ، و أخيرا استرفاد الأمثال الحكيمة في الحكايات .[১১২]

(শাওকীর শিশুদের জন্য রচিত কবিতা দৃষ্টান্তমূলক ছিল না অথবা তা আরব শিশুদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। শাওকীর পশুপাখির ভাষায় শিশুদের জন্য রচিত কবিতা বাহ্যিকভাবে আনন্দ প্রদান করত শৈল্পিক দিক থেকে। সে সব শৈল্পিক দিকগুলো হল: কাহিনীমালার উৎসের বিচিত্রতা, কাহিনীমালার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা, সহজ-সরল ও ছোট ছন্দের ব্যবহার, সুর ও ছন্দের ঐক্য, অনেক গল্প শিশুদের বোঝার অনুপযোগিতা, প্রাণী ও পাখি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং সবশেষে প্রজ্ঞাময় প্রবাদ-প্রবচণের ব্যবহার।)

এভাবে প্রায় সকল শিশুসাহিত্যিকগণ আহমদ শাওকীকে আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উদ্বৃতি বা উক্তির পালা এখানে ইতি টানছি।

আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা হয় অনুবাদ পর্বের মাধ্যমে। এ পর্বের সূচনা হয় রিফা'আহ বেক আত তাহতাভীর মাধ্যমে আর পরিসমাপ্তি ঘটে উসমান জালালের মাধ্যমে। ড. আহমদ যালাত বলেন,

و تنتهي مرحلة الترجمة و التعريب بوفاة عثمان جلال عام ١٨٩٨م .

---

[১১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচিত এ সকল কীর্তির অনুসরণ করে পরবর্তীতে অনেকেই শিশুসাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন। যেমন এগিয়ে আসেন মুহাম্মদ আল হারাভী ও কামিল কীলানী। কামিল কীলানী প্রায় দুইশতের বেশি শিশুতোষ গল্প ও নাটক রচনা করেন। তাই তাকে আরবী শিশুসাহিত্যের বিধিসম্মত জনক (الأب الشرعي لأدب الأطفال العربي) বলা হয়।

অতঃপর মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরইয়ান এগিয়ে আসেন। তিনি শিশুদের জন্য অনেকগুলো গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর এ অবদানের জন্য তাঁকে আরবী শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। যেমন মুহাম্মদ সালিহ আশ শানতী বলেন,

و اعتبر محمد سعيد العريان المتوفي عام ١٩٦٤ المؤصل الثاني لأدب الأطفال ، و يتمثل دوره فيما أرساه من منهج و ما قدّمه من وسائل ، و ما اصطفاه من محتوى يتناسب مع المستوى الإدراكي و الذوقي و الوجداني للطفل في مراحله العمرية المختلفة .[১১৩]

(মুহাম্মদ সায়ী'দ আল 'উরইয়ানকে আরবী শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

এভাবে ধীরে ধীরে আরবী শিশুসাহিত্য রচনায় অনেক কবি ও সাহিত্যিকগণ এগিয়ে আসেন। কারণ এখন লেখার সুন্দর পরিবেশ তৈরী হয়েছে এবং শিশুসাহিত্যাঙ্গনে লিখে অনেক সম্মান অর্জন করা যায়। যখন আহমদ শাওকী মিশরের কবিদেরকে শিশুসাহিত্য রচনার আহ্বান জানান তখন কিন্তু তিনি তৎকালীন বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের থেকে তেমন সাড়া পান নাই। কারণ তৎকালীন সময়ে শিশুদের জন্য লেখা যোগ্যতার প্রশ্ন। শাওকী নিজেও তৎকালীন সময়ে কিছু শিশুতোষ কাহিনী রচনা করেছেন যেগুলোতে নিজের নাম গোপন রেখে রূপক নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন:

الديك و الثعلب নামক কাব্যকাহিনীটি প্রথমত আল আহরাম পত্রিকায় ২৮ নভেম্বর ১৮৯২ সংখ্যায় ছাপানো হয়। তবে তখন শাওকী নিজের নাম ব্যবহার না করে রূপক নাম তথা নাজীল খারস নামে প্রকাশ করেন।

অনুরূপভাবে الديك الهندي و الدجاج البلدي নামক কাব্যকাহিনীটি আল আহরাম পত্রিকায় ২৮ অক্টোবর ১৮৯২ সংখ্যায় ছাপানো হয়। সেখানেও রূপক নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

---

[১১৩] ড. মুহাম্মদ সালিহ আশ শানতী, *ফী আদাবিল আতফাল* (সৌদি আরব: দারুল আনদালুস, ১৯৯৬), পৃ. ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে دولة السوء নামক কাহিনীটিও 'আল মাজাল্লাতুল মিসরিয়্যাহ' নামক পত্রিকায় ৩১ জুলাই ১৯০০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এখানেও রূপক নাম ব্যবহৃত হয়েছে।[১১৪]

উল্লেখ্য যে, এ সকল কবিতাগুলোতে রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে। তাই কবি এগুলোতে সরাসরি তাঁর নাম ব্যবহার করেন নি।

পরিসমাপ্তি

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আরব কবি সম্রাট আহমদ শাওকী সর্বপ্রথম মৌলিক আরবী শিশুসাহিত্য রচনা করেন এবং তৎকালীন কবি সাহিত্যিকদেরকে শিশুসাহিত্য রচনার জন্য এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এবং তিনি নিজেও প্রায় ৮০টি শিশুতোষ কাব্যকাহিনী, গান ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। এ সকল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সকল ঐতিহাসিকগণ সর্বসম্মতভাবে আহমদ শাওকীকে আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত (رائد أدب الأطفال العربي) উপাধীতে ভূষিত করেন।

---

[১১৪] আহমদ ফযল শাবলূল, *আদাবুল আতফাল ফিল ওয়াতানিল আরাবী* (আলেকজান্দ্রিয়া, দারুল ওয়াফা, ১৯৯৮), পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। এ ধ্রুব সত্য কথাটির বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে শিশুদের নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণা। শিশুদের স্বভাব-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, অনুরাগ-বিরাগ, পছন্দ-অপছন্দ, মেজাজ-মর্জি মনোবিজ্ঞানীদেরকে বেশ ভাবিয়ে তুলছে। চলছে প্রতিনিয়ত এ নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণা। শিশুদের মেধা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং আগামী দিনের কাণ্ডারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশুসাহিত্যের বেশ প্রচার ও প্রসার ঘটছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ স্লোগানটি বেশ জোরালোভাবে আলোচিত হতে থাকে। আর এ সুন্দর কথাটি আধুনিক কালের। কিন্তু প্রাচীন কালে শিশুদের তেমন গুরুত্ব ছিল না। সমাজে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবেগ-অনুভূতি, অনুরাগ-বিরাগ, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে কোন মূল্যমান ছিল না। বড়দের ইচ্ছা বাস্তবায়নই ছিল শিশুদের কর্তব্য। আধুনিককালে শিশুদের গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুসাহিত্যেরও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আরবী শিশুসাহিত্য আধুনিক অন্যান্য শাখা তথা নাটক, গল্প ও উপন্যাসের ন্যায় অনুবাদের মাধ্যমে আরবী সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছে। আরবী শিশুসাহিত্যের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের দিকে প্রখ্যাত আরব সাহিত্যিক রিফা'আহ আত্ তাহতাভী (رفاعة الطهطاوي :১৮০১-১৮৭৩)-এর হাত ধরে। তিনি ইংরেজি শিশু সাহিত্যের অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যে এ নতুন শাখার শুভ সূচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনূদিত শিশুতোষ গ্রন্থ হল 'উকলাতুল আস্‌বা' (عقلة الصباع)।

রিফায়া আত তাহতাভীর ওফাতের পর আরবী শিশুসাহিত্য গগনে নেমে আসে এক অন্ধকার। অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে এ নব প্রকাশিত শাখাটি। সবাই বড়দের সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত। এ নব উদিত শাখাটিকে পরিচর্যা করার কেউ ছিল না। বেশ কিছু কাল পর এ অন্ধকার দূর হয়। আশার আলোকবর্তিকা নিয়ে হাজির হন আরব কবিসম্রাট আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২)। তিনি ফ্রান্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, ফ্রান্সে শিশুসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেখানে শিশুদের রচিত গল্প, কাহিনী ও সঙ্গীতের বেশ সমাগম দেখতে পেলেন। বিশেষ করে পশু-পাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী তাঁর নিকট খুব পছন্দ হয়েছিল এবং তাঁর মন কেড়ে নিয়েছিল। অতঃপর তিনি ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করে আরবকবি ও সাহিত্যিকদেরকে শিশুদের জন্য কিছু লিখার আহ্বান জানান। বিশেষ করে তাঁর বন্ধুবর তৎকালীন প্রখ্যাত কবি খলীল মুতরানকে লক্ষ্য করে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

" .. و لا يستعنى إلا الثناء على صديقي خليل مطران صاحب المنن على الأدب و المؤلف بين أسلوب الإفرنج في نظم الشعر و بين نهج العرب .. و المأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر للأطفال و النساء ، و أن يساعدنا سائر الأدباء و الشعراء على إدراك هذه الأمينة "

(আমার বন্ধু খলীল মুতরানের প্রশংসা না করে উপায় নেই। তিনি সাহিত্যের অনেক উপকার সাধন করেছেন এবং কবিতা রচনায় পশ্চিমা ও আরবীয় রচনাশৈলীর মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। আশা রাখি, শিশু ও নারীদের জন্য কবিতা রচনায় আমরা পরস্পরে সহযোগী হব এবং এই প্রত্যাশা অনুধাবনে সকল কবি-সাহিত্যিক আমাদের সাহায্য করবে।)

আহমদ শাওকী শিশুসাহিত্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে কবি সাহিত্যিকদের পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেন। কিন্তু তাঁর এ আহ্বানে তেমন সাড়া মিলে নি বরং সকল কবি ও সাহিত্যিক বড়দের জন্য লিখে সুনাম অর্জনে ব্যস্ত। শিশুদের জন্য লেখার সময় তাদের নেই । কেউ কেউ মনে করেন, শিশুদের জন্য লিখে সাহিত্যিক-মর্যাদা লাভ করা যাবে না । ড. আলী আল হাদীদী বলেন,

التأليف للصغار يعد تضحية كبرى من الأدباء الكبار فهو لا يصل بالكاتب إلى ما يسمى بالمجد الأدبي . ولذلك أعرضوا ونأوا بمواهبهم عنه .

অর্থাৎ "তৎকালীন সময়ে শিশুদের জন্য লেখালেখিকে বড় সাহিত্যিকদের পক্ষ হতে বড় মাপের ত্যাগ মনে করা হত। কেননা শিশুদের জন্য লেখা সাহিত্যিককে সাহিত্য মর্যাদা উপনিত করবে না। ফলে সাহিত্যিকগণ শিশুদের জন্য লেখালেখি থেকে বিরত থাকে এবং তাদের প্রতিভাকেও এ অঙ্গন থেকে দূরে রাখে।"

কবিসম্রাট শাওকী তাঁর আহ্বানে তেমন সাড়া না পাওয়ায় হতাশ হয়ে গেলেন। তাঁর বুক ভরা আশা স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে তিনি নিজেই লিখতে শুরু করলেন, যেগুলো তাঁর সুবৃহৎ দীওয়ানের ৪র্থ খণ্ডে শেষাংশে স্থান পেয়েছে। শিশুদের জন্য রচিত তাঁর কবিতাগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যা; ১. শিশুতোষ কাব্যকাহিনী, ২. শিশুতোষ গান ও সঙ্গীত। তিনি প্রায় ৫৫টি কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ৫২টি পশুপাখির কণ্ঠে রচিত হয়েছে। তাঁর এ সকল কাব্যকাহিনীগুলো তাঁর দীওয়ানের ৪র্থ খন্ডে الحكايات নামক অধ্যায়ে রয়েছে। তাঁর রচিত পশুপাখির কণ্ঠে এ শিশুতোষ কাব্যকাহিনীগুলো আরব শিশুদের নিকট খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। তারা এসব কাহিনীর মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের রস আস্বাদনের পাশাপাশি আনন্দ ও নৈতিক দীক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এ কাব্যকাহিনীগুলোর মাধ্যমে কবি আহমদ শাওকী আরবী শিশুসাহিত্যের পথিকৃত (رائد أدب الأطفال العربي) উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীতে তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই এ ধরণের সাহিত্য রচনার প্রয়াস চালান। অনুরূপভাবে তিনি শিশুদের জন্য কতিপয় গান ও সঙ্গীত রচনা করেন যেগুলো তাঁর দীওয়ানের ৪র্থ খন্ডে ديوان الأطفال নামক অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

তাঁর রচিত শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করার পর প্রতীয়মান হয়েছে, কতিপয় গান ও সঙ্গীত শিশুকিশোরদের উপযোগী নয় ভাষা ও ভাবগত বিবেচনায়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে কবি হয়তো বা এগুলো প্রথমত শিশুদের উদ্দেশে রচনা করেন নাই। যদিও পরবর্তীতে এগুলো শিশুদের পছন্দের তালিকায় স্থান পায়। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ আলী আল হাদীদী বলেন,

و الحقيقة أن شوقي لم يوقف في أكثر أغنياته و أناشيده للأطفال توفيقه في قصصه و حكاياته لهم . و ذلك لارتفاع المستوى اللغوي عن إدراك الطفل . فكثير من الأغنيات لا تتناسب كلماتها مع محصولهم اللغوي ... و لعل السبب الرئيسي في عدم نجاح أغنيات شوقي و أناشيده أنه لم ينظم أكثرها ابتداء للأطفال ، بل نظمها لمناسبتها ثم أرادها لتكون مما ينشده الناشئة

অর্থাৎ বাস্তব কথা হলো, আহমদ শাওকীর অধিকাংশ গান ও সঙ্গীতগুলো শিশুদের উপযোগী করে রচনা করা হয় নি যেমনটি করা হয়েছে কাব্যকাহিনীগুলোতে। কারণ তাঁর অধিকাংশ গান ও সঙ্গীতগুলোতে ভাষার ব্যবহার উচ্চাঙ্গের ছিল যা শিশুদের বোঝার অনুপযোগী। ... সম্ভবত এর প্রধান কারণ হল, কবি এগুলোকে প্রথমত শিশুদের জন্য রচনা করেন নি বরং দেশীয় ও জাতীয় বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে এগুলো রচনা করেন। পরবর্তীতে এগুলো শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতে রূপ নেয়।

তবে শিশুদের জন্য তাঁর রচিত কবিতা আরব শিশুদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিল না। তিনি এ সাহিত্যের আহবায়ক হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তার সাহিত্যকর্ম ছিল খুব অল্প। তিনি শিশুদের জন্য তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তাঁর অনূদিত সাহিত্যকর্ম কিংবা কবি উসমান জালালের রচিত সাহিত্য কর্মের এক তৃতীয়াংশও রচনা করেন নি। প্রাণীর ভাষায় কাব্যকাহিনী এবং শিশুসঙ্গীত সব মিলে তাঁর রচনার সংখ্যা ৮০ পর্যন্ত পৌঁছে নি।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ উসমান জালাল (১৮২৮-১৮৯৮)

রেফাআ'হ আত তাহতাবী (১৮০১-১৮৭৩)

ইব্রাহীম আল আরব (১৮৬০-১৯২৭)

আহমদ শাওকী (১৮৬৯-১৯০২)

মুহাম্মদ সাঈদ আল উরয়ান (১৯০৫-১৯৬৪)

মারুফ আর রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫)

আলী ফিকরী (১৮৭৯-১৯৫৩)

কামিল কীলানী (১৮৯৭-১৯৫৯)

মোহাম্মদ আল-হারাবী (১৮৮৫-১৯৩৯)

আহমদ শাওকী ও তাঁর সমসাময়িক শিশুসাহিত্যিকগণ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক. আহমদ শাওকীর শিশুতোষ

কবিতার নমুনা (বঙ্গানুবাদসহ)

খ. শিশুসাহিত্য পরিভাষা

গ. গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

ক. আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতার নমুনা (বঙ্গানুবাদসহ)

১. শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতের নমুনা
২. কাব্যকাহিনীর নমুনা
৩. শিশুসংক্রান্ত কবিতার নমুনা

Dhaka University Institutional Repository

ক. আহমদ শাওকীর শিশুতোষ কবিতার নমুনা (বঙ্গানুবাদসহ)

১. শিশুতোষ গান ও সঙ্গীতের নমুনা :

আহমদ শাওকী শিশুদের জন্য কিছু ছড়া ও সঙ্গীত রচনা করেন যেগুলোকে তাঁর কাব্যসংকলন 'আশ শাওকিয়্যাত' এর চতুর্থ খন্ডের শেষাংশে 'দিওয়ানুল আতফাল' (ديوان الأطفال) নামে সংকলিত। সেখানে দশটি কবিতা ও সঙ্গীত রয়েছে। বঙ্গানুবাদসহ এগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

الهر و النظافة

١. هرتي جد ألفيه	وهْي للبيت حليفه
٢. هي ما لم تتحرك	دمية البيت الظريفه
٣. فإذا جاءت وراحت	زيد في البيت وصيفه
٤. شغْلها الفار : تنقي الرّ	فَ منه و السقيفه
٥. و تقوم الظهر و العص	رَ بأورادٍ شريفه
٦. و من الأثوابِ لم تم	لِكُ سوى فروٍ قطيفه
٧. كلما استوسخ ، أو آ	وَى البراغيثَ المطيفه
٨. غسلتْه ، و كوَتْه	بأساليبَ لطيفه
٩. و حدت ما هو كالحما	م و الماء وظيفه
١٠. صيَرتْ ريقتَها الصّا	بونَ ، و الشاربَ لِيفه
١١. لا تَمُرَنْ على العين	و لا بالأنف جيفه
١٢. و تعوَدْ أن تلاقَى	حسن الثوبِ نظيفه
١٣. إنما الثوبُ على الإنسَ	ان عنوانُ الصحيفه

বিড়াল ও পরিচ্ছন্নতা

১. আমার বিড়ালটি আমার খুব প্রিয় ; সে গৃহে আমার নিত্য সঙ্গী।

২. যতক্ষণ সে নড়াচড়া (চলাফেরা) না করে ততক্ষণ বাড়ীর চিত্র সুন্দর থাকে।

৩. আর যখনই সে আসে এবং চলাফেরা করে তখনই বাড়ীর খাদেমের কাজ বেড়ে যায়।

৪. ইদুঁর নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে। সে বাড়ীর তাক ও সিলিং ফুটা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. যোহর ও আছরের সময় বিভিন্ন অজিফা আদায় করে (মেওঁ মেওঁ করে)।

৬. কোমল ও পশমযুক্ত পশুচর্ম ছাড়া কোন বস্ত্র তার নেই।

৭. যখন তার দেহে ময়লা হয় অথবা কোন ক্ষুদ্র কীট পড়ে।

৮. তখন আমি তাকে গোসল করাই, সুন্দর পদ্ধতিতে সে তার দেহ ধৌত করে এবং শুকিয়ে যায়।

৯. সে বাথরুমের পানি ও কর্মকে একত্র করে ফেলেছে।

১০. তার থুথুকে সাবান বানিয়েছে তার সুচকে বানিয়েছে ব্রাশ।

১১. মৃতদেহের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে না এবং নাকও নেয় না।

১২. সুন্দর কাপড় পরিধানে সে অভ্যস্ত।

১৩. মানুষের ভূষণ পত্রিকার শিরোনামের ন্যায়।

الجدة

١. لي جدة ترأفُ بي — أحنَى عليَّ من أبي

٢. و كلُّ شيئٍ سرَّني — تذهب فيه مذهبي

٣. إن غضِبَ الأهلُ عليَّ — كلُّهم لم تغضَبْ

٤. مشى أبي يوما إليَّ — مِشيةَ المؤدِّبِ

٥. غضبان قد هدَّد بالضرب — و إن لم يضرب

٦. فلم أجِد ليْ منْهُ — غيرَ جدَّتي من مهرَبِ

٧. فجعَلَتْني خلفها — أنجو بها ، و أختَبِي

٨. وهْيَ تقولُ لأبي — بلهجة المؤنِّبِ :

٩. ويْحٌ له ! ويح له — ذا الولدِ المعذَّبِ !

١٠. ألم تكن تصنعُ ما — يصنع إذ أنت صبي ؟

দাদী

১. আমার একজন দাদী আছে, আমাকে খুব আদর করে, আমার পিতার চেয়েও আমার প্রতি অধিক দয়াশীল।

২. যে সব কিছু আমাকে আনন্দ যোগায়, সে বিষয়ে সে আমার সাথে একমত পোষণ করে (অর্থাৎ আমি যা পছন্দ করি তা করতে দেয়)

৩. পরিবারের সবাই আমার প্রতি রাগ করলেও তিনি আমার প্রতি রাগ করেন না।

৪. একদিন আমার পিতা আমার নিকট চলে আসে প্রশিক্ষণের চালার মত- (অর্থাৎ খুব রাগ হয়ে আমাকে শায়েস্তা করতে আসল।

৫. খুব রাগান্বিত হয়ে আমাকে মারার হুমকি ধামকি দিল যদিও শেষ পর্যন্ত মারে নাই।

৬. দাদী ব্যতিত অন্য কারোর নিকট পলায়নের জায়গা ছিল না।

৭. দাদী আমাকে তার পিছনে ফেলে রাখত, আমি দাদীর উছিলায় প্রহার হতে মুক্তি পাই এবং তার নিকট আত্মগোপন করে থাকি।

৮. দাদী আমার আব্বাকে ভর্ৎসনা করে গালমন্দ করত।

৯. তার জন্য আফসোস, এ ভদ্র ছেলেটির জন্য আফসোস।

১০. তুমি কি তা কর নি , ছেলেটি যা করছে যখন তুমি ছোট ছিলে ?

الوطن

١. عصفورتان في الحجا ... زِ حلتا على فنَنْ

٢. في خاملٍ من الرِّيا ... ضِ ، لا نَدٍ ، و لا حسَن

٣. بينا هما تنتجيا ... نِ سحراً على الغُصُن

٤. مرَّ على أيكهما ... ريحُ سرى من اليمن

٥. حيّا و قال : دُرّتا ... نِ في وعاءٍ مُمتهن !

٦. لقد رأيتُ حولَ صنْ ... عاءَ ، و في ظلِّ عدَن

٧. خمائلاً كأنها ... بقِيّةٌ من ذي يَزن

٨. الحَبُّ فيها سكَّرٌ ... و الماء شُهْدٌ و لبن

Dhaka University Institutional Repository

٩. لم يرها الطيرُ و لم   يسمعْ بها إلا افتتن

١٠. هيّا اركباني نأتِها   في ساعة من الزمن

١١. قالتْ له إحداهما   و الطيرُ منهنّ الفطِنْ :

١٢. يا ريحُ أنتَ ابنُ السَّبي   ل ، ما عرفْتَ ما السَّكن

١٣. هبْ جنةَ الخلْدِ اليمن   لا شيءَ يعدلُ الوطن !

জন্মভূমি

১. হেজাজের দুই চড়ুই পাখি একটি ডালে অবতরণ করল।

২. বাগানের এক অখ্যাত জায়গায়, যা সিক্তও নয় এবং সুন্দরও নয়।

৩. সাহরীর সময় ভোর রাতে উভয়ের মধ্যে গোপন আলোচনা হয়।

৪. ইয়ামান হতে আগত বাতাস বনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হল।

৫. এবং সে বলল- অবহেলিত পাত্রে দুইটি মুক্তা।

৬. আমি ইয়ামানের সবুজ শ্যামল বাগান দুই শহর সানা' এবং 'আদনের মাঝে দেখতে পেলাম।

৭. ঘন বাগান। মনে হয় যেন ইহা ইয়ামান রাজ্যের জী ইয়াযান এর অবশিষ্টাংশ।

৮. সেখানকার শস্য মিষ্টি এবং পানি ও দুধ মধুর মত সুমিষ্ট।

৯. যাকে পাখিটি দেখতে পায় নাই, এ ব্যাপারটি কোথাও শুনে নাই কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছিল।

১০. এসো! তোমরা উভয়ে আমার উপরে আরোহন কর; আমরা অল্প সময়ে সেখানে পৌঁছে যাব।

১১. তাদের মধ্যে যে পাখিটি অনেক বিচক্ষণ সে বলল,

১২. হে বাতাস! তুমি তো মুসাফির, তুমি নির্দিষ্ট জায়গা অবস্থান করতে পারে না।

১৩. তুমি ইয়ামানকে জান্নাত দাও, কোন দেশ আমার দেশের সমান নয়।

الرفق بالحيوان

١. الحيوانُ خلْقٌ   له عليْكَ حقٌّ

٢. سخّرَه اللهُ لكا   و للعبادِ قبلكا

٣. حَمُولةُ الأثقالَ   و مُرْضِعُ الأطفال

٤. و مُطْعِمُ الجماعةْ	و خادمُ الزِّراعه
٥. من حقِّهِ أن يُرفقا	به و ألا يُرهَقا
٦. إن كَلَّ دعْهُ يسْترِحْ	و داوه إذا جُرِحْ
٧. و لا يَجُعْ في داركا	أو يَظْمَ في جواركا
٨. بهيمةٌ مسكينُ	يشكو فلا يُبينُ
٩. لسانُه مقطوعُ	و ما له دُموعُ !

জীবের প্রতি দয়া

১. জীব হলো আল্লাহর সৃষ্টি, তোমার উপর তার অধিকার রয়েছে।

২. আল্লাহ তায়ালা তাকে তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তী বান্দাদের অধীন করে দিয়েছেন।

৩. (সে) বোঝা বহন করে আর শিশুদের দুধ দান করে দেয়।

৪. মানুষের খাদ্য, শস্যক্ষেত্রের খাদেম।

৫. তার প্রাপ্য হল! তার প্রতি দয়া করা (কষ্ট না দেয়া) সামর্থের অধিক বোঝা চাপিয়ে না দেয়া।

৬. যদি জীবটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে তবে তাকে ছেড়ে দাও যাতে সে আরাম করতে পারে যখন আঘাত পায় তখন তার চিকিৎসা করবে।

৭. তোমার ঘরে সে যেন ক্ষুধার্থ না থাকে এবং তোমার পার্শ্বে সে যেন তৃষ্ণার্ত না থাকে।

৮. সে চতুষ্পদ জন্তুরা নিরীহ প্রাণী, ব্যাথা অনুভব করে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না।

৯. তার ভাষা অস্পষ্ট আর তার অশ্রুও নেই (যার দ্বারা সে তার সমস্যা ব্যক্ত করতে পারবে।)

الأم

١. لولا التُّقى لقلتُ : لم	يَخْلُقْ سِواكِ الولدا !
٢. إن شِئْتِ كان العَيْرَ ، أو	إن شئتِ كان الأسدا
٣. و إن تُردْ عيًا غوى	أو تَبْغِ رُشْداً رشدا
٤. و البيتُ أنتِ الصوتُ في	ه ، وهو للصوتِ صدى
٥. كالبَبْغا في قفص :	قِيْلَ له ، فقلّدا
٦. و كالقضيبِ اللَّدْن : قدْ	طاوعَ في الشّكلِ اليَدا

Dhaka University Institutional Repository

٧. يأخُذُ ما عوّدْتِه | و المرءُ ما تعوّدا !

মা

১. যদি আল্লাহর ভয় না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম,

তোমাকে ছাড়া সন্তানকে সৃষ্টি করা হত না।

২. যদি তুমি চাও তাহলে সে (সন্তান) হয় বন্যগাধা

অথবা যদি তুমি চাও তাহলে হয় সিংহ।

৩. যদি তুমি চাও ভ্রষ্টতা তবে সে ভ্রষ্ট হয়

আর যদি সঠিক পথ তাহলে সে পায় সঠিক পথ।

৪. গৃহে তুমিই কণ্ঠ (মুখপাত্র),

আর সে কণ্ঠের আছে একটি ধ্বনি

৫. খাচাঁয় আবদ্ধ তোতা পাখির আওয়াজের মত।

তাকে বলা হয় অতঃপর সে তা অনুসরণ করে

৬. কোমল রডের মত

গঠন প্রকৃতিতে তার হাত

৭. তুমি যা প্রশিক্ষণ দাও তাই সে গ্রহণ করে

আর মানুষ অভ্যাসের দাস।

ولد الغراب

١. و ممهّد في الوكر من | ولدِ الغرابِ مُزقّق

٢. كرُوَيْهِبٍ مُتَقلّسٍ | مُتأزّرٍ ، مُتَنطّقِ

٣. لبسَ الرّمادَ على سَوادِ | جَناحِه و المَفرقِ

٤. كالفخْمِ غادرَ في الرّما | دِ بقيّةً لم تُحرَقِ

٥. ثلثاه منقارٌ و رأ | سٌ ، و الأظافرُ ما بقِي

٦. ضخمُ الدّماغِ على الخُلُوِّ | من الحجى و المَنطقِ

٧. من أمّه لقِي الصغِ | يرُ من البليّةِ ما لقِي

٨. جلبت عليه ما تذذو | دُ الأمهاتُ و تتّقي

٩. فتنت به ، فتوهمتْ فيه قُوىً لم تخلق

١٠. قالت : كبرْتَ ، فثب كما وثب الكبار ، و حلّق

١١. و رمتْ به في الجوّ ، لم تحرصْ ، و لم تستوثق

١٢. فهوى ، فمُزّق في فنا ء الدار شرَّ مُمزّق

١٣. و سمعتُ قاقات تردُ دُ في الفضاء و ترتقي

١٤. و رأيتُ غِرباناً تفرُ قُ في السماء و تلتقي

١٥. و عرفتُ رنّةَ أمه في الصارخاتِ النُّعّق

١٦. فأشرْتُ ، فالتفتتْ ، فقل تُ لها مقالةَ مُشْفق :

١٧. أطلقتِه ، و لو امتَحن تِ جناحه لم تُطلقي

١٨. و كما ترفّق والدا كِ عليكِ لم تترفقي !

কাকের ছানা

১. নীড়ে কাক ছানার বিছানা বেশ পরিপাটী, মা তাঁর মুখ দিয়ে ছানাকে আহার দেয়।

২. (কাক ছানাটি দেখতে) ছোট পাদ্রীর মত, যে টুপি চাদর ও বেল্ট পরিধান করে আছে।

৩. তার ডানা ও মাথা ছাইয়ের মত কালো রংয়ের পোশাক পরিধান করেছে।

৪. কয়লার মত-আগুন যাকে পুড়িয়ে অবশিষ্ট রেখে গিয়েছে - আর পোড়ানো যায় না।

৫. তার দেহের এক তৃতীয়াংশ ঠোঁট, আর বাকী অংশ মাথা ও নখ।

৬. স্থুলকায় মাথাবিশিষ্ট কিন্তু জ্ঞান শূন্য

৭. ছানাটি তার মায়ের কারণে একটি বড় বিপদে পড়ে যায়।

৮. যে বস্তু মায়েদেরকে তাড়া দেয় এবং ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে সে বস্তু তার বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছে।

৯. মায়ের ছানার প্রতি মায়া হয়, অতঃপর মা ধারণা করল, ছানাটি সক্ষম হয়েছে ওড়ার।

১০. মা বলল তুমি এখন বড় হয়েছ, লাফ দাও যেমন বড়রা লাফ দেয় এবং বড়দের মত ওড়।

১১. মা তাকে আকাশে ছেড়ে দেয় অথচ মা নিশ্চিত ছিল না যে সে উড়তে পারে।

১২. ফলে সে ছানাটি (ভাল উড়তে না পারার কারণে) নিচে পড়ে যায়, হাত পা ভেঙ্গে ঘরের আঙ্গিনায় পড়ে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. তখন আমি কিচির মিচির কাকের কান্নার ধ্বনি শুনতে পাই এবং ধীরে ধীরে উক্ত কান্নার ধ্বনি উচ্চ হতে থাকে।

১৪. অতঃপর দেখতে পেল যে, আকাশ থেকে একটি কাক নেমে আসল এবং উক্ত ছানাটির সাথে মিলিত হল।

১৫. অতঃপর আমি ক্রন্দণরতদের মধ্য হতে তার মায়ের কান্নার আওয়াজ চিনতে পারলাম।

১৬. অতঃপর আমি ছানার মার দিকে ইশারা করলাম সে আমার দিকে তাকাল- তখন আমি তার দয়া ও মায়ার কথা বললাম।

১৭. তুমি যদি তার ডানা পরীক্ষা করার পর উড়াল দেয়ার জন্য ছাড়তে, তবে কতই না ভাল হত!

১৮. যেমন তোমার পিতামাতা তোমাকে বিলম্বিত করেছে কিন্তু তুমি তো বিলম্বিত কর নাই।

النيل

١. النيل العذب هو الكوثر   و الجنة شاطئه الأخضر

٢. ريان الصفحة و المنظر   ما أبهي الخُلد و ما أنضَر!

٣. البحر الفياض ، القدسُ   الساقي الناس و ما غرسوا

٤. و هو المنوال لما لبسوا   و المنعم بالقطن الأنور

٥. جعل الإحسان له شرعا   لم يُخلِ الوادي من مرعى

٦. فترى زرعا يتلو زرعا   و هنا يُجني ، و هنا يبذر

٧. جار و يُرى ليس بجار   لأناة فيه و وقار

٨. ينصبُ كتلَ منهار   و يضجُّ فتحسبه يزأر

٩. حبشي اللون كجيرته   من منبعه و بُحيرته

١٠. صبغ الشطن بسمرته   لونا كالمسك و كالعنبر

নীল

১. নীল নদের সুমিষ্ট পানি হলো জান্নাতের পানীয় কাউসারের মত, যার তীরে অবস্থিত সবুজ শ্যামল জান্নাত।

২. নীলনদের চেহারা ও দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। নীলনদের তীর, কি দৈর্ঘ্যস্থায়ী চমৎকার! কী সুন্দর!

৩. ইহা পরিপূর্ণ প্রবাহমান সমুদ্র, ইহা পবিত্র হ্রদ যা মানুষকে পানি দান করে এখানে মানুষ চাষাবাদ করে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইহা (নীল নদ) কাপড় বুননের যন্ত্রের মত (বুনন করে) মানুষ যা পরিধান করে এবং সে উজ্জ্বল তুলা দান করে।

৫. পরোপকার তার নীতি, সে চারণক্ষেত্রের কোন উপত্যকা খালি রাখে না।

৬. তুমি দেখতে পারে (নীলনদের তীরে) শুধু শস্য আর শস্য- এখানে এগুলো একত্রিত করা হয় এবং এখানেই বিপনন করা হয়।

৭. (নীল নদ) ধীরে প্রবাহিত হয়, তুমি দেখলে মনে করবে যে প্রবাহিত হচ্ছে না।

৮. নিম্নগামী টিলার মত সজোরে প্রবাহিত হয়। তার ঢেউ থৈ থৈ করে। তুমি ধারণা করবে যে সিংহের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

৯. নীলনদের অধিবাসীদের গায়ের রং তার প্রতিবেশি দেশ হাবশীর মত প্রায় কালো তার উৎস ও উৎপন্ন কোন লেক।

১০. তার তীরের রং হলো বাদামী ঝিনুক ও মেশক-আম্বরের মত।

المدرسة

١. أنا المدرسة اجعلني كأم ، لا تملْ عنَي
٢. و لا تفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن
٣. كأني وجهُ صياد و أنت الطيرُ في الغصن
٤. و لا بدّ لك اليوم – و إلا فغدا — مني
٥. أو استغْنِ عن العقل إذن عني تستغني
٦. أنا المصباحُ للفكر أنا المفتاح للذهن
٧. أنا الباب إلى المجد تعال ادخلْ على اليمن
٨. غدا ترتع في حوشي و لا تشبعث من صحْني
٩. و ألقاك بإخوانٍ يُدانونك في السنَ
١٠. تُماديهم بيا فكري و يا شوقي ، و يا حسني
١١. و آباء أحبَوك و ما أنت لهم بابن

মাদরাসা

১. আমি মাদ্রাসা, আমাকে মায়ের মত মনে কর, আমাকে এড়িয়ে যেও না।

২. বাড়ি থেকে পাকড়াও করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় আমাকে ভয় পাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তুমি গাছের ডালের পাখি আর আমাকে শিকারী ভেবে শঙ্কিত হবে না।

৪. আজ তুমি আমার থেকে পলায়নের কোন পথ অন্বেষণ করবে না- তাহলে ভবিষ্যতে আমার মুখাপেক্ষী হবে।

৫. অথবা আজ তুমি বুদ্ধিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হও। আগামীতে তুমি আমার অমুখাপেক্ষী হবে।

৬. আমি চিন্তার আলোকবর্তিকা, মেধা প্রসারিত করার চাবি।

৭. আমি সম্মান অর্জনের দ্বার, এসো বরকতময় ঘরে প্রবেশ কর।

৮. আগামীকাল আমরা আঙ্গিনায় খেলাধুলা করব। বিনোদন করবো- আমার আঙ্গিনায় খেলাধুলা করে তুমি পরিতৃপ্ত হবে না। বার বার খেলতে ইচ্ছে করবে।

৯. তোমার সমবয়সী ভাইদের সাথে মিলিত হও।

১০. হে আমার চিন্তা-চেতনা, আমার আগ্রহ ও আমার সৌন্দর্য, তুমি তাদেরকে আহ্বান কর- (তারা যেন মাদ্রাসায় আসে)

১১. আর পিতাগণ (শিক্ষকগণ) তোমাকে ভাল বাসবে অথচ তুমি তাদের ঔরসজাত সন্তান না।

نشيد مصر

١. بني مصرِ مكانُكمو تهيَا   فهيا مهدوا للمُلك هيا

٢. خذوا شمس النهار له حليا   ألم تكُ تاج أوَلكم مليا ؟!

٣. على الأخلاق خُطّوا الملك و ابنوا   فليس وراءها للعزّ ركن

٤. أليس لكم بوادي النيل عدنُ   و كوثرها الذي يجري شهيا ؟!

٥. لنا وطن بأنفسنا نقيه   و بالدنيا العريضة نفتديه

٦. إذا ما سيلت الأرواحُ فيه   بذلناها كأنْ لم نعط شيا

٧. لنا الهرم الذي صحب الزمانا   و من حدثاته أخذ الأمانا

٨. و نحن بنو السنا العالي ، نمانا   أوائل علّموا الأمم الرُّقيا

٩. تطاول عهدهم عزا و فخرا   فلما ال للتاريخ ذُخرا

١٠. نشأنا نشأة في المجد أخرى   جعلنا الحق مظهرها العليا

١١. جعلنا مصر ملة ذي الجلال   و ألفنا الصليب على الهلال

١٢. و أقبلنا كصف من عوال   يُشدّ السمهري السمهريا

١٣. نروم لمصر عزّا لا يُرام   يرفُ على جوانبه السلام

Dhaka University Institutional Repository

١٤. و ينعمٌ فيه جيران كرام　　فلن تجد النزيل بنا شقيا

١٥. نقوم على البناية مُحسنينا　　و نعهدُ بالتمام إلى بنينا

١٦. إليك تموتُ – مصر – كما حيينا　　و يبقي وجهكِ المفديُّ حيا

মিসর সঙ্গীত

১. ওহে মিশরের সন্তানেরা, তোমাদের স্থান প্রস্তুত হয়েছে। এসো, তোমাদের রাজত্বের পথ সুগম করার জন্য তাড়াতাড়ি এসো।

২. দিনের সূর্যকে তোমরা তার (রাজত্বের) জন্য অলংকার হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের পুরুষদের রাজত্বের মুকুট কি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৩. রাজত্বকে তোমাদের চরিত্রের উপর অঙ্কিত কর এবং সেটি তৈরী করে নাও। সেটি ছাড়া মর্যাদার কোন স্তম্ভ নেই।

৪. তোমাদের জন্য কি নীলের উপত্যকায় আদন (বেহেস্ত) নেই, আর কাঙ্খিত কাওসার (অমৃত) প্রবাহিত হচ্ছে না ?

৫. আমাদের রয়েছে এমন এক মাতৃভূমি, নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে যাকে আমরা রক্ষা করব, বিশাল পৃথিবীকে মুক্তির পথ দিয়ে সেটি কে আমরা মুক্ত করব।

৬. যখন তার জন্য আমাদের প্রাণ চাওয়া হবে। তখন আমরা তা এমনভাবে ব্যয় করব যেন আমরা কিছুই ব্যয় করিনি। (প্রাণ ব্যয় করতে কুণ্ঠবোধ করব না)

৭. আমাদের রয়েছে পিরামিড যেটি কালজয়ী হয়ে রয়েছে। যুগের বিপদ থেকে সেটি আমাদেরকে নিরাপদ রেখেছিল।

৮. আমরা সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আমাদের পূর্ব পুরুষরা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, যারা বিভিন্ন উন্নত জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিল।

৯. বিজেতাদের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। যখন তারা ইতিহাসের ভান্ডারে ফিরে এসেছিল।

১০. আমরা অন্য এক সম্মানের সাথে ভালভাবে বড় হয়েছি, সত্যকে আমরা করেছি মহান মর্যাদার বাহ্যিক দৃশ্য।

১১. মিসরকে আমরা পরাক্রমশালীর মতবাদ বানালাম এবং চাঁদের উপর ক্রুশের সাথে পরিচিত হলাম।

১২. আমরা বর্শার সারির ন্যায় এগিয়ে আসলাম, একটি বর্শা অপর বর্শাকে শক্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. মিসরের জন্য আমরা এমন সম্মান কামনা করি যা কামনা করা হয় না। যার চতুর্দিকে পতপত করে শান্তির পতাকা ওড়ে।

১৪. যার সাথে সম্মানিত প্রতিবেশীগণ প্রশান্ত হয়, আমাদের কাছে অতিথি কষ্ট পায় না।

১৫. আমরা একনিষ্টভাবে অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা করি এবং তা সম্পন্ন করার জন্য নিজেরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

১৬. আমরা তোমাদের কাছে (হে মিশর) মৃত্যুবরণ করব যেমনিভাবে আমরা বেঁচে ছিলাম। এবং তোমার প্রিয়তম অস্তিত্ব জীবন্ত থাকবে।

نشيد الكشافة

١. نحن الكشافة في الوادي — جبريلُ الروح لنا حادي

٢. يا رب ، بعيسى ، و الهادي — و بموسى خذ بيد الوطن

٣. كشافة مصر ، و صبيتها — و مناة الدار ، و منيتها

٤. و جمال الأرض ، و حليتُها — و طلائع أفراح المدن

٥. نبتدر الخير ، و نستبق — ما يرضى الخالق و الخلق

٦. بالنفس و خالقها نثقُ — و نزيد وثوقا في المحن

٧. في السهل نرف رياحينا — و نجوب الصخر شياطينا

٨. نبني الأبدان و تبنينا — و الهمة في الجسم المرن

٩. و نُخلي الخلق و ما اعتقدوا — و لوجه الخالق نجتهد

١٠. نأسوا الجرحى أنى وُجدوا — و نُداوي منْ جرح الزمن

١١. في الصدق نشأنا و الكوم — و العفة عن مسّ الحُرم

١٢. و رعاية طفل أو هرم — و الذود عن الغيد الحُصُن

١٣. و نوافي الصارخ في اللجج — و النار الساطعة الوهج

١٤. و لا يسأله ثمن المهج — و كفى بالواجب من ثمن

١٥. يا رب ، فكثرنا عددا — و ابذل لأبوّتنا المددا

١٦. هيئ لهم و لنا رشدا — يا رب ، و خذ بيد الوطن

Dhaka University Institutional Repository

স্কাউট সঙ্গীত

১. নীল নদের উপত্যকায় আমরা স্কাউট দল। রুহুল আমীন জিবরাইল আমাদের পথ প্রদর্শক।

২. ওহে আমার প্রভু, ঈসা, পথ প্রদর্শক মুহাম্মদ (স.) এবং মুসা-র দোহাই, তুমি আমাদের মাতৃভূমির হাত ধর (রক্ষা কর)।

৩. মিশরের স্কাউট দল হল মিশরের বালকগণ, (তারা) দেশের সম্মান ও দেশের আশা-আকাঙ্খা।

৪. এবং তারা পৃথিবীর সৌন্দর্য ও অলংকার, বিভিন্ন নগরের উৎসবের নেতৃত্বদানকারী।

৫. আমরা কল্যাণের দিকে ছুটে যাই এবং প্রতিযোগিতা করি। যা সৃষ্টিকর্তা ও চরিত্রকে পরিতৃপ্ত করে।

৬. আমরা আমাদের আত্মা ও তার সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস করি। আমরা পরিশ্রমের সাথে আমাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করি।

৭. আমরা নরম ভূমিতে সুগন্ধিফুল ছড়িয়ে দেই এবং আমরা শয়তানি পাথরকে চূর্ণ করি।

৮. আমরা আমাদের দেহকে তৈরী করি এবং আমরা তৈরি হয়েছি। ব্যায়ামের শরীরে রয়েছে সাহস।

৯. আমরা সৃষ্টি জগতকে মুক্ত করব এবং তাদের বিশ্বাসকে সৃষ্টি কর্তার জন্যই আমরা চেষ্টা করব।

১০. যেখানেই পাওয়া যাবে আমরা আহত ব্যক্তির শুশ্রুষা করব এবং কালের ক্ষতের আমরা প্রতিবিধান করব।

১১. আমরা সত্য, সম্মান ও অবৈধ বস্তুর থেকে মুক্ত অবস্থার মাঝে বড় হয়েছি।

১২. (আমরা বড় হয়েছি) শিশু এবং বৃদ্ধের তত্ত্বাবধানে এবং বিরত রয়েছি সুন্দর সতী মহিলা হতে।

১৩. আমরা সমুদ্রের ঢেউ ও প্রজ্জলিত আগুনের মাঝে চিৎকার করে কাছে ছুটে আসব।

১৪. আমরা তার কাছে জীবনের মূল্য চাইব না। মূল্য হিসেবে আমাদের দায়িত্বই যথেষ্ট।

১৫. হে প্রভু। আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য সাহায্য দান কর।

১৬. তাদের এবং আমাদের জন্য সুপথ তৈরী করে দাও। হে প্রভু তুমি আমাদের মাতৃভূমি রক্ষা কর।

২. শিশুতোষ কাব্যকাহিনীর নমুনা :

আহমদ শাওকী শিশুদের আনন্দ দেয়ার জন্য ৫৫টি কাব্যকাহিনী রচনা করেন। তন্মধ্যে ৫২টি পশুপাখির কণ্ঠে বর্ণিত। নিম্নে তার কয়েকটি কাব্যকাহিনী এবং কয়েকটি পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনীর নমুনা উপস্থাপন করা হল।

ক. কাব্যকাহিনী :

أنت و أنا

١. يحكون أنَّ رجُلا كرديا — كان عظيم الجسم همشريا

٢. و كان يلقي الرُّعبَ في القلوب — بكثرة السلاح في الجيوب

٣. و يُفزعُ اليهود ، و النصارى — و يُرعبُ الكبارَ و الصغارا

٤. و كلما مرَّ هناك و هنا — يصيح بالناس : أنا ؟ أنا ! أنا !

٥. نمى حديثُه إلى صبيٍّ — صغيرِ جسمٍ ، بطلٍ ، قويٍّ

٦. لا يعرفُ الناسُ له الفُتُوَّه — و ليس ممن يدَّعون القوَّه

٧. فقال للقوم : سأدريكم به — فتعلمون صدْقَه من كِذْبه

٨. و سار نحوَ الهمشريِّ في عجلْ — و الناس مما سيكونُ في وَجَلْ

٩. و مدَّ نحوَ يمينا قاسيهْ — بضربةٍ كادتْ تكونُ القاضيهْ

١٠. فلم يُحَرِّكْ ساكنا ، و لا ارتبَكْ — و لا انتهى عن زعمه ، و لا ترَكْ

١١. بلْ قال للغالب قولاً ليِّنا — الآن صرْنا اثنين : أنت و أنا

তুমি আর আমি

১. মানুষেরা (আরবের লোকেরা) বলত, বিশাল দেহের এক কুর্দি লোক ছিল।

২. সে তার পকেটে প্রচুর অস্ত্র আছে এ বলে মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করত।

৩. ইহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে ভয় দেখাত এবং বড় ছোড় সবাইকে ভয় দেখাত।

৪. সে যেখানেই যায় মানুষের নিকট চিৎকার করে বলে আমি! আমি! আমি!

৫. বীর শক্তিশালী- হালকা-পাতলা এক বালকের নিকট তাঁর (অহংকারের) কথা পৌঁছল।

৬. মানুষ তার বীরত্বের সম্পর্কে জানত না এবং সে শক্তিশালী বলে দাবীও করত না।

Dhaka University Institutional Repository

৭. অতঃপর সে লোকদেরকে বলল শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে তাঁর (বাস্তবতা) সম্পর্কে অবহিত করব ফলে তোমরা সত্য-মিথ্যার কথা জানতে পারবে।

৮. সে দ্রুতবেগে হামলাকারীর নিকটে গেল এদিকে মানুষ ভয়ের মধ্যে আছে।

৯. সে তার দিকে তার ডান হাত প্রহারের মাধ্যমে দ্রুত প্রসারিত করল। সে হাত দিয়ে তাকে জোরে আঘাত করল। যা তার মৃত্যুর পর্যায় নিয়ে গেল।

১০. ফলে সে কোন নড়াচড়া করছে না। কোন সংগ্রামও করছে না, সে তার ধারণা হতে বিরত থাকছে না।

১১. বরং সে বিজয়ীকে আস্তে আস্তে বলল এখন আমরা দুইজন - তুমি আর আমি।

نديم البازنجان

١. كان لسلطان نديم وافٍ … يعيد ما قال بلا اختلاف

٢. و قد يزيد في الثنا عليه … إذا رأى شيئا حلا لديه

٣. و كان مولاه يرى ، و يعلمُ … و يسمع التمليقَ ، لكن يكتُمُ

٤. فجلسا يوما على الخوان … و جيئ في الأكل بباذنجان

٥. فأكل السلطان منه ما أكل … و قال : هذا في المذاق كالعسل

٦. قال النديم : صدق السلطان … لا يستوي شهد و باذنجان

٧. هذا الذي غنى به (الرئيس) … و قال فيه الشعرَ (جالينوس)

٨. يذهب ألف علة … و يبرد الصدر و يشفي الغلة

٩. قال : و لكن عنده مراره … ما حَمِدت مرة آثاره

١٠. قال : نعم ، مرٌّ ، و هذا عيبه … مذ كنت يا مولاي لا أحبه

١١. هذا الذي مات به (بقراط) … و سمّ في الكأس به (سقراط)

١٢. فالتفتَ السلطان فيمن حوله … و قال : كيف تجدون قوله ؟

١٣. قال النديم : يا مليك الناس … عذرا ؛ فما في نعلتي من بأس

١٤. جعلت كي أنادم السلطانا … و لم أنادم قطّ باذنجانا

Dhaka University Institutional Repository

বেগুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু

১. এক বাদশাহের একজন অতিভক্ত প্রজা ছিল সে বাদশাহ যা বলত তাই ঠিক বলে বলত, কোন কথার বিরোধ করত না।

২. কখনো কখনো তার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করত যখন কোন বাদশাহের নিকট পছন্দনীয় হয়। (বাদশাহ যে বস্তুকে ভাল বলে, সেও ইহাকে অনেক ভাল বলে)

৩. বাদশাই (তার এসব কিছু) দেখত, জানত, তোষামুদি কথা শুনত কিন্তু এগুলো গোপন করে রাখত। (বাদশা এসব জেনেও না জানার ভান করে থাকত)

৪. একদিন উভয়ে এক টেবিলে খেতে বসল এবং খাবারের মধ্যে বেগুন দেয়া হল।

৫. বাদশা অনেক বেগুন খেল এবং বলল ইহা মধুর মত মিষ্টি।

৬. ভক্ত বলল, বাদশাহ সত্য বলেছেন। মধু আর বেগুন বরাবর হবে না- (বরং বেগুন অনেক ভাল)

৭. এ ব্যাপারে ইবনে সীনা বেশ প্রশংসা করেছে এবং গ্রীক ডাক্তার লিখক- জালিনুস ও বেগুনের (প্রশংসায়) কবিতা লিখেছেন।

৮. বেগুন হাজার হাজার রোগ-(রোগের ঔষুধ) ভাল করে দেয়।, হৃদয়কে ঠান্ডা করে এবং তৃষ্ণা মিটায়।

৯. বাদশাহ জানাল বেগুন তার নিকট তিতা লাগে আর আমি কখনো তার প্রভাবের প্রশংসা করি নাই।

১০. ভক্ত বলল, হ্যাঁ বেগুন তিতা, ইহা তার ত্রুটি, হে বাদশা আমিও তাকে পছন্দ করি না।

১১. প্রাচীন গ্রীক, ডাক্তার খুবরাত-এর কারণেই মারা গেল এবং গ্রীক দার্শনীক সক্রেটিস ও তার পান পাত্রে উহার দ্বারা বিষাক্ত করা হয়েছে। সে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে।

১২. বাদশা তার পার্শ্বে লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল: তোমরা তার কথায় কি পেলে (বুঝলে)?

১৩. ভক্তটি বলল, জাঁহাপনা আমার কাজে (কথায়) কোন সমস্যা (ভুল) হলে ক্ষমা করবেন।

১৪. আমি তো বাদশার প্রশংসায় পঞ্চমুখ বেগুনের ভক্ত কখনো নই; বাদশার সঙ্গে গল্প করছি বেগুনের সঙ্গে নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ضيافة القطة

١. لستُ بناسٍ ليلةً — من رمضان مرّتِ

٢. تطاولتْ مثلَ ليا — لي القطْب ، واكفهرّتِ

٣. إذ انفلتُّ من سحو — ري ، فدخلتُ حجرتي

٤. أنظرُ في ديوان شع — رٍ كمُواءِ الهِرّة

٥. فقمتُ ألقي السمع في — الستورِ ، و الأسِرَّة

٦. حتى ظفِرتُ بالتي — عليَّ قد تجرّت

٧. فمذ بدت لي ، و التقت — نظرتُها و نظرتي

٨. عاد رمادُ لحْظِها — مِثْل بصيص الجمْرة

٩. و ردّدتْ فحيْحها — كحنش بقفرة

١٠. و لبسَتْ لي من ورا — ء الستر جِلدَ النمرةِ

١١. كرّتْ ، و لكن كالجبا — ن قاعداً ، و فرّت

١٢. و انتفضتْ شواربا — عن مثل بيتِ الإبرة

١٣. و رفعت كفّاً ، و شا — لتْ ذنباً كالمذرة

١٤. ثم ارتقتْ عن المُوا — ءِ ، فعوتْ ، و هرّت

١٥. لم أجزها بشرّةٍ — عن غضبٍ و شِرّة

١٦. و لا غبيتُ ضعفَها — و لا نسيتُ قُدْرتي

١٧. و لا رأيتُ غيرَ أمٍّ — بالبنين برّة

١٨. رأيتُ ما يعطِفُ نفْـ — سَ شاعرٍ من صورة

١٩. رأيتُ جدَّ الأمّها — تِ في بناءِ الأسْرة

٢٠. فلم أزلْ حتى اطمأن — جأشُها ، و قرّت

٢١. أتيتُها بشربةٍ — و جئتُها بكسْرة

٢٢. و صُنْتُها من جانبيْ — مرْقدِها بسُترتي

٢٣. و زدْتُها الدِّفءَ ، فقرّ — بتُ لها مجمرتي

٢٤. و لو وجدتُ مِصْيَداً — لجِئتُها بفأرَة

Dhaka University Institutional Repository

٢٥. فضطجعتُ تحت ظلا   ل الأمن و استطرْت

٢٦. و قرأتُ أورادها   و ما درتْ ما قرتْ

বিড়ালের জেয়াফত

১. রমজান মাসের গত রাতে আমি একাকী ছিলাম।

২. রাত মেরুঅঞ্চলের দেশগুলোর মত দীর্ঘ হতে লাগল এবং গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

৩. আমি সেহরী খাওয়ার পর আমার কক্ষে প্রবেশ করলাম।

৪. কবিতা বা জীবন চরিত কোন গ্রন্থ দেখতেছি/ পড়তেছি।

৫. বিড়ালের মিউ মিউ ধ্বনি ছাড়া অন্য কোন ধ্বনি আমাকে ভীত করে না।

৬. অতঃপর আমি পর্দায় কান পাতি

৭. আমি সাহসিকতার মাধ্যমে বিজয় লাভ করি।

৮. আমার নিকট বিড়ালটি প্রকাশ পেয়ে গেল (আমি বিড়ালটিকে দেখতে পেলাম) তার দৃষ্টি আমার দিকে তাকালো

৯. জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তার চোখের দিকে ফিরে এল।

১০. মরুভূমিতে সাপের মত তার আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে, পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

১১. পর্দার অন্তরালে সে বাঘের লেবাস পরিধান করেছে। বাঘের মত হিংস্র আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

১২. বিড়ালটি ঝাঁপিয়ে পড়ল কিন্তু ভীরুর মত বসে আছে এবং পলায়ন করছে।

১৩. সে তার গোফ প্রকাশিত করল বাইতুল ইবরাহ এর মত। (কেবল কিনার প্রতীক)

১৪. বিড়ালটি তার হাত উচু করে এবং মিজরার যত তার লেজ উপরে উঠায়।

১৫. অতঃপর সে জোরে জোরে মেঁউ মেউ করছে এবং ক্রন্দন ও চিৎকার করতে লাগল।

১৬. আমি তার ক্রোধের মন্দ কাজ বদলা মন্দ কাজ দিয়ে দেই নাই।

১৭. তার দুর্বতাকে ভুলে গেলাম আর আমার শক্তিও হারিয়ে ফেললাম।

১৮. সন্তানের প্রতি স্নেহশীল মা ব্যতিত আর কোন কিছু দেখছি না।

১৯. কবির মনকে আগেময় করে তুলে এমন দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠে।

২০. পরিবার গঠনে মদের আগ্রহ প্রত্যক্ষ করলাম।

২১. আমি স্থান ত্যাগ করিনি - (বরং সেখানে রয়ে গেলাম) বিড়ালটির মন শান্ত হল শীতল হল।

Dhaka University Institutional Repository

২২. আমি তার পানীয় নিয়ে এলাম এবং একটুখানি রুটি এনে দিলাম।

২৩. তার বিছানার দুই পার্শ থেকে কাপড় দিয়ে তাকে হিফাজত করলাম।

২৪. তার আরামের জন্য তাকে বৃদ্ধি করলাম এবং আমার (জলন্ত কয়লার) মালসা তার নিকটে রাখলাম।

২৫. হায় যদি আমি ইদুর মারার কোন ফাঁদ পেতাম তাহলে ইঁদুর ধরে বিড়ালকে দিতাম।

২৬. নিরাপত্তার ছায়াতলে বিড়ালটি ঘুমাচ্ছে এবং লম্বা ঘুম দিয়েছে

খ. পশুপাখির ভাষায় কাব্যকাহিনী :

الثعلب و الديك

١. برز الثعلب يوما	في شعار الواعظين
٢. فمشى في الأرض يهذي	و يسب الماكرين
٣. و يقول : الحمد لله	إله العالمين
٤. يا عباد الله ، توبوا	فهو كهف التائبين
٥. و ازهدوا في الطير، إن ال	عيش عيش الزاهدين
٦. و اطلبوا الديك يؤذن	لصلاة الصبح فينا
٧. فأتى الديك رسول	من إمام الناسكينا
٨. عرض الأمر عليه	وهو يرجو أن يلينا
٩. فأجاب الديك : عذرا	يا أضلّ المهتدينا !
١٠. بلغ الثعلب عني	عن جدودي الصالحينا
١١. عن ذوي التيجان ممن	دخل البطن اللعينا
١٢. أنهم قالوا و خير ال	قول قول العارفينا
١٣. (مخطئ من ظن يوما	أن للثعلب دينا)

শিয়াল ও মোরগ

১. একদিন শিয়াল উপদেশ দাতার লেবাসে প্রকাশিত হল

২. অত:পর রাস্তায় হাটে আর পাগলের মত আবল তাবল বকে এবং প্রতারণাকারীদেরকে গাল মন্দ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আর বলো সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের অধিপতি আল্লাহ তায়ালার জন্য।

৪. হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমার আন্তরিকতার সাথে তওবা করো কেননা আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তওবাকারীদের আশ্রয়স্থল।

৫. আর পাখি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকো কারণ সঠিক জীবন হলো দরবেশী জীবন।

৬. আর তোমরা মোরগকে খবর দাও যে আমাদের মাঝে ফজরের নামাজের আজান প্রদান করে।

৭. ইবাদতকারী ইমামের পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক মোরগের নিকট গেল।

৮. এবং বিষয়টি তার বরাবর পেশ করা হল তার থেকে সন্তোষজনক উত্তর প্রত্যাশা করা হল।

৯. মোরগটি অপারগতা প্রকাশ করে বলল হে হেদায়াত প্রাপ্তদেরকে গোমরাহকারী।

১০. আমার ও আমার সমমনা নেক লোকদের পক্ষ থেকে শিয়ালকে জানাবে।

১১. টুপি ওয়ালা তথা তারা মুরগদের পক্ষ থেকে যারা শিয়ালের পেটে প্রবেশ করেছে।

১২. তারা উপদেশ দিয়েছেন যে, অভিজাত লোকদের কথাই উত্তম কথা বা শ্রেষ্ঠ কথা। (আর অভিজাত লোকদের কর্তব্য হলো শিয়ালের ব্যাপারে)

১৩. যে কোন দিন শিয়ালকে ধার্মিক ধারণা করেছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

الكلب و الحمامة

١. حكاية الكلب مع الحمامه — تشهد للجنسين بالكرامه

٢. يُقال : كان الكلب ذات يوم — بين الرياض غارقا في النوم

٣. فجاء من ورائه الثعبان — منتفخا كأنه الشيطان

٤. و هم أن يغدر بالأمين — فرقت الورقاء للمسكين

٥. و نزلتْ توّا تغيث الكلبا — و نقرته نقرةً ، فهبّا

٦. فحمد الله على السلامه — و حفظ الجميلَ للحمامه

٧. إذ مرّ ما مرّ من الزمان — ثم أتى المالكُ للبستان

٨. فسبق الكلب لتلك الشجرةْ — لينذرَ الطيرَ كما قد أنذرهْ

٩. و اتخذ النبح له علامةْ — ففهمتْ حديثَهُ الحمامةْ

١٠. و أقلعتْ في الحال للخلاص — فسلمتْ من طائر الرّصاص

١١. هذا هو المعروف يا أهل الفطن — الناسُ بالناس ، و من يعن يُعَنْ

Dhaka University Institutional Repository

কুকুর এবং কবুতর

১. কবুতরের সাথে এক কুকুরের কাহিনী

তুমি প্রত্যক্ষ করবে এখানে দুটি প্রজাতির মহত্ব।

২. বলা হয়ে থাকে : একদিন একটি কুকুর ছিল

একটি বাগানে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত।

৩. তার পেছনে আসল এক অজগর সাপ

সে ছিল শয়তানের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

৪. সে নীরবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিল

অতঃপর অসহায় কুকুরের প্রতি কবুতরের দয়া হল।

৫. কবুতরটি তৎক্ষণাৎ কুকুরটিকে সাহায্য করতে নেমে এল

সে তাকে ঠোকরাতে লাগল এবং কুকুরটি জেগে উঠল।

৬. তখন সে নিরাপদে থাকার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করল

এবং কবুতরটিকে ধন্যবাদ জানাল।

৭. অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল

অতঃপর বাগানে এক রাজা আসল।

৮. কুকুরটি তখন ঐ গাছের নিকটে গেল

পাখিটিকে সতর্ক করার জন্য যেভাবে সে সতর্ক করেছিল।

৯. সে ইঙ্গিত হিসেবে ঘেউ করে উঠল

আর কবুতরও তার কথা বুঝতে পারল।

১০. সে তখনই বাঁচার জন্য উড়ে গেল

অতঃপর সে গুলি থেকে বেঁচে গেল।

১১. হে জ্ঞানীগণ, প্রসিদ্ধ কথা হলো

মানুষ মানুষের তরে। আর যে অপরকে সাহায্য করে সে নিজেও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

الأرنب و بنت عرس في السفينة

١. قد حملت إحدى نسا الأرنب و حلّ يوم وضعها في المركب

٢. فقلق الركاب من بكائها و بينما الفتاة في عنائها

٣. ... جاءت عجوز من بنات عرس تقول : أفدي جارتي بنفسي

٤. أنا التي أرجى لهذي الغاية لأنني كنت قديما (داية)

٥. فقالت الأرنب : لا يا جاره فإن بعد الألفة الزيارة

٦. ما لي و ثوق ببنات عرس إني أريد داية من جنس

নৌকায় খরগোশ ও বেজী

১. একদা এক স্ত্রী খরগোশ গর্ভবতী হলো

এবং নৌকায় তার প্রসবের সময় হলো।

২. তার প্রসব বেদনার কান্নার আওয়াজে আরোহীগণ বিরক্ত হয়ে গেল

আর যুবতীটি তার কষ্টে অস্থির হয়ে আছে।

৩. ...একজন বয়স্ক বেজি হাজির হয়ে বলল যে,

আমি আমার প্রতিবেশীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

৪. আমি এ উদ্দেশ্য সাধনে প্রত্যাশী।

কেননা পূর্বে আমি ধাত্রী ছিলার্মা।

৫. অতঃপর খরগোশ বলল হে আমার প্রতিবেশী!

এ ভালবাসার পশ্চাতে রয়েছে বিপদ।

৬. আমি বেজির প্রতি আস্থাশীল না।

তাই আমি খরগোশ ধাত্রীর প্রত্যাশা করছি

Dhaka University Institutional Repository

৩. শিশুসংক্রান্ত কবিতার নমুনা

أبو علي

١. صار شوقي أبا علي   في ((الزمان الترلّي))

٢. و جناها جنايةً   ليس فيها بأول !

আলীর পিতা

১. শাওকী আলীর পিতা হলো
অস্থিরতার সময়ে

২. এবং সে একটি অপরাধ করেছে
যে অপরাধটি প্রথম নয়

الزمن الأخير

١. عليُّ ، لو استشرْتَ أباكَ قبلاً   فإن الخير حظُّ المستشير

٢. إذاً لعلمْتَ أنَّا في غناءٍ   و إن نكُ من لقائك في سرور

٣. و ما ضِقْنا بمقدمِك المفدّى   و لكن جئتَ في الزمَن الأخير !

শেষ মূহুর্ত

১. হে আলী, তুমি যদি আগেই তোমার পিতাকে পরামর্শ দিতে
কেননা কল্যাণে পরামর্শদাতার অংশ রয়েছে।

২. তাহলে তুমি জানতে পারতে যে, আমরা প্রাচুর্যের মধ্যে আছি
যদিও আমরা তোমার আগমনে খুশী নই।

৩. তোমার শুভাগমনে আমরা সংকীর্ণ নই
তবে তুমি শেষ মূহুর্তে আগমন করেছ।

Dhaka University Institutional Repository

صاحب عهده

١. رُزقتُ صاحبَ عهدي	و تمّ لي النسلُ بعدي
٢. همَ يحسدوني عليه	و يغبطو ني بسعدي
٣. و لا أراني و نجلي	سنلتقي عند مجد
٤. و سوف يعلم بيتي	أني أنا النسل وحدي
٥. فيا علي لا تلمْني	فما احتقارُك قصدي
٦. و أنت مني كرُوحي	و أنتَ مَنْ أنت عندي!
٧. فإن أساءك قولي	كذب أباك بوعدِ

উত্তরাধিকারী

১. আমাকে উত্তরসূরী দান করা হয়েছে
এবং আমার পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ণ হয়েছে।

২. তার কারণে তারা (হিংসুক) আমার প্রতি হিংসা করে
এবং আমার সৌভাগ্যের কারণে ঈর্ষা করে।

৩. আমি আমাকে ও আমার প্রজন্মকে মনে করি না যে
আমরা অচিরেই সম্মানের অধিকারী হব।

৪. অতি শীঘ্রই আমার পরিবার জানতে পারবে যে,
আমিই একক বংশধর।

৫. হে আলী, তুমি আমাকে তিরস্কার করো না,
কেননা তোমাকে তুচ্ছ করা আমার ইচ্ছা নয়।

৬. তুমি আমার আত্মা
আমার শুধুই তুমি

৭. আমার কথা তোমাকে যদি কষ্ট দেয়
তোমার পিতাকে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিতে পার।

Dhaka University Institutional Repository

يوم فراقه

١. بكيا لأجل خروجه في زورةٍ — يا ليتَ شِعْري : كيف يومُ فراقه ؟!

٢. لو كان يسمعُ يومذاك بُكاهما — رُدَّتْ إليه الروح من إشفاقه

বিচ্ছেদ দিবস

১. তারা কেঁদে উঠল তার (পিতার) ভ্রমণে বের হওয়ার কারণে

হায় আমার কবিতা! তার বিচ্ছেদের (মৃত্যুর) দিনটি কেমন হবে ?

২. সেদিন যদি সে তাদের কান্না শুনতে পেত

তবে স্নেহের জন্য তার আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হত।"

Dhaka University Institutional Repository

খ. শিশুসাহিত্য পরিভাষা

Dhaka University Institutional Repository

শিশুসাহিত্য পরিভাষা

مصطلحات أدب الأطفال

আরবী	ইংরেজি	বাংলা
১. الطفل / أطفال	Baby	শিশু
২. الطفولة	Babyhood	শৈশব
৩. فنون الطفل	Child arts	শিশু শিল্পকলা
৪. ورشة فنون الطفل	Child arts workshop	শিশু শিল্পকলা কর্মশালা
৫. تمثيل الطفل	Child acting	শিশুতোষ অভিনয়
৬. كتاب الطفل	Child Book	শিশুতোষ বই
৭. معرض كتب الأطفال	Child Books Fair	শিশুতোষ বই মেলা
৮. شخصية الطفل الخلقية	Child character	শিশু স্বভাব
৯. ثقافة الطفل	Child culture	শিশু সংস্কৃতি
১০. مركز ثقافة الطفل	Child culture centre	শিশু সংস্কৃতি কেন্দ্র
১১. إبداع الطفل	Child creativity	শিশু সৃজনশীলতা
১২. قصص الأطفال	Child fiction	শিশুতোষ গল্পমালা
১৩. أحلام الطفل	Child dreams	শিশু স্বপ্ন
১৪. متحف الطفل	Child exhibition	শিশুতোষ প্রদর্শনী
১৫. الأدب عن الأطفال	Literature about children	শিশু সম্পর্কিত সাহিত্য
১৬. الأدب من الأطفال	Literature by children	শিশু রচিত সাহিত্য
১৭. الأدب للأطفال	Literature for children	শিশু সাহিত্য
১৮. مركز إعلام الطفل	Child information centre	শিশু তথ্যকেন্দ্র
১৯. ألعاب الطفل	Child games	শিশুদের খেলাধূলা
২০. مركز صحة الطفل	Child health centre	শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র
২১. مجلة الطفل	Child magazine	শিশুতোষ সাময়িকী
২২. نقد أدب الطفولة	Child literature criticism	শিশুসাহিত্য সমালোচনা
২৩. أشعار الأطفال	Child poetry	শিশুতোষ কাব্য
২৪. غذاء الطفل	Child nutrition	শিশু-পুষ্টি
২৫. مسرح الطفل	Child theatre	শিশুতোষ নাটক

Dhaka University Institutional Repository

২৬.صفحة الطفل	Child paper	শিশুদের পাতা
২৭.أدب الطفولة	Childhood literature	শিশু সাহিত্য
২৮.كاتب الأطفال	Children author	শিশু সাহিত্যিক
২৯.موسوعات الناشئين	Children encyclopedia	শিশু বিশ্বকোষ
৩০.تربية الابتكارية	Creative education	সৃজনশীল শিক্ষা
৩১.تفكير ابتكاري	Creative thinking	সৃজনশীল চিন্তা
৩২.عيد الطفولة العالمي	International child day	বিশ্ব শিশু দিবস
৩৩.روضة الأطفال	Kindergarten	কিন্ডারগার্টেন
৩৪.لغة الإشارات	Sign language	সাংকেতিক ভাষা
৩৫.الإبداع الأدبي	Literature creativity	সাহিত্য সৃজনশীলতা
৩৬.الأثر الأدبي	Literacy impact	সাহিত্য প্রভাব
৩৭.التربية قبل المرحلة الابتدائية	Pre-primary education	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
৩৮.برنامج قراءة الأطفال	Child reading programme	শিশু পাঠ কর্মসূচী
৩৯.الطفل الموهوب	Talented child	মেধাবী শিশু
৪০.طفل غير مطيع	Undutiful child	অবাধ্য শিশু
৪১.المنظمة الدولية للطفولة	UNICEF	ইউনিসেফ
৪২.طفل متقلب	Variable child	অস্থির শিশু
৪৩.طفل غير مرتب	Untidy child	অবিন্যস্ত শিশু
৪৪.مقياس لفظي	Verbal scale	আক্ষরিক মানদন্ড
৪৫.مؤلف مسرحيات الطفل	Author of child theatrical plays	শিশু নাটক রচয়িতা
৪৬.كاتب كتب الأطفال	Author of child books	শিশুতোষ গ্রন্থকার
৪৭.كاتب أغاني الطفل	Author of child songs	শিশু সঙ্গীত রচয়িতা
৪৮.رسام كتب الأطفال	Child book drawer	শিশুতোষগ্রন্থ চিত্রকর
৪৯.حديقة الطفل	Child garden library	শিশুতোষ লাইব্রেরী
৫০.مسابقات أدب الأطفال	Child literature competitions	শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতা
৫১.كذب الأطفال	Child-lies	শিশুদের অসত্য
৫২.ألعاب الطفل اللغوية	Child linguistic games	শিশুতোষ ভাষা-খেলা
৫৩.بحوث الطفل	Child literature research	শিশু-গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

৫৪.طرق تدريس الأدب للأطفال	Child literature teaching methods	শিশুসাহিত্য পাঠদান পদ্ধতি
৫৫.تحليل مهارات الطفل	Child skill analysis	শিশুদক্ষতা বিশ্লেষণ
৫৬.وسائط أدب الطفولة	Childhood literature media	শিশুসাহিত্য মাধ্যম
৫৭.حديث الطفل (الكلامي)	Child vocalization	কথিকা
৫৮.جمهور الأطفال	Children society	শিশুসমাজ
৫৯.معايير الكتابة للأطفال	Criteria of childhood literature	শিশুসাহিত্যের মানদন্ড
৬০.الإرشاد النفسي	Counseling	পরামর্শদান
৬১.الأدب التذهيبي	Courtesy	শিষ্টাচার
৬২.الطفل الانطوائي	Introvert child	অর্ন্তমুখী শিশু
৬৩.إلهام	Inspiration	অনুপ্রেরণা
৬৪.أداة	Instrument	যন্ত্রপাতি
৬৫.المعلومات العامة	Knowledge	জ্ঞান
৬৬.تعليم اللغات	Language teaching	ভাষা শিক্ষাদান
৬৭.استراتيجية التعليم	Learning strategy	শিক্ষাদান কৌশল
৬৮.مبادئ تعليم مهارات الكتابة	Learning principles of writing skill	লিখন-দক্ষতা শিক্ষাদান পদ্ধতি
৬৯.مرحلة الطفولة المتأخرة	Late childhood phase	শৈশবোত্তর কাল
৭০.نادي الأدب	Literature club	সাহিত্য সংসদ
৭১.الإلمام بالقراءة و الكتابة	Literacy	স্বাক্ষরতা
৭২.ثرثار	Loquacious	বাচালতা
৭৩.برنامج التربية الخاصة	Special education programme	বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম
৭৪.قاعة النشاط المسرحي	Theatrical activities hall	নাট্যশালা
৭৫.العرض المسرحي للطفل	Theatrical show for child	শিশুতোষ নাট্য প্রদর্শনী
৭৬.موهبة	Talent	মেধা
৭৭.الكتاب التعليمي	Textbook	পাঠ্যপুস্তক
৭৮.الكتب المترجمة	Translated books	অনুবাদ গ্রন্থাবলী

Dhaka University Institutional Repository

البيئة المحيطة بالطفل.৭৯	The surrounding of the child	শিশু পরিবেশ
عرض منوعات في.৮০	Variety show	বিবিধ প্রদর্শনী
فائدة.৮১	Utility	উপকারিতা
الحشو.৮২	Verbosity	বাগাড়ম্বর
طفل شره.৮৩	Voracious child	লোভী শিশু
تقويم.৮৪	Valuation	মূল্যায়ন
نفور.৮৫	Aversion	অনীহা
خشية.৮৬	Awe	ভয়
التراث الثقفي.৮৭	Culture heritage	সাহিত্য উত্তরাধিকার
تلقين.৮৮	Indoctrinate	অনুশাসন
الشكل الأدبي.৮৯	Literary form	সাহিত্যরূপ
المضمون.৯০	Content	সূচীপত্র
كلية رياض الأطفال.৯১	Kindergarten's college	কিন্ডারগার্টেন কলেজ
الطفولة (مراحل).৯২	Childhood	শিশুকাল

Dhaka University Institutional Repository

গ. গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারীম

২. ইবনু মাজাহ : সুনান

৩. ইমাম আহমদ : আত তিরমিযী

৪. ড. আব্দুল হামীদ মুহাম্মদ আবু সিক্কীন : ফিকহুল লুগাহ (মদীনাঃ মাতবাউল জামি'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০২-৩ হি), ২য় সংস্করণ।

৫. হান্না আল ফাখূরী : তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরূতঃ আল মাতবা'আতুল বুলিসিয়্যায়, তা.বি.)।

৬. আহমাদ হাসান আয যায়্যাত : তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরূতঃ দারুশ শারকিল আরাবী, ২০০৬)।

৭. জালাল উদ্দীন আস সুয়ুতী : আল মুযহির (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০৫), ১ম সংস্করণ।

৮. জুরজী যায়দান : তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ (বৈরূতঃ দারুল ফিকর,২০০৫), ১ম খণ্ড।

৯. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন হুসাইন : আল আদাবুল আরাবী ওয়া তারীখুহু (আল আসরুল হাদীস); (রিয়াদঃ ওয়াকালাতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়া লি শুউনিল মাআহিদিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১২ হি.) ৫ম সংস্করণ।

১০. ড. উমর আদ দাসূকী : ফিল আদাবিল হাদীছ, ১ম খন্ড, (কায়রোঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৩ খৃ.), ৮ম সংস্করণ।

১১. মুহাম্মাহ বিন আস্ সাইয়্যিদ ফারাজ : আল আতফাল ওয়া কিরাআতুহুম (আল কুয়েতঃ শারিকাতুর রাবিআ'ন লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৭৯)।

Dhaka University Institutional Repository

১২. মিফতাহ্ মুহাম্মাদ দায়াব : মুকাদ্দিমাতুন ফী আদাবিল আতফাল (ত্রিপলী: আল মুনশাআতুল 'আম্মাহ লিন্ নাশরি ওয়াত তাওযী' ওয়াল ই'লান, ১৯৮৫)।

১৩. ড. আলী আল্ হাদীদী : ফী আদাবিল আতফাল (কায়রো: মাকতাবাতুল্ আনজালুল্ মুদারিয়্যিাহ, ১৯৯২), সংস্ক. ৬।

১৪. ড. মুহাম্মদ সালেহ আশ শানতী : ফী আদাবিল আতফাল (সৌদি আরব: দারুল আন্দালুস, ১৯৯৬)।

১৫. ড. মাজদী ওয়াহবাহ : মু'জামু মুসতালাহাতিল আদাব (বৈরূত: মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৭৪)।

১৬. ড. মাহমূদ শাকির সাঈদ : আসালীব ফী আদাবিল আতফাল (রিয়াদ: দারুল মি'রাজ, ১৯৯৩)।

১৭. আহমাদ আমীন : ফাজরুল ইসলাম (কায়রো: ১৯৫৫)।

১৮. ড. সা'আদ আবুর রিদা : আন নাসসুল আদাবী লিল আতফাল (রিয়াদ: মাকতাবাতুল উবাইকান, ২০০৫)।

১৯. ড. মাহমূদ শাকির সাঈদ : আসাসিয়্যাতু ফী আদাবিল আতফাল, রিয়াদ: দারুল মি'রাজ আদ দাওলিয়্যাহ লিন নাশরি, ১৯৯৩, ১ম প্রকাশ।

২০. হাদী নু'মান আল হাইতি : আদাবুল আতফাল, ফালসাফাতুহু - ফুনূনুহু ওয়া ওয়াসাইতুহু (বাগদাদ : ওয়াযারাতুল আ'লাম, ১৯৭৭)।

২১. ড. মুহাম্মাদ আল আল হারমী : আদাবুল আতফাল, (সৌদী আরব: দারুল মা'আলিম আছ ছাক্বাফিয়্যাহ, ১৯৯৬) সংস্ক. ১,

২২. ড. আযাহির মুহীউদ্দীন আল আমীন : আদাবুল আতফাল ওয়া ফুনূনুহু, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৬)।

২৩. যায়নাব বীরাহ জাকলী : আদাবুল আতফাল ফীল আসরিল হাদীস, (আম্মান: দারুদ দিয়া, ২০১০),

২৪. মুহাম্মাহ বিন আস্ সাইয়্যিদ ফারাজ	:	আল আতফাল ওয়া কিরাআতুহুম (আল কুয়েতঃ শারিকাতুর রাবিআ'ন লিন নাশার ওয়াত তাওযী', ১৯৭৯
২৫. ড. আব্দুল ফাত্তাহ আবূ মুআলী	:	আদাবুল আতফাল, (আম্মানঃ দারুশ শুরূক, ১৯৮৮)
২৬. ড. নাজীব আল কীলানী	:	আদাবুল আতফাল ফী দাওইল ইসলাম (মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬), ৪র্থ সংস্করণ।
২৭. ড. সামীহ আল মুগলী ও অন্যান্য	:	দিরাসাতু ফী আদাবিল আতফাল, (আম্মানঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৩),
২৮. ড. আহমদ যালাত	:	আদাবুল আতফাল বাইনা আহমাদ শাওকী ওয়া উসমান জালাল (কায়রোঃ দারুন নাশরি লিল জামি'আত, ১৯৯৪), ১ম সংস্করণ।
২৯. ড. আহমদ যালাত	:	আদাবুত তুফূলাহ বাইনা কামিল কাইলানী ওয়া মুহাম্মাদ হারাভী (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.)।
৩০. ড. আহমদ যালাত	:	মাদখাল ইলা আদাবিত তুফূলাহ (রিয়াদঃ ওয়াযারাতুত তা'লীম আল 'আলী, ২০০০)।
৩১. ড. আহমদ যালাত	:	আদাবুত তুফুলাহ (আশ শারিকাতুল আরাবিয়্যাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯০)।
৩২. ড. আহমদ যালাত	:	মু'জামুত তুফূলাহ, (কায়রোঃ দারুল ওয়াফা, ২০০০)।
৩৩. ড. হাদী নু'মান আল হাইতী	:	ছাকাফাতুল আতফাল, (আলামুল মা'রিফাহ, তা.বি.)
৩৪. আহমদ শাওকী	:	আশ শাওকীয়্যাত (বৈরূত : দারু সুবহ, ২০০৮), ৩য় এবং ৪র্থ খন্ড।
৩৫. আব্বাস হাসান	:	আল মুতানাব্বী ওয়া শাওকী, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৩) ২য় সংস্করণ,

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. মুহাম্মদ ইউসুফ কূকন	:	'আলামুল নাসরি ওয়াশ শি'রি ফীল আসরিল আরাবীল হাদীস (মাদ্রাজঃ দার হাফিজা লিল তাবা'আ ওয়ান নাশরি, ১৯৮০ খ্রি.)
৩৭. ড. ইয়াহইয়া শামী	:	মাউসুআতু শু'আরাইল আরব, (বৈরূতঃ দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৯৯), ৩য় খন্ড।
৩৮. কামিল সালমান জাবুরী	:	মু'জামুল উদাবা, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০০৩) ১ম সংস্করণ
৩৯. খাইরুদ্দীন আয যিরিকলী	:	আল আ'লাম (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিলমালাঈন, ১৯৮৬ খ্রি.) ৭ম সংস্করণ, ১ম খন্ড
৪০. ইব্রাহীমুল আবইয়ারী	:	আল মাউসূ'আতুল শাওকীয়্যাহ (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৯৮ খ্রি.) ২য় সংস্করণ, ১ম খন্ড।
৪১. আহমদ কাব্বিশ	:	তারীখুল শি'রিল আরবিল 'হাদীস' (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৮১।
৪২. ইন'আমুল জুনদী	:	আর রাইদ ফী দিরাসাতিল আদাবিল হাদীস (বৈরূতঃ দারুর রাঈদ, ১৯৮৬ খ্রি.) ২য় সংস্করণ,
৪৩. হান্না আল ফাখুরী	:	আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী (বৈরূতঃ দারুল জাইল. ১৯৮৬) ১ম সংস্করণ
৪৪. ইব্রাহীম শামসুদ্দীন সম্পা.	:	আশ শাওকিয়্যাত. (বৈরূতঃ দারু সুবাইন, ২০০৮) ১ম সংস্করণ
৪৫. ড. শাওকী দায়ফ	:	আল আদাবুল আরাবিল মু'আসির ফী মিসর (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ ১৯৬১), ১২তম সংস্করণ,
৪৬. ড. তোয়াহা ওয়াদী	:	শি'রু শাওকী, (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩), ৫ম সংস্করণ

৪৭. ড. মুহাম্মদ আহমদ আল আয়ুব	:	আনিল লুগাহ ওয়াল আদাব ওয়ান নাকদ (বৈরূত: আল মারকাযুল আরাবী লিস্ সাকাফা ওয়াল 'উসূল, তা. বি.)
৪৮. ড. শাওকী দায়ফ	:	ফুসূল ফী আল শি'র ওয়া নাকদিহি, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৭), ২য় সংস্করণ।
৪৯. হাফিজ ইবরাহীম	:	দীওয়ান, ড. আহমাদ আমীন সম্পাদিত, (কায়রো: দারুল আউদা, ১৯৩৭), প্রথম প্রকাশ।
৫০. ড. মুহাম্মদ মানদূর	:	আহমদ শাওকী, 'আ'লামুশ শি'র আল আরাবী আল হাদীছ', ইলিয়্যা হাভী সম্পাদিত, (বৈরূত: আল মাকতাবুত তিজারী লিত তাবা'আ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', ১ম সংস্করণ, ১৯৭০)
৫১. মারূফ আর রুসাফী	:	আদ দীওয়ান, (বৈরূত: আল মাকতাবা আল আহলিয়্যা, তা.বি.),
৫২. আলী মাহমূদ ত্বহা আল মুহানদিস	:	মাওতুশ শাইর, 'আল মুকতাতাফ', (কায়রো, ১৯৩২), ৩য় খন্ড
৫৩. ড. মুহাম্মদ সা'দ বিন হুসাইন	:	আল আদাবুল আরাবী ওয়া তারীখুহু, 'আল আসরুল হাদীছ', (রিয়াদ: মাতাবি জামি'আ আল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়্যা, ৫ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.)
৫৪. আহমদ শাওকী	:	আমীরাতুল আন্দালুস, (বৈরূত: দারুল আওদা, ১৯৮১)।
৫৫. আহমদ শাওকী	:	আসওয়াকুয যাহাব, (কায়রো: মাতবাতুল ইসতিকামা, ১৯৫১)
৫৬. ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল	:	মুকাদ্দিমাতুশ শাওকিয়্যাত, ১ম খন্ড
৫৭. মুহাম্মাহ বিন আস্ সাইয়্যিদ ফারাজ	:	আল আতফাল ওয়া কিরাআতুহুম (আল কুয়েত: শারিকাতুর রাবিআ'ন লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. ড. মাহির হাসান ফাহমী	:	সিলসিলাতু আ'লামিল আরব (কায়রো: আল হাইআতুল মিসরিয়্যাহ লিল কিতাব, ১৯৮৫
৫৯. ড. জাওদাত আর রিকাবী	:	আদাবুল আরাবী (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৮৩)
৬০. ড. মুহাম্মদ গুনাইমী হিলাল	:	আল আদাবুল মুকারিন, (কায়রো: নাহদাতু মিসর, ১৯৭৩)
৬১. রান্দাল কালারাক	:	আর রাময ওয়াল উসতূরাহ, অনুবাদক: আহমদ সালীহাহ, (কায়রো: আল হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কুত্তাবি, ১৯৮৮
৬২. উসমান জালাল	:	আল উয়ূনুল ইওয়াকিয, ১ম সংস্করণ,
৬৩. সাইয়্যেদ আহমদ হাশেমী	:	জাওয়াহিরুল বালাগাহ (কায়রো, ১৯২২)।
৬৪. ড. আহমদ যালাত	:	আদাবুত তুফূলাহ বাইনা কামিল কিলানী ও মুহাম্মাদ আল হারাভী, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.),
৬৫. ড. মুহাম্মদ আলী আল হারফী	:	আদাবুল আতফাল (রিয়াদ: দারুল মা'লিম, ১৯৯৬)।
৬৬. ইবরাহীম বেক আল আরব	:	কিতাবু আদাবিল আতফাল, (কায়রো: আল মাতবাআ আল আমিরিয়্যাহ, ১৯১১)।
৬৭. লুইস মা'লুফ	:	আল মুনজিদ ফিল আ'লাম (আমিরান, ১৪২৩ হি.)
৬৮. শিশু-বিশ্বকোষ	:	(ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭), ৪র্থ খন্ড।
৬৯. আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন	:	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫) ৩য় সংস্করণ।
৭০. আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহউদ্দীন	:	আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ, (ঢাকা: প্রোব পাবলিকেশন, ১৯৯৮)।

Dhaka University Institutional Repository

৭১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আরব মনীষা, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩)।

৭২. ড. সফিউদ্দীন জোয়ারদার : আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩) ২য় খন্ড।

৭৩. মুসা আনসারী : আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা।

৭৪. বাংলা বিশ্বকোষ : (ঢাকা; নওরোজ কিতাবিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭৬) ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ।

৭৫. বাংলা পিডিয়া : (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), ৯ম খন্ড।

৭৬. ইসলামী বিশ্বকোষ : (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৩৯৪/১৯৮৬) ২য় খণ্ড ।

৭৭. আতোয়ার রহমান : শিশুসাহিত্য নানা প্রসঙ্গ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী,

৭৮. মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ও খাতেমন আরা বেগম : শিশু (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), ১ম পুনর্মুদ্রণ।

৭৯. আলমগীর জলিল : শিশুসাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮)।

৮০. আতোয়ার রহমান : শিশুসাহিত্যের কতিপয় রথী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১)

৮১. শ্রীশচন্দ্র দাস : সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা: কথাকলি, তা.বি.)।

৮২. William Benton : The New Encyclopaedia Britannica, Volume vii, (1974)

৮৩. David Thomson : Book Since Nepoleon (England: Penguin Group, 1990)

৮৪. J. Brugman : An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt (Leiden: E.J. BRILL, 1984).

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. FABLES DE LA FONTAIN	:	LE RATE DE VILLE ET RAT DES CHAMPS
৮৬. John A. HAYWOOD	:	Modern Arabic Literature (London: Lund Humphries, 1965).
৮৭. ইসমত মাহদী	:	Modern Arabic Literature (হায়দ্রাবাদ: দায়েরাতুল মা'আরিফ প্রেস, ১৯৮৩)।
৮৮. এ.বি.এম. ছিদ্দীকুর রহমান নিজামী	:	আরবী গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ধারায় ইবনুল মুকাফ্ফার অবদান" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (ঢাকা, ১৯৯৬), যুক্ত সংখ্যা ৫৩, ৫৪, ৫৫।
৮৯. মো. নূরুল হক	:	ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাস (ঢাকা: ১৯৭৩)।
৯০. কামিল সালমান আল জাবূরী	:	মু'জামুল উদাবা (বৈরূত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩), ১ম খন্ড।